গোবিন্দকুমার গ্রন্থাবলী—১

বিশুদ্ধি-মার্গ।

আচার্য্য বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধি-মগ্গের বঙ্গানুবাদ

প্রথম ভাগ।

শীল-নির্দ্দেশ হইতে আরূপ্য-নির্দ্দেশ)

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্, এ ; বি, এল্,

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

পালি-অধ্যাপক

শ্রীমৎ শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

শ্রীগোপেন্দ্র কুমার চৌধুরী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩২নং বীডন রো, কলিকাতা।

২৪৬৭ বুদ্ধাব্দ, ১৩৩০ সাল, ১৯২৩ খৃঃ অঃ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীগোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী বি, এ,

৩২নং বীডন রো, কলিকাতা।

২। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী

২নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

অথবা

সিনেট হাউস, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড
৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Gobinda Kumar Series I.

THE VISHUDDHI-MARGA

BEING
A TRANSLATION INTO BENGALI NOW MADE FOR THE FIRST TIME
FROM THE ORIGINAL PALI

OF

ĀCARIYA BUDDHAGHOSA'S VISUDDHI-MAGGA

Volume I

(Sīla-Niddesa to Aruppa Niddesa)

TRANSLATED AND EDITED BY

GOPALDAS CHOUDHURI, M.A., B.L.,

SRAMAṆA PURṆĀNANDA SWĀMI

POST-GRADUATE LECTURER IN PALI, CALCUTTA UNIVERSITY.

PUBLISHED BY

GOPENDRA KUMAR CHOUDHURI, B. A.
32, Beadon Row, Calcutta.

2467 B. E, 1923 A. D, 1330 Sal.

Price Rs. 3/- only.

গোবিন্দকুমার গ্রন্থাবলী।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺গোবিন্দ কুমার চৌধুরী মহাশয় বিশেষ শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন, আলোচনা, পঠন, পাঠন ও শ্রবণে সময় অতিবাহিত করিয়া তিনি বিপুল প্রীতি ও সুখ অনুভব করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি কৃতবিদ্য এবং দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কেবল পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না। শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে নিজের জীবন গঠন ও পরিচালন বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। গার্হস্থ্য জীবনেও তিনি একজন সদাচার-সম্পন্ন শ্রদ্ধাবান স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্ত উপাসক ছিলেন। তাঁহার পুস্তকালয় নানাবিধ সংগ্রন্থে পূর্ণ ছিল। বিদ্যার্থীরা তাঁহার নিকট খুব উৎসাহ পাইত। অনেকে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার ও উন্নত-চরিত্র হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত। তাঁহার কায়িক, বাচনিক বা আর্থিক সাহায্যে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি নিজেও অনেক গ্রন্থের প্রণয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু কর্ম্মময় জীবনে অত্যল্প অবকাশ বশতঃ ও অকাল মৃত্যুর অপ্রতিহত অত্যাচারে তিনি সেই সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়া যাইতে পারেন নাই। আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে তিনি অনেক সংগ্রন্থ প্রচার করিয়া যাইতেন সন্দেহ নাই।

আজীবন সঞ্চিত পুণ্যফলে তিনি এখন অত্যুচ্চ দেবলোকে বিরাজ করিতেছেন। আমি তাঁহার অকৃতী সন্তান। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণের কথা দূরে যাউক তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষারও কোন ব্যবস্থা এযাবৎ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ বলিয়াছেন "মানুষিক বা দিব্য মহার্ঘ অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি বা নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা, গন্ধ বিলেপনাদি দ্বারা পূজা করিলেও মহাপুরুষদের প্রকৃত পূজা সৎকার হয় না। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিলে তাঁহারা পরম পূজিত, সৎকৃত ও মানিত হইয়া থাকেন।" ৺পিতৃদেবের প্রীত্যার্থে তাঁহার অভিপ্সিত কার্য্য সমূহের কথঞ্চিৎ সম্পাদন মানসে সম্প্রতি আমি অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন ভাষা সমূহ হইতে ভাল ভাল গ্রন্থ

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া এবং প্রাচীন সাহিত্যাদি অবলম্বনে জনসাধারণের হিতকর গ্রন্থ সকল সঙ্কলন করিয়া "গোবিন্দ কুমার গ্রন্থাবলী"নামে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, নীতি, ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্বাদিবিষয়ক পুস্তক সমূহ এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। অনেক খ্যাত নামা পণ্ডিত লেখক আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন।

এই উপায়ে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও গৌরব বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় পিতৃদেবেরও পূজা সৎকার সাধিত হইবে বিশ্বাসে এই গ্রন্থাবলী তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

পিতৃদেব! স্বীয় রাশীকৃত সুকৃতিফলে যে লোকেই অবস্থান করুন না কেন এই অধম সন্তানের যৎসামান্য পূজা-সৎকার দর্শন ও গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন ভবচ্ছকাশে এই বিনীত প্রার্থনা।

এই গ্রন্থাবলীর ১ম গ্রন্থ 'বিশুদ্ধি-মার্গ' প্রকাশিত হইল। তিনি যে বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, ইহা সে বিষয়ের একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁহার রুচিকর ও প্রীতিবর্দ্ধক হইবে ভাবিয়া ইহাকে এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল। তিনি জীবিত থাকিলে হয়তঃ ইহার প্রচার দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। সেই তাঁহার প্রীত্যর্থে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে এই প্রথম প্রকাশিত পুস্তক তাঁহাকেই উৎসর্গ করিলাম।

৩২নং বীডন রো, কলিকাতা
প্রবারণা পূর্ণিমা তিথি
২৪৬৭ বুদ্ধাব্দ, ১৩৩০ সাল

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী।

ভূমিকা

মাগধী বা প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহের মধ্যে "বিসুদ্ধি-মগ্‌গ" অতি শ্রেষ্ঠ, প্রসিদ্ধ ও আদরণীয় গ্রন্থ। সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য বুদ্ধঘোষ স্থবির এই গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। "ঞাণোদয়" (জ্ঞানোদয়) তৎ-প্রণীত প্রথম পুস্তক, অভিধর্ম্ম পিটকের প্রথম প্রকরণ 'ধর্ম্মসঙ্গনীর" অট্‌ঠকথা (অর্থকথা বা ভাষ্য) দ্বিতীয়। এই দুইয়ের প্রথমটী বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু এমন ভাবে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলে মনে হয় সিংহলে উহা পুনঃ লিখিত হইয়াছে। "বিসুদ্ধি-মগ্‌গ" লিখিত হওয়ার পূর্ব্বে যে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ লিখিত হয় নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বুদ্ধঘোষ বুদ্ধগয়াধামের বোধিবৃক্ষের সমীপবর্ত্তী ঘোষ গ্রামে মগধরাজ সংগ্রামের পুরোহিত কেশীর ঔরসে কেশিনী নাম্মিকা ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে তিনি বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ব্যাকরণ, ইতিহাস, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎ-পত্তি লাভ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তিনি স্বভাবতঃ খুব তার্কিক এবং শাস্ত্রীয় বিচারে সতত উৎসুক ছিলেন। বহুযত্ন সঞ্চিত বিপুল জ্ঞানরাশি লইয়া অলসভাবে বসিয়া থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তর্কযুদ্ধে তৎকাল প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে পরাজয় করিতে করিতে তিনি দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অনুক্রমে এক বিহারে (বৌদ্ধ মঠে) উপনীত হইলেন। সে বিহারের অধিপতি (প্রধান পুরোহিত) তাঁহার প্রজ্ঞার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তাঁহাকে শাস্ত্রীয় বিচারে আহ্বান করিলেন। বিচারে বুদ্ধঘোষ পরাজিত হইয়া উক্ত বিহারাধিপতি রেবত মহাস্থবিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। রেবত মহাস্থবির তাঁহাকে সমস্ত ত্রিপিটক শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিসুদ্ধি-মগ্‌গের শেষে তাঁহার যে উপাধি তালিকা সংযোজিত আছে তৎপাঠে দেখা

যায় তিনি স্বকীয় শাস্ত্র ও পরশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। অর্থকথা সহ ত্রিপিটক শাস্ত্রে তাঁহার অপ্রতিহতজ্ঞান ছিল। তিনি মহাবৈয়াকরণ, যুক্তমুক্তবাদী, বাদীবর ও মহাকবি ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় লেখা সমাপন করিয়া বুদ্ধঘোষ অপর পালি গ্রন্থের ও অর্থকথা (অট্ঠকথা) লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মহাস্থবির রেবত তাঁহাকে জানাইলেন যে তাঁহার বিহারে "পালিমাত্র" আছে; অর্থকথা নাই। অপর আচার্য্যগণের মতও তথায় নাই। সিংহল দেশে সিংহলী ভাষায় লিখিত অর্থকথা বিদ্যমান আছে। তথায় গিয়া সেই অর্থকথা অবলম্বনে মাগধীভাষায় অর্থকথা লিখিতে পারিলে লোকের বড় উপকারে আসিবে।

মহাস্থবিরের উপদেশ মতে মহানাম রাজার রাজত্ব সময়ে খৃষ্টাব্দের ৫ম শতকের প্রথমভাগে * তিনি সিংহলে উপনীত হইয়া রাজধানী অনুরাধপুর নগরে মহাবিহার-সংঘের নায়ক ও আচার্য্য শ্রীমৎ সংঘপাল স্থবিরের নিকট গমন করেন এবং সমস্ত ত্রিপিটকের অর্থকথা শ্রবণ করেন। তৎপর নিজের সিংহল গমনের উদ্দেশ্য নিবেদন করিয়া মাগধীভাষায় ত্রিপিটকের অর্থকথা লিখিবার জন্য সিংহলী ভাষায় লিখিত অর্থকথা সমূহ প্রার্থনা করেন।

এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদনে তিনি সক্ষম কিনা পরীক্ষার্থ সংঘপাল স্থবির তাঁহাকে বিশুদ্ধিমার্গের প্রথমে লিখিত

"সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো"

ইত্যাদি গাথাটী প্রদান পূর্ব্বক ইহার টীকা লিখিয়া সামর্থ্যের পরিচয় দিতে আদেশ করিলেন।

স্থবিরের আদেশে একটী গাথার উপর টীকা লিখিতে গিয়া আচার্য্য বুদ্ধঘোষ সমস্ত ত্রিপিটক শাস্ত্র, অন্যান্য অনেক গ্রন্থ ও শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক সার উদ্ধৃত করিয়া বিশুদ্ধিমার্গ রচনা করেন। লেখা শেষ হইলে তিনি স্থবিরকে এই বিষয় নিবেদন করেন। স্থবিরের আদেশে ভিক্ষুসংঘ সভামণ্ডপে সমবেত হইলে তিনি "বিশুদ্ধিমার্গ" পাঠ করিতে লাগিলেন। ত্রিপিটকাদি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী, প্রতিসম্ভিদা-ষড়ভিজ্ঞাদি অলৌকিক জ্ঞান সহ

* শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা প্রণীত Life and Work of Buddhaghosa দ্রষ্টব্য।

অর্হত্ব প্রাপ্ত, ক্ষীণাশ্রব স্থবিরগণের অনেকে সে ধর্ম্মসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা "বিশুদ্ধিমার্গ" শ্রবণে এতই সন্তুষ্ট এবং বুদ্ধঘোষের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এতই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে, বুদ্ধঘোষকে "মৈত্রেয়" বোধিসত্ত্ব (১) বলিয়া ঘোষণা করিতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই।

বুদ্ধঘোষ পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মহাবিহারবাসী ভিক্ষুসংঘ অতি সন্তোষের সহিত যাবতীয় "সিংহলী অর্থকথা" তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনিও "গ্রন্থাকর পরিবেণ" নামক বিহারে বসিয়া উক্ত অর্থকথা অবলম্বনে সম্পূর্ণ "বিনয়" ও "অভিধর্ম্ম" পিটকের 'অর্থকথা' এবং সূত্রপিটকান্তর্গত 'দীঘ নিকায়', 'মজ্ঝিম নিকায়', 'সংযুত্তনিকায়' ও 'অঙ্গুত্তর নিকায়ের' অর্থকথা লিপিবদ্ধ করেন। 'খুদ্দক নিকায়ের' অর্থ কথার মধ্যে "ধম্মপদ" ও "জাতকের অর্থকথা" তৎকর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া ভিক্ষুসংঘের বিশ্বাস। কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করেন। তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে জম্বুদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু বর্ম্মাদেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন তিনি 'অর্থকথা সমূহ' লইয়া সুবর্ণভূমিতে পদার্পণ করেন। রেলপথে রেঙ্গুন হইতে মৌলমেইন যাইবার পথে "থাটোন' নামে যে স্থান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই প্রাচীন "সুবণ্ণভূমি" সুবর্ণভূমি।

বুদ্ধঘোষ স্থবির প্রণীত যে সকল গ্রন্থ এখন বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে প্রকৃত পক্ষে "বিশুদ্ধি মার্গ"ই প্রথম এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই পুস্তকের উপাদেয়ত্ব এবং জন সাধারণের হিতকল্পে ইহার উপযোগীতা উপলব্ধি করিয়া ইহার অনুবাদ প্রচার করিতে সঙ্কল্প করি। বঙ্গভাষায় এইশ্রেণীর গ্রন্থসমূহের অনুবাদ প্রচার করা নানা কারণে বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া ইহার বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হই। ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ, ইহার ভাষা অতি জটিল, ইহার বর্ণিতব্য বিষয়গুলি খুব দুর্গম ও গম্ভীর। এরূপ শক্ত গ্রন্থ মাগধী ভাষায় আর আছে কি না সন্দেহ। ইহার অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। যাহাদের প্রতিশব্দ বাঙ্গলাভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া

(১) বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে বুদ্ধগণ বোধিসত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হন।

যায় না এমন বিস্তর শব্দের প্রয়োগ ইহাতে দৃষ্ট হয়। ইহা একখানি পারিভাষিক শব্দ-বহুল গ্রন্থ। এই সকল শব্দের প্রতিশব্দও বাঙ্গলা ভাষায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং প্রতিশব্দ নির্ব্বাচনে আমাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। যে স্থলে প্রতিশব্দ ঠিক করিতে পারা যায় নাই সে স্থলে পালিশব্দকে কোনরূপে বাঙ্গালা আকৃতি দিয়া বন্ধনী চিহ্নের ভিতরে সরল বাঙ্গালা অর্থ প্রদান করিয়াছি।

ইহার ভাষা স্থলে স্থলে খুব সরস ও শব্দ সম্পদে পূর্ণ এবং ত্রিপিটকের ভাষা অপেক্ষা সুমার্জ্জিত ও সুবিন্যস্ত। গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় লিখিত স্থান সমূহে এই রূপ ভাষা দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থলে ত্রিপিটকাদি শাস্ত্র হইতে গাথা ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যেক শব্দের টীকা লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে সে স্থলে ভাষা অত্যন্ত কর্কশ, নীরস ও অমার্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। টীকা অংশের আক্ষরিক অনুবাদ না হইলে মূলের সহিত অনুবাদের সামঞ্জস্য থাকে না। সুতরাং আমরা এই অংশের আক্ষরিক অনুবাদে বাধ্য হইয়াছি। অপর অংশও এমন শব্দ বিন্যাসে লিখিত যে আক্ষরিক অনুবাদ না হইলে অনেকস্থলে মূলের ভাব, সৌন্দর্য্য ও অর্থের ব্যত্যয় না করিয়া অনুবাদ দুঃসাধ্য। সেই সব স্থলে ও আমরা আক্ষরিক অনুবাদ প্রদান করিয়াছি। পাছে মহাত্মার বর্ণিত বিষয়ের পবিত্রভাব ও অর্থের ব্যত্যয় হয় এই ভয়ে আমরা ভাষার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই অনুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আক্ষরিক অনুবাদ নিতান্ত কর্কশ ও বঙ্গভাষার রীতিবিরুদ্ধ হইবে মনে করিয়া অনেক স্থলের ভাবানুবাদ মাত্রও প্রদান করিয়াছি।

মূল "বিসুদ্ধি মগ্‌গ" সাধারণ পাঠক সমাজের জন্য লিখিত নহে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ মার্গাবলম্বী পণ্ডিতগণের জন্য এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবল-সম্পন্ন মহাকবি পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত। সুতরাং ইহা সাধারণ পাঠকগণের বোধগম্য ও মুখরোচক নহে। অনুবাদও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকগণের রুচিকর ও সুখবোধ্য না হইতে পারে। তবে যাঁহারা অনুবাদের সহিত মূল মিলাইয়া পাঠ করিবেন তাঁহারা অধিকতর রসাস্বাদনে সক্ষম হইবেন। পালিগ্রন্থগুলির মূল পাঠে যেরূপ তৃপ্তি ও প্রীতি লাভ হয়, অনুবাদ পাঠে সেরূপ হয় না।

"বিসুদ্ধি-মগ্‌গ"কে ত্রিপিটকের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম পিটকের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় সমস্তই এই পুস্তকে সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পুস্তকে সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ত্রিপিটক শাস্ত্রেও নিপুণতা লাভে সক্ষম হইবেন সন্দেহ নাই।

এমন কঠিন গ্রন্থের অনুবাদের সম্পূর্ণ যোগ্যতার দাবী আমি করি না। তবে আমার শিক্ষক বহুশ্রুত প্রিয়শীলী শ্রীমৎ শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের উপদেশ, পরামর্শ, ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া অনুবাদের প্রথম ভাগ প্রচার করিতে সক্ষম হইলাম। তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ স্থবিরের সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে এমন দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন সম্ভবপর হইত কি না গুরুতর সন্দেহ। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও তিনি "বিশুদ্ধিমার্গ" প্রচারের জন্য অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটী গাথার (শ্লোকের) উপর টীকা করিয়া প্রকাণ্ড "বিশুদ্ধিমার্গ" লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা একখানি ভাষ্য বা অর্থকথা গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছু নহে। সাধারণতঃ ইহা "বিশুদ্ধিমগ্‌গ অট্‌ঠকথা" নামে পরিচিত। রেঙ্গুন নিবাসী পালিশিক্ষক উঃ ফ্যে কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও হংসবতী প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত বর্ম্মা অক্ষরের বিসুদ্ধি মগ্‌গের নাম "বিসুদ্ধিমগ্‌ অট্‌ঠকথা পাঠ্‌" অর্থাৎ বিসুদ্ধি-মগ্‌গ অট্‌ঠকথা পালি। তবে সংক্ষেপে ইহাকে "বিসুদ্ধিমগ্‌গ" বলা হয়। আমরা ও সংক্ষিপ্ত নামের বাঙ্গালা করিয়া "বিশুদ্ধিমার্গ" নামে এই অনুবাদ গ্রন্থকে অভিহিত করিলাম।

এই পুস্তক যে গাথার টীকা মাত্র সে মূল গাথাতে "বিশুদ্ধি" কিম্বা "মার্গ" শব্দের উল্লেখ নাই। তবে এই পুস্তকের নাম 'বিশুদ্ধিমার্গ" হইল কেন এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উঠিতে পারে। উক্ত গাথায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার উল্লেখ আছে। শীল প্রতিপালন পূর্ব্বক কায় বিশুদ্ধ করিয়া সমাধিদ্বারা চিত্তবিশুদ্ধ করিতে হয়। বিশুদ্ধচিত্তে প্রজ্ঞা ভাবনা করিলে বিদর্শন জ্ঞান লাভ হয়। বিদর্শন-জ্ঞানবলে তৃষ্ণা বা বান সংখ্যাত জটা ছেদন করিলে "নির্ব্বাণ" প্রাপ্তি ঘটে। সর্ব্বমল-রহিত অত্যন্ত পরিশুদ্ধ নির্ব্বাণকে "বিশুদ্ধি" বলে। সুতরাং

এই গাথায় উক্ত 'জটাছেদন' বিশুদ্ধি, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা ইহা লাভের মার্গ বা উপায়। "বিশুদ্ধি লাভের উপায়—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পুস্তকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "বিশুদ্ধি-মার্গ"।

"বিশুদ্ধি-মার্গ" তিনটী ভাগে ও তেইশটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম ভাগ শীল-নির্দ্দেশ। ইহাতে নিদানকথা, শীলকথা, ও ধুতাঙ্গ-কথা বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ সমাধি-নির্দ্দেশ। ইহাতে তৃতীয় হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত এগারটী পরিচ্ছেদ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মস্থান (ভাবনা বা ধ্যানের বিষয়) ও তদ্‌গ্রহণবিধি ইত্যাদি বর্ণিত। পৃথিবী-কৃৎস্নধ্যান ও তদানুসঙ্গিক যাবতীয় বিষয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত। অপর নয়টী-কৃৎস্ন পঞ্চম পরিচ্ছেদে নির্দ্দেশিত। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে স্ফীত, নীলবর্ণ, পুঁষপরিপূর্ণ, লোহিতবর্ণ ইত্যাদি দশ প্রকার মৃত শরীর দর্শনে অশুভ-ভাবনাক্রম বর্ণিত। বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, ইত্যাদি ছয় অনুস্মৃতি-ভাবনাক্রম সপ্তম পরিচ্ছেদে এবং মরণ-স্মৃতি, কায়গতা-স্মৃতি, আনাপান-স্মৃতি ও উপশমানুস্মৃতি এই চারি অনুস্মৃতি ভাবনা ক্রম অষ্টম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটী বিষয় অবলম্বনে ধ্যানকে "ব্রহ্মবিহার-ভাবনা" বলে। নবম পরিচ্ছেদে "ব্রহ্মবিহার-ভাবনাক্রম" বর্ণিত। দশম পরিচ্ছেদে আকাশানন্ত্যায়তনাদি চারিটী অরূপ ধ্যান লিখিত।

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধিমার্গ প্রকাশ করিতে অনেক বিলম্ব হইবে ভাবিয়া এই দশটী পরিচ্ছেদ মুদ্রিত করিয়া প্রথম ভাগ প্রকাশ করিলাম। অবশিষ্ট তেরটী পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইবে।

এই পুস্তকের পরিচ্ছেদ গুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত যে পূর্ব্বের পরিচ্ছেদ পাঠ না করিয়া পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে গেলে অনেক স্থল অবোধ-গম্য, নীরস ও কর্কশ মনে হইবে। অনেক শব্দ ও বাক্য বার বার প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম প্রযুক্ত স্থলে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্ত্তী স্থান সমূহে কেবল প্রতিশব্দ মাত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রথম হইতে না পড়িলে পুনঃ পুনঃ আগত শব্দাদির অর্থ গ্রহণেও অসুবিধা হইতে পারে। তাই হঠাৎ মধ্যস্থল হইতে খুলিয়া এই বহির অংশ বিশেষ পাঠ করিবেন না।

বিস্তৃত সূচীপত্রে এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সমূহের তালিকা প্রদান

করিয়াছি। তৎপাঠে বুঝিতে পারিবেন যে ইহা অনন্ত জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই বইতে যে সকল গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদেরও বর্ণানুক্রমিক (অকারাদিক্রমে) সূচীপত্র সংযোজিত করিয়া সহজে যে কোন গাথা খুঁজিয়া বাহির ও পাঠ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছি। প্রত্যেক গাথার প্রথম পংক্তির কতেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে যে অঙ্ক দিয়াছি তাহাদের মধ্যে দাঁড়ি চিহ্নের বাম পার্শ্বস্থ ১ অঙ্ক এই বহির ১ম খণ্ড এবং ২ অঙ্ক ২য় খণ্ড বুঝায়। দাঁড়ি চিহ্নের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অঙ্কগুলি এই বইর পৃষ্ঠা বুঝায়।

হাজার চেষ্টাতেও প্রথম সংস্করণ নির্ভুল করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা যেরূপ শক্তগ্রন্থ ইহার অনুবাদে স্থান বিশেষে ভুলভ্রান্তি অনিবার্য্য। পাঠক-গণ, আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ছাপার ভুলের কথা আর কি বলিব? ইহা বাঙ্গালা ছাপাখানার স্থায়ী কীর্ত্তি। প্রুফ সংশোধকও এই বিষয়ে নির্দ্দোষ নহেন। তাই আমরা শুদ্ধিপত্র সংযোজিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। অগ্রে ভুল সংশোধন করিয়া পরে পাঠ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

ইংলেণ্ডের পালিটেক্‌ষ্ট্‌ সোসাইটী (Pali Text Society of England) কর্ত্তৃক রোমান (ইংরাজী) অক্ষরে প্রকাশিত মূল 'বিসুদ্ধি-মগ্‌গ' দেখিয়া অধিকাংশ স্থল অনুবাদ করিয়াছি। সময় সময় শ্রীমৎ এ, পি, বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু কর্ত্তৃক সম্পাদিত সিংহলী সংস্করণও ব্যবহার করিয়াছি। শুদ্ধপাঠ স্থির করিবার জন্য সাইমন্ হেববিতর্ণে স্মৃতি-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "বিসুদ্ধি-মগ্‌গ, ডি, এ, গুণবর্দ্ধন সম্পাদিত "বিসুদ্ধিমগ্‌গ" এই দুই সিংহলী সংস্করণ এবং ছেয়া উঃ ফ্যো কর্ত্তৃক বর্ম্মা অক্ষরে সম্পাদিত সংস্করণও সময় সময় ব্যবহার করিয়াছি।

সিংহলরাজ পণ্ডিত পরাক্রমবাহু সিংহলী ভাষায় বিশুদ্ধিমার্গের এক সান্বয় ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিত এম্ ধর্ম্মরত্নের সম্পাদকতায় ইহার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ম্মাভাষাতেও ইহার একটী সান্বয় ব্যাখ্যা আছে। শ্রীমতী রীস্ ডেবিড্‌স (Mrs. Rhys Davids) এই গ্রন্থের ১ম দুই পরিচ্ছেদমাত্র ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীমৎ

প্রজ্ঞালোক স্থবির ও শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু কর্ত্তৃক ইহার প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বুদ্ধিষ্ট্ টেক্স্ট্ সোসাইটীর (Buddhist Text Society) জার্ণেলের (পত্রিকার) ১ম বর্ষে মুলপালি ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ ইহার নিদান' কথার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

আর, সিদ্ধার্থ স্থবির বি, এ, উক্ত সিংহলী সান্নয় এবং অনাগরিক ধর্ম্মপাল মহাটীকার ২য় খণ্ড আমাদিগকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীমৎ শ্রমণ অগ্রবংশ ভিক্ষু, ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ; ডি, লিট, ও বাবু সুরেন্দ্র নাথ বড়ুয়া এম, এ, আমাদিগকে পরামর্শদান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কোন অন্তরায় না হইলে আগামী আষাঢ়ী-পূর্ণিমার দিনে ২য় ভাগ প্রকাশ করিব এই সংকল্প করিয়াছি। এই ভাগ অতি গম্ভীর ও অত্যা-বশ্যকীয় বিষয় সমূহে পূর্ণ। এই অংশে অভিধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত এবং উচ্চাঙ্গের ধ্যান সমূহ বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে। "বিশুদ্ধি" লাভের মার্গ বা উপায় বর্ণনার শেষ অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত। সুতরাং এই ভাগ অবগত না হইলে সম্পূর্ণ "বিশুদ্ধিমার্গ" অবগত হওয়া সম্ভব নহে। আমরাও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধিমার্গ পাঠকগণকে উপহার না দিয়া ক্ষান্ত হইব না।

দ্বিতীয় ভাগে বিস্তৃত ভূমিকায় আমরা মাগধী ভাষা ও পালি সাহিত্যের ইতিহাস, অপরাপর যোগ প্রণালীর সহিত বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে যোগ প্রণালীর তুলনা, বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক মন্তব্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করিব। পরিশিষ্টে কঠিন শব্দ ও পারিভাষিক শব্দ সমূহের অর্থ সহ সূচীপত্র সংযুক্ত করিব।

পাঠক সমাজের বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইলে আমরা "গোবিন্দকুমার গ্রন্থাবলীর" অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

৩২নং বীডন রো, কলিকাতা
প্রবারণা পূর্ণিমা তিথি
২৪৬৭ বুদ্ধাব্দ, ১৩৩০ সাল

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড—১ হইতে ১৩২ পৃষ্ঠা।

৩। ধুতাঙ্গ নির্দ্দেশ ৭৩

দ্বিতীয়খণ্ড—১ হইতে ২২৬ পৃষ্ঠা

ধর্ম্মানুস্মৃতি ৯৯

সংঘানুস্মৃতি ১০৪

বিশুদ্ধি-মার্গ

প্রথম ভাগ

প্রথম খণ্ড

বিশুদ্ধি-মার্গ

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

নিদান কথা।

সীলে পতিট্‌ঠায় নরো সপঞ্‌ঞো
চিত্তং পঞ্‌ঞঞ্চ ভাবয়ং
আতাপী নিপকো ভিক্‌খু
সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি॥

শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নর প্রজ্ঞাবান,
সমাধি আর বিদর্শন দুই করে ধ্যান,
বীর্য্যবান প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু যেই জন,
সেইজন এই জটা করয়ে ছেদন।

এই গাথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে ইহা উক্ত হইয়াছে?

একদা রাত্রিভাগে অন্যতর (১) দেবপুত্র শ্রাবস্তীতে বিহরন্ত (২) ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের সংশয় নিরসনার্থ (৩)

(১) অন্যতর—অঞ্‌ঞতর—নাম ও গোত্রের পরিচয় জানা নাই যার। শক্র মহাব্রহ্মাদি যেমন পরিচিত ইনি তেমন পরিচিত নহেন।

(২) বিহরন্তং—বিহরন্ত = বি + হর + অন্ত (সংস্কৃত শতৃ)—মাগধী ভাষায় অন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় ফুরন্ত, ঘুমন্ত, জীবন্ত, চলন্ত প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ ভিন্ন অন্ত বা শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ দৃষ্ট হয় না। এই প্রত্যয় দ্বারা ক্রিয়াটী চলিতেছে আছে বা হইতে আছে বুঝায়। বিহরন্ত অর্থ বিহার করিতে আছেন যিনি তিনি। বাঙ্গালায় বিহরন্ত শব্দের ব্যবহার নাই। কিন্তু অনুবাদের সুবিধার জন্য আমরা ইহা ব্যবহার করিলাম। এই গ্রন্থে এইরূপেই আমরা অন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের অনুবাদ করিব। স্থানে স্থানে অর্থানুসারে অন্যরূপ অনুবাদও দিব।

(৩) সংশয় নিরসনার্থ—সংসয় সমুগ্‌ঘাটনত্থং—সংশয় সমুৎঘাতার্থ, সন্দেহ বিনাশার্থ।

অন্তো জটা বহি জটা জটায় জটিতা পজা,
তং তং গোতম পুচ্ছামি, কো ইমং বিজটয়ে জটন্তি ?

অন্তরে বাহিরে জটা, জটায় জটিত লোক,
পুছি তোমা তাই গৌতম, খসা'বে তা কোন্ লোক ?

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার এই সংক্ষেপার্থ :—"জটা" তৃষ্ণা জালিনীর এই অধিবচন (নাম)। তাহা রূপাদি আলম্বন (১) সমূহে অধঃ ও উর্দ্ধ ক্রমে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় বলিয়া, (এবং) সংসীবনার্থে বেণুগুল্মাদির শাখাজাল সংখ্যাত জটার ন্যায় (বলিয়া) জটা। ইহা স্বকীয় পরিষ্কার (২) ও পরকীয় পরিষ্কার, স্বকীয় শরীর (৩) ও পরকীয় শরীর, আধ্যাত্মিক আয়তন (৪) ও বহিরায়তন (৫) সমূহে উৎপন্ন হয় বলিয়া "অন্তোজটা" (অন্তর্জটা) ও "বহিজটা" (বহির্জটা) নামে উক্ত। এইরূপ উৎপদ্যমানা সে "জটায় জটিতা পজা" (জটাদ্বারা জটিতা প্রজা)। যেমন বেণুজটাদি দ্বারা বেণু আদি (জটিত), সেইরূপ সেই তৃষ্ণা জটাদ্বারা এই সত্ত্ব সংখ্যাত সর্ব্ব প্রজা জটিতা, বিনদ্ধা (৬), সংসীবিতা (৭) (এই) অর্থ।

(১) আলম্বন—আরম্মনং—চিন্তার বিষয়, ধ্যানের বিষয়। যে বিষয় অবলম্বন করিয়া মন চিন্তা করিতে থাকে এবং যোগিগণ ধ্যান করিতে থাকেন তাহাই আরম্মনং। পাতঞ্জল দর্শনে ইহা 'আলম্বন' বলিয়া কথিত। "অভিধর্ম্মাবতার" গ্রন্থে ও 'আলম্বন' আগত। আমরাও তাই ব্যবহার করিলাম।

(২) পরিষ্কার—পালি পরিক্খারা। এইখানে 'পরিক্খারা' অর্থে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য্য বস্তু বুঝায়। অট্ঠপরিক্খারা—অষ্ট পরিষ্কার—তিন চীবর, কোমর বন্ধনী, ভিক্ষাপাত্র, বাস (ক্ষুর), সূচী, পরিস্রাবন (জল ছাঁকনি)। সক-পরিক্খার—স্বকীয় পরিষ্কার।

(৩) স্বকীয় শরীর—সক অত্তভাব—স্বকীয় আত্মভাব। আত্মভাব অর্থ শরীর। বাঙ্গলায় আত্মভাব শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না বলিয়া আমরা শরীর শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

(৪) আধ্যাত্মিকআয়তন—অজ্ঝত্তিকায়তনং। অধি+আত্মিক—নিজের চক্ষুকর্ণাদি ছয় আয়তন।

(৫) বাহিরায়তন—পরের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি আয়তন।

(৬) বিনদ্ধ—বি+নহ বন্ধনে+ত=বিশিষ্টরূপে বদ্ধ।

(৭) সংসীবিতা—সম্যক সীবিতা অর্থাৎ শিলাই করা।

যেহেতু এইরূপে জটিতা "তং তং গোতম, পুচ্ছামি" সেই কারণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। "গোতম"—(হে গৌতম) ভগবানকে গোত্র ধরিয়া আলাপন (সম্বোধন) করিতেছে।

"কো ইমং বিজটয়ে জটন্তি"—এই এরূপে ত্রিধাতুককে (১) জটিত করিয়া স্থিত জটাকে কে বিজটা (বিগতজটা) করে? বিজটা করিতে কে সমর্থ? (এই) প্রশ্ন করিলেন।

এইরূপে পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত) (২) হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্মে অপ্রতিহত জ্ঞানাচার, (৩) দেবদেব, (৪) শক্রগণের অতি শক্র, (৫) ব্রহ্মাগণের অতি ব্রহ্মা, (৬) চারি বৈশারদ্যে বিশারদ, (৭) অনাবরণ জ্ঞান, (৮) সমস্ত চক্ষু, (৯) ভগবান তদর্থ বিসর্জ্জন্ত (১০)

(১) ত্রিধাতুকে—তেধাতুকং—কামাবচর ধাতু, রূপাবচর ধাতু, অরূপাবচর ধাতু,—কাম, রূপ ও অরূপ এই তিন লোকে উৎপন্ন সত্ত্ব "তেধাতুক"—ত্রিধাতুক।

(২) পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত)—পুট্‌ঠো।

(৩) অপ্পটিহতঞাণচারো—অপ্রতিহতজ্ঞানাচার, অনাবরণ জ্ঞান, যাঁহার জ্ঞানের কোন আবরণ নাই।

(৪) দেবদেব—দেবতাগণের দেব। দেবতারাও বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম শুনিতেন, তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তিনি জ্ঞানবলে ও ধর্ম্মবলে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(৫) ও (৬) এইরূপে তিনি শক্র বা ইন্দ্রগণের এবং ব্রহ্মাগণেরও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(৭) চারি বৈশারদ্য—চতুবেসারজ্জং।—সারজ্জং—শারদ্য, ভয়হীনতা বা স্থির বিশ্বাস। বুদ্ধগণ—চারি প্রকার জ্ঞানে বিশারদ হইয়া থাকেন। যথা—সর্ব্বজ্ঞতা লাভের জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় যথার্থভাবে দেশনা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান, নির্ব্বাণ মার্গ যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান।

(৮) অনাবরণ জ্ঞান—যাঁহার জ্ঞানের কোন আবরণ নাই। যিনি জ্ঞানবলে সকল বিষয় জানিতে পারেন।

(৯) সমস্ত চক্ষু—সমন্ত চক্খু,—সর্ব্বদর্শী।

(১০) বিসর্জ্জন্ত—বিস্‌সজ্জেন্তো—বিসর্জ্জন করিতে করিতে।

সীলে পতিট্‌ঠায় নরো সপঞ্‌ঞো
চিত্তং পঞ্‌ঞঞ্চ ভাবয়ং
আতাপী নিপকো ভিক্‌খু
সো ইমং বিজটয়ে জটস্তি ॥

এই গাথা বলিলেন।

১। ইমিস্‌সা দানি গাথায় কথিতায় মহেসিনা,
বর্ণয়ন্ত যথাভূতং অত্থং সীলাদিভেদনং,

২। সুদুল্লভং লভিত্বান পব্বজ্জং জিন-সাসনে,
সীলাদি সংগহং খেমং উজুং মগ্‌গং বিসুদ্ধিয়া,

৩। যথাভূতং অজানন্তা, সুদ্ধি কামাপি যে ইধ
বিসুদ্ধিং নাধিগচ্ছন্তি বায়মন্তাপি যোগিনো,

৪। তেসং পামোজ্জকরণং সুবিসুদ্ধবিনিচ্ছয়ং
মহাবিহারবাসীনং দেসনানয়নিস্‌সিতং

৫। বিসুদ্ধি-মগ্‌গং ভাসিস্‌সং তং মে সক্কচ্চ ভাসতো
বিসুদ্ধি-কামা সব্বেপি নিসাময়থ সাধবোতি।

১। ইদানি মহর্ষি-কথিতা গাথার (১) অর্থ শীলাদি ভেদে যথাভূত বর্ণয়ন্ত আমি,

২। জিন-শাসনে সুদুর্লভ প্রব্রজ্যা লাভ করিয়া শীলাদি সংগ্রহ (রূপ) বিশুদ্ধির ক্ষেম, ঋজু মার্গ

৩। যথাভূত না জানিয়া (অজানন্ত) শুদ্ধিকামী যে সকল যোগী (ব্যায়ামন্ত) ব্যায়াম করিয়াও বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হন না,

(১) উক্ত "সীলে পতিট্‌ঠায়" ইত্যাদি গাথার অর্থ বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার পাঁচটা গাথায় ছোট ভূমিকা দিয়াছেন। গাথাগুলি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া এক সঙ্গে অনুবাদ দিলাম।

৪। মহাবিহারবাসীদের দেশনাক্রম-নিশ্রিত, তাহাদের প্রামোদ্যকর, (১) সুবিশুদ্ধ-বিনিশ্চয় (২)

৫। বিশুদ্ধি-মার্গ বলিব। আমি তাহা বলিতেছি। বিশুদ্ধিকামী সাধুগণ সকলে তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

তত্র "বিসুদ্ধি"—সর্ব্ব মল-বিরহিত, অত্যন্ত পরিশুদ্ধ নির্ব্বাণ বিদিতব্য। সেই বিশুদ্ধির মার্গ বলিয়া বিসুদ্ধি-মগ্গো = বিশুদ্ধি-মার্গ। "মগ্গো" অধিগমোপায় (বলিয়া) উক্ত হয়। সেই 'বিসুদ্ধি-মগ্গ' (বিশুদ্ধি মার্গ) বলিব এই অর্থ।

সেই বিশুদ্ধি মার্গ (বিসুদ্ধি-মগ্গো) কোথাও (বিপস্সনামত্তবসেন) বিদর্শনামাত্রবশে দেশিত। যথা বলা হইয়াছে—

'সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্‌ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া তি।

যখন প্রজ্ঞা (চক্ষু) দ্বারা সর্ব্ব সংস্কার অনিত্য বলিয়া দেখে, তখন দুঃখ সমূহে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।

কোথাও ধ্যান এবং প্রজ্ঞা বশে (বিশুদ্ধি-মার্গ দেশিত হইয়াছে)। যথা বলা হইয়াছে—

"যম্হি ঝানঞ্চ, পঞ্‌ঞা চ,
সবে নিব্বান-সন্তিকেতি"

যে ব্যক্তিতে ধ্যান ও প্রজ্ঞা (আছে) সে নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ সমীপে।

কোথাও কর্ম্মাদি বশে (বিশুদ্ধিমার্গ দেশিত হইয়াছে)। যথা বলা হইয়াছে—

কম্মং বিজ্জা চ ধম্মো চ সীলং জীবিতমুত্তমং,
এতেন মচ্চা সুজ্ঝন্তি, ন গোত্তেন ধনেন বাতি।

কর্ম্ম, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শীল, ও উত্তম জীবিকা ইহা দ্বারা মরগণ শুদ্ধ হয়। গোত্র ও ধন দ্বারা নহে (শুদ্ধ হয় না)।

(১) প্রামোদ্যকর—পামোজ্জকরণং—প্রমোদ দায়ক, আনন্দ দায়ক, সন্তোষকর।
(২) বিনিশ্চয়—বিনিচ্ছয়ং—বিচার, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা।

কোথাও শীলাদি বশে (বিশুদ্ধি-মার্গ) দেশিত হইয়াছে)। যথা বলা হইয়াছে—

সব্বদা সীল সম্পন্নো, পঞ্ঞবা, সুসমাহিতো,
আরদ্ধ-বিরিয়ো, পহিতত্তো, ওঘং তরতি দুত্তরন্তি।

সর্ব্বদা শীলসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান, সুসমাধিস্থ, আরদ্ধবীর্য্য, প্রেষিতাত্ম (ব্যক্তি) দুস্তর ওঘ (জল স্রোত) তরণ কারে (পার হয়, তরিয়া যায়)।

কোথাও "সতি-পট্‌ঠানাদি" স্মৃত্যুপস্থানাদি বশে (বিশুদ্ধি-মার্গ) দেশিত হইয়াছে। যথা বলা হইয়াছে—

একায়নো অয়ং, ভিক্‌খবে, মগ্‌গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া......পে......নিব্বানস্‌স সচ্ছিকিরিয়ায়। যদিদং চত্তারো সতি-পট্‌ঠানাতি।

হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য......পে......নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকারের জন্য এই চারি স্মৃত্যুপস্থানই একমাত্র গন্তব্য মার্গ।

সম্যক প্রধানাদিতে ও (১) এইরূপ নয় (ক্রম, বর্ণনাক্রম)।

এই প্রশ্নের উত্তরেও শীলাদি বশে (বিশুদ্ধি মার্গ) দেশিত।

তত্র এই সংক্ষেপ বর্ণনা ঃ—"সীলে পতিট্‌ঠায়"—শীলে থাকিয়া (স্থিত হইয়া, প্রতিষ্ঠিত হইয়া)। শীলপরিপূরণকারীই অত্র শীলে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উক্ত হয়। তাই শীল পরিপূরণ দ্বারা শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এইখানে এই অর্থ (হইতেছে)। "নরো" সত্ত্ব। "সপঞ্ঞো" কর্ম্মজা ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধি প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞাবান। "চিত্তং পঞ্ঞঞ্চ ভাবয়ং"—সমাধি ও বিদর্শনা ভাবয়মান (ভাবনা করিতে করিতে)। চিত্ত শীর্ষ দ্বারা (চিত্তকে শীর্ষ বা প্রধান

---

(১) সম্যক প্রধান—সম্মপ্পধানা—চারি প্রকার, (ক) উৎপন্ন অকুশল পরিত্যাগ করিবার ব্যায়াম (চেষ্টা), (খ) অনুৎপন্ন অকুশল উৎপাদন না করিবার ব্যায়াম, (গ) উৎপন্ন কুশল রক্ষা করিবার ও বৃদ্ধি করিবার ব্যায়াম, (ঘ) অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদন করিবার ব্যায়াম। প্রধান—বিশেষ চেষ্টা বা ব্যায়াম।

করিয়া) এইখানে সমাধি নির্দ্দিষ্ট (হইয়াছে), এবং প্রজ্ঞা নামের দ্বারা বিদর্শনা (প্রজ্ঞা শব্দ দ্বারা বিদর্শনা)। "আতাপী" বীর্য্যবান। ক্লেশ (পাপ) সমূহের আতাপন পরিতাপনার্থে বীর্য্য আতাপ (বলিয়া) উক্ত হয়। তাহা যাহার আছে (সে) আতাপী। "নিপকো"—নৈপক্য বলে প্রজ্ঞাকে। তদ্দ্বারা সমন্নাগত (ভূষিত) এই অর্থ। এই পদের দ্বারা পরিহার্য্যা (১) প্রজ্ঞা দেখান হইতেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনবার প্রজ্ঞা (শব্দ) আগত। তত্র প্রথমা (প্রজ্ঞা) জাতি-প্রজ্ঞা (জন্মগতা প্রজ্ঞা), দ্বিতীয়া বিদর্শনা-প্রজ্ঞা, তৃতীয়া সর্ব্বকৃত্যপরিনায়িকা (২) পরিহার্য্যা প্রজ্ঞা।

"ভিক্খু" (১)—সংসারে ভয় দেখে (বলিয়া) ভিক্ষু। "সো ইমং বিজটয়ে জটং"—সে এই শীল দ্বারা, এই চিত্ত শীর্ষ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সমাধি দ্বারা, এই ত্রিবিধ প্রজ্ঞাদ্বারা ও এই আতাপ দ্বারা মোট এই ছয় ধর্ম্ম দ্বারা সমন্নাগত ভিক্ষু। যেমন কোন পুরুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুশাণিত শস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া মহাবেণুগুল্ম বিজটিত করে (জটা ছেদন করিয়া গুল্ম মুক্ত করে) সেইরূপ শীলরূপ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি শীলায় সুশাণিত বিদর্শনা প্রজ্ঞাস্ত্র বীর্য্যবল দ্বারা প্রগৃহীত পরিহার্য্য-প্রজ্ঞাহস্ত দ্বারা উৎক্ষেপ করিয়া নিজের সন্তানে (শরীরে) পতিত সে তৃষ্ণা-জটা বিজটিত করে, সংছেদন করে, সম্প্রদালিত করে। সে মার্গক্ষণে সেই জটা বিজটিত করে। ফলক্ষণে বিজটিতজট (ছিন্নজট) হইয়া সদেব লোকের অগ্রদাক্ষিণ্য (শ্রেষ্ঠপূজ্য) হইয়া থাকে। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

সীলে পতিট্‌ঠায় নরো সপঞ্‌ঞো,
চিত্তং পঞ্‌ঞঞ্চ ভাবয়ং
আতাপী নিপকো ভিক্খু,
সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।

(১) পরিহার্য্যা প্রজ্ঞা—পরিহারিয়া পঞ্‌ঞা—কর্ম্মস্থান পরিপূরণে নিযুক্ত প্রজ্ঞা (কর্ম্মট্‌ঠানস্‌স পরিহরণে নিযুত্তা পারিহারিকা)। সিংহল সাম্বর।

(২) সর্ব্বকৃত্য পরিনায়িকা—সব্বকিচ্চ-পরিনায়িকা—অভিক্রমাদি সর্ব্বকৃত্য স্বার্থ সম্প্রজন্যাদি বশে পরিশুদ্ধ প্রবর্ত্তনকারিনী (সব্বকিচ্চানি পরিবজ্জেন্তি পরিচ্ছিজ্জন্তীতি সব্বকিচ্চপরিনায়িকা)। সিংহল সাম্বর।

এইখানে যে প্রজ্ঞাদ্বারা "সপঞ্ঞো" বলিয়া উক্ত এইস্থলে তাহার কোন করণীয় নাই। পূর্ব্ব কর্ম্মানুভাবেই তাহা সিদ্ধ। "আতাপী নিপকো" অত্র উক্ত বীর্য্যবশে সাতত্যকারী (সতত ব্যায়ামশীল) এবং প্রজ্ঞা বশে সম্প্রজ্ঞানকারী (সকল বিষয় জ্ঞান পূর্ব্বক করণশীল) হইয়া, শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, চিত্ত ও প্রজ্ঞা বশে (নামে) উক্ত সমথ ও বিদর্শন ভাবনা করা উচিত। অত্র ভগবান শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা মুখে বিশুদ্ধি মার্গ দেখাইতেছেন।

এই পর্য্যন্ত (দেশনা দ্বারা) তিন প্রকার শিক্ষা, ত্রিবিধ কল্যাণ সাশন, ত্রয়ী-বিজ্ঞতাদির উপনিশ্রয়, অন্তদ্বয়বর্জ্জন—মধ্যম প্রতিপত্তি সেবনা, অপায়াদি সমতিক্রমণোপায়, ত্রিবিধ প্রকারে ক্লেশ প্রহান (পরিত্যাগ), ব্যতিক্রমাদির প্রতিপক্ষ, সংক্লেশত্রয় বিশোধন, স্রোতপন্নাদি ভাবের কারণ প্রকাশিত হইতেছে।

কিরূপে? এইখানে শীলের দ্বারা অধিশীল শিক্ষা প্রকাশিতা হইতেছে সমাধিদ্বারা অধিচিত্ত শিক্ষা; প্রজ্ঞাদ্বারা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা (প্রকাশিতা হইতেছে)।

শীল দ্বারা শাসনের আদিকল্যাণতাও প্রকাশিত হইতেছে। "কো চাদি কুসলানং ধম্মানং? সীলঞ্চ সুবিসুদ্ধ"ন্তি। কুশলধর্ম্মসমূহের আদি কি? সুবিশুদ্ধ-শীল" এই বাক্য দ্বারা এবং "সব্ব পাপস্স অকরণং" সর্ব্ব পাপের অকরণ এই আদি বচন দ্বারা শীল শাসনের আদি। তাহাই অবিপ্রতিসার (অনমুতাপ) ইত্যাদি গুণ আবহন করে বলিয়া কল্যাণ। সমাধি দ্বারা মধ্য-কল্যাণতা প্রকাশিত হইতেছে। "কুসলস্স উপসম্পদা" কুশল কর্ম্মের উপসম্পাদন এই আদি বচন দ্বারা সমাধি শাসনের মধ্যে। ঋদ্ধি বিধাদি (বিবিধ প্রকার ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা) গুণাবহন করে বলিয়া তাহাই কল্যাণ। প্রজ্ঞা দ্বারা পর্য্যবসান-কল্যাণতা প্রকাশিত হইতেছে। "সচিত্ত পরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনান্তি" 'নিজ চিত্ত পরিশুদ্ধ করণ, ইহা বুদ্ধগণের শাসন' বাক্য দ্বারাও প্রজ্ঞা শেষ বলিয়া শাসনের পর্য্যবসান। ইষ্টানিষ্টে তাদি ভাবাবহন (তাহার ভাব আনয়ন) করে বলিয়া তাহা কল্যাণ।

সেলো যথা একঘনো (১) বাতেন ন সমীরতি,
এবং নিন্দাপসংসাসু (২) ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা তি।

বায়ুতে বিশুদ্ধ শৈল না হয় কম্পিত,
জ্ঞানী তথা লোকধর্ম্মে নহে বিচলিত।

এই গাথা উক্ত হইয়াছে।

প্রস্তরময় শৈল যেমন বায়ু দ্বারা কম্পিত হয় না, সেইরূপ নিন্দা প্রশংসাতে পণ্ডিতগণ (বিচলিত) কম্পিত হয় না।

সেইরূপ শীল দ্বারা ত্রয়ীবিদ্যতার উপনিশ্রয় (লক্ষণ, চিহ্ন) প্রকাশিত হইয়া থাকে। শীল-সম্পত্তি নিশ্রয় (আশ্রয়) করিয়া তিনটী বিদ্যা পাওয়া যায়। তারপর নহে। সমাধি দ্বারা ষড়ভিজ্ঞতার উপনিশ্রয় প্রকাশিত হয়। কারণ সমাধি-সম্পদ নিশ্রয় করিয়া ছয় অভিজ্ঞা পাওয়া যায়। তারপর নহে। প্রজ্ঞাদ্বারা প্রতি-সম্ভিদা প্রভেদের উপনিশ্রয় প্রকাশিত হয়। প্রজ্ঞা-সম্পত্তি নিশ্রয় করিয়া চারিপ্রকার প্রতি-সম্ভিদা পাওয়া যায়। অন্য কোন কারণ দ্বারা নহে।

শীল দ্বারা 'কামসুখল্লিকানুযোগ' সংখ্যাত (কাম সুখভোগ নামক) অন্তবর্জ্জন প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমাধি দ্বারা আত্মক্লমথানুযোগ (আত্ম নিগ্রহ) সংখ্যাত অন্তের, প্রজ্ঞাদ্বারা মধ্যমা প্রতিপত্তি-সেবন প্রকাশিত হয়।

সেইরূপ শীলদ্বারা অপায়সমতিক্রমণোপায় প্রকাশিত হয়; সমাধি দ্বারা কামধাতু সমতিক্রমণোপায়; প্রজ্ঞাদ্বারা সর্ব্বভবসমতিক্রমণোপায়।

শীলেরদ্বারা তদঙ্গ প্রহাণবশে ক্লেশ প্রহাণ প্রকাশিত হয়। সমাধি দ্বারা বিক্ষম্ভন প্রহাণবশে; প্রজ্ঞাদ্বারা সমুচ্ছেদ প্রহাণ বশে।

সেইরূপ শীলের দ্বারা ক্লেশ সমূহের ব্যতিক্রম প্রকাশিত হয়, সমাধি দ্বারা পর্য্যুত্থান প্রতিপক্ষ; প্রজ্ঞাদ্বারা অনুশয় প্রতিপক্ষ।

(১) একঘনো—বিশুদ্ধ প্রস্তরময় পর্ব্বত, ছিদ্র বা গর্ত্তহীন, মৃত্তিকাদি অবিমিশ্রিত পরিশুদ্ধ শীলাময় পর্ব্বত। সেলো—শৈল, পর্ব্বত, একঘনো শব্দ শৈল শব্দের বিশেষণ।

(২) নিন্দাপসংসা—নিন্দা প্রশংসা। অষ্ট লোকধর্ম্মের দুইটী মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সবগুলিই বুঝাইতেছে। অষ্ট লোকধর্ম্ম এই—লাভ, অলাভ, যশঃ, অযশঃ, সুখ, দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা।

শীলদ্বারা দুশ্চরিত্র-সংক্লেশ-বিশোধন প্রকাশিত হয়; সমাধি দ্বারা তৃষ্ণা সংক্লেশ বিশোধন; প্রজ্ঞাদ্বারা দৃষ্টি সংক্লেশ বিশোধন।

তথা শীলদ্বারা স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী ভাবের কারণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমাধিদ্বারা অনাগামী ভাবের; প্রজ্ঞাদ্বারা অর্হত্বের। স্রোতাপন্ন শীল পরিপূর্ণকারী বলিয়া কথিত; তথা সকৃদাগামী। অনাগামী সমাধি পরিপূর্ণকারী; অর্হৎ প্রজ্ঞা পরিপূর্ণকারী।

এইরূপে এই পর্য্যন্ত তিন প্রকার শিক্ষা, ত্রিবিধ কল্যাণ শাসন, ত্রয়ী বিদ্যত্বাদির উপনিশ্রয়, অন্তদ্বয়বর্জ্জন—মধ্যমা প্রতিপত্তি সেবন, অপয়াদি সমতিক্রমণোপায়, ত্রিবিধ প্রকারে ক্লেশ প্রহাণ, ব্যতিক্রমাদি প্রতিপক্ষ, সংক্লেশত্রয় বিশোধন এবং স্রোতাপন্নাদি ভাবের কারণ এই নয় (প্রকার) এবং এইরূপে অন্য গুণত্রিক (১) সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

নিদান কথা সমাপ্ত।

(১) তয়ো বিবেকা (তিন বিবেক), তিনি কুসল-মূলানি (তিন কুসল মূল), তিনি বিমোক্‌খমুখানি (তিন বিমোক্ষ মুখ), তিনি ইন্দ্রিয়ানি (তিন ইন্দ্রিয়) ইত্যাদি গুণত্রিক। সিংহল সান্নয়।

শীল-নির্দ্দেশ।

এইরূপ অনেক গুণ সংগ্রাহক শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-মুখে (ভেদে) দেশিত হইলেও এই বিশুদ্ধি-মার্গ অতি সংক্ষেপে দেশিত হইয়াছে। তাই সকলের উপকারের জন্য যথেষ্ট নহে বলিয়া ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দেখাইতে প্রথমতঃ শীল সম্বন্ধে এই প্রশ্ন কর্ম্ম হইতেছে।

১। শীল কি?

২। কোন অর্থে শীল?

৩। ইহার লক্ষণ-রস-প্রত্যুপস্থান-পদস্থান কি কি?

৪। শীলের 'আনিসংস' (পুরস্কার) কি? এবং

৫। এই শীল কত প্রকার?

৬। ইহার সংক্লেশ বা মলও কি?

৭। কি ইহার বিশুদ্ধি?

তত্র উক্ত প্রশ্নগুলির এই বিসর্জ্জন বা উত্তর।

১। শীল কি?

প্রাণাতিপাতাদি (প্রাণীহত্যা ইত্যাদি) হইতে বিরমন্ত (১) ব্যক্তির বা ব্রত-প্রতিপত্তি (ব্রতাচার) পূরণ কারীর চেতনাদি ধর্ম্ম সমূহ। "পটি সম্ভিদা" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে:—শীল কি? (ক) চেতনাশীল, (খ) চৈতসিকশীল, (গ) সংবরশীল, (ঘ) অব্যতিক্রমশীল।

(ক) তত্র প্রাণাতিপাতাদি হইতে বিরমন্ত ব্যক্তির বা ব্রতপ্রতিপত্তি পূরণকারীর 'চেতনা' চেতনাশীল।

(খ) প্রাণাতিপাতাদি হইতে বিরমন্ত ব্যক্তির বিরতি চৈতসিকশীল। অপিচ প্রাণাতিপাতাদি পরিত্যাগকারীর সপ্ত কর্ম্মপথ-চেতনা চেতনাশীল।

---

(১) বিরমন্ত—পরিত্যাগ কারীর। প্রাণীহত্যা, চুরি প্রভৃতি পাপ হইতে সমাদান বিরতি ও সম্প্রাপ্ত বিরতি বশে বিরমণ বা পরিত্যাগ কারীর।

ব্রত-প্রতিপত্তি—আচার্য্য-ব্রত, উপধ্যায়-ব্রত, দানগৃহ-ব্রত, আগন্তুক ব্রত ইত্যাদি। ব্রত অর্থ কর্ত্তব্য।

অভিধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অভিধ্যাবিগত চিত্তে বিহার করে ইত্যাদিক্রমে উক্ত অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টি ধর্ম্ম চৈতসিকশীল।

(ঘ) সংবরশীল—সংবর পাঁচ প্রকারে বিদিতব্য। প্রাতিমোক্ষসংবর, স্মৃতিসংবর, জ্ঞানসংবর, ক্ষান্তিসংবর, বীর্য্যসংবর।

তত্র "এই প্রতিমোক্ষ সংবর দ্বারা উপেত সমুপেত হয়," এই বাক্যে যে সংবর উল্লেখিত হইয়াছে তাহাই প্রাতিমোক্ষ সংবর।

"চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংবর প্রাপ্ত হয়" এই বাক্যে যে সংবর বলা হইয়াছে তাহা স্মৃতিসংবর।

যানি সোতানি লোকস্মিং (অজিতা তি ভগবা,)
সতি তেসং নিবারণং,
সোতানং সংবরং ব্রূমি,
পঞ্ঞায়েতে পিথিয়রে তি।

ভগবান অজিত নামক উপাসককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "লোকে যে সকল (তৃষ্ণা দৃষ্টি ইত্যাদি) স্রোত আছে স্মৃতিই তাহাদের নিবারণ (প্রতিবন্ধক, আবরণ), ইহাই স্রোত সমূহের সংবর। আমি বলি প্রজ্ঞাদ্বারা ইহারা আবৃত হয়। এই বাক্যে যে সংবর বলা হইয়াছে তাহা 'জ্ঞান সংবর'। প্রত্যয়-প্রতিসেবনও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। এই যে "শীত বা উষ্ণের ক্ষম হয়" ইত্যাদি ক্রমে আগত ইহা 'ক্ষান্তি সংবর'। এই যে উৎপন্ন কাম বিতর্ককে বাস করিতে দেয় না" ইত্যাদি ক্রমে আগত এইটী বীর্য্য সংবর। আজীব পারিশুদ্ধি ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। মোট এই পঞ্চবিধ সংবর, ও পাপভীরু কুলপুত্রগণের সম্প্রাপ্ত বস্তু (উপস্থিত পাপ) হইতে বিরতি এই সমস্ত "সংবরশীল" বলিয়া বিদিতব্য।

সমাদিন্নশীল (গৃহীতশীল) ব্যক্তির কায়িক ও বাচনিক অনতিক্রম অব্যাতিক্রমশীল।

ইহাই "শীল কি" এই প্রথম প্রশ্নের বিসর্জ্জন (উত্তর)।

২। কোন্ অর্থে শীল ?

শীলনার্থে শীল। এই শীলন কি? সমাধান বা অর্থাৎ সুশীল্য দ্বারা কায়কর্ম্মাদির অবিপ্রকীর্ণতা। উপধারণ বা কুশল ধর্ম্ম সমূহের প্রতিষ্ঠাবশে আধারভাব এই অর্থ। এই অর্থদ্বয় শব্দলক্ষণবিৎ অনুমোদন করেন। অন্যে কিন্তু শীরার্থ শীলার্থ, শীতলার্থ শীলার্থ ইত্যাদি ক্রমে ও ইহার অর্থ বর্ণন করেন।

৩। ইহার লক্ষণ-রস-প্রত্যুপস্থান পদস্থান কি ?

সীলনং লক্খণং তস্স, ভিন্নস্সা পি অনেকধা
সনিদস্সনত্তং (১) রূপস্স যথা ভিন্নস্সনেকধা।

যেমন নীলপীতাদিভেদে অনেক ভাগে ভিন্ন হইলেও রূপায়তনের সনিদর্শনত্ব লক্ষণ। কারণ নীলাদি ভেদে ভিন্ন হইলে সনিদর্শন ভাব অতিক্রম করে না। তথা শীল চেতনাদি ভেদে অনেক ভাগে ভিন্ন হইলেও শীলন তাহার লক্ষণ। এই যে কায় কর্ম্মাদির সমাধান বশে, এবং কুশল ধর্ম্ম সমূহের প্রতিষ্ঠান বশে উক্ত শীলন, তাহাই লক্ষণ। কারণ চেতনাদি ভেদে ভিন্ন (বিভক্ত) হইলেও সমাধান-প্রতিষ্ঠান ভাব অতিক্রম করে নাই।

এইরূপ লক্ষণযুক্ত ইহার

দুস্সীল্য বিদ্ধংসনতা, অনবজ্জগুণো তথা,
কিচ্চসম্পত্তি অত্থেন রসো নাম পবুচ্চতি।

দুঃশীল্য বিদ্ধংসনতা তথা অনবদ্যগুণ কৃত্য বা সম্পত্তি অর্থে রস নামে কথিত হয়। সেই কারণে এই শীলের কৃত্যার্থ রসে দুঃশীল্যবিদ্ধংসন রস ও সম্পত্তি অর্থ রসে অনবদ্য রস বিদিতব্য। লক্ষণাদির মধ্যে কৃত্যই সম্পত্তি বা রস বলিয়া কথিত হয়।

সোচেয্য পচ্চুপট্ঠানং তয়িদং তস্স বিঞ্ঞূহি
ওত্তপ্পংচ হিরি চেব পদট্ঠানন্তি বণ্ণিতং।

(১) P. T. Sর বিশুদ্ধিমার্গে সনিদস্সথং পাঠ আছে।

শুচিতা (শৌচ্য) তাহার (শীলের) প্রত্যুপস্থান এবং হ্রী ও ঔত্তাপ্য তাহার পদস্থান (ফল) বলিয়া বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত। এই শীলের কায়-শুচিতা, বাক্য-শুচিতা, মনো-শুচিতা নামে কথিত শুচিতা প্রত্যুপস্থান। ইহারা শুচিভাবে প্রত্যুপস্থান করে, গ্রহণ ভাব প্রাপ্ত হয়। হ্রী ও ঔত্তাপ্য ইহার পদস্থান বলিয়া বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। পদস্থান অর্থ আসন্ন কারণ; হ্রী ও ঔত্তাপ্য থাকিলে শীল উৎপন্নও হয়, স্থিতও হয়। না থাকিলে উৎপন্নও হয় না, থাকেও না। এইরূপে শীলের লক্ষণ, রস, প্রত্যুপস্থান ও পদস্থান বক্তব্য।

৪। শীলের আনিসংশ কি ?

অবিপ্রতিসারাদি অনেক গুণ প্রতিলাভ ইহার আনিসংশ। ইহা উক্ত হইয়াছে—হে আনন্দ, কুশল শীলসমূহ অবিপ্রতিসারার্থ ও অবিপ্রতিসারানিসংশ। আরও উক্ত হইয়াছে—হে গৃহপতিগণ, শীলবানগণের শীল সম্পদার এই পঞ্চ আনিসংশ।

(১) ইহলোকে, হে গৃহপতিগণ, শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অপ্রমাদ হেতু বিপুল ভোগস্কন্ধ লাভ করে। ইহা শীলবানের শীলসম্পদার প্রথম আনিসংশ। (২) পুনচ পর, হে গৃহপতিগণ, শীলবান শীলসম্পন্নের কল্যাণ কীর্ত্তিশব্দ অভ্যুদ্গত হয় (অতি উচ্চে উঠে)। ইহা শীলবানের শীলসম্পদার দ্বিতীয় আনিসংশ। (৩) পুনচ পর হে গৃহপতিগণ, শীলবান শীলসম্পন্ন যে যে পরিষদে গমন করে—যথা ক্ষত্রিয় পরিষৎ, ব্রাহ্মণ পরিষৎ, গৃহপতি পরিষৎ, বা শ্রমণ পরিষৎ বিশারদ ও অমঙ্কুভূত (হইয়া) গমন করে। ইহা শীলবানের শীল সম্পদার তৃতীয় আনিসংশ। (৪) পুন চ পর, হে গৃহপতিগণ শীলবান শীলসম্পন্ন অসংমূঢ় কাল করে (মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত না হইয়া প্রাণত্যাগ করে)। ইহা শীলবানের শীলসম্পদার চতুর্থ আনিসংশ। (৫) পুন চ পর হে গৃহপতিগণ শীলবান শীলসম্পন্ন কায় ভিন্ন হইলে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা শীলবানের শীলসম্পদার পঞ্চম আনিসংশ।

অপরও "হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু ইচ্ছা করে সব্রহ্মচারীদের প্রিয় হইব, মনাপ ও গুরুভাবনীয় তবে শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হউক" ইত্যাদিক্রমে প্রিয় মনাপতাদি করিয়া আশ্রবক্ষয় পর্য্যন্ত অনেক আনিসংশ কথিত হইয়াছে। শীলের এইরূপ অবিপ্রতিসারাদি অনেক আনিসংশ।

অপিচ

সাসনে কুলপুত্তানং পতিট্ঠা নত্থি যং বিনা,
আনিসংস পরিচ্ছেদং, তস্স সীলস্স কো বদে?

শাসনে কুলপুত্রগণের যাহা ব্যতীত প্রতিষ্ঠা নাই সেই শীলের আনিসংশ-পরিচ্ছেদ (পরিমাণ) কে বলিতে পারে ?

ন গঙ্গা, যমুনা চাপি, সরভূ বা, সরস্সতী,
নিন্নগা বাচিরবতী মহী বাপি মহানদী
সক্কুনন্তি বিসোধেতুং তং মলং ইধ পাণীনং,
বিসোধয়তি সত্তানং যং বে সীলজলং মলং।

ইহলোকে প্রাণীদের যে মল গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, সরস্বতী, নিম্নগা অচিরবতী, মহী বা মহানদী বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে সেই মল শীল-জল বিশুদ্ধ করিয়া থাকে।

নতং সজলদা বাতা, ন চাপি হরিচন্দনং,
নেব হারা, ন মণয়ো, ন চন্দকিরণঙ্কুরা,
সমযন্তিধ সত্তানং পরিলাহং সুরক্খিতং
যং সমেতিদং অরিয়ং সীলং অচ্চন্তসীতলং।

এই লোকে সত্বগণের যে সুরক্ষিত (সুদৃঢ়) পরিদাহ সজলদ বায়ু, হরিচন্দন, হারসমূহ, মণিরাশি বা চন্দ্রকিরণাঙ্কুররাশি উপশম করিতে পারে না তাহা এই অত্যন্ত শীতল আর্য্যশীল উপশম (শীতল) করিয়া থাকে।

সীল-গন্ধসমো গন্ধো কুতো নাম ভবিস্সতি,
যো সমং অনুবাতে চ পটিবাতে চ বায়তি।

যে শীল-গন্ধ অনুবাত ও প্রতিবাতে সমান প্রবাহিত হয় সেই গন্ধের সমান গন্ধ আর কোথায় হইবে ? অর্থাৎ আর হইবে না বা পাওয়া যাইবে না।

সগ্‌গারোহন-সোপানং অঞ্‌ঞং সীলসমং কুতো,
দ্বারং বা পন নিব্বান-নগরস্‌স পবেসনে ?

স্বর্গারোহণের সোপান অথবা নির্ব্বাণ-নগরে প্রবেশের দ্বার এই শীল সমান কোথায় ? অর্থাৎ কোথাও নাই।

সোভন্তেবং ন রাজানো মুত্তামণি বিভূসিতা,
যথা সোভন্তি যতিনো সীলভূসনভূসিতা।

শীল-ভূষণে ভূষিত যতিগণ যেমন শোভা পাইয়া থাকেন মুক্তামণি বিভূষিত রাজগণ সেইরূপ শোভা পায় না।

অত্তানুবাদাদিভয়ং বিদ্ধংসয়তি সব্বসো,
জনেতি কিত্তিং হাসঞ্চ সীলং সীলবতং সদা।

শীল আত্মানুবাদাদি (আত্মনিন্দাদি) ভয় সর্ব্বপ্রকারে বিধ্বংস করে, এবং শীলবানের কীর্ত্তি ও হাসি (সন্তোষ) জন্মায়।

গুণানং মূলভূতস্‌স দোসানং বলঘাতিনো
ইতি সীলস্‌স বিঞ্‌ঞেয্যং আনিসংস কথামুখন্তি।

গুণসমূহের মূলীভূত, দোষসমূহের বলপূর্ব্বক হননকারী শীলের আনিসংশ কথার ইহাই মুখ (সার, মুখ্য, প্রধান)

ইদানি যে উক্ত

৫। শীল কত প্রকার ?

তাহার এই বিসর্জ্জন (উত্তর) ঃ—

(১) সমস্ত শীল শীলন লক্ষণে প্রথমতঃ একবিধ।

(২) চারিত্র ও বারিত্রবশে (ভেদে) দ্বিবিধ ; তথা আভিসমাচারিক ও আদি ব্রহ্ম চার্য্যিকবশে, বিরতি ও অবিরতি বশে, নিশ্রিত ও অনিশ্রিত বশে, কায় পর্য্যন্তও আপ্রাণকোটী বশে, সপর্য্যন্ত ও অপর্য্যন্ত বশে, লৌকীয় ও লোকোত্তর বশে (দ্বিবিধ)।

(৩) ত্রিবিধ—হীন, মধ্যম, প্রণীত বশে ; তথা আত্মাধিপত্যেয়, লোকাধিপত্যেয়, ধর্ম্মাধিপত্যেয় বশে ; পরামৃষ্ট, অপরামৃষ্ট, প্রতিপ্রস্রব্ধি বশে ; বিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ, বৈমতিক বশে, এবং শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য, নৈবশৈক্ষ্য-নাশৈক্ষ্য বশে।

(৪) চতুর্ব্বিধ—হান ভাগীয়, স্থিতিভাগীয়, বিশেষ ভাগীয়, নির্ব্বেধভাগীয় বশে ; তথা ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, অনুপসম্পন্ন, গৃহস্থশীলবশে ; প্রকৃতি, আচার, ধর্ম্মতা, পূর্ব্বহেতুকশীল বশে ; এবং প্রাতিমোক্ষ-সংবর, ইন্দ্রিয়-সংবর, আজীব পারিশুদ্ধি ও প্রত্যয়-সংনিশ্রিত শীল বশে।

(৫) পঞ্চবিধ—পর্য্যন্ত পারিশুদ্ধি শীলাদি বশে (ভেদে)। 'পটি সম্ভিদায়' (ইহা) কথিত হইয়াছে—পঞ্চ শীল :— পর্য্যন্ত পারিশুদ্ধি শীল, অপর্য্যন্ত পারিশুদ্ধি শীল, পরিপূর্ণ পারিশুদ্ধিশীল, অপরামৃষ্ট পারিশুদ্ধি শীল, প্রতিপ্রস্রব্ধি পারিশুদ্ধি শীল ; তথা প্রহাণ, বেরমণী, চেতনা, সংবর, অব্যতিক্রম বশে।

(১) অত্র একবিধ কোষ্টাংশের (ভাগের) অর্থ উক্ত নয়ে (ক্রমে) বিদিতব্য।

(২) দ্বিবিধ কোষ্টাংশে—যাহা ভগবান কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত সেই শিক্ষাপদ পূরণ চারিত্র ; যাহা এইটী অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিক্ষিপ্ত (নিষিদ্ধ) তাহা বারিত্র। তত্র বচনার্থ এই—চরে তাহাতে (তৎ সমঙ্গী), শীলসমূহ পরিপূরণকারিতায় প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া চারিত্র। বারিতকে ত্রাণ করে, রক্ষাকরে তাহাদ্বারা বলিয়া বারিত্র। তত্র শ্রদ্ধাবীর্য্য-সাধন চারিত্র, শ্রদ্ধা সাধন বারিত্র। এইরূপ চারিত্র বারিত্র বশে দ্বিবিধ।

দ্বিতীয় দু'কে—"অভিসমাচারো"—উত্তম সমাচার। অভি সমাচারই অভিসমাচারিক, অথবা অভিসমাচার জন্য প্রজ্ঞাপ্ত আভিসমাচারিক। আজীবষ্টমক হইতে অবশেষ শীলের ইহাই অধিবচন (নাম)। মার্গ-ব্রহ্ম-চর্য্যের আদি ভাবভূত বলিয়া আদিব্রহ্মচর্য্যক। আজীবাষ্টমক (১) শীলের এই অধিবচন (নাম)। পূর্ব্বভাগে পরিশুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া তাহা মার্গের আদিভাবভূত। তাই বলা হইয়াছে—"পূর্ব্বেই ইহার কায়কর্ম্ম, বাচনিক কর্ম্ম ও আজীব পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে।" যে সকল শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রকানুক্ষুদ্রক বলিয়া কথিত সেই সকল আভিসমাচারিক শীল। অবশিষ্ট আদিব্রহ্মচর্য্যক। অথবা উভয় বিভঙ্গ

(১) আজীবাষ্টমক—আজীবষ্ঠমক···লোকত্তর মার্গ-ফল-চিত্ত-সম্প্রযুক্তশীল।

পর্য্যাপন্ন (আগত) শীলসমূহ আদিব্রহ্মচর্য্যক। তাহার সমাপত্তিতে (প্রতি-পালনে, পরিপূরণে) আদিব্রহ্মচর্য্যক শীল সম্পাদিত হয়। সেই কারণে বলা হইয়াছে—'হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু আভিসমাচারিক ধর্ম্ম অপূর্ণ (পূর্ণ না) করিয়া আদিব্রহ্মচর্য্যক ধর্ম্ম পূর্ণ করিবে এমন কারণ বিদ্যমান নাই।' এইরূপ আভিসমাচারিক ও আদিব্রহ্মচর্য্যক বশে দুই প্রকার।

তৃতীয় দু'কে—প্রাণাতিপাতাদি হইতে বেরমণী মাত্র বিরতিশীল, অবশিষ্ট চেতনাদি অবিরতি শীল। এইরূপ বিরতি ও অবিরতি বশে দ্বিবিধ।

চতুর্থ দু'কে (দ্বিকে)—নিশ্রয় দুই প্রকার—তৃষ্ণা নিশ্রয় (আশ্রয়) ও দৃষ্টি নিশ্রয়।

অত্র যাহা 'এই শীলের দ্বারা আমি দেব বা দেবান্যতর হইব' এইরূপ ভব-সম্পত্তি আকাঙ্ক্ষমান (ব্যক্তি) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত তাহা তৃষ্ণানিশ্রিত। আর যাহা 'শীলের দ্বারা শুদ্ধি' ভাবিয়া শুদ্ধিদৃষ্টি দ্বারা প্রবর্ত্তিত ইহা দৃষ্টি-নিশ্রিত।

আর যাহা লোকীয় ও লোকোত্তর এবং তাহারই সম্ভারভূত (কারণ ভূত) তাহা অনিশ্রিত। এইরূপ নিশ্রিত ও অনিশ্রিত বশে দুই প্রকার।

পঞ্চম দু'কে—কাল পরিচ্ছেদ (ভাগ) করিয়া সমাদত্ত (সম্যক্ গৃহীত) শীল কালপর্য্যন্ত। যাবজ্জীবনের জন্য সমাদান (গ্রহণ) করিয়া তথৈব প্রবর্ত্তিত আপ্রাণকোটীক। এইরূপে কাল পর্য্যন্ত ও আপ্রাণকোটীক বশে দ্বিবিধ।

ষষ্ঠ দু'কে লাভ, যশঃ, জ্ঞাতি, অঙ্গ, জীবিত বশে দৃষ্ট (কিছু) পর্য্যন্ত, সপর্য্যন্ত, বিপরীত অপর্য্যন্ত। 'পটি সম্ভিদায়' ইহা উক্ত হইয়াছে—'সেই সপর্য্যন্ত শীল কি? লাভ পর্য্যন্ত শীল আছে, যশঃ পর্য্যন্ত শীল আছে, জ্ঞাতি পর্য্যন্ত শীল আছে, অঙ্গ পর্য্যন্ত শীল আছে, জীবিত পর্য্যন্ত শীল আছে। লাভ পর্য্যন্ত শীল কিরূপ? ইহা কেহ কেহ লাভ হেতু, লাভপ্রত্যয় বশতঃ ও লাভকারণে স্বেচ্ছায় সমাদত্ত শিক্ষাপদ ব্যতিক্রম করে। ইহাই লাভ পর্য্যন্ত শীল।' এই উপায়ে অপরগুলিও বিস্তার কর্ত্তব্য। অপর্য্যন্ত বিসর্জ্জনেও (১) বলা হইয়াছে—'যাহা লাভ পর্য্যন্ত সেই শীল কিরূপ? ইহ কেহ কেহ লাভ হেতু, লাভপ্রত্যয়বশতঃ,

(১) অপর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে—অপর্য্যন্ত (অপরিমন্ত) শীল কত প্রকার বা কাহাকে বলে সে বিষয়ে উত্তর প্রদানে। বিসর্জ্জন অর্থ ত্যাগ করণ। এইখানে উত্তর প্রদান অর্থে ব্যবহৃত।

ও লাভকারণে স্বেচ্ছায় সমাদত্ত শিক্ষাপদ ব্যতিক্রম করিবার জন্য চিত্তও উৎপাদন করে না, কি সে ব্যতিক্রম করিবে? এই সেই শীল লাভ পর্য্যন্ত নহে।' এই উপায়ে অপরগুলিও বিস্তার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সপর্য্যন্ত ও অপর্য্যন্ত বশে দ্বিবিধ।

সপ্তম দু'কে (দ্বিকে)—সর্ব্ব সাশ্রব শীল লোকীয়, অনাশ্রব লোকোত্তর। অত্র লোকীয় ভববিশেষাবহ হইয়া থাকে, ভব নিঃসরণেরও (মুক্তিরও) সম্ভার (উপাদান কারণ)। যথা বলা হইয়াছে—বিনয় সংবরের জন্য, সংবর অবিপ্রতিসারের জন্য, অবিপ্রতিসার প্রামোদ্যের জন্য, প্রামোদ্য প্রীতির জন্য, প্রীতি প্রশ্রব্ধির জন্য, প্রশ্রব্ধি সুখের জন্য, সুখ সমাধির জন্য, সমাধি যথাভূত জ্ঞান-দর্শনের জন্য, যথাভূতজ্ঞানদর্শন নির্ব্বেদের জন্য, নির্ব্বেদ বিরাগের জন্য, বিরাগ বিমুক্তির জন্য, বিমুক্তি বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনের জন্য, বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শন অনুপাদ বশতঃ পরিনির্ব্বাণের জন্য।

এই যে অনুপাদ বশতঃ চিত্তের বিমোক্ষ (অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ) এতদর্থে কথা, এতদর্থে মন্ত্রণা, এতদর্থে উপনীষা (পর্য্যেষনা, অন্বেষণ), এতদর্থে শ্রোতাবধান; ইহা লোকোত্তর ভবনিঃসরণাবহ হইয়া থাকে এবং প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানের ও ভূমি। এইরূপে লোকীয় ও লোকোত্তর বশে দ্বিবিধি।

(৩) ত্রিকসমূহের—প্রথম ত্রিকে হীন ছন্দ, চিত্ত, বীর্য্য ও মিমাংসায় প্রবর্ত্তিত হীন; মধ্যম ছন্দাদি দ্বারা প্রবর্ত্তিত মধ্যম; প্রণীত (উৎকৃষ্ট) ছন্দাদি দ্বারা প্রবর্ত্তিত প্রণীত। অথবা যশঃ কামনায় সমাদত্ত হীন; পুণ্যফল কামনায় মধ্যম; ইহা কর্ত্তব্যই ভাবিয়া আর্য্যভাব নিশ্রয় করিয়া (লক্ষ্য করিয়া) সমাদত্ত শীল প্রণীত। আমি হই শীল সম্পন্ন, এই অপর ভিক্ষু দুঃশীল, পাপধর্ম্মী এইরূপে আত্মোৎকর্ষণ ও পরনিন্দাদি দ্বারা উপক্লিষ্ট হীন; অনুপক্লিষ্ট লোকীয় শীল মধ্যম; লোকোত্তর প্রণীত। তৃষ্ণাবশে ভবভোগার্থ প্রবর্ত্তিত হীন; নিজের বিমোক্ষের জন্য প্রবর্ত্তিত মধ্যম; সর্ব্বসত্ত্ববিমোক্ষার্থ প্রবর্ত্তিত পারমিতা শীল প্রণীত। এইরূপ হীন, মধ্যম, প্রণীত বশে ত্রিবিধ।

দ্বিতীয় ত্রিকে—নিজের অননুরূপ (কর্ম্ম) পরিত্যাগকামী, আত্ম (গৌরব) জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিজের প্রতি গৌরব বশতঃ প্রবর্ত্তিত আত্মাধিপত্যেয়। লোকাপবাদ পরিহরণকামী লোকভক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকের প্রতি ভক্তি বশতঃ প্রবর্ত্তিত লোকাধিপত্যেয়, ধর্ম্মমাহাত্ম্য পূজনকামী ধর্ম্মভক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক

ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি বশতঃ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাধিপত্যেয় । এইরূপ আত্মাধিপত্যেয়াদি বশে ত্রিবিধ ।

তৃতীয় ত্রিক—দু'ক সমূহে যাহা নিশ্রিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা তৃষ্ণাদৃষ্টি দ্বারা পরামৃষ্ট বলিয়া পরামৃষ্ট ; কল্যাণ পৃথগ্‌জনের মার্গ-সম্ভার-ভূত (মার্গ-হেতু ভূত) ও শৈক্ষ্যগণের মার্গ সম্প্রযুক্ত অপরামৃষ্ট ; শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্যগণের ফলসম্প্রযুক্ত প্রতিপ্রস্রব্ধ। এইরূপ পরামৃষ্টাদি বশে ত্রিবিধ ।

চতুর্থ ত্রিকে—আপত্তি অনাপন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহা পূরিত বা আপত্তি আপন্ন হইয়া পুনঃ কৃতপ্রতিকর্ম্ম তাহা বিশুদ্ধ ; আপত্তি আপন্নের অকৃত প্রতিকর্ম্ম অবিশুদ্ধ ; বস্তুতে বা আপত্তিতে বা অধ্যাচারে বেমতিকের শীল বৈমতিক শীল । যোগীকর্ত্তৃক অবিশুদ্ধশীল বিশোধেতব্য, বিমতিকে বস্তু ও অধ্যাচার না করিয়া বিমতি প্রতিবিনোদন কর্ত্তব্য। এইরূপে ইহার ফাসু (সুখ) হইবে। ইহাই বিশুদ্ধাদি বশে ত্রিবিধ ।

পঞ্চমত্রিকে—চারি আর্য্যমার্গ ও তিনটি শ্রামণ্য ফলসম্প্রযুক্ত শীল শৈক্ষ্য ; অর্হত্ব ফলসম্প্রযুক্ত শীল অশৈক্ষ্য ; অবিশিষ্ট নৈবশৈক্ষ্য-নাশৈক্ষ্য । এইরূপে শৈক্ষ্যাদি বশে ত্রিবিধ । 'পটিসম্ভিদায়' কিন্তু যেহেতু সেই সেই সত্বগণের প্রকৃতি ও শীল বলিয়া কথিত হইয়াছে—যাহার জন্য বলা হয় এইব্যক্তি সুখশীল, এই ব্যক্তি দুঃখশীল, এইব্যক্তি কলহশীল, এইব্যক্তি মণ্ডনশীল—সেইহেতু সেই পর্য্যায়ে শীল তিনটী ঃ—কুশলশীল, অকুশলশীল, অব্যাকৃতশীল। এইরূপে কুশলাদি বশেও ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে। তত্র এই অর্থে অভিপ্রেতশীলের লক্ষণাদির একটীর সহিতও অকুশল মিলে না বলিয়া এইখানে উপনীত (গৃহীত) হয় নাই। সেই কারণে উক্ত নয়েই ইহার ত্রিবিধতা বেদিতব্য।

৪। চতুষ্ক সমূহের মধ্যে—প্রথম চতুষ্কে—

১। যো'ধ সেবতি দুস্‌সীলে, সীলবন্তে ন সেবতি,
বত্থুং বিতিক্কমে দোসং ন পস্‌সতি, অবিদ্দসু ।

২। মিচ্ছা-সঙ্কপ্পবহুলো ইন্দ্রিয়ানি ন রক্‌খতি,
এবরূপস্‌স বে সীলং যায়তে হানভাগীয়ং ।

৩। যো পনত্তমনো হোতি সীলসম্পত্তিয়া ইধ,
কম্মট্ঠানানুযোগম্হি ন উপ্পাদেতি মানসং।
তস্স তং ঠিতিভাগিয়ং সীলং ভবতি ভিক্খুনো।

৫। সম্পন্নসীলো ঘটতি সমাধত্থায় যো পন
বিসেসভাগীয়ং সীলং হোতি এতস্স ভিক্খুনোতি।

৬। অতুট্ঠো সীলমত্তেন নিব্বিদং যো'নুযুঞ্জতি,
হোতি নিব্বেধভাগিয়ং সীলং এতস্স ভিক্খুনোতি।

১-২। যে ব্যক্তি ইহ দুঃশীলের সেবা করে, শীলবন্তের সেবা করে না, ও যে অবিদ্বান ব্যক্তি বস্তুব্যতিক্রমে (আপত্তি করণে) দোষ দেখেনা এবং মিথ্যা সঙ্কল্প বহুল হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ রক্ষা করে না (সংযম করেনা), এইরূপ ব্যক্তির শীলই হানিভাগীয় (ক্ষতিশীল) হইয়া থাকে।

৩-৪। ইহ যে ব্যক্তি শীলসম্পত্তিতে খুসী হয়, কিন্তু কর্ম্মস্থানানুযোগে (কর্ম্মস্থান ভাবনাতে) চিত্ত উৎপাদন করে না, শীলমাত্রেতেই তুষ্ট হইয়া থাকে, উত্তরিতর (ধ্যান, সমাধি বা বিদর্শন) লাভের জন্য চেষ্টা করে না, সে ভিক্ষুর শীল স্থিতিভাগীয় হইয়া থাকে।

৫। যে সম্পন্নশীল ভিক্ষু সমাধির জন্য চেষ্টা করে সেই ভিক্ষুর শীল বিশেষ-ভাগীয় হইয়া থাকে।

৬। শীলমাত্রে তুষ্ট না হইয়া যে ভিক্ষু নির্ব্বেদ প্রাপ্তির চেষ্টা করে, সেই ভিক্ষুর শীল নির্ব্বেদ-ভাগীয় হইয়া থাকে। এইরূপে হানিভাগীয়াদি বশে চতুর্ব্বিধ।

দ্বিতীয় চতুষ্কে—ভিক্ষুগণের উপলক্ষে প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমূহ এবং ভিক্ষুণী-গণের জন্য প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমূহ হইতে সে সমস্ত ভিক্ষুগণের রক্ষা করা কর্ত্তব্য সেই সকল ভিক্ষুশীল। ভিক্ষুণীগণকে উপলক্ষ করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমূহ ও ভিক্ষুগণের জন্য প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমূহ হইতে যে সকল ভিক্ষুণীগণের রক্ষা করা কর্ত্তব্য সেই সকল ভিক্ষুণীশীল। শ্রামণের ও শ্রামণেরীগণের দশশীল অনুপসম্পন্নশীল। উপাসক ও উপাসিকাগণের নিত্যশীল বশে পঞ্চশিক্ষাপদ,

উৎসাহ থাকিলে (প্রতিপাল্য) দশ, উপোসথাঙ্গবশে অষ্ট, ইহা গৃহস্থ শীল। এইরূপে চতুর্ব্বিধ।

তৃতীয় চতুষ্কে—উত্তর কুরুবাসী মনুষ্যগণের অব্যতিক্রম প্রকৃতিশীল। কুল, প্রদেশ ও পাষণ্ডগণের স্ব স্ব মর্য্যদা অনুসারে আহৃত (আচরিত) চারিত্র আচারশীল। "হে আনন্দ, যদা বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে (মাতৃগর্ভে) অবক্রান্ত হয়েন (অবতরণ করেন, জন্ম গ্রহণ করেন) তখন বোধিসত্ত্বের মাতার পুরুষ-গণের প্রতি কামগুণোপসহিত (কাম লালসা যুক্ত) চিত্ত (মানস) উৎপন্ন হয় না" ইহা ধর্ম্মতা। এইরূপে উক্ত বোধিসত্ত্বের মায়ের শীল ধর্ম্মতাশীল। মহাকশ্যপাদি শুদ্ধ সত্ত্বগণের ও বোধিসত্ত্বের সেই সেই জাতিতে শীল পূর্ব্বহেতুক শীল। এইরূপে প্রকৃতি শীলাদি বশে চতুর্ব্বিধ।

চতুর্থ চতুষ্কে—(ক) ভগবান কর্ত্তৃক যে "ইহ (বুদ্ধ শাসনে) ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংবর-সংযত হইয়া বিহার করেন, আচার গোচর সম্পন্ন, অনুমাত্র (বন্থে) দোষেতেও ভয় দর্শন করিয়া থাকেন, শিক্ষাপদ সমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করেন" এইরূপভাবে উক্ত শীল প্রাতিমোক্ষ-সংবর-শীল।*

(খ) আর যে "সে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখিয়া নিমিত্তগ্রাহী হয় না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহীও না, কেন না এইরূপ অসংবত চক্ষুরিন্দ্রিয়সহ বিহার করিলে অভিধ্যা, দৌর্ম্মনস্ত, পাপ ও অকুশল ধর্ম্মসমূহ পুনঃ পুনঃ প্রসৃত হয়। তাই তাহার সংবরের জন্য চেষ্টা করে (প্রতিপদ্যতি—প্রতিগমন করে)—চক্ষু ইন্দ্রিয় রক্ষা করে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবর প্রাপ্ত হয়; শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শুনিয়া——পে——ঘ্রাণ (শক্তি) দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া, কায়-দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু স্পর্শ করিয়া, মানস দ্বারা ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া, নিমিত্তগ্রাহী হয় না——পে——মনেন্দ্রিয়ে সংবর প্রাপ্ত হয়" বলা হইয়াছে ইহা ইন্দ্রিয় সংবরশীল।*

(গ) "যাহা জীবিকাহেতু প্রজ্ঞাপ্ত ছয় শিক্ষাপদের ব্যতিক্রম কারীর কুহনা, লপনা, নৈমিত্তকতা, নিষ্পেষিকতা, লাভের দ্বারা লাভ নিজিগিংসনতা (অন্বেষণ) ইত্যাদি পাপধর্ম্মীদের বশে প্রবর্ত্তিত মিথ্যাজীব হইতে বিরতি" ইহা আজীব পারিশুদ্ধিশীল।*

(ঘ) "জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া চীবর প্রতিসেবন করে,—যথা শীতের প্রতিঘাতের নিমিত্ত (শীতনিবারণ জন্য) ইত্যাদি ক্রমে উক্ত (প্রতিসংখ্যান

পারিশুদ্ধ) জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া চারিপ্রত্যয় পরিভোগ* প্রত্যয় সন্নিশ্রিতশীল।*

৫। (৪ক) প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল।

(ক) তত্র ইহা আদি হইতে আনুপূর্ব্বিক পদ বর্ণনাসহ বিনিশ্চয় কথা—

"ইধা"—এই শাসনে।

"ভিক্খু"—সংসারে ভয় ইক্ষণ জন্য বা ছিন্নভিন্ন পট ধারণাদিহেতু বা এইরূপ লব্ধ নামক কুলপুত্র।

"পাতিমোক্খসংবর-সংবুতো"—অত্র 'পাতিমোক্খন্তি' শিক্ষাপদ শীল। যে তাহাকে পালন করে ও রক্ষা করে তাহা তাহাকে মুক্ত করে, মোচন করে, আপায়িক দুঃখাদি হইতে। তাই প্রাতিমোক্ষ বলিয়া কথিত হয়। সংবরণ সংবর, কায়িক ও বাচনিক অব্যাতিক্রমেরই এই নাম। প্রাতিমোক্ষই সংবর প্রাতিমোক্ষ-সংবর। সেই প্রাতিমোক্ষ-সংবর দ্বারা সংযত, উপগত সমন্নাগত, (এই) অর্থ। "বিহরতি ঈর্য্যান করে (বাস করে)।

"আচারগোচরসম্পন্নো" আদির অর্থ পালিতে আগত মতে জ্ঞাতব্য। ইহাই উক্ত হইয়াছে—"আচারগোচরসম্পন্নো"—আচার আছে ও অনাচার আছে।

তত্র অনাচার কি? কায়িক ব্যতিক্রম, বাচনিক ব্যতিক্রম, কায়িক বাচনিক ব্যতিক্রম, ইহা অনাচার বলিয়া কথিত হয়। সমস্ত দুঃশীল্য অনাচার। ইহ কেহ বেণুদান, পত্রদান, পুষ্প-ফল-স্নান-দন্তকাষ্ঠদান, চাটুকারিতা, মুগসুপ্যতা (সত্য মিথ্যা মিশ্রিত বাক্য), ছেলের পরিচর্য্যা, (পরিভৃত্যতা), গ্রামান্তর বা দেশান্তরে সংবাদ বহন (জঙ্ঘাপেষণিক), বা অন্যতরান্যতর বুদ্ধ কর্ত্তৃক গর্হিত মিথ্যাজীবিকাদ্বারা জীবন যাপন করে। ইহা অনাচার বলিয়া কথিত হয়।

তত্র আচার কি? কায়িক অব্যাতিক্রম, বাচনিক অব্যাতিক্রম, কায়িক বাচনিক অব্যাতিক্রম, ইহা আচার নামে কথিত। সর্ব্ব শীলসংবর আচার।

---

* এই চারিটী প্যারাগ্রাফে কোটেশনের মধ্যে প্রদত্ত বাঙ্গালার পালি নিম্নে কোটেশনের "——" মধ্যে পালি শব্দগুলি একত্রে পড়িলে পাওয়া যাইবে।

ইহ কেহ কেহ বেণুদান, পত্র,—পুষ্প,—ফল,—স্নান,—দন্তকাষ্ঠদান, চাটুকারিতা, মুগসূপ্যতা, অন্যতরান্যতর বুদ্ধকর্তৃক গর্হিত মিথ্যাজীবিকা দ্বারা জীবন যাপন করে না। ইহা আচার বলিয়া উক্ত।

"গোচরো"—অস্তি গোচর (১), অস্তি অগোচর। তত্র অগোচর কি? ইহ কেহ কেহ বেশ্যাগোচর হয়, বা বিধবা—স্থূল কুমারী (২)—নপুংসক—ভিক্ষুণী—পানাগার (শুঁড়িখানা) গোচর হয়; রাজগণ, রাজমহামাত্যগণ, তীর্থিকগণ, তীর্থিকশ্রাবকগণ, বা অননুলোমিক গৃহীসংসর্গ সংশ্লিষ্ট হইয়া বিহার করে; অথবা যে সকল কুল শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন, আক্রোশক ও পরিভাষক (ভয়প্রদর্শক), ভিক্ষুদের, ভিক্ষুণীদের ও উপাসকগণের অনর্থকামী, অহিতকামী, অফাসুককামী ও অযোগক্ষেমকামী (৩) সেই সকল কুলের সেবা করে (৪), ভজনা করে (৫) ও পর্য্যুপাসনা করে (৬)। ইহা অগোচর বলিয়া উক্ত।

তত্র গোচর কি? ইহ কেহ বেশ্যাগোচর নহে——পানাগার গোচর নহে, রাজগণের সহিত অসংশ্লিষ্ট,——তীর্থিকশ্রাবকগণ, অননুলোমিক গৃহীসংসর্গ-সংশ্লিষ্ট না হইয়া বিহার করে; অথবা যে সকল কুল শ্রদ্ধাসম্পন্ন, প্রসন্ন, উদপানভূত (ওপানভূত) (৭), কাষায় প্রদ্যোত (কাষায় বস্ত্র দ্বারা উজ্জ্বল) ঋষি-বাত-প্রতিবাত (ঋষিগণের শরীরের বায়ুতে পূর্ণ), ভিক্ষুগণের——উপাসিকগণের, অর্থকামী——যোগক্ষেমকামী সেই সকল কুলের সেবা করে, ভজনা করে ও পর্য্যুপাসনা করে। ইহা গোচর বলিয়া কথিত। এই রূপ এই আচার দ্বারা ও গোচর দ্বারা উপেত হয় হয়, সমুপেত হয়, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত, তাই "আচারগোচর" সম্পন্ন বলিয়া কথিত"।

(১) পিণ্ডপাত (ভিক্ষা) ইত্যাদির জন্য যাইবার উপযুক্ত স্থান।

(২) অবিবাহিত বয়স্থা কুমারী, স্থূলকুমারী।

(৩) যোগক্ষেম = নির্ভয়। সুতরাং যে নির্ভয় কামনা করে না সে অযোগক্ষেমকামী।

(৪) সেবা করে—সেবতি—নিস্সায় জীবতি - আশ্রয় করিয়া বাঁচে।

(৫) ভজনা করে—ভজতি—উপসঙ্কমতি—নিকটে যায়।

(৬) পর্য্যুপাসনা করে—পয়িরুপাসতি—পুনঃ পুনঃ গমন করে।

(৭) চারি মহা পথের সংযোগস্থলে খনিত পুষ্করিণীর ন্যায়।

অপিচ অত্র এই নিয়মেও আচারগোচর জ্ঞাতব্য। অনাচার দ্বিবিধ—কায়িক ও বাচনিক। তত্র কায়িক অনাচার কি? ইহ কেহ কেহ সংঘমধ্যে গিয়া অগারব বা ভক্তি-হীনতা বশতঃ স্থবির ভিক্ষুদের ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়, ঘেঁসিয়া বসে, আগেও দাঁড়ায়, আগেও বসে, উচ্চ আসনেও বসে, মস্তক ঢাকিয়া কাপড় পড়িয়াও বসে, দাঁড়াইয়া কথা বলে, হাত নাড়িয়া কথা বলে, স্থবির ভিক্ষুগণ উপাহন ছাড়া চঙ্ক্রমণ করিতে উপাহন পায়ে চঙ্ক্রমণ করে, নীচ চঙ্ক্রমে চঙ্ক্রমণ করিতে উচ্চ চঙ্ক্রমে চঙ্ক্রমণ করে, মাটিতে চঙ্ক্রমণ করিতে চঙ্ক্রমে চঙ্ক্রমণ করে, স্থবির ভিক্ষুগণকে স্থানচ্যুত করিয়া বসে, নবভিক্ষুগণকে আসনে বসিতে দেয় না, জন্তাঘরেও (অগ্নিশালায়) স্থবির ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কাঠ প্রক্ষেপ করে, দ্বার বন্ধ করে, উদকতীর্থেও স্থবির ভিক্ষুগণের গা ঘেঁসিয়া অবতরণ করে, আগেও অবতরণ করে, ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া স্নান করে, আগেও স্নান করে, ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া জল হইতে উঠে, আগেও উঠে, অন্তরঘরে (গ্রামে) প্রবেশ করিতেও স্থবির ভিক্ষুগণকে ঘেঁসিয়া গমন করে, আগেও গমন করে, স্থবির ভিক্ষুগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগে আগে গমন করে, গৃহস্থগণের যে সকল স্থান আবরিত, গুপ্ত ও প্রতিচ্ছন্ন, যেখানে কুলস্ত্রী ও কুলকমারীগণ বসে তথায় ও সহসা (হঠাৎ) প্রবেশ করে, কুমারকেরও শিরঃ (মস্তক) হস্তে ঘর্ষণ করে। ইহা কায়িক অনাচার বলিয়া কথিত হয়।

তত্র বাচনিক অনাচার কি? ইহ কেহ কেহ সংঘমধ্যে গিয়া অমনোযোগ বশতঃ স্থবির ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ধর্ম্ম বলে, প্রশ্ন বিসর্জ্জন করে (উত্তর দেয়), প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করে, দাঁড়াইয়াও বলে, বাহু বিক্ষেপ করিয়াও বলে, অন্তরঘরে (গ্রামে) প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রী বা কুমারীকে এইরূপ বলে—'এই নামে, এই গোত্রে কি আছে? যাউ আছে? ভাত আছে? খাদনীয় আছে? কি পান করিব? কি খাইব? কি ভোগ করিব? আমাকে কিই বা দিবে' বলিয়া বিপ্রলাপ করে। ইহা বাচনিক অনাচার বলিয়া কথিত হয়।

ইহার প্রতিপক্ষ বশে আচার জ্ঞাতব্য। অপিচ ভিক্ষু ভক্তিমান, আশ্রয়যুক্ত, হ্রী (লজ্জা) ও ঔত্তাপ্য (সরম) সম্পন্ন, সুন্দররূপে বস্ত্র পরিহিত, সুন্দররূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত, প্রাসাদিক (সুন্দর) গমন, প্রত্যাগমন, অবলোকন. বিলোকন, হস্ত সঙ্কোচন ও প্রসারণ, অবক্ষিপ্ত-চক্ষু, ঈর্য্যাপথসম্পন্ন, ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বার,

ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণশীল, স্মৃতি-সাম্প্রজন্য-সমন্নাগত (স্মৃতিশীল), অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, আরব্ধবীর্য্য, আভিসমাচারিক শীল সমূহে সৎকৃত্যকারী (১) গুরুচিত্তিকারী বহুল (ভক্তিমান) হইয়া বিহার করে। ইহাই আচার বলিয়া উক্ত। এইরূপে আচার জ্ঞাতব্য।

গোচর ত্রিবিধ।—উপনিশ্রয়গোচর, আরক্ষাগোচর, উপনিবন্ধগোচর। তত্র উপনিশ্রয়-গোচর কি? দশ কথাবস্তু-গুণ-সমন্নাগত কল্যাণ মিত্র, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অশ্রুত শুনা যায়, শ্রুত (বিষয়) পরিশুদ্ধ করা যায়, সন্দেহ দূর হয়, দৃষ্টি ঋজু হয় ও চিত্ত প্রসন্ন হয়, যাহার উপদেশ পুনঃ পুনঃ শিক্ষা করিলে শ্রদ্ধায় বর্দ্ধিত হয়, শীল, শ্রুত, ত্যাগ ও প্রজ্ঞায় বর্দ্ধিত হয়। ইহাকে বলে উপনিশ্রয় গোচর।

আরক্ষা-গোচর কি? ইহ ভিক্ষু গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট, বা বীথি-প্রতিপন্ন হইয়া অবক্ষিপ্ত-চক্ষু, যুগমাত্র (দুই হাত মাত্র) দর্শী ও সুসংযত হইয়া গমন করে, হস্তী অবলোকন না করিয়া, অশ্ব, রথ, পদাতি, স্ত্রী ও পুরুষ অবলোকন না করিতে করিতে, ঊর্দ্ধ অবলোকন ও অধঃ অবলোকন না করিয়া, দিগ্বিদিক্ না দেখিতে দেখিতে গমন করে। ইহাকে বলে আরক্ষা-গোচর।

উপনিবন্ধগোচর কি? চারি স্মৃত্যুপস্থান, যত্র চিত্ত উপনিবদ্ধ হয়। ভগবান কর্ত্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে—'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর গোচর, স্বকীয় পৈতৃক বিষয় কি? যেমন চারি স্মৃত্যুপস্থান। ইহাকে বলে উপনিবন্ধগোচর।' অতএব এই আচার দ্বারা, গোচর দ্বারা উপেত......সমন্নাগত। তাই বলা হইয়া থাকে আচার-গোচর-সম্পন্ন।

"অণুমত্তেসু বজ্জেসু ভয়দস্‌সাবী"—অল্পমাত্র বজ্জে ভয়দর্শী—অনুপ্রমাণ অজ্ঞাতসারে 'সেখিয়া' (২) লঙ্ঘণ, অকুশলচিত্ত উৎপাদনাদি ভেদে বজ্জ (দোষ) সমূহে ভয়দর্শনশীল।

"সমাদায় সিক্‌খতি সিক্‌খাপদেসু"—শিক্ষাপদ সমূহে যাহা কিছু শিক্ষিতব্য সেই সমস্ত সম্যক গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে।

(১) সৎকৃত্যকারী—আদর বা ভক্তির সহিত শীল পালনকারী।

(২) সেখিয়—শীক্ষনীয়—নামে পাতিমোক্‌খে ৭৫টা শীল আছে। বহুবচনে 'সেখিয়া' লিখিত হইয়াছে।

অত্রও "পাতিমোক্‌খ-সংবর-সংবুতো" এই পর্য্যন্ত পুদ্‌গলাধিষ্ঠান দেশনায় প্রাতি-মোক্ষ-সংবর শীল দর্শিত। "আচার-গোচর-সম্পন্নোতি" আদি সমস্ত যথা প্রতিপন্নের সেই শীল সম্পাদিত হয়, সেই প্রতিপত্তি দেখাইতে উক্ত বলিয়া বিদিতব্য।

৫। (৪খ) ইন্দ্রিয়-সংবরশীল।

তদনন্তর যে 'সে চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিয়া' ইত্যাদি ক্রমে দর্শিত ইন্দ্রিয়-সংবরশীল, তত্র 'সো' প্রতিমোক্ষ-সংবরশীলে স্থিত ভিক্ষু।

"চক্ষুনা রূপং দিস্বা" কারণ বশে চক্ষু এই লব্ধ-নামক, রূপদর্শন-সমর্থ চক্ষুবিজ্ঞান দ্বারা রূপ দেখিয়া। কিন্তু (পোরাণা) প্রাচীনগণ বলিয়াছেন ঃ—চক্ষু রূপ দেখে না অচিত্তক বলিয়া, চিত্ত (রূপ) দেখে না অচক্ষুক বলিয়া। কিন্তু দ্বারালম্বন সংঘর্ষে চক্ষুপ্রসাদ-বস্তুক-চিত্ত দ্বারা দেখে। ধনুর দ্বারা বিদ্ধ করে ইত্যাদির মত ঈদৃশী সসম্ভার কথা হইতেছে। তাই এইখানে 'চক্ষু-বিজ্ঞান দ্বারা রূপ দেখিয়া' এই অর্থ।

"ন নিমিত্তগ্‌গাহী"—স্ত্রীপুরুষ নিমিত্ত বা শুভনিমিত্তাদি ক্লেশবস্তুভূত নিমিত্ত গ্রহণ করে না ; দৃষ্টিমাত্রেই সংস্থিত হয়।

"নানুব্যঞ্জনগ্‌গাহী"—ক্লেশ সমূহের অনুব্যঞ্জন ও প্রকট-ভাব করে বলিয়া অনুব্যঞ্জন এই লব্ধ-নামক হস্ত-পাদ-স্মিত-হসিত-কথিত বিলোকিতাদি ভেদে আকার গ্রহণ করে না। চেতিয় পর্ব্বতবাসী মহাতিষ্য স্থবিরের ন্যায়। তত্র যাহা ভূত (সত্য) তাহাই গ্রহণ করে। অন্যতরা কুলবধূ স্বামীর সহিত কলহ করিয়া দেবকন্যার মত সুমণ্ডিতালঙ্কৃতা হইয়া প্রাতেই অনুরাধপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্ঞাতির ঘরে (পিতৃ গৃহে) যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্থবিরকে চেতিয়পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া অনুরাধপুরে ভিক্ষার জন্য আসিতে দেখিয়া চিত্তবৈপরীত্য বশতঃ (কামচিত্তবশতঃ) খিলখিল করিয়া হাসিল। স্থবির ইহা কি অবলোকন করিতে তাহার দন্তাস্থি সমূহে অশুভ সংজ্ঞা লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাই উক্ত ঃ—

তস্‌সা দন্তট্‌ঠিকং দিস্বা পুব্বসঞ্‌ঞং অনুস্‌সরি,
তত্থেব সো ঠিতো থেরো অরহত্তমপাপুণীতি।

তাহার দন্তাস্থি দেখিয়া পূর্ব্ব সংজ্ঞা অনুস্মরণ করিয়া তত্রৈব স্থিত স্থবির অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাহার স্বামী ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে স্থবিরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভন্তে, কোন স্ত্রীকে দেখিয়াছেন কি?" স্থবির তাহাকে বলিলেন—

নাভিজানামি ইত্থী বা পুরিসো বা ইতো গতো,
অপি চ অট্‌ঠিসঙ্ঘাটো গচ্ছতেস মহাপথে'তি।

স্ত্রী বা পুরুষ এখান দিয়া গেল আমি জানি না। অপিচ অস্থিপুঞ্জ এই মহাপথে যাইতেছে।

"যত্বাধিকরণমেনন্তি" আদিতে যেই কারণ বশতঃ যাহার চক্ষু ইন্দ্রিয়সংবরের হেতু এই পুরুষকে স্মৃতিকবাটের দ্বারা "চক্ষুন্দ্রিয়ং অসংবুতং" অবদ্ধ-চক্ষুদ্বার হইয়া 'বিহরন্তং' বিহারীকে এই সকল "অভিজ্ঝাদয়ো ধম্মা অন্বাস্‌সবেয্যুং" অভিধ্যাদি ধর্ম্ম অনুবন্ধন করে, পশ্চাৎ গমন করে, 'তসস্‌ সংবরায় পটিপজ্জতি' সেই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের স্মৃতি কবাট দ্বারা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করে। এইরূপ চেষ্টিতই "রক্‌খতি চক্ষুন্দ্রিয়ং, চক্ষুন্দ্রিয়ে সংবরং আপজ্জতি" চক্ষুন্দ্রিয় রক্ষা করে ও চক্ষুন্দ্রিয়ে সংবর প্রাপ্ত হয় বলিয়া কথিত হয়।

তত্র যদিও চক্ষুন্দ্রিয়ে সংবর বা অসংবর নাই, চক্ষুপ্রসাদকে আশ্রয় করিয়া স্মৃতি বা বিস্মৃতি উৎপন্ন হয়, তথাপি যদা রূপালম্বন চক্ষুর পথে আসে, তদা দুইবার ভবাঙ্গ উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হইলে ক্রিয়া-মনোধাতু আবর্জ্জনকৃত্য সাধয়মান উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হয়; তারপর চক্ষুবিজ্ঞান দর্শনকৃত্য, তারপর বিপাকমনোধাতু সম্প্রতীচ্ছনকৃত্য (গ্রহণ কৃত্য,) তৎপর বিপাকাহেতুক মনোবিজ্ঞানধাতু সন্তীরণকৃত্য, তৎপরে ক্রিয়াহেতুক মনোবিজ্ঞানধাতু ব্যবস্থাপনকৃত্য সাধয়মান উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হয়। তদন্তর জবন (চিত্ত) জন্ম গ্রহণ করে। তত্রাপি ভবাঙ্গ সময়ে বা আবর্জ্জনাদির অন্যতর সময়ে সংবর বা অসংবর নাই। জবনক্ষণে কিন্তু যদি দুঃশীল্য বা স্মৃতিবিভ্রম বা অজ্ঞান বা অক্ষান্তি বা কৌসীদ্য উৎপন্ন হয়, তবে অসংবর হইয়া থাকে। যাহার এইরূপ হয় সে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে অসংযত বলিয়া কথিত হয়।

কেন? যেহেতু তাহা হইলে দ্বারও অগুপ্ত হয়, ভবাঙ্গ, আবর্জ্জনাদি ও বীথিচিত্ত সমূহও অগুপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত কি? যথা নগরে চারিদ্বার অসংবৃত (অবদ্ধ) হইলে যদিও ভিতরের ঘরদ্বার, কোষ্টক, গর্ভাদি সুসংবৃত (সুসংবদ্ধ) হয়, তথাপি নগরমধ্যে সমস্ত ভাণ্ড (দ্রব্য) অরক্ষিত ও অগোপিতই হয়, নগরদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া চোরগণ যথেচ্ছা করিতে পারে, সেইরূপ জবনে দুঃশীল্যাদি উৎপন্ন হইলে ও তাহাতে অসংযত হইলে দ্বারও অগুপ্ত হয়, ভবাঙ্গ, আবর্জ্জনাদি, বীথিচিত্ত সমূহও (অগুপ্ত হয়)। তাহাতে শীলাদি উৎপন্ন হইলে দ্বারও গুপ্ত হয়, ভবাঙ্গ, আবর্জ্জনাদি, বীথিচিত্ত সমূহ ও (গুপ্ত) হয়। কি প্রকার? যথা নগরদ্বার সমূহ সুসংবৃত (সুসংবদ্ধ) হইলে যদিও ভিতরের ঘরদ্বারাদিও অসংবৃত (খোলা) থাকে তথাপি নগরের ভিতরের সর্ব্বভাণ্ড সুরক্ষিত ও সুগোপিত (সুগুপ্ত) হয়, কেননা নগরদ্বার সমুহ বদ্ধ হইলে চোরগণের প্রবেশ নাস্তি (সম্ভব নয়)। সেইরূপ জবনে শীলাদি উৎপন্ন হইলে দ্বারও গুপ্ত হয়, ভবাঙ্গ, আবর্জ্জনাদি বীথিচিত্ত সমূহ ও (গুপ্ত হয়)। সেই কারণে জবনক্ষণে উৎপন্ন হইলেও চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবর বলিয়া উক্ত।

'সোতেন সদ্দং সুত্বা'—শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ শুনিয়া ইত্যাদিতেও এইরূপ (ক্রম)। ইহা সংক্ষেপতঃ রূপাদিতে ক্লেশানুবন্ধ-নিমিত্তাদি-গ্রাহ-পরিবর্জ্জন-লক্ষণ ইন্দ্রিয়-সংবরশীল বলিয়া জ্ঞাতব্য।

৫। (৪গ) আজীব পারিশুদ্ধি শীল।

ইদানীং ইন্দ্রিয়-সংবর-শীলানন্তর উক্ত আজীব পারিশুদ্ধি শীলে—আজীবহেতু প্রজ্ঞাপ্ত ছয় শিক্ষাপদের—আজীবহেতু, আজীব-কারণে পাপেচ্ছু ও ইচ্ছাপকৃত হইয়া অবিদ্যমান অভূত উত্তর-মনুষ্য-ধর্ম্ম (অলৌকিক শক্তি) (নিজের আছে বলিয়া) যদি প্রচার করে তবে তাহার "পারাজিক আপত্তি" হয়।

যদি আজীবহেতু, আজীবকারণে ঘটকালি বা কুটনীগিরি করে তবে "সংঘাদিশেষ আপত্তি" হয়।

যদি কেহ বলে 'তোমার বিহারে যে ভিক্ষু বাস করে সে ভিক্ষু অর্হৎ', আজীবহেতু, আজীবকারণে সে বিহারবাসী ভিক্ষু তাহা মানিয়া লইলে (অর্হৎ বলিয়া অস্বীকার না করিলে) তবে "থুল্লচ্চয়" (স্থূলাত্যয়) আপত্তি হয়।

আজীবহেতু, আজীবকারণে যদি ভিক্ষু প্রণীত (উৎকৃষ্ট) ভোজ্য সমূহ নীরোগ (অগ্লান) হইয়াও নিজের জন্য চাহিয়া লইয়া ভোগ করে তবে "পাচিত্তিয়" (প্রায়শ্চিত্তীয়) আপত্তি হয়।

আজীবহেতু, আজীবকারণে যদি কোন ভিক্ষু সূপ বা ওদন (ভাত) নীরোগ অবস্থায় নিজের জন্য চাহিয়া লইয়া ভোগ করে তবে তাহার "দুক্কট" (দুষ্কৃত) আপত্তি হয়। এইরূপে প্রজ্ঞাপ্ত ছয় শিক্ষাপদ। এই ছয় শিক্ষাপদের

কুহনাতি আদিসু অয়ং পালি :—তথ কতমা কুহনা ?

লাভ-সক্কার-সিলোক-সন্নিস্সিতস্স পাপিচ্ছস্স ইচ্ছাপকতস্স যা পচ্চয়পটি-সেধন-সঙ্খাতেন বা সামন্তজপ্পিতেন বা ইরিয়াপথস্স বা অট্ঠপনা ঠপনা সণ্ঠপনা ভাকুটিতা ভাকুটিয়ং কুহনা কুহায়না কুহিতত্তং, অয়ং বুচ্চতি কুহনা।

তথ কতমা লপনা ?

লাভ-সক্কার-সিলোক-সন্নিস্সিতস্স পাপিচ্ছস্স ইচ্ছাপকতস্স যা পরেসং আলপনা লপনা সল্লপনা উল্লাপনা সমুল্লপনা উন্নহনা সমুন্নহনা উক্কাচনা সমুক্কাচনা অনুপ্পিয়ভাণিতা চাটুকাম্যতা মুগ্গসূপ্যতা পারিভট্টতা, অয়ং বুচ্চতি লপনা।

তথ কতমা নেমিত্তিকতা ?

লাভ-সক্কার-সিলোক-সন্নিসিতস্স পাপিচ্ছস্স ইচ্ছাপকতাস্স যং পরেসং নিমিত্তং নিমিত্তকম্মং ওভাসো ওভাসকম্মং সামন্তজপ্পা পরিকথা, অয়ং বুচ্চতি নেমিত্তিকতা।

তথ কতমা নিপ্পেসিকতা ?

লাভ-সক্কার-সিলোক-সন্নিস্সিতস্স ইচ্ছাপকতস্স যা পরেসং অক্কোসনা বম্ভনা গরহণা উক্খেপনা সমুক্খেপনা খিপনা সংখিপনা পাপনা সম্পাপনা অবণ্ণহারিতা পরপিট্ঠিমংসিকতা, অয়ং বুচ্চতি নিপ্পেসিকতা।

তথ কতমা লাভেন লাভং নিজিগিংসনতা ?

লাভ-সক্কার-সিলোক-সন্নিস্সিতো পাপিচ্ছো ইচ্ছাপকতো ইতো লদ্ধং আমিসং অমুত্র হরতি। অমুত্র বা লদ্ধং আমিসং ইধা হরতি। যা এবরূপা আমিসেন আমিসস্স এট্ঠী গবেট্ঠী পরিয়েট্ঠী এসনা গবেসনা পরিয়েসনা, অয়ং বুচ্চতি লাভেন লাভং নিজিগিংসনতাতি।

কুহনাদির এই পালি—তত্র কুহনা কি ? লাভ-সংকার-শ্লোক সন্নিশ্রিত (যুক্ত) পাপেচ্ছু ও ইচ্ছাপকৃতের (ভিক্ষুর) যে প্রত্যয় প্রতিষেধন সংখ্যাত সামন্ত

জল্পনা বা ইর্য্যাপথের অস্থাপনা, স্থাপনা, সংস্থাপনা, ভ্রুকুটিতা, ভ্রুকুট্য, কুহনা, কুহায়না, কুহিতত্ব, ইহাই কুহনা বলিয়া কথিত।

তত্র লপনা কি? লাভসংকার-শ্লোক-সন্নিশ্রিত, পাপেচ্ছু ইচ্ছাপকৃতের (ভিক্ষুর) যে পরের নিকট আলপনা, লপনা, সল্লপনা, উল্লপনা, সমুল্লপনা, উন্নহনা, সমুন্নহনা, উৎকাচনা, সমুৎকাচনা, অনুপ্রিয়ভাণিতা, চাটুকারিতা, মুগসুপ্যতা ও পারিভট্যতা, ইহাকে বলা হয় লপনা।

তত্র নৈমিত্তিকতা কি? লাভ-সংকার-শ্লোক-সন্নিশ্রিত, পাপেচ্ছু, ইচ্ছাপকৃতের যে পরের নিকট নিমিত্ত, নিমিত্তকর্ম্ম, অবভাস, অবভাসকর্ম্ম, সামন্ত-জল্পনা, পরিকথা, ইহাকে বলা হয় নৈমিত্তিকতা।

তত্র নিষ্পেষিকতা কি? লাভ-সংকার-শ্লোক-সন্নিশ্রিত পাপেচ্ছু, ইচ্ছাপকৃতের (ভিক্ষুর) যে পরকে আক্রোশনা, বম্ভনা, গর্হনা, উৎক্ষেপনা, ক্ষিপনা, সংক্ষিপনা, প্রাপনা, সংপ্রাপনা, অবর্ণহারিতা (নিন্দা করিয়া বেড়ান) পরপৃষ্ঠ-মাংসিকতা, ইহাকে বলে নিষ্পেষিকতা।

তত্র লাভের দ্বারা লাভ নিজিগিংসনতা কি? লাভ-সৎকারশ্লোক সন্নিশ্রিত পাপেচ্ছু, ইচ্ছাপকৃত (ব্যক্তি) এইখানে লব্ধ আমিষ অমুক স্থানে হরণ করে (নিয়া যায়, অপরকে দেয়,) অমুকস্থানে লব্ধ আমিষ এইখানে আহরণ করে (আনে)। তাহার যে এইরূপ আমিষ দ্বারা আমিষের এষ্টী, গবেষ্টী, পর্য্যেষ্টি, এষনা, গবেষণা, পর্য্যেষণা, ইহাকে বলে লাভের দ্বারা লাভ নিজিগিংসনতা।

এই পালির এইরূপে অর্থ বক্তব্য—প্রথমতঃ কুহনা নির্দ্দেশে "লাভ-সক্কারসিলোক-সন্নিস্সিতস্স" লাভ-সংকার-শ্লোক-সন্নিশ্রিতের, লাভ-সংকার ও কীর্ত্তিশব্দ সন্নিশ্রিতের, প্রার্থিকের এই অর্থ। "পাপিচ্ছস্স" (পাপেচ্ছুর) অবিদ্যমান গুণ সমূহ প্রকাশনকামীর, "ইচ্ছাপকতস্স"—ইচ্ছাপকৃতের—ইচ্ছাদ্বারা অপকৃতের, উপদ্রুতের এই অর্থ। ইহার পর যেহেতু প্রত্যয় প্রতিষেধন, সামন্তজল্পন, ও ইর্য্যাপথসন্নিশ্রিত বশে 'মহানিদ্দেসে' ত্রিবিধ কুহনাবস্তু আগত, সেইহেতু এই ত্রিবিধ (কুহনা বস্তু) দর্শাইতে "পচ্চয়-পটি-সেধন-সংখাতেন" ইত্যাদি আরম্ভ (হইয়াছে)।

তত্র চীবরাদি গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রিত ভিক্ষু এই সকল দ্রব্যের অভাব সত্ত্বেও পাপেচ্ছা বশতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া সেই সকল (চীবরাদি দানেচ্ছু)

গৃহপতিগণকে নিজের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন জানিয়া "আহা! আর্য্য অল্পেচ্ছু, কিছুই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। যদি তিনি অল্পমাত্রও কিছু গ্রহণ করেন তবে আমাদের অত্যন্ত লাভ" এই ভাবিয়া নানাবিধ উপায়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চীবরাদি দানের জন্য লইয়া পুনঃ তাঁহার নিকট আগত তাহাদেরই প্রতি অনুগ্রহের কামনা প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করত সেই হইতে শকটভারে (চীবরাদি তাহাকে দানের জন্য) আনয়নের হেতুভূত বিস্ময়াপন্ন করণ "প্রত্যয়-প্রতিষেধন-সংখ্যাত কুহনবস্তু" বলিয়া জ্ঞাতব্য।

"মহা নিদ্দেসে" ইহা বলা হইয়াছে—প্রত্যয় প্রতিষেধন সংখ্যাত কুহন বস্তু কি? ইহ গৃহপতিগণ কোন ভিক্ষুকে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য পরিষ্কার গ্রহণ জন্য নিমন্ত্রণ করে। সেই পাপেচ্ছু, ইচ্ছাপকৃত, অর্থিক ভিক্ষু চীবর......পে .....পরিষ্কার আরও (বেশী) পাইবার ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া চীবর প্রত্যাখ্যান করে, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ও গ্লানপ্রত্যয় ভৈষজ্য পরিষ্কার প্রত্যাখ্যান করে। সে এইরূপ বলে—শ্রমণের মহার্ঘ চীবরে কি প্রয়োজন? শ্রমণ যে ময়লাস্তূপ, শ্মশান বা দোকানদার পরিত্যক্ত ছেঁড়া নেকড়া কুড়াইয়া লইয়া সংঘাটি (প্রস্তুত) করিয়া ধারণ করে তাহাই অনুরূপ। শ্রমণের মহার্ঘ পিণ্ডপাতে (আহারে) কি প্রয়োজন? শ্রমণ যে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা (লব্ধ) পিণ্ডপাতে জীবিকা যাপন করে তাহাই অনুরূপ। শ্রমণের মহার্ঘ শয়নাসনে কি প্রয়োজন? শ্রমণ যে বৃক্ষমূলিক বা অভ্যাকাশিক (গাছতলা ও খোলা আকাশতলে বাস করে) হইয়া থাকে তাহাই তাহার অনুরূপ। শ্রমণের মহার্ঘ গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারে কি প্রয়োজন? শ্রমণ যে গোমূত্রে ভিজান হরিতকী খণ্ডদ্বারা ঔষধ করে, তাহাই তাহার অনুরূপ। সেই হইতে অতি জীর্ণ চীবর ধারণ করে, অতি খারাপ অন্ন আহার করে, জীর্ণ ও সামান্য শয়নাসন প্রতিসেবন করে, সামান্য গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার প্রতিসেবন করে। সেই ভিক্ষুকে গৃহপতিগণ এইরূপ জানেন—এই শ্রমণ অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, প্রবিবিক্ত, অসংসৃষ্ট আরব্ধবীর্য্য, ধুতবাদী। এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ করে চীবর...পে... পরিষ্কার গ্রহণ জন্য। সে এরূপ বলে—"তিনটী বিষয়ের সম্মুখীভাবে (বিদ্যমানে, লাভে) শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য প্রসব করে, (লাভ করে, অর্জ্জন করে,)—শ্রদ্ধা বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য প্রসব করে। দেয়ধর্ম্ম (দানীয়) ......পে......দাক্ষিণেয় (দানের পাত্র) বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য

প্রসব করে। তোমাদেরও এইরূপ শ্রদ্ধা আছে, দানীয় দ্রব্য ও বিদ্যমান আছে, আমিও প্রতিগ্রাহক আছি। যদি আমি প্রতিগ্রহণ না করি, তবে তোমরা পুণ্য-পরিহীন হইবে। আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই। অপিচ তোমাদের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ প্রতিগ্রহণ করিতেছি।" সেই হইতে (সে ভিক্ষু) বহু চীবর প্রতিগ্রহণ করে, বহু পিণ্ডপাত (আহার).....ভৈষজ্য পরিষ্কার প্রতিগ্রহণ করে।

এইরূপ পাপেচ্ছু ভিক্ষুর যে এইরূপ ভ্রূকুটী, ভ্রূকুট্য, কুহনা, কুহায়না, কুহিতত্ব, ইহাই "প্রত্যয়-প্রতিষেধন-সংখ্যাত-কুহন-বস্তু"।

পাপেচ্ছু হইয়া উত্তরমনুষ্যধর্ম্মাধিগমপরিদীপন বাক্যে তথা তথা বিস্ময়াপন্ন করণ "সামন্ত-জল্পনা-সংখ্যাত-কুহন-বস্তু" বলিয়া জ্ঞাতব্য।

যথা বলা হইয়াছে—সামন্ত-জল্পনা-সংখ্যাত-কুহন বস্তু কি? ইহ কোন পাপেচ্ছু, ইচ্ছাপকৃত ভিক্ষু সম্ভাবনাভিপ্রায়ে (লোকের মান্য ও পূজ্য হইবার ইচ্ছায়) লোকে আমাকে এইরূপ পূজা করিবে ভাবিয়া আর্য্যধর্ম্ম-নিশ্রিত বাক্য বলে। যে এইরূপ চীবর ধারণ করে সেই শ্রমণ মহাশক্তিশালী (মহেশাখ্য) বলিয়া বলে; যে এইরূপ পাত্র, লৌহথালা, ধর্ম্মকরক (কমণ্ডলু,) পরিস্রাবন (জলছাঁকনি,) কুঞ্চিকা (চাবি,) কোমর বাঁধনী (কায় বন্ধন,) ও উপাহন ধারণ করে সে শ্রমণ মহাশক্তিশালী (মহেশাখ্য) বলিয়া বলে; যাহার এইরূপ উপাধ্যায় আচার্য্য, সমানোপাধ্যায়ক, সমানাচার্য্য, মিত্র, সংদৃষ্ট (পরিচিত ব্যক্তি,) সম্ভক্ত (গাঢ়মিত্র,) সহায়—যে এইরূপ বিহারে বাস করে—অর্দ্ধযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, গুহা, লেন, কুটী, কুটাগার, অট্ট, মাল, উদ্দণ্ড, উপস্থানশালা, মণ্ডপ, ও বৃক্ষমূলে বাস করে সেই শ্রমণ মহাশক্তিশালী বলিয়া বলে। অথবা এই শ্রমণ কোরজিক-কোরজিক(১), ভ্রূকুটিক-ভ্রূকুটিক(২), কুহকুহ(৩), লপলপ(৪),

(১) কুৎসিৎ রজভূত পাপেচ্ছা দ্বারা নিরর্থক কায়-বাক্য-বিস্পন্দন দমন করণ কোরজ। তাহা যাহার আছে সে কোরজিক। কুহনা দ্বারা সংযতাকার। সে কায়বাক্য সংযত করিয়াছে বলিয়া ভাণ করে। কেহ কেহ বলেন "অতি পরিশঙ্কিত ভাব দেখান" কোরজিক-কোরজিক।

(২) অতি ভ্রূকুটি করণ "ভ্রূকুটিক-ভ্রূকুটিক।"

(৩) অতি কুহ "কুহকুহ"।

(৪) অতিশয় লপ, লপনক "লপলপ"।

মুখসম্ভাবিত(৫) (হইয়া বলে) এইরূপ শ্রমণ শান্ত বিহারসম্পত্তি-সমূহের লাভী এতাদৃশ গম্ভীর, গূঢ়, নিপুণ, প্রতিচ্ছন্ন, লোকোত্তর, শূন্যতাপ্রতি সংযুক্ত কথা বলে। সে ভিক্ষুর যে এইরূপ ভ্রুকুটীতা, ভ্রুকুট্য, কুহনা, কুহায়না, কুহিতত্ব, ইহাকে বলে "সামন্ত-জল্পন-সংখ্যাত" কুহন-বস্তু।

পাপেচ্ছু হইয়া পূজালাভের অভিপ্রায়ে কিরূপে লোকে আমাকে আর্য্য বা শীলবান বলিয়া মনে করিবে এই মতলবে কৃত ইর্য্যাপথের দ্বারা বিস্ময়াপন্ন করণই "ইর্য্যাপথ-নিশ্রিত-কুহন-বস্তু" বলিয়া জ্ঞাতব্য। যথা বলা হইয়াছে—ইর্য্যাপথ সংখ্যাত-কুহনা-বস্তু কি? ইহ কোন কোন পাপেচ্ছু ইচ্ছাবশীভূত (ইচ্ছাপকৃত) পূজালাভাভিপ্রায়ে আমাকে লোকে এইরূপ হইলে পূজা করিবে ভাবিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির মত গমন (সংস্থাপন) করে, শয়ন সংস্থাপন করে, সুসংযত ভাবে গমন করে, সুসংযতভাবে দাঁড়ায়, সুসংযতভাবে বসে, শয়ন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মত গমন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মত স্থিত হয়, বসে, শয়ন করে, ও পথে পথে (প্রকাশ্য স্থানে) ধ্যানকারী হইয়া থাকে। (সে ভিক্ষুর) যে এইরূপ ইর্য্যাপথের স্থাপনা, সংস্থাপনা, ভ্রুকুটি, ভ্রুকুট্য, কুহনা, কুহায়না, কুহিতত্ব, ইহাই "ইর্য্যাপথসংখ্যাত-কুহন-বস্তু"।

তত্র "পচ্চয় পটিসেধন সঙ্খাতেন" প্রত্যয়প্রতিষেধন এই সংখ্যাত দ্বারা বা প্রত্যয় প্রতিষেধনরূপ সংখ্যাতদ্বারা।

"সামন্ত জপ্পিতেন" সমীপে ভণন দ্বারা। "ইরিয় পথস্‌স" চারি ইর্য্যাপথের "অট্‌ঠপনা" আদি স্থাপনা, বা আদরে স্থাপনা। "ঠপনা" স্থাপনাকার। "সণ্ঠপনা" অভিসংস্করণ, প্রাসাদিক ভাব করণ (মনে প্রসন্নতা উৎপাদন করে এরূপ ভাব দেখান) বলিয়া উক্ত হয়। "ভাকুটিকা" প্রধান পরিমথিত ভাব দর্শাইয়া ভ্রুকুটি করণ (কুশল জন্য খুব ব্যায়াম করিয়াছে মুখে এরূপ ভাব দেখাইয়া), মুখ সঙ্কোচ বলিয়া উক্ত হয়। ভ্রুকুটি করণ শীল (স্বভাব, অভ্যাস) যাহার ভ্রুকোটিক, ভ্রুকোটিকের ভাব ভ্রুকোট্য। "কুহনা" বিস্ময়াপন্ন করণ" কুহস্‌স আয়না" (বিস্ময় আনয়ন) "কুহায়না।" কুহিতের ভাব কুহিতত্ব।

(৫) মুখসম্ভাবিত—কোরজিকাদি ভাবে স্বমুখে পরের গুণ বর্ণনচ্ছলে নিজের গুণ প্রকাশ করিয়া পরের ভক্তি আকর্ষণ চেষ্টা।

লপনা নির্দ্দেশে—"আলপনা" বিহারে আগত মানুষদের দেখিয়া আপনারা কেন আসিয়াছেন? ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিতে? যদি তাহাই হয় তবে যান, আমি পাত্র লইয়া পরে আসিব" এইরূপ প্রথমে লপনা। অথবা নিজকে লক্ষ্য করিয়া আমি তিষ্য, আমার প্রতি রাজা প্রসন্ন, আমার প্রতি অমুক অমুক রাজমহামাত্য প্রসন্ন। এইরূপ আত্মোপনায়িকা (নিজকে লক্ষ্য করিয়া) লপনা আলপনা। "লপনা" জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত প্রকারেই লপনা। "সল্লপনা" সংলপনা—গৃহপতিগণের উৎকণ্ঠনে ভীতের অবকাশ দিয়া দিয়া সুষ্ঠু লপনা। "উল্লপনা"—উৎলপনা - মহাকুটুম্বিক, মহানাবিক, মহাদানপতি ইত্যাদি রূপ উর্দ্ধ (উচ্চ) করিয়া লপনা। "সমুল্লপন" সর্ব্ব প্রকারে উর্দ্ধ (উচ্চ) করিয়া লপনা। "উন্নহনা"—উপাসকগণ, পূর্ব্বে এইকালে নব দান দিতেন, ইদানীং কেন দেন না? এইরূপ যতক্ষণ "দিব, এখন ভন্তে, অবকাশ পাই না" আদি না বলে ততক্ষণ উর্দ্ধে উর্দ্ধে নহনা, বেষ্টনা বলিয়া উক্ত হয়। অথবা হাতে ইক্ষু দেখিয়া হে উপাসক,কোথা হইতে আহৃত (সংগৃহীত)' জিজ্ঞাসা করে, 'ইক্ষুক্ষেত্র হইতে ভন্তে (এই উত্তর পাইয়া পুনঃ বলে) "তথাকার ইক্ষু মধুর কি?" "খাইয়া ভন্তে, জ্ঞাতব্য" (জানা উচিত। "উপাসক, ভিক্ষুকে ইক্ষু দেন না" (বলিয়া বলা উচিত)। এইরূপ যে বিবেষ্টনকারীর বেষ্টনকথা তাহা উন্নহনা। সর্ব্ব প্রকারে পুনঃ পুনঃ উন্নহনা সমুন্নহনা। "উক্কাচনা" উৎকাচনা এই কুল (পরিবার) আমাকেই জানে, এই পরিবারে কোন দানীয় বস্তু উৎপন্ন হইলে আমাকেই দিয়া থাকে, এইরূপ উৎক্ষিপ্ত করিয়া কাচনা উৎকাচনা, উদ্দীপন বলিয়া কথিত হয়। তেল-কন্দরিক-বস্তুও * অত্র বক্তব্য। "সমুক্কাচনা" সর্ব্বপ্রকারে পুনঃ পুনঃ উৎকাচনা সমুৎকাচনা। "অনুপ্রিয়ভাণিতা" সত্যানুরূপ বা ধর্ম্মানুরূপ অবলোকন না করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রিয় ভণন (প্রিয়-বাক্য বলাই)। "চাটুকাম্যতা" —চাটুকারিতা—নীচবৃত্তিতা, নিজকে নীচে নীচে স্থাপন করিয়া প্রবর্ত্তন (থাকন)। "মুগ্‌গ সূপ্যতা"—মুগ-সূপ সদৃশতা। যথা মুগ পাক করিতে থাকিলে কিছু কিছু পক্ক হয় না (গলেনা), অবশেষ পক্ক হয়, এইরূপ

---

* দুই জন ভিক্ষু নাকি এক গ্রামে প্রবেশ করিয়া আসনশালায় বসিয়া এক কুমারীকে ডাকিল। সে আসিলে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল এইটী কাহার কুমারী? আমার উপস্থায়িকা (উপাসিকা) তেলকন্দরিকার দুহিতা। আমি ইহাদের ঘরে গেলে ইহার মাতা আমাকে ঘটে ঘটে সর্পী দিয়া থাকে। এও তাহার মার মত ঘটে ঘটে দিয়া থাকে।

যেই ব্যক্তির বচনে কিছু সত্য হয়, অবশেষ অলীক, সেই পুরুষ মুগসূপ বলিয়া কথিত হয়। তাহার ভাব মুগ-সূপ্যতা। "পারিভট্টতা" পরিভৃত্যভাব। গৃহস্থের শিশুদের ধাত্রীর মত যে কোলে বা স্কন্ধে পরিভরণ করে, ধারণ করে এই অর্থ। সেই পরিভৃত্যের কর্ম্ম পারিভৃত্য। পারিভৃত্যের ভাব পারিভৃত্যতা।

নৈমিত্তিকতা নির্দ্দেশে—"নিমিত্ত" নিমিত্ত—যাহা কিছু অপরের প্রতি প্রত্যয় দান সংজ্ঞাজনক কায়িকবাচনিক কর্ম্ম। "নিমিত্ত কম্মং" নিমিত্ত কর্ম্ম—খাদ্য গ্রহণ করিয়া যাইতে দেখিয়া কি খাদ্য পাইয়াছ ইত্যাদি প্রকারে নিমিত্তকরণ। "ওভাসো" অবভাস—প্রত্যয় প্রতিসংযুক্ত কথা। "ওভাস কম্মং" অবভাস কর্ম্ম—বৎস-গোপালককে দেখিয়া "এই বৎসগুলি ক্ষীর গোবৎস, না তক্র গোবৎস? জিজ্ঞাসা করিয়া "ক্ষীর গোবৎস ভন্তে," বলিয়া বলিলে "ক্ষীর গোবৎস নহে, যদি ক্ষীর গোবৎস হইত তবে ভিক্ষুরাও ক্ষীর লাভ করিত" ইত্যাদি ক্রমে সেই ছেলেদের মাতা পিতাকে নিবেদন করাইয়া ক্ষীর দানের আভাস করণ। "সামন্তজপ্পা"—সামন্ত জপ্পা—সমীপে করিয়া জল্পন। কুলোপগ (১) ভিক্ষুর বস্তু (গল্প) ও অত্র বক্তব্য। কুলোপগ ভিক্ষু নাকি ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়া না দিতে ইচ্ছুক ঘরনী (গৃহিণী) তণ্ডুল নাই বলিতে বলিতে তণ্ডুল আহরণকামার মত প্রতিবেশীদের গৃহে গেল। ভিক্ষু কামড়াব মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে দেখিতে কপাট কোণে ইক্ষু, ভাজনে গুড়, পিটকে (হাঁড়িতে) নোনা-মৎস্যের ফালা, কুম্ভীতে (কলসীতে) তণ্ডুল, ঘটে ঘৃত দেখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া বসিল। ঘরণী "তণ্ডুল পাইলাম না" বলিয়া ফিরিয়া আসিল।

ভিক্ষু বলিল—"উপাসিকে অদ্য যে ভিক্ষা লাভ হইবে না আগেই ইহার নিমিত্ত দেখিয়াছি।" "কি রকম ভন্তে?" "কপাট কোণে নিক্ষিপ্ত ইক্ষুর মত সর্প দেখিয়াছি। তাহাকে প্রহার করিব বলিয়া অবলোকন করিতে করিতে ভাজনে স্থাপিত গুড়-পিণ্ডের মত পাষাণ ডেলা, হাঁড়িতে নিক্ষিপ্ত নোনা-মাছের ফালার মত প্রহৃত সর্প-কৃত ফনা, কুম্ভিতে (কলসীতে) তণ্ডুল মত ঢিল দংশন করিতে

(১) যে ভিক্ষু প্রত্যহ কোন কুল হইতে পিণ্ডপাত ইত্যাদি পাইয়া থাকে এবং তাহার জন্য গিয়া থাকে সে ভিক্ষু সে কুলের কুলোপগ। কুল+উপ+গম+ড। যে কুলে উপগমন করে।

উত্থিত সেই সর্পের দন্তসকল, অনন্তর সেই ঘটে প্রক্ষিপ্ত ঘৃত সদৃশ, "কোপিত সর্পের মুখ হইতে নিঃসৃত বিষ মিশ্রিত থুথু দেখিলাম।"

সে (গৃহিনী) এই মুণ্ডককে বঞ্চনা করিতে পারিব না ভাবিয়া প্রথমতঃ ইক্ষু দিয়া পরে ওদন পাক করিয়া ঘৃত, গুড় ও মাছের সহিত (ভাত) দিল। এইরূপ সমীপে করিয়া জল্পন 'সামন্ত জপ্পা' বলিয়া জ্ঞাতব্য। "পরিকথা" যথা তাহা লাভ করে তথা পরিবর্ত্তন করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া কথন।

নিপ্পেষিকতা নির্দ্দেশে—"অক্কোসনা" আক্রোশনা—দশ প্রকার আক্রোশনা—দশ প্রকার আক্রোশ বস্তু (গালির বিষয়) দ্বারা আক্রোশ। "বম্ভনা" পরিভব করিয়া (পরাজয় করিয়া) কথন। "গরহনা" অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন ইত্যাদি বলিয়া দোষারোপণা। "উক্খেপনা" এখানে ইহা কহিওনা বলিয়া বাক্য দ্বারা উৎক্ষেপণ। "সমুক্খেপনা"—সর্ব্ব প্রকারে সবস্তুক সহেতুক বলিয়া উৎক্ষেপণা সমুৎক্ষেপণা। অথবা না দিতে দেখিয়া "আহা দানপতি" বলিয়া এইরূপ উৎক্ষিপণ (উচ্চে তোলন) উৎক্ষেপণা। মহাদানপতি বলিয়া সুষ্ঠুরূপে উৎক্ষেপণা সমুৎক্ষেপণা। "খিপনা" ক্ষেপণা এই বীজ ভোগীর জীবনে কি (প্রয়োজন)? এইরূপে উৎপণ্ডনা। "সঙ্খিপনা" "কি ইহাঁকে অদায়ক" বলিতেছে, তিনি নিত্য সকলকে 'নাই' বচন দিয়া থাকেন' এইরূপে সুষ্ঠুতর উৎপণ্ডনা। "পাপনা" অদায়কত্ব বা অবর্ণ (নিন্দা) পাওয়ান। সর্ব্ব প্রকারে প্রাপন "সম্পাপনা" সম্প্রাপনা। "অবণ্ণ হারিতা" এইরূপ অবর্ণ (নিন্দা) ভয়েও আমাকে দিবে ভাবিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, জনপদ হইতে জনপদান্তরে অবর্ণ হরণ (নিন্দা প্রচার করণ)। "পরপিট্ঠিমংসিকতা" সম্মুখে মধুর কথা বলিয়া পরোক্ষে নিন্দা ভাষিতা। ইহা ব্যক্তি বিশেষকে সামনে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়া পশ্চাৎ-দিকে গিয়া তাহার পৃষ্ঠের মাংস খাওয়ার মত হয়। তাই পরপৃষ্ঠমাংসিকতা বলিয়া কথিত। "অয়ং বুচ্চতি নিপ্পেসিকতা" বেণু পেষিকা দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করার ন্যায় পরের গুণ নিপ্পেষণ করে, নিঃশেষ রূপে পুঁছে অথবা গন্ধ দ্রব্য নিশেষরূপে পিসিয়া গন্ধ লাভের চেষ্টার ন্যায় পরগুণে নিপ্পেষণ করিয়া, বিচূর্ণ করিয়া এই লাভ-চেষ্টা হইয়া থাকে। তাই ইহা নিপ্পেষিকতা বলিয়া কথিত হয়।

লাভ দ্বারা লাভ নিজিগিংসনতা নির্দ্দেশে—"নিজিগিংসনতা" মার্গনা, (লাভের চেষ্টা)। "ইতো লদ্ধং" এই গৃহ হইতে প্রাপ্ত। "অমুত্র" অমুক গৃহে।

"এট্‌ঠি" ইচ্ছনা, ইচ্ছাকরা। "গবেঠ্‌ঠি" মার্গনা। "পরিয়েট্‌ঠি"—পুনঃ পুনঃ মার্গনা। আদি হইতে লব্ধ লব্ধ ভিক্ষা তত্র তত্র কুলদারকগণকে (গৃহস্থের ছেলেদের) দিয়া অন্তে (শেষে) ক্ষীরযাউ লাভ করিয়া গত ভিক্ষুর বস্তু অত্র বক্তব্য (বলা উচিত)। "এসনা"—ইত্যাদি এট্ঠি আদির বিবচন (পর্য্যায় বচন)। তাই এট্ঠি এষণা, গবেট্‌ঠি—গবেষণা, পরিয়েট্‌ঠি—পর্য্যেষণা। অত্র এইরূপে যোজনা জ্ঞাতব্য। ইহা কুহনাদির অর্থ।

"ইদানি এবমাদিনঞ্চ পাপধম্মানং" তি অত্র আদি শব্দ দ্বারা "যথা বা পনেকে ভোন্তো সমণব্রাহ্মণা সদ্ধাদেয্যানি ভোজনানি ভুঞ্জিত্বা তে এবরূপায় তিরচ্ছান-বিজ্জায় মিচ্ছাজীবেন জীবিকং কপ্‌পেন্তি। সেয়্যাথীদং,—অঙ্গং, নিমিত্তং, উপ্‌পাতং, সুপিনং, লক্‌খনং মুসিকচ্ছিন্নং, অগ্‌গিহোমং, দব্বিহোমন্তি, আদিনা নয়েন ব্রহ্মজালে বুত্তানং অনেকেসং পাপধম্মানং গহণং বেদিতব্বং।"

মহাশয়গণ, যেমন কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধায় (উপাসক উপাসিকা-গণ দ্বারা) প্রদত্ত নানাপ্রকার ভোজন ভোগ করিয়া (তাহারা) এইরূপ তির্যকবিদ্যারূপ মিথ্যাজীব দ্বারা জীবিকা যাপন করে। যথা—অঙ্গ, নিমিত্ত, উৎপাত, স্বপ্ন, লক্ষণ, মুষিকচ্ছিন্ন, অগ্নিহোম, দর্ব্বিহোম, ইত্যাদি ক্রমে ব্রহ্মজালে উক্ত অনেক পাপধর্ম্মীকে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাতব্য।

এই যে আজীবহেতু প্রজ্ঞাপ্ত ছয় শিক্ষাপদের ব্যতিক্রমবশে এবং কুহনা, লপনা, নৈমিত্তিকতা, নিষ্পেষিকতা, লাভের দ্বারা লাভ-চেষ্টা ইত্যাদি পাপ-ধর্ম্মের বশে প্রবর্ত্ত মিথ্যাজীব, সেই সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাজীব হইতে বিরতি আজীব পরিশুদ্ধিশীল।

অত্র বচনার্থ এই—ইহা অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে বলিয়া আজীব। কে সে? প্রত্যয়পর্য্যেষণব্যায়াম। পারিশুদ্ধি অর্থ পরিশুদ্ধতা। আজীবের পারিশুদ্ধি আজীব-পারিশুদ্ধি।

৫। (৪গ) প্রত্যয়সন্নিশ্রিতশীল

তদনন্তর এই যে প্রত্যয়সন্নিশ্রিতশীল উক্ত তত্র "পটিসঙ্খা যোনিসো" উপায় দ্বারা, প্রতিসংখ্যা দ্বারা জানিয়া, প্রত্যবেক্ষণ করিয়া এই অর্থ। অত্র কিন্তু "সীতস্‌স পটিঘাতায়া"তি ইত্যাদি ক্রমে উক্ত প্রত্যবেক্ষণই "যোনিসো-পটিসঙ্খা" বলিয়া জ্ঞাতব্য।

তত্র "চীবরং" "অন্তরবাসকাদির" যাহা কিছু। "পটিসেবতি" পরিভোগ করে, পরিধাণ করে বা গায়ে দেয়। "যাবদেব" প্রয়োজনাবধি পরিচ্ছেদ নিয়ম বচন। যোগীদের চীবর প্রতি সেবনে এইটুকুমাত্র প্রয়োজন। যথা এই শীতের প্রতিঘাতজন্য ইত্যাদি (সীতস্‌স পটিঘাতায়াতি আদি), ইহার বেশী নহে। "সীতস্‌সা" আধ্যাত্মিক ধাতুক্ষোভবসে বা বাহিরের ঋতু পরিণামবশে উৎপন্ন .য কোন শীতের। "পটিঘাতায়া"—প্রতিহননার্থ। যথা শরীরে আবাধ (রোগ) উৎপাদন না করে, সেইরূপ তাহার বিনোদনার্থ। শরীর শীতদ্বারা অভ্যাহত হইলে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া "যোনিসো" ব্যায়াম করিতে সমর্থ হয় না। তাই শীতের প্রতিঘাতের জন্য চীবর প্রতিসেবন করা উচিত বলিয়া ভগবান অনুজ্ঞা দিয়াছেন। এই নয় (ক্রম) সর্ব্বত্র। অত্র কেবল "উহ্নস্‌স"—অগ্নি সন্তাপের। বনদাহাদিতে তাহার সম্ভব (উৎপত্তি) বক্তব্য। "ডংসমকসবাতাতপসিরিংসপ-সম্ফস্‌সানং" অত্র কিন্তু "ডংস" দংশনমক্ষিকা, অন্ধমক্ষিকা বলিয়াও উক্ত হয়। "মকসা"—মশকই, "বাত"—সরজ-অরজাদি ভেদে (দুই প্রকার বায়ু)। 'আতপো" সূর্য্যাতপ। "সিরিংসপা"—যাহা কিছু সরিয়া সরিয়া যায়, দীর্ঘজাতিক সর্পাদি। তাহাদের দংশন-সংস্পর্শ ও স্পার্শসংস্পর্শ ভেদে দ্বিবিধ সংস্পর্শ। চীবর পরিধান করিয়া উপবিষ্টের সে সংস্পর্শ লাগে না, তাই তাদৃশ স্থানে তাহাদের প্রতিঘাতের জন্য প্রতিসেবন করে।

যাবদেবাদি—পুনঃ ইহার বচন (কথন) নিয়ত প্রয়োজনাবধি পরিচ্ছেদ দর্শনার্থ, হ্রীকোপীন প্রতিচ্ছাদনই নিয়ত প্রয়োজন। অপরগুলি কখনও কখনও হইয়া থাকে। তত্র "হিরিকোপীনং"—সেই সেই সম্বাধস্থান, যে যে অঙ্গ বিবরিত হইলে (খুলিলে) হ্রী কোপিত হয়, বিনাশ পায়, সেই সেই অঙ্গ হ্রীকে কুপিত করে বলিয়া হ্রীকোপীন বলিয়া কথিত। সেই হ্রীকোপীনের প্রতিচ্ছাদনের জন্য "হিরিকোপীন-পটিচ্ছাদনত্থং" হ্রীকোপীন-প্রতিচ্ছাদনার্থ। 'হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনত্থং' পাঠও (আছে)।

পিণ্ডপাত—যে কিছু আহার। যে কোন আহার ভিক্ষাচরণ দ্বারা ভিক্ষুর পাত্রে পতিত হয় বলিয়া পিণ্ডপাত নামে উক্ত হয়। পিণ্ড সমূহেরপাত

(১) অন্তরবাসক—পরিধানের কাষায় বস্ত্র, উত্তরাসঙ্গ গায়ে দিবার কাষায় বস্ত্র, সংঘাটী দোপাট্টা উত্তরাসঙ্গ শীতাদি বিশেষ প্রয়োজন হইলে ব্যবহার জন্যে রাখিতে হয়। তিনটী মিলিয়া ত্রিচীবর।

পিণ্ডপাত; তত্র তত্র লব্ধ ভিক্ষা সমূহের সন্নিপাত সমূহ বলিয়া উক্ত হয়। "নেব দবায়" গ্রাম্য ছেলেদের মত দবার্থ, ক্রীড়া নিমিত্তার্থ নহে। "ন মদায়" মুষ্টিযোদ্ধা, মল্লযোদ্ধাদির মত মদার্থ নহে। বলমদ নিমিত্ত ও পৌরুষনিমিত্ত বলিয়া কথিত। "ন মণ্ডনায়"—রাজান্তঃপুরিকা (রাজান্তঃপুরবাসিনী). ও বেশ্যাদির মত মণ্ডনার্থ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পীননভাব নিমিত্ত (সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধনার্থ), "নবিভূসনায়"—(বিভূষণের নিমিত্ত নহে)—নট নৰ্ত্তকাদির মত বিভূষণার্থ, চেহারা ও বর্ণের প্রসন্নতা নিমিত্ত। অত্র 'নেবদবায়' মোহ-উপনিশ্রয় (মোহের হেতু) প্রহানার্থ (ত্যাগের নিমিত্ত) উক্ত। "ন মদায়"—দ্বেষ উপনিশ্রয় (দ্বেষের কারণ) প্রহানার্থ (ত্যাগের নিমিত্ত) উক্ত। "ন মণ্ডনায়, ন বিভূষণায়" এই বাক্যদ্বয় রাগ-উপনিশ্রয় (রাগের হেতু) প্রহাণার্থ (পরিত্যাগের নিমিত্ত) উক্ত। "নেব দবায়, ন মদায়"—ইহা নিজের সংযোজনোৎপত্তি প্রতিষেধার্থ। "ন মণ্ডনায়, ন বিভূসনায়" ইহা পরের সংযোজনোৎপত্তি প্রতিষেধার্থ। এই চারিটী দ্বারা অজ্ঞান-প্রতিপত্তি (মিথ্যা প্রতিপত্তি, মিথ্যা আচারাদি) ও কামসুখল্লিকানুযোগের (কামসুখানুরক্তির) প্রহাণ (ত্যাগ) উক্ত হইয়াছে (জ্ঞাতব্য)। "যাবদেব" উক্তার্থই। ইমস্‌স কায়স্‌স"—এই চারি মহাভৌতিক রূপকায়ের। "ঠিতিয়া" স্থিতির জন্য "যাপনায়"—প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদার্থ, বা চিরকাল স্থিতার্থ। জীর্ণ ঘরের স্বামী যেমন ঘরের উপস্তম্ভ করে, শাকটিক যেমন অক্ষদণ্ডে অভ্যঞ্জন করে, তদ্রূপ কায়ের স্থিতি ও যাপনের জন্য এই পিণ্ডপাত প্রতিসেবন করে। দব-মদ-মণ্ডন-বিভূষণার্থ নহে। অপিচ জীবিতেন্দ্রিয়েরই 'স্থিতি' এই অধিবচন। সেই কারণে 'ইমস্‌স কায়স্‌স ঠিতিয়া যাপনায়' এই বাক্যের দ্বারা এই শরীরের জীবিতেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তাপনার্থ বলিয়াও উক্ত হয় জ্ঞাতব্য। "বিহিংসুপরতিয়া"—বিহিংসা অর্থ জিঘাংসা। আবাধার্থে উপরমার্থ এই পিণ্ডপাত প্রতিসেবন করে। (জিঘাংসা (ক্ষুধাও এক প্রকার রোগ বিশেষ, তাহা নিবারণার্থে এই পিণ্ডপাত ভোগ করে)। বেদনা নিবারণ জন্য ব্রণালেপন (ঘায়ের উপর প্রলেপ দেওয়া) এবং শীত ও উষ্ণাদিতে তাহার প্রতিকারের মত (ক্ষুধা নিবারণ জন্য পিণ্ডপাত সেবন)। "ব্রহ্মচরিয়ানুগ্গহায়" সকল শাসন ব্রহ্মচর্য্যের এবং মার্গ ব্রহ্মচর্য্যের অনুগ্রহার্থ। এই পিণ্ডপাত প্রতিসেবন হেতুতে উৎপন্ন কায়বল (শারীরিক বল) আশ্রয় করিয়া শিক্ষাত্রয়ানুযোগ বশে ভবকান্তার নিস্তরণার্থ চেষ্টা করিতে করিতে

ব্রহ্মচর্য্যানুগ্রহার্থ প্রতিসেবন করে। কান্তারনিস্তরণার্থিকগণ যেমন পুত্র-মাংস (খাইয়াছিল), নদী নিস্তরণার্থিকগণ যেমন ভেলা (আশ্রয় করে), সমুদ্র নিস্তরণার্থিকগণ যেমন নৌকা (জাহাজ) আশ্রয় করে (সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের উপকারার্থ ভিক্ষুগণ পিণ্ডপাত সেবন করে)। "ইতি পুরানঞ্চ বেদনং পটিহঙ্খামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি"—এইরূপে এই পিণ্ডপাত সেবন দ্বারা পুরাণ জিঘাংসা-বেদনা বিনাশ করিব, আহার হস্তক,[১] অলংশাটক,[২] তত্রবর্ত্তক,[৩] কাকমাংসক,[৪] ভুক্তবমিক[৫] ব্রাহ্মণগণের অন্যতরের মত অপরিমিত ভোজনহেতু নূতন বেদনা উৎপাদন করিব না বলিয়া যোগিগণ রোগীর ভৈষজ্য সেবনের ন্যায় পিণ্ডপাত সেবন করে। অথবা যাহা অধুনা অনুপযুক্ত ও অপরিমিত ভোজনহেতু পুরাণ কর্ম্মপ্রত্যয় বশে উৎপন্ন তাহা পুরাণ বেদনা বলিয়া উক্ত হয়; উপযুক্ত ও পরিমিত ভোজন দ্বারা সেই পুরাণ বেদনার হেতু বিনাশ করিয়া তাহা বিনাশ করি। আর যাহা অধুনাকৃত অনুপযুক্ত পরিভোগকর্ম্মসমূহ হেতু ভবিষ্যতে (পরে) উৎপন্ন বলিয়া নববেদনা নামে উক্ত, যুক্ত পরিভোগ বশে তাহার মূল উৎপাদন না করিয়া নূতন বেদনা উৎপন্ন করিব না এইরূপ অর্থ ও এখানে দ্রষ্টব্য।

এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে যুক্ত পরিভোগ সংগ্রহ, আত্মনিগ্রহ-পরিত্যাগ (১) ও ধার্ম্মিকসুখ (ধর্ম্ম সঙ্গত উপায়ে লব্ধ সুখ) অপরিত্যাগ দর্শিত (ব্যাখ্যাত) হইল বলিয়া জ্ঞাতব্য। "যাত্রা চ মে ভবিস্সতি"—হিতপরিমিত পরিভোগ দ্বারা জীবেতেন্দ্রিয় উপচ্ছেদক ও ঈর্য্যাপথ ভঞ্জক (ভগ্নকারী)

(১) যে অনেক পরিমাণ খাইয়া নিজের চেষ্টায় উঠিতে অসমর্থ তাহাকে (আহার হাথকো) 'আহার হস্তক' বলে।

(২) যে খুব খাইয়া উঠিতে পারিলেও পেট খুব ফুলিয়া মোটা হয় বলিয়া কাপড় পরিধান করিতে পারে না তাহাকে (অলংসাটকো) 'অলংশাটক' বলে।

(৩) যে খাইয়া উঠিতে অসমর্থ হইয়া সেই আসনে গড়াগড়ি দেয় তাহাকে (তত্থবট্টকো) 'তত্রবর্ত্তক' বলে।

(৪) কাক ঠোঁট দিয়া গ্রহণ করিতে পারে এমত মুখদ্বার পর্য্যন্ত যে আহার করে তাহাকে 'কাকমাসক' বলে।

(৫) যে খাইয়া পেটে রাখিতে অক্ষম হইয়া হাত দিয়া বমি করে তাহাকে বলে (ভুত্তবমিকো) ভুক্তবমিক।

পরিশ্রয়ের (কষ্টের) অভাব বশতঃ আমার এই প্রত্যয়ায়ত্ত বৃত্তি (আহারাদি চারি প্রত্যয়ের বশীভূত থাকা যাহার স্বভাব) কায়ের চিরকাল গমন সংখ্যাত যাত্রা হইবে বলিয়া রোগীর যাপ্য রোগের ঔষধ সেবনের মত প্রতিসেবন করে। (অর্থাৎ যাহার রোগ যাপ্য হইয়াছে সে সর্ব্বদা ঔষধ সেবন করে সেই রোগের বৃদ্ধি নিবারণ জন্য। সেইরূপ ভিক্ষুগণ পুরাতন রোগের বিনাশ জন্য এবং নূতন রোগ উৎপাদন না করিবার জন্য আহার করে। পরিমিত হিতকর ভোজন দ্বারা জীবিতেন্দ্রিয় উপচ্ছেদক (প্রাণ নাশক) ও গমন উপবেশনাদি ঈর্য্যাপথ ভগ্নকারী (ব্যাঘাতকারী) পরিশ্রয় (কষ্ট, বিপদ) বিনষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রত্যয় বশীভূত কায়ের যাত্রা (যাপনা) চিরকাল চলিবে।) "অনবজ্জতা চ ফাসুবিহারো চাতি"—অনবদ্যতা ও সুখবিহার—অযুক্ত পর্য্যেষণা, প্রতিগ্রহণ ও পরিভোগ পবির্জ্জন দ্বারা অনবদ্যতা ও পরিমিত ভোগ দ্বারা ফাসুবিহার। অথবা অসপ্রায় (অনুপযুক্ত) ও অপরিমিত ভোজন প্রত্যয় বশতঃ (হেতুতে) অরতি, তন্দ্রা, বিজৃম্ভিতা, বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নিন্দাদি দোষাভাবে অনবদ্যতা এবং সপ্রায় (উপযুক্ত) পরিমিত ভোজন হেতু কায়বলসম্ভব দ্বারা ফাসুবিহার। অথবা প্রয়োজন মত ভোজনদ্বারা অর্থাৎ উদরাবদেহক ভোজন পরিবর্জ্জন দ্বারা (উদর পরিপূর্ণ করিয়া ভোজন ত্যাগ দ্বারা) শয্যাসুখ, শয়নসুখ, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন-সুখ, আলস্য বশতঃ শুইয়া লব্ধ-সুখ পরিত্যাগ দ্বারা অনবদ্যতা; এবং চারি পঞ্চ আলোপ (গ্রাস) কম ভোজন দ্বারা চারি ঈর্য্যাপথ-যোগ্যভাব প্রতিপাদন দ্বারা আমার ফাসুবিহার হইবে বলিয়া প্রতিসেবন করে। ইহা বলা হইয়াছে—

চত্তারো পঞ্চ আলোপে অভুত্বা উদকং পিবে
অলং ফাসুবিহারায়, পহিতত্তস্স ভিক্খুনোতি।

চারি কিম্বা পঞ্চালোপ না ভুঞ্জি জলপান করে,
ধ্যানরত শ্রমণের ইহা সুখ-বিহার তরে॥

চারি পাঁচ আলোপ (গ্রাস) ভোগ না করিয়া (না খাইয়া, কম খাইয়া) জলপান করিলে প্রেষিতাত্ম (ধ্যানরত) ভিক্ষুর (শ্রমণের) ইহা ফাসুবিহার (সুখবিহারের) পক্ষে যথেষ্ট অর্থাৎ ইহাতে সেই ভিক্ষুর বিহার সুখজনক হইয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত প্রয়োজন পরিগ্রহণ ও মধ্যম প্রতিপদা প্রকাশিত হইল বলিয়া জানিতব্য।

"সেনাসনন্তি"—(সেন) শয়ন এবং আসন। বিহারে বা অর্দ্ধযোগাদিতে যত্র যত্র শয়ন করে তাহাই (সেন) শয়ন। যত্র যত্র আসন করে, নিসীদন করে (বসে) তাহাই আসন। দুইটী একত্র করিয়া শয়নাসন বলিয়া কথিত হয়। "উতুপরিস্সয়বিনোদন পটিসল্লানারামত্থন্তি"—ঋতুপরিশ্রয়ের বিনোদনার্থ এবং পটিসল্লানের (সমাধির) আরামার্থ। পরিসহনার্থে ঋতুই ঋতুপরিশ্রয়। ঋতুপরিশ্রয়ের বিনোদনার্থ এবং পটিসল্লানের (ধ্যানের) আরামার্থ। যে শরীবাধ-চিত্তবিক্ষেপকর ও অসপ্রায় ঋতু-শয়নাসন প্রতিসেবন দ্বারা যাহা বিনোদন করিতে হয় তাহার বিনোদন ও একীভাব সুখার্থও বলিয়া উক্ত হয়। নিশ্চিত শীত প্রতিঘাতাদি দ্বারা ঋতুপরিশ্রয় বিনোদন......। যেমন চীবর প্রতিসেবনের হ্রী-কোপীন প্রতিচ্ছাদন নিয়ত-প্রয়োজন। অপরগুলি কদাচিৎ কদাচিৎ হইয়া থাকে, সেইরূপ এইখানেও ঋতুপরিশ্রয় বিনোদন সম্বন্ধে ইহা উক্ত......। অথবা এই উক্ত প্রকার ঋতুই ঋতু। পরিশ্রয় দুই প্রকার, প্রাকট পরিশ্রয় এবং প্রতিচ্ছন্ন পরিশ্রয়। তত্র সিংহব্যাঘ্রাদি প্রাকট-পরিশ্রয়, ও বাগদ্বেষাদি প্রতিচ্ছন্ন পরিশ্রয়। তাহারা যত্র অপরিগুপ্তি এবং অসপ্রায়, (প্রতিকূল, অননুরূপ) রূপদর্শনাদি দ্বারা আবাধ করে না সেই শয়নাসন এইরূপে জানিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিয়া প্রতি-সেবন দ্বারা ভিক্ষু "পটিসংখা যোনিসো সেনাসনং......... পে .... উতুপরিস্সয় বিনোদনত্থং পটিসেবতি" ইতি বেদিতব্বো।

" গিলানপচ্চয়-ভেসজ্জ-পরিক্খারন্তি "—গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার —অত্র রোগের প্রতি অয়নার্থে প্রত্যয়, প্রত্যানিকগমনার্থে এই অর্থ। যে কোন সপ্রায়ের ইহা অধিবচন। তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত বলিয়া ভিষকের কর্ম্ম ভৈষজ্য। গ্লানপ্রত্যয়ই ভৈষজ্য গ্লানপ্রত্যয়-ভৈষজ্য, যাহা কিছু গ্লানের (রোগের) সপ্রায় ভিষককর্ম্ম, তৈল-মধু-ফানিত (গুড়) ইত্যাদি ....। "পরিক্খারোতি" পরিষ্কার—সপ্তপ্রকার নগর পারষ্কার দ্বারা পরিক্ষিপ্ত হয় ইত্যাদি দৃষ্টান্তে পরিবার (পরিবেষ্টন, পরিক্ষেপ) বলিয়া উক্ত।

'রথো সীলপরিক্খারো, ঝানক্খো চক্কবিরিয়ো'

রথ শীল-পরিষ্কার যুক্ত, ধ্যান ইহার অক্ষদণ্ড, বীর্য্য চক্র।

এইখানে "পরিক্‌খারো"—পরিষ্কার অর্থ অলঙ্কার। "যেচিমে পব্বজিতেন জীবিতপরিক্‌খারা সমুদানেতব্বাতি"—এই প্রব্রজিত কর্তৃক যে জীবিত পরিষ্কার সমূহ সমুদানিতব্য—এইখানে পরিষ্কার অর্থ সম্ভার। এই পালিতে সম্ভার ও পরিবার এই দুই অর্থে প্রযুক্ত। সেই গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য জীবিতের পরিবার হইয়া থাকে, জীবিত নাশক আবাধ উৎপত্তির অবকাশ না দিয়া রক্ষা করে বলিয়া—যাহাতে চিরকাল প্রবর্ত্তিত হয় তাহার এরূপ কারণ হয় বলিয়া সম্ভার। তাই পরিষ্কার বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ গ্লানপ্রত্যয় ভৈষজ্য এবং পরিষ্কার গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার। সেই গ্লানপ্রত্যয় ভৈষজ্য পরিষ্কার—গ্লানের যাহা কিছু সপ্রায় (উপকারী) ভিষকানুজ্ঞাত তৈল মধু ফানিত (গুড়) ইত্যাদি জীবিত পরিষ্কার বলিয়া কথিত হয়।

"উপ্পন্নানং"—জাতের, ভূতের, নিবর্ত্তের। "বেয়্যাবাধিকানং"—ব্যাবাধিক সমূহের—ব্যাবাধ অর্থ ধাতুক্ষোভ, তৎসমুত্থান (তাহা হইতে উৎপন্ন) কুষ্ঠ-গণ্ড-পীড়কাদি। ব্যাবাধ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্যাবাধিক। "বেদনানং"—বেদনা সমূহের—দুঃখবেদনা ও অকুশল বিপাক বেদনা; সেই সকল ব্যাবাধিক বেদনা সমূহের। "অব্যাপজ্জপরমতায়াতি"—অব্যাপজ্ঝ পরমতার জন্য। অর্থাৎ যাবৎ সে দুঃখ সম্পূর্ণ প্রহীন হয় সেই পর্য্যন্ত। এইরূপে ইহা সংক্ষেপে 'প্রতিসংখ্যা যোনিতঃ' (পটিসঙ্খা যোনিসো) প্রত্যয় পরিভোগ লক্ষণযুক্ত প্রত্যয়সন্নিশ্রিতশীল জ্ঞাতব্য। অত্র বচনার্থ এই—চীবরাদি—যেহেতু সেই সকল প্রতীত্য নিশ্রয় করিয়া পরিভোগকারী প্রাণীরা "অয়ন্তি" গমন করে, প্রবর্ত্তিত হয়, তাই প্রত্যয় বলিয়া কথিত হয়। সেই সকল প্রত্যয়ে সন্নিশ্রিত বলিয়া প্রত্যয়-সন্নিশ্রিত।

এইরূপে এই চতুর্ব্বিধ শীলে শ্রদ্ধা দ্বারা প্রাতিমোক্ষ-সংবর সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহা শ্রদ্ধা দ্বারাই সাধন করিতে হয়। শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি শ্রাবক বিষয়ের অতীত বলিয়া শিক্ষাপদ প্রতিক্ষেপও শ্রাবকবিষয়ের অতীত ইহা এখানে নিদর্শন (হইতেছে)। (অর্থাৎ শ্রাবকগণ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিতে পারেন না। কারণ ইহা তাহাদের অধিকারের বহির্ভূত, বুদ্ধগণই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন। ইহা তাঁহাদেরই বিষয়ভূত বা অধিকারভূত। শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ প্রতিক্ষেপ করা বা বাদ দেওয়ার অধিকার নাই। কারণ তাঁহারা প্রজ্ঞাপ্তির অধিকারী নহেন।) সেই কারণে যথাপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ শ্রদ্ধাদ্বারা

অনবশেষ (সম্পূর্ণরূপে) সমাদান করিয়া (গ্রহণ করিয়া) জীবনেরও অপেক্ষা না করিয়া সুন্দররূপে সম্পাদন (শীল রক্ষা) করা কর্ত্তব্য ।

ইহা বলা হইয়াছে—

কিকীব অণ্ডং, চমরীব বালধিং,
পিয়ং ব পুত্তং, নয়নং ব এককং
তথেব সীলং অনুরক্‌খমানকা,
সুপেসলা হোথ সদা সগারবাতি ।

কিকি যেমন অণ্ড (ডিম) রক্ষা করে, চমরী যেমন বালধি রক্ষা করে, মাতা প্রিয় পুত্রকে এবং কাণা একমাত্র চক্ষুকে রক্ষা করে সেইরূপ শীল রক্ষা পূর্ব্বক প্রিয়শীল ও সদা গারবযুক্ত হও।

কিকি যথা প্রাণ দানে অণ্ডে রক্ষা করে,
চামরী যথা প্রাণ দেয় বালধির তরে,
মাতা যথা প্রিয় পুত্রে রক্ষে অনুক্ষণ,
কাণা যথা এক চক্ষু করয়ে রক্ষণ,
তথাই পালিয়ে সদা শীল আপনার,
প্রিয়শীলি হও ভিক্ষু ভক্তি মান আর।

আরও বলা হইয়াছে—এবমেব খো, মহারাজ, যং ময়া সাবকানং সিক্‌খাপদং পঞ্‌ঞত্তং, তং মম সাবকা জীবিতহেতু পি নাতিক্কমন্তীতি।

সেইরূপ (মহাসমুদ্র যেমন বেলা অতিক্রম করে না) মহারাজ, আমি শ্রাবকগণের জন্য সে সকল শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছি তাহা আমার শ্রাবকগণ জীবনের জন্যও অতিক্রম করে না। এইখানে অটবীতে চোরগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ স্থবিরগণের বস্তু বলা উচিত। মহাবত্তনি অটবীতে (বিন্ধাটবী) চোরেরা কালবল্লী দ্বারা এক স্থবিরকে বাঁধিয়া শোওয়াইয়াছিল। স্থবির সেই ভাবে শুইয়া সপ্তদিবস বিদর্শন বর্দ্ধন করিয়া অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই স্থানে মরিয়া ব্রহ্মলোকে জন্ম নিলেন। অপর একজন স্থবিরকে তাম্রপর্ণী দ্বীপে পুঁতিলতা (গুড়চী লতা) দ্বাঁরা বাঁধিয়া শয়ন করাইল। তিনি দাবদাহ আসিতে দেখিয়া ও বল্লী না ছিঁড়িয়া বিদর্শন প্রস্থাপন করিয়া (বিদর্শন ধ্যান করিতে

করিতে) সমশীর্ষী হইয়া (অবিদ্যা ধ্বংস, অর্হত্ব লাভ ও জীবিতনাশ যাহার এক-সঙ্গে হয় তাহাকে সমশীর্ষী বলে) পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। দীঘভাণক অভয় স্থবির পাঁচ শত ভিক্ষুর সহিত (সেই পথে) আসিতে আসিতে দেখিয়া স্থবিরের শরীর দগ্ধ করাইয়া চৈত্য করাইয়াছিলেন। তাই অন্য শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র ও—

পাতিমোক্খং বিসোধেন্তো অপ্পেব জীবিতং জহে,
পঞ্‌ঞত্তং লোক নাথেন, ন ভিন্দে সীল-সম্বরো ॥

লোকনাথ কর্ত্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত প্রাতিমোক্ষ বিশোধিত করিতে গিয়া এমনকি প্রয়োজন হইলে জীবন ও ত্যাগ করিবে, তথাপি শীলসম্বর ভঙ্গ করিবে না।

লোকনাথ-প্রজ্ঞাপ্ত প্রাতিমোক্ষ বিশোধনে,
ত্যজিবে প্রাণ তবু ভাঙ্গিবে না শীল সম্বরণে।

প্রাতিমোক্ষ-সংবর যেমন শ্রদ্ধাদ্বারা সেইরূপ স্মৃতিদ্বারা ইন্দ্রিয়-সংবর সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহা স্মৃতিসাধ্য। যেহেতু স্মৃতিদ্বারা রক্ষিত ইন্দ্রিয়গণকে অভিধ্যাদি অনুস্রাবণ করে না (অনুবন্ধন করে না)। তাই হে ভিক্ষুগণ তপ্ত, আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিঃভূত লৌহ শলাকা দ্বারা চক্ষু-ইন্দ্রিয় সম্পরামৃষ্ট (ঘর্ষিত) হওয়া ভাল তথাপি চক্ষুর্দ্বারা জানা যায় এমনরূপে সানুব্যঞ্জন (হস্তপদাদি অনুব্যঞ্জন সহ স্ত্রী পুরুষাদি) নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না ইত্যাদি ক্রমে "আদিত্ত পরিয়ায়" (আদীপ্ত পর্য্যায়) সূত্র সমনুস্মরণ করিয়া রূপাদি বিষয়ে চক্ষু-দ্বারাদি দ্বারা প্রবর্ত্ত বিজ্ঞানের অভিধ্যাদি দ্বারা অন্বাস্রবনীয় (অনুবন্ধনীয়) নিমিত্তাদি গ্রহণ অসমৃষ্ট স্মৃতি দ্বারা নিষেধ করিয়া ভালরূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। (মজ্ঝিম নিকায়ের আদিত্ত পরিয়ায় সুত্তে বর্ণিত বিষয় অনুস্মরণ করিয়া রূপাদি বিষয়ে চক্ষু-দ্বারাদি দ্বারা উৎপন্ন চক্ষু বিজ্ঞানাদির নিমিত্ত গ্রহণকে অভিধ্যাদি যাহাতে অনুবন্ধন না করে তদ্রূপ স্মৃতিমান হইয়া ইন্দ্রিয়-সংবরশীল রক্ষা করিবে)। এইরূপ ইন্দ্রিয়-সংবর সম্পাদিত না হইলে প্রাতিমোক্ষ-সংবরও শাখাপ্রশাখা-পরিবারহীন শস্যের মত দীর্ঘকাল স্থায়ী ও চিরস্থিতিক হয় না। পরস্বাপহরণকারী যেমন বিবৃতদ্বার গ্রাম লুঠ করিয়া লইয়া যায়, ক্লেশ চোরগণও সেরূপে হনন করে। বিরলচ্ছন্ন গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে সেইরূপ রাগ তাহার চিত্ত বিদ্ধ করে।

তাই ইহা উক্ত হইয়াছে—

রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু,
গন্ধেসু ফস্‌সেসু চ রক্‌খ ইন্দ্রিয়ং,
এতেহি দ্বারা বিবটা অরক্‌খিতা
হনন্তি গামংব পরস্‌স হারিনো।

রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়কে রক্ষা কর। এই সকল দ্বার বিবৃত ও অরক্ষিত হইলে পরস্বহারীরা যেমন গ্রাম ধ্বংস করে সেইরূপ ক্লেশ সমূহ লোককে ধ্বংস করে।

যথাগারং ত্নচ্ছন্নং বুট্‌ঠি সমতি বিজ্ঝতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্ঝতি।

ত্নচ্ছন্ন গৃহে যেমন বৃষ্টির জল প্রবেশ করে, সেইরূপ অভাবিত (সমাধি ধ্যানহীন) চিত্তে রাগ প্রবেশ করে।

তাহা সম্পাদিত হইলে প্রতিমোক্ষ-সংবরশীল ও সুসংবিহিত শাখাপরিবারযুক্ত শস্যের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী ও চিরস্থিতিক হইয়া থাকে। পরস্বহারী চোরগণ যেমন সুসংবৃতদ্বার গ্রাম হনন করিতে পারে না, সেইরূপ ক্লেশচোরগণ ইহাকে হনন করিতে পারে না। সুচ্ছন্ন গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে না, সেইরূপ ইহার চিত্তেও রাগ প্রবেশ করে না।

ইহা উক্ত হইয়াছে—

রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু,
গন্ধেসু ফস্‌সেসু চ রক্‌খ ইন্দ্রিয়ং।
এতেহি দ্বারা পিহিতা সুসংবুতা,
ন হন্তি গামং ব পরস্‌স হারিনো।

রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়কে রক্ষা কর। (গ্রামদ্বার বদ্ধ ও সুসংবৃত হইলে) যেমন পরস্বহারীরা গ্রাম ধ্বংস করিতে পারে না সেইরূপ ক্লেশ সমূহ লোককে ধ্বংস করিতে পারে না।

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠি ন সমতি বিজ্ঝতি
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্ঝতি।

সুচ্ছন্ন গৃহে যেমন বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারে না। সেইরূপ সুভাবিত (সমাধি ধ্যান যুক্ত) চিত্তে রাগ প্রবেশ করিতে পারে না।

ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট দেশনা। চিত্ত লঘুপরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ অতি অল্পক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়। অধুনা প্রব্রজিত বঙ্গীস স্থবিরের ন্যায় তাই উৎপন্ন রাগকে অশুভ-মনসিকার দ্বারা বিনোদন করিয়া ইন্দ্রিয়-সংবর সম্পাদন কর্ত্তব্য। নূতন (অধুনা) প্রব্রজিত স্থবিরের পিণ্ডের জন্য বিচরণকালীন এক স্ত্রী দেখিয়া রাগ (কাম) উৎপন্ন হয়। তার পর তিনি আনন্দ স্থবিরকে কহিলেন—

কামরাগেন ডয্‌হামি, চিত্তং মে পরিডয্‌হতি,
সাধু নিব্বাপনং ব্রূহি অনুকম্পায়, গোতমাতি।

আমি কামরাগেতে দগ্ধ হইতেছি, আমার চিত্ত পরিদগ্ধ হইতেছে, হে গৌতম, অনুকম্পাপূর্ব্বক আমাকে নির্ব্বাপণের উপায় বলুন।

কামরাগে দহিতেছি, জ্বলিছে অন্তর
(হে গৌতম)! নির্ব্বাণ উপায় বল, অনুকম্পা কর।

আনন্দ স্থবির কহিলেন—

সঞ্‌ঞায় বিপরিয়েসা চিত্তং তে পরিডয্‌হতি ;
নিমিত্তং পরিবজ্জেহি, সুভং রাগুপসংহিতং।
অসুভায়ং চিত্তং ভাবেহি, একগ্‌গং সুসমাহিতং।
সঙ্‌খারে পরতো পস্‌স, দুক্‌খতো, ন চ অত্ততো,
নিব্বাপেহি মহারাগং, মা ডহিত্থ পুন পুনন্তি।

সজ্ঞার বৈপরীত্য বশতঃ তোমার চিত্ত পরিদগ্ধ হইতেছে। সমস্ত রাগযুক্ত শুভ নিমিত্ত পরিত্যাগ কর। একাগ্র ও সুসমাধিস্থ হইয়া অশুভ ভাবনা কর। সংস্কার সমূহকে পর ও দুঃখ বলিয়া দেখ, আত্ম (নিজ) বলিয়া দেখিও না মহারাগ নির্ব্বাপণ কর। পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইও না।

স্থবির রাগ বিনোদন করিয়া পিণ্ডের জন্য বিচরণ করিলেন। অপিচ ইন্দ্রিয়-সংবর পূর্ণকারী ভিক্ষুর কুরণ্ডক মহালেনবাসী চিত্রগুপ্ত স্থবির এবং চোরক-মহাবিহারবাসী মহামিত্ত স্থবিরের ন্যায় হওয়া উচিত। কুরণ্ডকলেনে সাত জন বুদ্ধের অভিনিষ্ক্রমণের অতি মনোরম চিত্রকর্ম্ম ছিল। অনেক ভিক্ষু বিহার দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই চিত্রকর্ম্ম দেখিয়া বলিল—"ভন্তে, চিত্রকর্ম্ম অত্যন্ত মনোরম।" স্থবির বলিলেন "আবুসো, আমি ৬০ বৎসরের অধিককাল এই লেনে বাস করিতেছি কিন্তু চিত্রকর্ম্ম আছে বলিয়া জানিনা। আজ আপনারা চক্ষুষ্মানগণের সাহায্যে জানিতে পারিলাম"। 'এত দীর্ঘকাল এইখানে বাস সত্বেও স্থবির কোন দিন চক্ষু উন্মীলন করিয়া লেনের উপরিভাগ দেখেন নাই। লেনদ্বারে এক মহা নাগবৃক্ষ ছিল। স্থবির সেই বৃক্ষও উল্লোকন করেন নাই। প্রতি সম্বৎসরে ভূমিতে কেশর নিপাত দেখিয়া বৎসরে একবার করিয়া পুষ্পিত হয় বলিয়া জানিতেন। রাজা স্থবিরের গুণের কথা শুনিয়া বন্দনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিন বার লোক পাঠাইলেও স্থবির না আসায় সেই গ্রামে যত শিশু পুত্রের মাতা ছিল সে সকল স্ত্রীদের স্তন বাঁধাইয়া আদেশ দিলেন যে যতক্ষণ স্থবির না আসেন ততক্ষণ ছেলেরা স্তন্য পান করিতে পাইবে না। স্থবির ছেলেদের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ মহাগ্রামে গেলেন। রাজা শুনিয়া বলিলেন "যাও, স্থবিরকে ঘরে নিয়া যাও, শীল গ্রহণ করিব।" তারপর স্থবিরকে অন্তঃপুরে নিয়া বন্দনাপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বলিলেন "আজ ভন্তে, অবকাশ নাই। কল্য শীল গ্রহণ করিব।" স্থবিরের পাত্র গ্রহণ করিয়া কিছু দূরে পিছে পিছে গিয়া রাজা দেবীর সহিত বন্দনা করিয়া ফিরিলেন। রাজা বন্দনা করুক বা দেবী বন্দনা করুক স্থবির 'সুখী হও মহারাজ' বলিয়া বলেন। এইরূপে সাত দিন গত হইল। ভিক্ষুগণ বলিলেন 'ভন্তে, রাজা বন্দনা করিলে বা দেবী বন্দনা করিলে আপনি সুখী হও মহারাজ বলেন কেন?' স্থবির বলিলেন 'আবুসো, রাজা কি দেবী আমি কিছু বিচার করি না।' সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইলে রাজা ভাবিলেন স্থবিরের এখানে বাস দুঃখজনক। তাই তিনি স্থবিরকে বিদায় দিলেন। রাজা কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া কুরণ্ডক মহালেনে গিয়া স্থবির রাত্রিভাগে চংক্রমে আরোহণ করিলেন। নাগবৃক্ষের অধিপতি দেবতা দণ্ডদীপক লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অথ তাঁহার কর্ম্মস্থান অতি পরিশুদ্ধ ও প্রাকট হইয়াছিল। স্থবির ভাবিলেন "আজ আমার কর্ম্মস্থান অত্যন্ত

প্রকাশিত হইতেছে"। ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মধ্যম যাম সমানন্তরে সকল পর্ব্বত উন্নাদিত করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাই আত্মার্থকামী অনুকুলপুত্র

মক্কটো ব অরঞ্ঞেম্হি বনে ভন্তমিগো বিয়,
বালো বিয় চ উত্রস্তো, ন ভবে লোল-লোচনো।
অধো খিপেয্য চক্খুনি, যুগমত্তদসো সিয়া,
বন-মক্কট-লোলস্স ন চিত্তস্স বসং বজেতি॥

অরণ্যে মর্কটের মত বা বনে ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় বা উত্রস্ত বালের ন্যায় লোল-লোচন হইও না। চক্ষুদ্বয় অধঃক্ষেপন করিবে (নীচের দিকে দেখিয়া হাটিবে বা বসিবে), যুগমাত্র (সম্মুখদিকে দুই হাত মাত্র) দর্শন করিবে (তার বেশী নহে)। বনমর্কটের ন্যায় লোল চিত্তের বশীভূত হইও না।

মহামিত্ত স্থবিরের মাতার বিষগণ্ডকরোগ উৎপন্ন হইল। ইহার দুহিতা ও ভিক্ষুণীগণের মধ্যে প্রব্রজিতা হইয়াছিল। সে তাহাকে বলিল "আর্য্যে যাও ভাইয়ের কাছে গিয়া আমার অসুখের কথা বলিয়া ভৈষজ্য আহরণ কর।" সে গিয়া জানাইল। স্থবির বলিলেন—"মূল ভৈষজ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভৈষজ্য পাক করিতে আমি জানি না। অপিচ তোমাকে ভৈষজ্য বলিব। আমি যে সময়ে প্রব্রজিত সেই সময় হইতে লোভসহ উৎপন্নচিত্তে ইন্দ্রিয়সমূহ ভগ্ন করিয়া কোন বিসভাগরূপ (১) অবলোকন করি নাই। এই সত্য বাক্যে আমার মাতার সুখ হউক। যাও, ইহা বলিয়া উপাসিকার শরীর পরিমর্দ্দনকর।" সে গিয়া এই বিষয় বলিয়া তাহা করিল। তৎক্ষণাৎ উপাসিকার গণ্ড ফেণপিণ্ডের মত বিলীন হইয়া অন্তর্হিত হইল। সে রোগ হইতে উঠিয়া "যদি সম্যক সমুদ্ধ থাকিতেন তবে জালবিচিত্র হস্তে মম পুত্রসদৃশ ভিক্ষুর মস্তক তিনি কেন স্পর্শ করিতেন না" বলিয়া আনন্দসূচক বাক্য ছাড়িলেন (গাথা বলিলেন)—

কুলপুত্তো মানী অঞ্ঞোপি পব্বজিত্বান সাসনে
মিত্তত্থেরো ব তিট্ঠেয্য বরে ইন্দ্রিয়-সংবরে।

(১) যে রূপ দেখিলে চিত্তে কামরাগ উৎপন্ন হয় তাহাকে বিসভাগরূপ বলে।

কুলপুত্র বলিয়া অভিমানী অন্যেরও শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া মিত্তথেরের (মিত্র স্থবিরের) মত শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়-সংবরে স্থিত হওয়া উচিত।

যেমন ইন্দ্রিয়-সংবর স্মৃতি দ্বারা, সেইরূপ বীর্য্য দ্বারা আজীবপারিশুদ্ধি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাহা বীর্য্যসাধ্য, কেননা সম্যক আরব্ধবীর্য্যের মিথ্যাজীব প্রহান সম্ভব। তাই অপ্রতিরূপ অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া বীর্য্য দ্বারা ইহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। পরিশুদ্ধরূপে উৎপন্ন প্রত্যয় সমূহ প্রতিসেবনকারী কর্ত্তৃক আশীবিষের মত অপরিশুদ্ধ উৎপন্ন প্রত্যয় পরিবর্জ্জনীয়।

যিনি ধুতাঙ্গ (১) গ্রহণ করেন নাই তাঁহার সংঘ হইতে, গণ হইতে এবং ধর্ম্মদেশনাদি গুণে প্রসন্ন গৃহীগণের নিকট হইতে উৎপন্ন প্রত্যয় সমূহ পরিশুদ্ধ উৎপাদ। পিণ্ডপাতচর্য্যাদি দ্বারা লব্ধ প্রত্যয় অতিপরিশুদ্ধ উৎপাদ। আর যিনি ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার পিণ্ডপাতচর্য্যাদি দ্বারা ও ধুতাঙ্গ গুণে প্রসন্ন দায়কগণের নিকট হইতে ধুতাঙ্গের নিয়ম মতে উৎপন্ন প্রত্যয় পরিশুদ্ধ উৎপাদ।

পূতিমূত্রহরিতকী ও চারি প্রকার মধুর দ্রব্য উৎপন্ন হইলে যদি সে ভিক্ষু মধুর দ্রব্যগুলি অন্য সব্রহ্মচারিগণ পরিভোগ করুক চিন্তা করিয়া নিজে কেবল একব্যাধি উপশমার্থ হরিতকী খণ্ড ভোজন করেন তবে ইঁহার ধুতাঙ্গ-সমাদান প্রতিরূপ হয়। ইঁহাকে বলে উত্তম আর্য্যবংশিক ভিক্ষু। আজীব পরিশুদ্ধ কারীর এই সকল চীবরাদি প্রত্যয় সমূহের চীবর এবং পিণ্ডপাতে নিমিত্ত-আভাস-পরিকথা বিজ্ঞাপ্তি উচিত নহে। কিন্তু অপরিগৃহীত ধুতাঙ্গ ভিক্ষুর শয়নাসনে নিমিত্ত-আভাস-পরিকথা বলা উচিত। তত্র নিমিত্ত এই,—শয়নাসনার্থ ভূমিপরিকর্ম্মাদি করিতে দেখিয়া "ভন্তে কি করিতেছেন? কে করাইতেছেন? গৃহীগণ?" বলিয়া বলিলে "কেহ নহে" প্রতিবচন বা এইরূপ অন্যকিছু নিমিত্ত কর্ম্ম। আভাস—"উপাসকগণ, তোমরা কোথায় বাস কর?" "প্রাসাদে ভন্তে।" "কিন্তু ভিক্ষুদের, হে উপাসকগণ, প্রাসাদে বাস উচিত নহে কি?" বা তদ্রূপ অন্য কোন আভাস কর্ম্ম। পরিকথা—"ভিক্ষু সংঘের শয়নাসন বাধা বচন" বা অন্য এইরূপ পর্য্যায় কথা। ভৈষজ্যে সমস্তই উচিত। তথা উৎপন্ন ভৈষজ্য কিন্তু রোগ উপশম হইলে পরিভোগ করা উচিত নহে। তত্র বিনয়ধরগণ বলেন ভগবান দ্বার দিয়াছেন, তাই উচিত। সূত্রান্তিকগণ বলেন এইরূপ সেবনে কিছু আপত্তি হয় না কিন্তু [illegible] তাই উচিত নহে।

ভগবান কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেও নিমিত্ত-আভাস-পরিকথা বিজ্ঞাপ্তি না করিয়া অল্পেচ্ছতাদি গুণ সমূহ আশ্রয় করিয়া জীবিতক্ষয় প্রত্যুপস্থিত (জীবিতক্ষয়ের সম্ভাবনা) হইলেও যে আভাসাদি ব্যতীত উৎপন্ন প্রত্যয় সমূহ প্রতিসেবন করে তাহাকে পরম 'সল্লেখ-বৃত্তি' বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সারীপুত্র স্থবির। সেই অয়ুষ্মান নাকি এক সময়ে প্রবিবেক বর্দ্ধন করিতে (গণ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনস্থানে ফলসমাপত্তি সুখ ভোগ করিয়া বাস কালীন) মহামৌদ্-গল্যায়ন স্থবিরের সহিত অন্যতর অরণ্যে বিহার করিতেছিলেন। এক দিবস উদরবাত আবাধ (উদর-বাত-রোগ) উৎপন্ন হইয়া তাঁহার অতি দুঃখ জন্মাইল। মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির সায়াহ্ন সময়ে তাঁহার সেবা করিতে গিয়া স্থবিরকে নিপন্ন (শায়িত) দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং পূর্ব্বে কিসের দ্বারা (এই রোগ) ফাসু (সুখ, ভাল) হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করি-লেন। স্থবির বলিলেন গৃহীকালে 'আবুসো' আমার মাতা সর্পী-মধু-শর্করা যোগ করিয়া অসম্ভিন্ন ক্ষীরপায়স দিয়াছিলেন (জল না মিশাইয়া শুদ্ধ দুধ দ্বারা প্রস্তুত পায়াসকে অসম্ভিন্ন ক্ষীর পায়স বলে)। তাহাতেই আমার ফাসু হইয়াছিল। সেই আয়ুষ্মান বলিলেন হউক আবুসো, যদি তোমার বা আমার পুণ্য থাকে আগামী কল্য নিশ্চয় (এইরূপ পায়স) লাভ করিব। তাঁহাদের এই কথাসল্লাপ (আলাপ সালাপ) চংক্রমের মাথায় বৃক্ষের অধিপতি দেবতা শুনিয়া কল্য আর্য্যের জন্য পায়স উৎপাদন করাইব স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ স্থবিরের উপস্থায়ক (দায়ক) কুলে গিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রের শরীরে আবিষ্ট হইয়া পীড়া জন্মাইল। তারপর ছেলের চিকিৎসার নিমিত্ত সন্নিপাতিত (একত্রিত) জ্ঞাতিগণকে বলিল "যদি কল্য স্থবিরকে এইরূপ পায়স প্রস্তুত করিয়া দেও তবে মুক্ত করিব (ছাড়িয়া যাইব)।" তাহারা বলিল "তুমি না বলিলেও আমরা প্রত্যহ স্থবিরকে ভিক্ষা দিয়া থাকি।" দ্বিতীয় দিবসে সেইরূপ পায়স প্রস্তুত করিল। মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির প্রাতেই আসিয়া 'আবুসো' যাবৎ আমি পিণ্ডাচরণ করিয়া না আসি তাবৎ এইখানেই থাক বলিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেই সকল মানুষ অগ্রসর হইয়া স্থবিরের পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত প্রকার পায়স পূর্ণ করিয়া দিল। স্থবির গমনাকার (যাইবার ভাব) দেখাইলেন। তাহারা বলিল "ভন্তে, আপনি ভোজন করুন, আরও দিব।" এবং স্থবিরকে ভোজন করাইয়া পুনঃ পাত্র পূর্ণ করিয়া পায়স দিল। স্থবির

গিয়া "আবুসো, সারীপুত্র পরিভোগ কর", বলিয়া পায়স দিলেন। স্থবির তাই দেখিয়া "অতি মনাপ (সুন্দর) পায়স, কিরূপে পাওয়া গেল (উৎপন্ন হইল)" চিন্তা করিয়া তাহার উৎপত্তির মূল দেখিয়া বলিলেন "আবুসো' মৌদ্গল্যায়ন সরাইয়া নেও, এই পিণ্ডপাত পরিভোগ যোগ্য নহে।" সেই আয়ুষ্মানও মাদৃশ ব্যক্তির আহরিত পিণ্ডপাত পরিভোগ করিলেন না এই চিত্তও উৎপাদন না করিয়া এক কথাতেই পাত্রের কিনারায় ধরিয়া একারস্ত উপুড় করিয়া দিলেন। পায়সের ভূমিতে প্রতিস্থান (ভূমিতে পড়া মাত্রই) স্থবিরের আবাধ অন্তর্হিত হইল। সেই হইতে পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর আর উৎপন্ন হয় নাই। তারপর মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরকে বলিলেন "আবুসো বাক্য বিজ্ঞাপ্তি দ্বারা উৎপন্ন পায়স অন্ত্রসমূহ বাহির হইয়া ভূমিতে চরিলেও (পড়িলেও) পরিভোগ করার উপযুক্ত নহে। এবং এই উদান গাহিলেন—

বচিবিঞ্ঞ্ত্তি-বিপ্ফারা উপ্পন্নং মধু-পায়সং
সচে ভুত্তো ভবেয্যহং সাজিবো গরহিতো মম।
যদিপি মে অন্তগুণং নিক্খমিত্বা বহি চরে,
নেব ভিন্দেয্যং আজীবং চজমানোপি জীবিতং।
আরাধেমি সকং চিত্তং বিবজ্জেমি অনেসনং
নাহং বুদ্ধ-পতিকুট্ঠং কাহামি অনেসনন্তি।

বাক্যবিজ্ঞাপ্তি বিস্ফুরণ দ্বারা উৎপন্ন মধুপায়স যদি আমি ভোগ করিতাম তবে আমার আজীব গর্হিত হইত। যদিও আমার অন্ত্রসমূহ নির্গত হইয়া বাহিরে পড়ে এবং জীবন ত্যাগ করিতে হয় তথাপিও আজীব ভঙ্গ করিব না। আমি নিজ চিত্ত বশীভূত করিয়াছি, পাপ এষণা বিবর্জ্জন (পরিত্যাগ) করিয়াছি। বুদ্ধ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ এষণ আমি করিব না (বুদ্ধ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ উপায়ে আমি চারি প্রত্যয় অন্বেষণ করিব না)।

চীবরগুম্ববাসী আম্রখাদক মহাতিষ্য স্থবিরের বস্তুও এখানে বলা উচিত। ত্রইরূপ সর্ব্বত্র—

অনেসনায় চিত্তম্পি অজনেত্বা বিচক্খণো,
আজীবং পরিসোধেয্য সদ্ধাপব্বজিতো যতীতি।

অন্বেষণায় চিত্তও উৎপাদন না করিয়া শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত বিচক্ষণ (পণ্ডিত ব্যক্তি) যতির আজীব পরিশুদ্ধ করা উচিত।

যেমন বীর্য্যদ্বারা আজীব পারিশুদ্ধিশীল সম্পাদন করিতে হয় তথা প্রজ্ঞাদ্বারা প্রত্যয় সন্নিশ্রিতশীল সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। প্রজ্ঞাবানের প্রত্যয় সমূহ আদিনব ও আনিসংস দর্শন সামর্থ্য হয় বলিয়া তাহা প্রজ্ঞাসাধ্য। তাই প্রত্যয়-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সম দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয় সমূহ উক্ত বিধিমতে প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পরিভোগ করিয়া তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

তত্র প্রত্যবেক্ষণ দুই প্রকার—প্রত্যয় সমূহের প্রতিলাভকালে ও পরিভোগকালে। ধাতুবশে বা প্রতিকুলবশে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া স্থাপিত চীরবাদি তারপর পরিভোগ কারীর অনবদ্য পরিভোগ হয়, পরিভোগকালেও (প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত)। তত্র ইহা সংনিষ্ঠানকর (অসন্দেহকর) বিনিশ্চয় (মিমাংসা)—পরিভোগ চারিপ্রকার,—(১) স্তেয়-পরিভোগ (চৌর্য্য-পরিভোগ), (২) ঋণ-পরিভোগ, (৩) দায়াদ্য-পরিভোগ, (৪) স্বামী-পরিভোগ।

(১) সংঘমধ্যে বসিয়াও পরিভোগকারী দুঃশীলের পরিভোগ স্তেয়-পরিভোগ। (২) শীলবানের প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া পরিভোগ ঋণ-পরিভোগ। তাই চীবর পরিভোগে পরিভোগে প্রত্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। পিণ্ডপাত আলোপে আলোপে (গ্রাসে, গ্রাসে) প্রত্যবেক্ষণ করিবে। তথা না পারিলে আহারের পূর্ব্বে বা পরে, পূর্ব্ব যাম, মধ্য যাম, ও পশ্চিম যামে প্রত্যবেক্ষণ করিবে। যদি প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া অরুণ উদ্‌গত হয় (সূর্য্য উঠে) তবে ঋণ পরিভোগস্থানে দাঁড়ায়। শয়নাসন (সেনাসন) ও পরিভোগে পরিভোগে প্রত্যবেক্ষণ করিবে। ভৈষজ্য প্রয়োজন হইলে প্রতিগ্রহণ ও পরিভোগ কালে প্রত্যবেক্ষণ করিবে। এরূপ হইলেও প্রতিগ্রহণে স্মরণ করিয়া পরিভোগ না করিলেই আপত্তি। প্রতিগ্রহণে স্মরণ না করিয়া পরিভোগ সময়ে স্মরণ করিলে অনাপত্তি।

চারিপ্রকার শুদ্ধি—দেশনা-শুদ্ধি, সংবর-শুদ্ধি, পরিয়েষ্টী-শুদ্ধি, প্রত্যবেক্ষণ-শুদ্ধি। প্রতিমোক্ষ-সংবরশীল দেশনা-শুদ্ধি, দেশনা দ্বারা তাহা শুদ্ধ হয় বলিয়া দেশনা-শুদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। সংবর-শুদ্ধি ইন্দ্রিয়-সংবরশীল।

পুনঃ এরূপ করিব না বলিয়া চিত্তাধিষ্ঠান সংবরের দ্বারা শুদ্ধ হয় বলিয়া সংবর-শুদ্ধি নামে উক্ত হয়। আজীব পারিশুদ্ধিশীল পরিয়েষ্ঠী-শুদ্ধি। অনেষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-শম দ্বারা প্রত্যয় উৎপাদনকারীর পরিএষণায় শুদ্ধ বলিয়া তাহা পরিয়েষ্ঠী-শুদ্ধি নামে উক্ত হয়। প্রত্যয়-সন্নিশ্রিতশীল প্রত্য-বেক্ষণ শুদ্ধি। তাহা উক্তপ্রকার প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয় বলিয়া প্রত্য-বেক্ষণ-শুদ্ধি নামে উক্ত। তাই বলা হইয়াছে 'প্রতিগ্রহণে স্মরণ না করিয়া পরিভোগে (স্মরণ) করিলে অনাপত্তি।'

সাত শৈক্ষ্যের প্রত্যয় পরিভোগ, দায়াদ্য পরিভোগ। তাঁহারা ভগবানের পুত্র। তাই পিতৃসন্তক প্রত্যয় সমূহের দায়াদ হইয়া তাঁহারা প্রত্যয় পরিভোগ করেন। তাঁহারা কি ভগবানের প্রত্যয় সমূহ পরিভোগ করেন, না গৃহীদের প্রত্যয় পরিভোগ করেন? গৃহীগণ দিলেও ভগবান কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত বলিয়া তাঁহারই সন্তক হইয়া থাকে। তাই ভগবানের প্রত্যয় পরিভোগ করে বলিয়া জ্ঞাতব্য। ধর্ম্মদায়াদ সূত্র এইখানে সাধক (মজ্‌ঝিম নিকায়ের ধম্মদায়াদসুত্তং এইখানে প্রমাণ)। ক্ষীণাশ্রবগণের পরিভোগ স্বামী-পরিভোগ। তাঁহারা তৃষ্ণার দাসত্বের অতীত হইয়াছেন বলিয়া স্বামী হইয়া পরিভোগ করেন। এই সকল পরিভোগের মধ্যে স্বামী-পরিভোগ এবং দায়াদ্য-পরিভোগ সকলেরই উপযুক্ত। ঋণ পরিভোগ উচিত নহে। স্তেয় পরিভোগের কথাই নাই। শীলবানের যে প্রত্যবেক্ষিত পরিভোগ তাহা ঋণ পরিভোগের বিপরীত বলিয়া অঋণ পরিভোগ হইয়া থাকে অথবা দায়াদ্য পরিভোগের অন্তর্গত হয়। শীলবান এই শিক্ষা দ্বারা সমন্নাগত বলিয়া শৈক্ষ্য বলিয়া উক্ত হয়। এই সকল পরিভোগের মধ্যে স্বামী-পরিভোগই শ্রেষ্ঠ, তাই তাহা প্রার্থয়মান ভিক্ষু উক্তপ্রকার প্রত্যবেক্ষণা দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যয় সন্নিশ্রিতশীল সম্পাদন করিবেন।

এরূপ করিলেই কৃত্যকারী হয়।

ইহা উক্ত হইয়াছে—

পিণ্ডং বিহারং সয়নাসনঞ্চ
আপঞ্চ সংঘাটি রজুপবাহনং,
সুত্বান ধম্মং সুগতেন দেসিতং
সংখায় সেবে বরপঞ্ঞসাবকো।

সুগত-দেশিত ধর্ম্ম শুনিয়া বরপ্রাজ্ঞশ্রাবক 'পটিসঙ্খা যোনিসো' ইত্যাদি বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিয়া পিণ্ড, বিহার, শয়নাসন, আপ (জল) ও রজাদি মলরহিত সঙ্ঘাটি সেবন করিবেন।

তস্মাহি পিণ্ডে সয়নাসনে চ
আপে চ সঙ্ঘাটি রজুপবাহনে,
এতেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো
ভিক্খু যথা পোক্খরে বারিবিন্দু।

সেই কারণে ভিক্ষু পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর ন্যায় পিণ্ড, শয়নাসন, জল, ময়লাহীন সঙ্ঘাটি এই সকল দ্রব্যে অনুপলিপ্ত হইয়া থাকে।

কালেন লদ্ধা পরতো অনুগ্গহা
খজ্জেসু ভোজ্জেসু চ সায়নেসু,
মত্তং স জঞ্ঞা সততং উপট্ঠিতো
বনস্স আলেপন রূহণে যথা।

যথাসময়ে পর হইতে খাদ্য, ভোজ্য ও স্বাদনীয় দ্রব্যে অনুগ্রহ পাইয়া (অনুকম্পা বশতঃ অধিক পাইয়া) সতত উপস্থিত-স্মৃতি (স্মৃতিমান) হইয়া, ব্রণ উঠিলে যেমন প্রলেপ দিয়া থাকে সেরূপ ভোজনাদির মাত্রা জানিয়া ভোগ করিবে।

কন্তারে পুত্তমংসং ব অক্খস্সব্ভঞ্জনং যথা,
এবং আহরে আহারং যাপনত্থমমুচ্ছিতোতি।

কান্তার উত্তীর্ণকামী অন্য আহার না পাইয়া যেমন জীবন রক্ষার্থ পুত্রমাংস ভোগ করে, অক্ষের যেমন অভ্যঞ্জন করে সেইরূপ কেবল জীবনযাপনের জন্য আহার আহরণ করা উচিত।

এই প্রত্যয়-সন্নিশ্রিত শীলের পরিপূর্ণকারীতায় ভাগিনেয় সংঘরক্ষিত শ্রামণেরের বস্তু বক্তব্য। তিনি সম্যক প্রত্যবেক্ষণ করিয়া পরিভোগ করিয়াছিলেন। যথা বলা হইয়াছে—

উপজ্ঝায়ো মং ভুঞ্জমানং, সালিকুরং সুনিব্বুতং,
মাহেব ত্বং সামণের জিব্হং ঝাপেসি অসঞ্ঞতো।
উপজ্ঝায়স্স বচো সুত্বা সংবেগমলভি তদা,
একাসনে নিসীদিত্বা অরহত্তং অপাপুণিং।
সোহং পরিপুণ্ণসঙ্কপ্পো চন্দোপণ্ণরসো যথা,
সব্বাসব পরিক্খীনো নত্থিদানি পুনব্ভবোতি।
তস্মা অঞ্ঞোঞ্ঞপি দুক্খস্স পত্থয়ন্তো পরিক্খয়ং,
যোনিসো পচ্চবেক্খিত্বা পটিসেবেথ পচ্চয়েতি।

আমি সুশীতল শালিভাত খাইতেছিলাম দেখিয়া আমার উপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন "হে শ্রামণের, তুমি অসংযত হইয়া জিহ্বা পোড়াইও না"।

উপাধ্যায়ের কথা শুনিয়া আমি তদা সংবেগ লাভ করি। সেই একই আসনে বসিয়া আমি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

পঞ্চদশীর চন্দ্রের ন্যায় সেই আমি এখন পরিপূর্ণ-সংকল্প, আমার সর্ব্বাশ্রব পরিক্ষীণ হইয়াছে। ইদানীং পুনর্জন্ম নাই।

তাই দুঃখের পরিক্ষয় প্রার্থনাকারী অপরেরও যোনিতঃ প্রত্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যয় প্রতিসেবন করা উচিত।

এইরূপ প্রাতিমোক্ষ-সংবর শীলাদি বশে চতুর্ব্বিধ।

৫। (৫) শীল কত প্রকার ?

পঞ্চবিধ কোষ্টাংশের প্রথম পঞ্চকে— অনুপসম্পন্ন শীলাদি বশে অর্থ জ্ঞাতব্য। 'পটিসম্ভিদায়' বলা হইয়াছে—পর্য্যন্ত পারিশুদ্ধিশীল কি ? অনুসম্পন্নের পর্য্যন্ত (সসীম) শিক্ষাপদ। ইহা পর্য্যন্ত পারিশুদ্ধি শিক্ষাপদ। অপর্য্যন্ত পারিশুদ্ধিশীল কি ? উপসম্পন্নগণের অপর্য্যন্ত পারিশুদ্ধি শিক্ষাপদ। ইহা অপর্য্যন্ত পারিশুদ্ধি-শীল। পরিপূর্ণ পারিশুদ্ধিশীল কি ? কুশলধর্ম্মেনিযুক্ত কল্যাণ পৃথক্জনগণ, শৈক্ষ্যশীল পরিপূর্ণকারিগণ, কায়ে ও জীবিতে অপেক্ষাহীনগণ, এবং পরিত্যক্তজীবীদের (শীল), ইহাই পরিপূর্ণ পারিশুদ্ধিশীল।

অপরামৃষ্টশীল কি? সাত্তজন শৈক্ষ্যের শীল। ইহা অপরামৃষ্টশীল। প্রতি-প্রস্রব্ধি পারিশুদ্ধিশীল কি? ক্ষীণাশ্রব তথাগত শ্রাবকগণের, প্রত্যেক বুদ্ধগণের, তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের (শীল)। ইহা প্রতিপ্রস্রব্ধি পারিশুদ্ধিশীল।

তত্র অনুপসম্পন্নগণের শীল গণনা বশে সপর্য্যন্ত বলিয়া পর্য্যন্ত পারিশুদ্ধিশীল নামে কথিত।

উপসম্পন্নগণের—

নবকোটি সহস্সানি অসিতি সতকোটিয়ো,
পঞ্ঞাস সত সহস্সানি ছত্তিংসা চ পুনাপরে।
এতে সংবরবিনয়া সম্বুদ্ধেন পকাসিতা,
পেয্যালমুখেন নিদ্দিট্ঠা সিকখা বিনয়সংবরে।

সংবর-বিনয় সখ্যায় ৯৮০০০০৫০০০০৩৬ ন কোটী সহস্র আশীশত কোটী পঞ্চাশ হাজার ছত্রিশ। সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই সকল সংবর-বিনয় সংগীতি-কারকগণ কর্ত্তৃক 'পেয্যালং'—বলা নিষ্প্রয়োজন—বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিনয় সংবরে শিক্ষা।

এইরূপ গণনাবশে সপর্য্যন্ত ও অনবশেষ সমাদানভাব এবং লাভ, যশঃ, জ্ঞাতি, অঙ্গ, জীবিত বশে অদৃষ্ট পর্য্যন্তভাব সম্বন্ধে অপর্য্যন্ত-পারিশুদ্ধি বলিয়া জ্ঞাতব্য। চীবরগুম্ববাসী অম্বখাদক মহাতিষ্য স্থবিরের শীলের মত। তথা সেই আয়ুষ্মান

ধনং চজে যো পন অঙ্গহেতু,
অঙ্গং চজে জীবিতং রকৃখমানো,
অঙ্গং ধনং জীবিতঞ্চাপি সব্বং
চজে নরো ধম্মমনুস্সরন্তো।

যে ব্যক্তি অঙ্গহেতু ধন ত্যাগ করে, জীবন রক্ষার জন্য অঙ্গত্যাগ করে, তাহার ধর্ম্মানুস্মরণ করিয়া অঙ্গ, ধন ও জীবিত সমস্তই ত্যাগ করা উচিত।

এই সৎপুরুষানুস্মৃতি পরিত্যাগ না করিয়া, জীবন সংশয়েও শিক্ষাপদ ব্যতিক্রম না করিয়া, সেই অপর্য্যন্ত পারিশুদ্ধিশীলে নির্ভর করিয়া উপাসকের পৃষ্ঠে স্থিত অবস্থায় অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

যথা বলা হইয়াছে।

> ন পিতা নপি তে মাতা ন ঞাতি নপি বন্ধবো
> করোতে তাদিসং কিচ্চং সীলবন্তস্‌স কারণা।
> সংবেগং জনয়িত্বান সম্মসিত্বান যোনিসো,
> তস্‌স পিঠিগতো সন্তো অরহত্তং অপাপুণি।

তোমার পিতা, মাতা, জ্ঞাতি কিম্বা বন্ধুগণ এমন কাজ করেনা। কেবল তুমি শীলবান বলিয়া তোমার জন্য তাদৃশ কাজ করিয়াছে। এইরূপে সংবেগ জন্মাইয়া এবং যোনিতঃ চিন্তা করিয়া তাহার পৃষ্ঠগত হইয়া (তাহার পিঠে থাকিতে) অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

কল্যাণ পৃথক্‌জনের শীল উপসম্পদা হইতে সুধৌত জাতিমণি এবং সুপরিষ্কৃত সুবর্ণের মত অতি পরিশুদ্ধ বলিয়া চিত্তোৎপাদমাত্র মলবিরহিত (তাই ইহা) অর্হত্বের আসন্ন কারণ হইয়া থাকে। তাই পরিপূর্ণ পারিশুদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। মহাসঙ্ঘ রক্ষিত ও ভাগিনেয় সঙ্ঘরক্ষিত স্থবিরদ্বয়ের ন্যায়। ষাট বৎসরের অধিক বয়স্ক মৃত্যুশয্যায় শায়িত মহাসঙ্ঘ রক্ষিত স্থবিরকে ভিক্ষুসংঘ লোকোত্তর ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। স্থবির বলিলেন আমার লোকোত্তর ধর্ম্ম নাই। অথ তাঁহার উপস্থায়ক (সেবক) তরুণ ভিক্ষু বলিলেন—"ভন্তে, আপনি পরিনিব্বুত হইয়াছেন মনে করিয়া চারিদিকে ১২ যোজন হইতে লোক সন্নিপতিত হইয়াছে। আপনার পৃথক্‌জনিক কালক্রিয়ায় বিপুল জনতার মহাবিপ্রতিসার (অনুতাপ) হইবে।" "আবুসো, আমি মৈত্রেয় ভগবানকে দেখিব বলিয়া বিদর্শন স্থাপন করি নাই, তাহা হইলে আমাকে বসাইয়া অবকাশ (জায়গা) কর।" সে স্থবিরকে বসাইয়া বাহিরে নিষ্ক্রান্ত। স্থবির তাহার বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্হত্ব পাইয়া অপ্‌সরা প্রহারে (বৃদ্ধ অঙ্গুলি ও তর্জ্জনী প্রহারে) সজ্ঞা দিলেন (সঙ্কেত করিলেন)। সঙ্ঘ সন্নিপতিত হইয়া বলিলেন—"ভন্তে, এমন মরণকালে লোকোত্তর ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া দুষ্কর (কার্য্য) করিয়াছেন।" "আবুসো ইহা দুষ্কর নহে। অপিচ দুষ্কর (কর্ম্ম) তোমাদের বলিব। আমি, আবুসো, প্রব্রজিতকাল হইতে অস্মৃতি (বিস্মৃতি) বশতঃ অজ্ঞানাপকৃত কর্ম্মস্করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। ইঁহার ভাগিনাও পঞ্চাশ বর্ষকালে এইরূপে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অপ্পস্সুতো পি চে হোতি সীলেসু অসমাহিতো,
উভয়েন নং গরহন্তি সীলতো চ সুতেন চ।
অপ্‌পস্সুতোপি চে হোতি সীলেসু সুসমাহিতো,
সীলতো নং পসংসন্তি নাস্‌স সম্পজ্জতে সুতং।
বহুস্সুতো পি চে হোতি সীলেসু অসমাহিতো,
সীলতো নং গরহন্তি, নাস্‌স সম্পজ্জতে সুতং,
বহুস্সুতো পি চে হোতি সীলেসু সুসমাহিতো,
উভয়েন নং পসংসন্তি সীলতো চ সুতেন চ।
বহুস্সুতং ধম্মধরং সপ্‌পঞ্ঞং বুদ্ধসাবকং,
নেক্‌খং জম্বোনদস্‌সেব কো তং নিন্দিতুমরহতি,
দেবাপি নং পসংসন্তি ব্রহ্মুণাপি পসংসিতোতি।

যদি অল্পশ্রুত (অবিদ্বান) এবং শীল সমূহে অসমাধিস্থ (দুঃশীল) হয় তাহাকে শীল ও শ্রুত এই উভয়ের দ্বারা (জন্য) নিন্দা করে। অল্পশ্রুত হইয়া ও যদি শীলসমূহে সুসমাধিস্থ (সুশীল) হয় তবে শীলের জন্য প্রশংসা করে। ইহার শ্রত লাভ (নিজের ও পরের সম্পতি আবহনকারী) হয় না। বহুশ্রুত হইয়াও যদি শীলে অসমাহিত (দুঃশীল) হয় তাহাকে শীলের জন্য নিন্দা করে। ইহারও শ্রুত লাভ (নিজ ও পর কাহারও সম্পত্তি আবহন) হয় না।

বহুশ্রুত ও হয় এবং শীলে ও সুসমাধিস্থ (সুশীল) হয় তবে তাহাকে শীল ও শ্রত উভয়ের জন্য প্রশংসা করে।

বহুশ্রুত ধর্ম্মধর, সপ্রাজ্ঞ, বুদ্ধশ্রাবককে জাম্বুনদ সোণার নিষ্কর মত কেহ নিন্দা করিতে সক্ষম হয় না। দেবগণও তাঁহাকে প্রশংসা করেন এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃকও তিনি প্রশংসিত হন।

শৈক্ষ্যগণের শাল দৃষ্টি বশে অপরামৃষ্ট বলিয়া এবং পৃথগ্‌জনের ভববশে অপরামৃষ্ট শীল অপরামৃষ্ট-পারিশুদ্ধি বলিয়া জ্ঞাতব্য। কুটুম্বিয়পুত্র তিস্স স্থবিরের শীলের মত। সে আয়ুষ্মান তথারূপ শীলে নির্ভর করিয়া অর্হত্ব প্রতিষ্ঠিতকামী হইয়া বৈরীকে বলেন—

উভো পদানি ভিন্দিত্বা সংযমিস্‌সামি বো অহং
অট্টীয়ামি হরায়ামি সরাগমরণং অহন্তি।

উভয় পা ভাঙ্গিয়া আমি তোমাকে সংযত করিব। সরাগ-মরণকে আমি ঘৃণা ও লজ্জা করি।

অন্যতর অত্যন্ত পীড়িত মহাস্থবির স্বহস্তে আহার পরিভোগ করিতে অসমর্থ হইয়া, নিজের মুত্রকরীষে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যতর তরুণ ভিক্ষু বলিল "আহা জীবিত সংস্কার দুঃখ"। তাহাকে মহাস্থবির বলিলেন—"আবুসো, আমি এখন মরিয়া স্বর্গ সম্পত্তি লাভ করিব ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই শীল ভাঙ্গিয়া লব্ধ সম্পত্তি শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া লব্ধ গৃহীভাব সদৃশী। তাই শীল সহিতই মরিব।" (তাবপর) সেইরূপে শুইয়া রোগের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অর্হত্ব পাইয়া ভিক্ষু সংঘকে এই গাথা দ্বারা প্রকাশ করিলেন।

ফুট্‌ঠস্‌স মে অঞ্‌ঞতরেন ব্যাধিনা
রোগেন বাল্‌হং দুক্‌খিতস্‌স রূপ্‌পতো,
পরিস্সুস্‌সতি খিপ্‌পমিদং কলেবরং
পুপ্‌ফং যথা পংস্থনি আতপে কতং।

অন্যতর ব্যাধিদ্বারা স্পৃষ্ট (আক্রান্ত) ও কঠিন রোগে দুঃখিত হইয়া কষ্ট (বিকার) পাইতেছি। পুষ্প যথা আতপে শুকাইয়া পাংসু হইয়া যায়, তথা আমার এই কলেবর ক্ষিপ্র পরিশুষ্ক হইবে।

অজঞ্‌ঞং জঞ্‌ঞ সঙ্খাতং অসুচিং সুচি-সম্মতং,
নানাকুণপপরিপুরং জঞ্‌ঞরূপং অপস্‌সতো।

যে মনোজ্ঞরূপ দেখে নাই সে নানা পচা জিনিষে পূর্ণ অমনোজ্ঞকে মনোজ্ঞ, অশুচিকে শুচি মনে করে।

ধীরত্থুমং আতুরং পূতিকায়ং
দুগ্‌গন্ধিয়ং অসুচিং ব্যাধিধম্মং,

যত্থপ্ পমত্তা অধিমুচ্ছিতা পঞ্ঞা,
হাপেন্তি মগ্গং সুগতুপপত্তিয়া।

অর্হৎগণের শীল সর্ব্বদরথপ্রতিপ্রশ্রব্ধি (সমস্ত বেদনার শান্তি) বশতঃ পরিশুদ্ধ বলিয়া "প্রতিপ্রশ্রব্ধি-পারিশুদ্ধি" নামে জ্ঞাতব্য। এইরূপ পর্য্যন্ত পারিশুদ্ধি আদি বশে পঞ্চবিধ।

দ্বিতীয় পঞ্চকে—প্রাণাতিপাতাদির প্রহাণাদি বশে অর্থ জ্ঞাতব্য। পটিসম্ভিদায় বলা হইয়াছে—পাঁচশীল—(১) প্রাণাতিপাতের প্রহাণশীল, (২) বেরমণিশীল, (৩) চেতনা শীল, (৪) সংবরশীল, (৫) অব্যাতিক্রমশীল। অদত্তাদানের—কামসমূহে মিথ্যাচারের—মৃষাবাদের—পিশুনবাক্যের—পৌরুষবাক্যের—সম্প্রলাপের—অভিধ্যার—ব্যাপাদের—মিথ্যাদৃষ্টির—নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দের—অব্যাপাদদ্বারা ব্যাপাদের—আলোক সংজ্ঞায় স্ত্যানমিদ্ধের—অবিক্ষেপদ্বারা ঔদ্ধত্যের—ধর্ম্মব্যবস্থান দ্বারা বিচিকিৎসার—জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার—প্রামোদ্য দ্বারা অরতির—প্রথমধ্যান দ্বারা নিবারণ সমূহের—দ্বিতীয়ধ্যান দ্বারা বিতর্কবিচারের—তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতির,—চতুর্থধ্যান দ্বারা সুখদুঃখের—আকাশানন্তায়তন-সমাপত্তি দ্বারা রূপসংজ্ঞার—প্রতিঘসংজ্ঞা দ্বারা নানাত্ম-সংজ্ঞার—বিজ্ঞানানন্তায়তন-সমাপত্তি দ্বারা আকাশানন্তায়তন-সংজ্ঞার—আকিঞ্চন্যায়তন-সমাপত্তি দ্বারা বিজ্ঞানন্তায়তন-সজ্ঞার—নৈবসজ্ঞানাসজ্ঞায়তন-সমাপত্তির দ্বারা আকিঞ্চন্যায়তন-সংজ্ঞার—অনিত্যানুদর্শন দ্বারা নিত্যসংজ্ঞার—দুঃখানুদর্শন দ্বারা সুখসংজ্ঞার—অনাত্মানুদর্শন দ্বারা আত্মসংজ্ঞার—নির্ব্বিদানুদর্শন দ্বারা নন্দীর—বিরাগানুদর্শন দ্বারা রাগের—নিরোধানুদর্শন দ্বারা সমুদয়ের—প্রতিনিসর্গানুদর্শন দ্বারা আদানের—ক্ষয়ানুদর্শন দ্বারা ঘনসংজ্ঞার—ব্যয়ানুদর্শন দ্বারা আয়ূহনের (বৃদ্ধির)—বিপরিণামানুদর্শন দ্বারা ধ্রুবসংজ্ঞার—অনিমিত্তানুদর্শন···নিমিত্তের—অপ্রণিহিতানু··· প্রনিধির—শূন্যতানু···অভিনিশের—অধিপ্রজ্ঞাধর্ম্ম বিদর্শন···সারাদানাভিনিবেশের—যথাভূত-জ্ঞান দর্শন···সম্মোহাভিনিবেশের—আদিনবানু···আলয়াভিনিবেশের—প্রতিসংখ্যাধর্ম্মানু···অপ্রতিসংখ্যার—বিবর্ত্তানু···সংযোগাভিনিবেশের—স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা দৃষ্টি-একস্থ ক্লেশ সমূহের—সকৃদাগামী মার্গে স্থূলক্লেশ সমূহের—অনাগামী মার্গ দ্বারা অনুসহগত ক্লেশ সমূহের—অর্হত্বমার্গের দ্বারা সর্ব্ব ক্লেশ সমূহের প্রহাণ-শীল, বেরমণি—পে—চেতনা, সংবর, অব্যাতিক্রম শাল। এইরূপ শীলসমূহ চিত্তের

অবিপ্রতিসার জন্য সংবর্ত্তন করে, প্রামোদ্যের জন্য সংবর্ত্তন করে—প্রীতির জন্য—প্রশ্রব্ধির—সৌমনস্যের—আসেবনের —ভাবনার— বহুলীকর্ম্মের—অলঙ্কারের—পরিষ্কারের—পরিবারের—পরিপূর্ণের—একান্ত নির্ব্বিদা, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, ও নির্ব্বাণের জন্য সংবর্ত্তন করে। উক্ত প্রকার প্রাণাতিপাতাদির অনুৎপাদ মাত্র ব্যতীত অত্র প্রহাণ বলে কোন ধর্ম্ম নাই। যে হেতু সেই সেই প্রহাণ সেই সেই কুশলধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানার্থে উপধারণ ও বিকম্প-ভাবকরণ দ্বারা সমাধান হইয়া থাকে। তাই পূর্ব্বে উক্ত উপধারণ-সমাধান সংখ্যাত শীলনার্থে শীল বলিয়া উক্ত।

অপর চারি ধর্ম্ম সেই সেই হইতে বেরমণি বশে, সেই সেই সংবর বশে, তদুভয় সম্প্রযুক্ত চেতনা বশে, সে সে অব্যতিক্রমকারীর অব্যতিক্রম বশে চিত্তের প্রবর্তি সদ্ভাব সম্বন্ধে উক্ত। শীলার্থ ইহাদের পূর্ব্বেই প্রকাশিতই। এইরূপে প্রহাণ-শীলাদি বশে পঞ্চবিধ।

এই পর্য্যন্ত, শীল কি? কোন অর্থে শীল, ইহার লক্ষণ, রস, প্রত্যুপস্থান, ও পদস্থান কি? শীলের কি আনিসংস ও কতবিধ শীল? এই সকল প্রশ্নের বিসর্জ্জন নিষ্ঠিত।

উক্ত হইয়াছে যে ইহার সংক্লেশ বা ময়লা কি? ব্যবদান বা পারিশুদ্ধি কি? তত্র বলিতেছি—খণ্ডাদিভাব শীলের সংক্লেশ বা মল।

অখণ্ডাদিভাব ব্যবদান বা পারিশুদ্ধি। সেই খণ্ডাদিভাব লাভ যশঃ ইত্যাদি হেতুভেদে এবং সপ্তবিধ মৈথুন সংযোগে সংগৃহীত। যাহার সপ্ত আপত্তি স্কন্ধের আদি বা অন্তে শিক্ষাপদ ভিন্ন হয়; তাহার শীল পর্যন্তে (দুই মাথায়) ছিন্ন সাটকমত খণ্ড হয়। যাহার বিমধ্যে ভিন্ন তাহার মধ্যে ছিদ্রযুক্ত সাটক মত ছিদ্র হয়। যাহার প্রতিপাটী (একটার পর একটা) দুই তিন শীল ভিন্ন তাহার শীল কাল, রক্তাদির অন্যতর শরীর বর্ণ বিশিষ্ট গাভীর পৃষ্ঠে বা কুক্ষিতে, উত্থিত (জাত) বিসদৃশ বর্ণের মত শবল (নানাবর্ণযুক্ত, ফুটফুটে) হয়। যাহার অন্তরে (মাঝে মাঝে) ভিন্ন তাহার মাঝে মাঝে জাত বিসদৃশ বর্ণবিন্দু দ্বারা বিচিত্র গাভীর মত (কল্মাস) কল্মাষ হয়। প্রথমতঃ লাভাদিহেতু ভেদে খণ্ডাদিভাব এইরূপ।

এইরূপ সপ্তবিধ মৈথুন-সংযোগবশে ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত—ইহ কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সম্যক ব্রহ্মচারী বলিয়া জানাইয়া মাতৃগ্রাম (স্ত্রীলোকের)

সহিত দুই দুইজন সংযোগে সংসর্গ না করিলেও মাতৃগ্রামের (স্ত্রীলোকের) উৎসাদন (শরীরে সুগন্ধ দ্রব্য মাখান), স্নান করান, ও সম্বাহন (গা হাত পা টিপান) সাদন করে (অর্থাৎ স্ত্রীলোককে দিয়া গায়ে সুগন্ধাদি, মাথায়, স্নান করাইয়া লয়, গা হাত পা টিপায়, তাহার আস্বাদ গ্রহণ করে, তাহা ইচ্ছা করে, তাহাতেই তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। ইহাও হে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্যের খণ্ড, ছিদ্র, শবল ও কল্মাষ; ইহাকেই বলা যায় মৈথুন-সংযুক্ত অপরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে; জাতি, জরা ও মরণ হইতে পরিমুক্ত হয় না······পে · ··· দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না বলিতেছি।

পুনঃ চ পর হে ব্রাহ্মণ, ইহ কোন কোন শ্রমণ বা ··· ·· পে ······ জানাইয়া মাতৃগ্রামের সহিত দুই দুইজন সংযোগে সংসর্গ করে না, এবং মাতৃগ্রাম (স্ত্রীলোকের দ্বারা) উৎসাদন,······পে······সাদন করে না, অথচ মাতৃ-গ্রামের সহিত প্রেমের হাসি হাসে, ক্রীড়া করে, এবং তাহাদিগকে ক্রীড়া করায়। সে তাহা আস্বাদন করে······পে··· ··দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না বলিতেছি।

পুনঃ চ পর হে ব্রাহ্মণ ইহ কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ······পে······ মাতৃগ্রামের সহিত দুই দুইজন সংযোগে সংসর্গ করে না, তাহাদের দ্বারা উৎসাদন, ·····পে······সাদন করে না; তাহাদের সহিত প্রেমের হাসিও হাসে না, ক্রীড়াও করে না, তাহাদের ক্রীড়া করায়ও না, অপিচ মাতৃগ্রামের চক্ষু নিজের চক্ষুদ্বারা দেখে, বিশেষরূপে দেখে। সে তাহা আস্বাদন করে ······পে······দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না বলিতেছি।

পুনঃ চ পর হে ব্রাহ্মণ, ইহ কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ······পে······মাতৃ-গ্রামের সহিত ······পে······ মাতৃগ্রামের সহিত ······পে······ মাতৃগ্রামের ······বিশেষরূপে দেখে না। অপিচ মাতৃগ্রামের (স্ত্রীলোকের) শব্দ শুনে, দেওয়ালের অন্তরাল হইতে বা প্রাকারের অন্তরাল হইতে তাহাদের হাসি, কথা, গীত ও রোদন শব্দ শুনে; সে তাহা আস্বাদন করে······পে···দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না বলিতেছি।

পুনঃ চ পর হে ব্রাহ্মণ, ইহ কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ······পে·· ··· মাতৃগ্রামের সহিত······মাতৃগ্রামের ······ মাতৃগ্রামের সহিত······মাতৃগ্রামের রোদন-শব্দ শুনে; অপিচ মাতৃগ্রামের সহিত পূর্ব্বে সে যে হাসি ঠাট্টা

করিয়াছে ও ক্রীড়া করিয়াছে তাহা অনুস্মরণ করে; সে তাহা আস্বাদন করে......পে......দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না বলিতেছি।

পুনশ্চ হে ব্রাহ্মণ, ইহ কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ......পে...... মাতৃগ্রামের সহিত...... পে ...... মাতৃগ্রামের ...... পূর্ব্বে সে মাতৃগ্রামের সহিত যে হাসি, ঠাট্টা ও ক্রীড়া করিয়াছে তাহা অনুস্মরণ করে না; অপিচ সে দেখে যে গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র পঞ্চবিধ কামদ্রব্যে সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া পরিচারণ করিতেছে। সে তাহা আস্বাদন করে......পে...... দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না বলিতেছি।

পুনশ্চ ব্রাহ্মণ, ইহ কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ......পে......মাতৃগ্রামের সহিত......গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে পরিচারণ করিতে দেখেনা। অপিচ অন্যতর দেবনিকায়ের প্রতি প্রণিধান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করে—এই শীল দ্বারা বা ব্রত দ্বারা বা তপ দ্বারা বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেব হইব বা দেবগণের অন্যতম হইব। সে তাহা আস্বাদন করে, ইচ্ছা করে, তাহাতেই তুষ্টি প্রাপ্ত হয়। ইহাও হে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্যের খণ্ড, ছিদ্র, শবল ও কল্মাষ। এইরূপে লোভাদি হেতুভেদে সপ্তবিধ মৈথুন সংযোগে খণ্ডাদিভাব সংগৃহীত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

অখণ্ডাদিভাব সর্ব্ব শিক্ষাপদ সমূহের অভেদ, ভিন্ন শীলের যাহার প্রতিকর্ম্ম সম্ভব তাহার প্রতিকর্ম্ম, সপ্তবিধ মৈথুন সংযোগ-অভাব, অপরও ক্রোধ, উপনাহ (বদ্ধমূল ক্রোধ), ম্রক্ষ (অপরের গুণ নিজে আরোপ করণ, অপরের গুণ গোপন করণ), পলাস (নিজেকে কোন গুণী ব্যক্তির সমান মনে করা), ঈর্ষা (পরসম্পত্তিতে লোভ), মাৎসর্য্য (নিজ সম্পত্তি গোপন), মায়া (নিজের দোষ গোপন), শাঠেয্য (অবিদ্যমান গুণ আছে এরূপ ভাব দেখান), স্তব্ধ (চিত্তের স্তব্ধ ভাব), সারম্ভ (কোন কর্ম্মের উত্তর বা অধিক করণ লক্ষণ), মান (উন্নতি করণ-ইচ্ছা), অতিমান, মদ (মত্ততা লক্ষণ), প্রমাদ (চিত্তবিকার), ইত্যাদি পাপধর্ম্ম সমূহের অনুৎপত্তি, অল্পেচ্ছতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখতাদি গুণ সমূহের উৎপত্তি দ্বারা সংগৃহীত। যে সকল শীল লাভাদির জন্যও অভিন্ন, প্রমাদ দোষে ভিন্ন হইলেও প্রতিকর্ম্মকৃত, মৈথুন সংযোগ বা ক্রোধ, উপনাহ ইত্যাদি পাপধর্ম্মের দ্বারা অনুপহত, সেই সকল সর্ব্বপ্রকারে অখণ্ড, অছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ বলিয়া উক্ত হয়। ভুজিস্ব

ভাবকরণহেতুতে ভুজিস্ব (স্বাধীন, তৃষ্ণার দাসত্ব হইতে মুক্ত), বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত বলিয়া বিজ্ঞপ্রশংসিত, তৃষ্ণাদি দ্বারা অপরামৃষ্ট বলিয়া অপরামৃষ্ট, উপচার সমাধি বা অর্পণা সমাধি সংবর্ত্তনকরে বলিয়া সমাধি সংবর্ত্তনিক হইয়া থাকে। তাই তাহাদের অখণ্ডাদিভাব ব্যবদান বলিয়া জ্ঞাতব্য।

সেই ব্যবদান দুই প্রকারে সাধিত হয়। শীল বিপত্তির আদিনব দর্শনে ও শীল সম্পত্তির আনিশংস দর্শনে। তত্র "হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীল শীলবিপন্নের এই পঞ্চ আদিনব" ইত্যাদি সূত্রমতে শীল বিপত্তির আদিনব দ্রষ্টব্য। অপিচ দুঃশীল পুরুষ দুঃশীল্যহেতু দেব-মনুষ্যগণের অমনাপ হইয়া থাকে। সব্রহ্মচারীদের অননুশাসনীয়, দুঃশীল্যের নিন্দায় দুঃখিত, শীলবানের প্রশংসায় অনুতপ্ত সেই দুঃশীল্য দ্বারা শানশাটক পরিধানকারীর ন্যায় দুর্ব্বর্ণ হয়। যে তাহার দৃষ্টানুগতি প্রাপ্ত হয় (দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে) তাহাদের দীর্ঘকালের জন্য অপায়-দুঃখ আবহন করে বলিয়া দুঃখ-সংস্পর্শ। যাহাদের দান গ্রহণ করে তাহাদেরও মহাফল করেনা বলিয়া অল্পার্ঘ, অনেক বর্ষের পুরাতন বিষ্ঠাকূপের মত শোধনের অযোগ্য, মরাজ্বালানের কাষ্ঠের মত উভয় কার্য্যের বহির্ভূত (মরাজ্বালানের কাষ্ঠ যদি দুই মাথায় পোড়া এবং মাঝে গু মাখান হইয়া থাকে তবে তাহা অরণ্য বা গ্রাম কোথাও কাষ্ঠের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। সেইরূপ দুঃশীল ভিক্ষু গৃহীভোগ হইতেও বঞ্চিত, শ্রামণ্য হইতেও বঞ্চিত।), যেমন গোগণের অনুবন্ধন করিলেও গর্দ্দভ গো হয় না, সেইরূপ ভিক্ষু বলিয়া জানাইলেও সে অভিক্ষু, অনেক শত্রু পরিবেষ্টিত পুরুষের ন্যায় সতত উদ্বিগ্ন, মৃত কলেবরের মত সংবাসের অযোগ্য, ব্রাহ্মণদের পক্ষে শ্মশানাগ্নির মত শ্রুতাদি গুণযুক্ত হইলে ও সহব্রহ্মচারীদের পূজার অযোগ্য, রূপদর্শনে অন্ধের মত বিশেষাধিগমে অসমর্থ, চণ্ডাল কুমার যেমন রাজ্য প্রাপ্তির আশা করে না সেইরূপ দুঃশীল ভিক্ষুও সদ্ধর্ম্মে নিরাশ, সুখী বলিয়া মনে করিলেও দুঃখিত "অগিগ্‌কখ্‌ন্দ পরিয়ায়ে" উক্ত দুঃখ ভোগ করে বলিয়া। পঞ্চকাম্যদ্রব্যপরিভোগ-বন্দন-মাননাদি সুখাস্বাদ-গ্রথিতচিত্ত দুঃশীলগণের তৎপ্রত্যয় অনুস্মরণ মাত্রই হৃদয় সন্তাপ জন্মাইয়া উষ্ণলোহিত-উদ্‌গার প্রবর্ত্তন সমর্থ অতি কটুক দুঃখ দর্শাইয়া সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মবিপাক প্রত্যক্ষকারী. ভগবান বলিয়াছেন—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ঐ আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, সজ্যোতিঃভূত মহন্ত অগ্নিস্কন্ধ দেখিতেছ কি?" "হাঁ ভন্তে", "তাহা কি মনে কর", "হে ভিক্ষুগণ, ঐ যে আদীপ্ত,

সম্প্রজ্বলিত, সজ্যোতিঃ ভূত, মহন্ত অগ্নিস্কন্ধ আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসে বা শোয় আর মৃদুতরুণ হস্তপাদযুক্তা ক্ষত্রিয় কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা অথবা গৃহপতি কন্যা আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসে বা শোয় এই দুইয়ের কোনটী শ্রেষ্ঠ মনে কর?" "যে ক্ষত্রিয় কন্যা বা... ..পে... ..শোয় ইহাই শ্রেষ্ঠ।" "ভন্তে ঐ মহন্ত অগ্নিস্কন্ধ......পে......শোয়। "হে ভিক্ষুগণ তোমাদের আমন্ত্রণ করিতেছি, সম্বোধন করিতেছি যে সে দুঃশীল, পাপধর্ম্মী, সন্দেহভাবে নিজের স্মরণযোগ্য অশুচি আচার যুক্ত, প্রতিচ্ছন্নকর্ম্মান্ত, অশ্রমণ, শ্রমণপ্রতিজ্ঞ, অব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীপ্রতিজ্ঞ, অন্তঃপূঁতি, অবশ্রুত (রাগাদি দ্বারা আর্দ্র), অনাচারী যে অমুক মহন্ত অগ্নিস্কন্ধ......পে......নিকটে শোয়। তাহার কি কারণ? তাহার দরুণ সে হে ভিক্ষুগণ, মরণ প্রাপ্ত হইবে অথবা মরণ তুল্য দুঃখ, কিন্তু তদ্দরুণ সে কায় ভিন্ন হইলে নিরয়ে পড়িবে না। যে দুঃশীল ......পে......অনাচারী ক্ষত্রিয় কন্যা বা......পে......শোয় তাহাও তাহার দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখজনক হইবে। মৃত্যুর পর কায় ভিন্ন হইলে অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

এইরূপ অগ্নিস্কন্ধ উপমায় স্ত্রীপ্রতিবদ্ধ-পঞ্চকাম্য দ্রব্য পরিভোগ জনিত দুঃখ দেখাইয়া এই উপায়ে "তাহা কি মনে কর হে ভিক্ষুগণ, বলবান পুরুষ দৃঢ় কর্কশ রজ্জু দ্বারা উভয় জঙ্ঘা বেষ্টন করিয়া ঘর্ষণ করে, তাহাতে চামড়া ছিঁড়িয়া যায়, চামড়া ছিঁড়িয়া ভিতরের চর্ম্ম ছিঁড়ে, ভিতরের চামড়া ছিঁড়িয়া মাংস ছিঁড়ে, মাংস ছিঁড়িয়া স্নায়ু ছিঁড়ে, স্নায়ু ছিঁড়িয়া অস্থি ছিঁড়ে, অস্থি ছিঁড়িয়া অস্থি মজ্জায় আঘাত করিয়া স্থিত হয়; আর যে ক্ষত্রিয় মহাসার (ধনশালী ক্ষত্রিয়), ব্রাহ্মণ মহাসার (মহাধনী ব্রাহ্মণ), গৃহপতি মহাসার (মহাধনী গৃহপতি) গণের অভিবাদন গ্রহণ করে। তাহা কি মনে কর হে ভিক্ষুগণ, যে বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণশক্তি দ্বারা তৈলমাখান উরুতে প্রহার করে, আর যে মহাধনী ক্ষত্রিয়, মহাধনী ব্রাহ্মণ, বা মহাধনী গৃহপতিগণের অঞ্জলি কর্ম্ম গ্রহণ করে। তাহা কি মনে কর হে ভিক্ষুগণ, যে বলবান পুরুষ তপ্ত, আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, সজ্যোতিঃভূত লৌহপট্ট দ্বারা কায় সম্পরিবেষ্টন করে; আর যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ গৃহপতি মহাধনিগণের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত চীবর পরিভোগ করে, এই দুইয়ের কোনটী শ্রেষ্ঠ? তাহা কি মনে কর হে ভিক্ষুগণ, যে বলবান পুরুষ তপ্ত আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, সজ্যোতিঃভূত লৌহ সাঁড়াস দ্বারা তপ্ত সজ্যোতিঃ ভূত

লৌহগোলা মুখ বিবৃত করিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহা তাহার ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা, কণ্ঠ, উর, অন্ত্র, ছোটঅন্ত্র লইয়া অধোভাগে নিক্রান্ত হয়; আর যে মহাধনী ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত পিণ্ডপাত পরিভোগ করে, এই দুইয়ের কোনটী শ্রেষ্ঠ? হে ভিক্ষুগণ, কি মনে কর, যে বলবান পুরুষ মাথায় বা স্কন্ধে ধরিয়া তপ্ত আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, সজ্যোতিঃভূত লৌহমঞ্চ বা লৌহপীঠে জোর করিয়া বসায় বা জোর করিয়া শোয়ায়; আর যে মহাধনী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধায় প্রদত্ত মঞ্চ বা পীঠ পরিভোগ করে এই দুইয়ের কোন্টী শ্রেষ্ঠ? হে ভিক্ষুগণ, তাহা কি মনে কর, যে বলবান পুরুষ উর্দ্ধপাদ অধোশীর করিয়া ধরিয়া তপ্ত, আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত সজ্যোতিঃভূত লৌহ কুম্ভিতে প্রক্ষিপ্ত করে, যে তাহাতে ফেনাইয়া ফেনাইয়া সিদ্ধ হইতে হইতে একবার উর্দ্ধে, একবার অধঃ, একবার তির্য্যক গমন করে, আর যে মহাধনী ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত বিহার পরিভোগ করে, এই দুইয়ের কোনটী শ্রেষ্ঠ? এই সকল বালরজ্জু তীক্ষ্ণ শক্তি, লৌহপট্ট, লৌহগোলা, লৌহমঞ্চ, লৌহপীঠ, লৌহকুম্ভি উপমা দ্বারা অভিবাদন, অঞ্জলিকর্ম্ম, চীবর, পিণ্ডপাত, মঞ্চ, পীঠ, বিহার পরিভোগজনিত দুঃখ দেখাইয়াছেন। তাই

অগ্‌গিক্‌খন্ধালিঙ্গন-দুক্‌খাতিদুক্‌খং কটুকং ফলং,
অবিজহতো কামসুখং সুখং কুতো ভিন্নসীলস্‌স।

কামসুখ পরিত্যাগ না করিলে অগ্নিস্কন্ধালিঙ্গনে যে অতি দুঃখ ও কটুকফল তাহা ভোগ করিতে হইবে। যাহার শীল ভিন্ন হইয়াছে তাহার সুখ কোথায়?

অভিবাদন সাদিয়নে কিং নাম সুখং বিপন্নসীলস্‌স,
দল্‌হবাল-রজ্জু ঘংসন-দুক্‌খাতি-দুক্‌খভাগীয়স্‌স।

দৃঢ়বাল রজ্জু ঘর্ষণ-দুঃখাতি দুঃখভাগী বিপন্নশীল ব্যক্তির অভিবাদন গ্রহণে কি সুখ?

সদ্ধানমঞ্জলিকম্ম-সাদিয়নে কি সুখং অসীলস্‌স,
সত্তিপ্পহরণ-দুক্‌খাধিমত্ত দুক্‌খস্‌স যং হেতু।

অশীলের শ্রদ্ধাবানগণের অঞ্জলিকর্ম্ম গ্রহণে কি সুখ? যে হেতু শক্তি প্রহারণ দুঃখ হইতে অধিক মাত্রায় দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

চীবরপরিভোগসুখং কিং নাম অসঞ্ঞতস্স,
যেন চিরং অনুভবিতব্বা নিরয়ে জলিত-অয়োপট্টসম্ফস্সা,

অসংযত ব্যক্তির চীবর পরিভোগে কি সুখ? যাহাকে নিরয়ে প্রজ্বলিত লৌহপট্ট-সংস্পর্শ চিরকাল অনুভব করিতে হয়।

মধুরোপি পিণ্ডপাতো-হলাহলবিসূপমো অসীলসস্,
আদিত্তা গিলিতব্বা অয়োগুলা যেন চিররত্তং।

মধুর পিণ্ডপাতও হলাহল বিষের মত। কারণ ইহাকে আদীপ্ত দীর্ঘকাল তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ লৌহগোলা গিলিতে হয়।

সুখসম্মতোপি দুক্খো অসীলিনো মঞ্চপীঠপরিভোগো,
যং বাধিস্সন্তি চিরং জলিত-অয়োমঞ্চদুক্খাতি।

অশীলের মঞ্চপীঠ পরিভোগ সুখ-সম্মত হইলেও দুঃখ। কারণ ইহা দ্বারা চিরকাল প্রজ্বলিত লৌহমঞ্চ-লৌহপীঠ-সংস্পর্শ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

দুস্সীলস্স বিহারে সদ্ধাদেয্যম্হি কা নিবাসে রতি,
জলিতেসু নিবসিতব্বা যেন অয়োকুম্ভিমজ্ঝেসু।

শ্রদ্ধায় প্রদত্ত বিহারে বাসে দুঃশীলের কি রতি? যাহার দরুণ প্রজ্বলিত লৌহকুম্ভীমধ্যে বাস করিতে হয়।

সঙ্কস্সর সমাচারো কসম্বুজাতো অবসস্সুতো পাপো,
অন্তো পূঁতীতি চ য়ং নিন্দন্তো আহ লোক-গরু।

লোকগুরু যাহাকে নিন্দা করিয়া অনাচারী, কসম্বুজাত, অবশ্রুত, পাপী, অন্তঃপূঁতি বলিয়াছেন

ধিজ্জীবিতং অধঞ্ঞস্স তস্স সমণজনবেসধারিস্স.
অস্সমণস্স উপহতং খতমত্তানং বহন্তস্স।

সেই শ্রমণ-বেশধারী,* অধন্য, অশ্রমণ, উপহত, ক্ষতযুক্ত আত্মাকে বহনকারীর জীবনকে ধিক।

গুথং বিয় কুণপং বিয় মণ্ডণকামা বিবজ্জয়ন্তীধ,
যং নাম সীলবন্তো সন্তো কিং জীবিতং তস্‌স।

যাহারা সুগন্ধ দ্রব্যাদি মণ্ডণ করিতে ইচ্ছুক তাহারা যেমন গু বা পচা ত্যাগ করে সেইরূপ শীলবানগণ যাহাকে ত্যাগ করে তাহার জীবনে কি প্রয়োজন?

সব্ব ভয়েহি অমুত্তো মুত্তো সব্বেহি অধিগম-সুখেহি
সুপিহিত-সগ্‌গদ্বারো অপায়মগ্‌গং সমারূল্‌হো।

সকল প্রকার ভয় হইতে অমুক্ত, সর্ব্ব অধিগম সুখ হইতে বঞ্চিত, সর্গদ্বার সুবদ্ধ, অপায়মার্গ সমারূঢ়,

করুণায় বথু ভূতো কারুণিকজনস্‌স নাম কো অঞ্‌ঞো,
দুস্‌সীলসমো দুস্‌সীলতায় ইতি বহুবিধা দোসাতি

দুঃশীলতায় দুঃশীল সম কারুণিক জনের করুণার পাত্র আর কে? এই প্রকার ইহার বহুবিধ দোষ।

ইত্যাদি প্রকার প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা শীল বিপত্তির আদিনব দর্শন, উক্ত প্রকারের বিপরীত হইতে শীল সম্পত্তির আনিসংশ দর্শন ও জ্ঞাতব্য। অপিচ—

তস্‌স পাসাদিকং হোতি পত্তচীবরধারণং
পব্বজ্জা সফলা তস্‌স যস্‌স সীলং সুনিম্মলং

যাহার শীল সুনির্ম্মল তাহার পাত্রচীবর ধারণ সুন্দর এবং তাহার প্রব্রজ্যা সফলা।

অত্তানুবাদাদি ভয়ং সুদ্ধসীলস্‌স ভিক্‌খুনো,
অন্ধকারং বিয় রবিং হদয়ং নাবগাহতি।

অন্ধকার যেমন রবিকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ নিজের অপবাদাদি ভয় শুদ্ধশীল ভিক্ষুর হৃদয় আক্রমণ করে না।

সীলসম্পত্তিয়া ভিক্খু সোভমানো তপোবনে,
পভাসম্পত্তিয়া চন্দো গগনে বিয় সোভতি।

তপোবনে শীলসম্পত্তিতে শোভমান ভিক্ষু গগণে প্রভাসম্পত্তিতে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পায়।

কায়গন্ধোপি পামোজ্জং সীলবন্তস্স ভিক্খুনো,
করোতি অপি দেবানং সীলগন্ধে কথাবকা ?

শীলবান ভিক্ষুর কায়গন্ধ ও দেবগণকে প্রমোদিত করে, শীলগন্ধের কি কথা ?

সব্বেসং গন্ধজাতানং সম্পত্তিং অভিভুয্য হি
অবিঘাতি দসদিসা সীল-গন্ধো পবায়তি।

সর্ব্বপ্রকার গন্ধ দ্রব্যের সম্পত্তিকে অভিভব করিয়া অবিঘাতী শীলগন্ধ দশদিশায় প্রবাহিত হয়।

অপ্পকম্পি কতা কারা সীলবন্তে মহপ্ফলা,
হোন্তীতি, সীলবা হোতি পূজা-সক্কার-ভাজনং।

শীলবন্তের জন্য কৃত অল্প কাজও মহাফলদায়ক হয়, এইজন্য শীলবান পূজা-সৎকার-ভাজন।

সীলবন্তং ন বাধেন্তি আসবা দিট্ঠধম্মিকা
সম্পরায়িক-দুক্খানং মূলং খণতি সীলবা।

বর্ত্তমান আশ্রব সমূহ শীলবানকে কোন বাধা প্রদান করে না। তিনি পারলৌকিক দুঃখেরও মূল খনন করিয়া থাকেন।

যা মনুস্সেসু সম্পত্তি যা চ দেবেসু সম্পদা,
ন সা সম্পন্নসীলস্স ইচ্ছতো হোতি দুল্লভা।

মানুষদের যে সম্পত্তি এবং দেবতাদের যে সম্পদা, তাহা সম্পন্নশীল ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে দুর্ল্লভ নহে।

অচ্চন্ত সন্তা পন যা অয়ং নিব্বান-সম্পদা
সম্পন্নসীলস্স মনো তমেব অনুধাবতি

অত্যন্ত শান্ত এই যে নির্ব্বাণ-সম্পদা সম্পন্নশীল ব্যক্তির মন তাহারই অনুধাবন করে।

সব্বসম্পত্তি-মূলম্হি সীলম্হি ইতি পণ্ডিতো,
অনেকাকারবোকারং আনিসংসং বিভাবয়ে'তি

শীলেতেই সর্ব্ব সম্পত্তির মূল। এইরূপে পণ্ডিত শীলের (শীল বিপত্তির) অপকারিতা এবং (শীল পালনের) আনিসংশ বা পুরস্কার বর্ণনা করেন।

এইরূপ শীল পালনের পুরস্কার বর্ণনা শুনিয়া শীল-বিপত্তি হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়া মন শীল-সম্পত্তির দিকে নত হয়। তাই যথা উক্ত এই শীল-বিপত্তির কুফল (শাস্তি) এবং শীল-সম্পত্তির এই আনিসংশ (পুরস্কার) দেখিয়া খুব আদরের সহিত শীল বিশুদ্ধ করিবে।

এই পর্য্যন্ত 'শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সপ্রজ্ঞ নর' (সীলে পতিট্ঠায় নরোস-পঞ্ঞো'তি) এই গাথায় শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ভেদে দেশিত বিশুদ্ধ মার্গের প্রথম শীল পরিদীপিত হইল।

সাধুজনের প্রমোদার্থে কৃত বিশুদ্ধিমার্গে

শীল নির্দ্দেশ

নামক

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধুতাঙ্গনির্দ্দেশ।

ইদানীং যে সকল অল্পেচ্ছতা সন্তুষ্টিতাদি গুণের দ্বারা উক্ত প্রকার শীলের ব্যবদান (বিশুদ্ধি) হইয়া থাকে সে সকল গুণ সম্পাদন করিতে, আর যেহেতু সমাদত্তশীল যোগী কর্ত্তৃক ধুতাঙ্গসমাদান করা কর্ত্তব্য—এইরূপে ইহার অল্পেচ্ছতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ, প্রবিবেক, অপচয়, বীর্য্যারম্ভ, সুভরতাদি গুণসলিল দ্বারা বিক্ষালিতমল শীলও সুপরিশুদ্ধ হইবে, ব্রত ও সম্পাদিত হইবে। অনবদ্য-শীল-ব্রত-গুণ-পরিশুদ্ধ-সমাচার (ভিক্ষু) পুরাণ আর্য্যবংশত্রয়ে-প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবনারামতা সংখ্যাত চতুর্থ আর্য্যবংশের অধিগমার্হ হইবে। তাই ধুতাঙ্গ কথা আরম্ভ করিব।

যে সকল কুলপুত্র লোকামিষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কায়ে ও জীবনে যাঁহাদের মমতা নাই, যাঁহারা কেবল অনুলোম প্রতিপদ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য ভগবান ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ অনুজ্ঞাত (ব্যবস্থাপিত) করিয়াছেন। যেমন ঃ—(১) পাংশু কুলিকাঙ্গ, (২) ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, (৩) পিণ্ডপাতিকাঙ্গ, (৪) সাপদানচারিকাঙ্গ, (৫) একাসনিকাঙ্গ, (৬) পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ, (৭) খলুপশ্চাৎ-ভক্তিকাঙ্গ, (৮) আরণ্যিকাঙ্গ, (৯) বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, (১০) অভ্যাকাশিকাঙ্গ, (১১)শ্মশানিকাঙ্গ, (১২) যথা সংস্তৃতিকাঙ্গ, (১৩) নৈষদ্যেকাঙ্গ।

তত্র

অত্থতো লক্‌খণাদীহি সমাদান বিধানতো,
প্রভেদতো ভেদতো চ তস্‌সানিসংসতো।
কুসলত্তিকতো চেব ধুতাদীনং বিভাগতো
সমাস-ব্যাসতো চাপি বিঞ্‌ঞাতব্বো বিনিচ্ছয়ো।

প্রথমতঃ অত্থতো—অর্থতঃ—

(১) রাস্তা, শ্মশান, আবর্জ্জনা স্তূপাদিতে পাংশু সমূহ যত্র তত্র উপর্য্যুপরি রাখা হয় বলিয়া ক্রমশঃ উপরদিকে উচ্চ হইয়া উঠে। এই অর্থে পাংশু

সমূহের মধ্যে কুলের ন্যায় বলিয়া পাংশুকুল। অথবা পাংশুর মত কুৎসিৎ ভাব 'উলতি' বলিয়া পাংশুকুল। কুৎসিৎভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া উক্ত হয়, এইরূপ লব্ধ নামক পাংশুকুলের ধারণ পাংশুকুল।

তাহা শীল ইহার বলিয়া পাংশুকূলিক। পাংশুকূলিকের অঙ্গ পাংশুকূলিকাঙ্গ। অঙ্গ অর্থ কারণ। তাই যেই সমাদান দ্বারা সে পাংশুকূলিক হয় তাহার এই অধিবচন (বিশিষ্ট নাম) ইহা জ্ঞাতব্য।

(২) এইরূপে সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তরবাসক সংখ্যাত ত্রিচীবর (ধারণ) শীল ইহার ত্রিচীবরিক। ত্রিচীবরিকের অঙ্গ ত্রৈচীবরিকাঙ্গ।

(৩) ভিক্ষা সংখ্যাত আমিষপিণ্ডসমূহের পাত পিণ্ডপাত, অপরলোকগণ কর্তৃক দত্ত পিণ্ডসমূহের পাত্রে নিপতন বলিয়া কথিত হয়। সেই পিণ্ডপাত উঞ্ছন করে (উঞ্ছতি), সেই সেই কুলে গিয়া গবেষণ (অন্বেষণ) করে যে সে পিণ্ডপাতিক। অথবা পিণ্ডের জন্য পতন ব্রত ইহার পিণ্ডপাতী। পতন অর্থ চরণ। পিণ্ডপাতীই পিণ্ডপাতিক। তাহার অঙ্গ পিণ্ডপাতিকাঙ্গ।

(৪) দান অর্থ অবখণ্ডন। দান হইতে অপেত অপদান, অনবখণ্ডন ইহার অর্থ। অপদানের সহিত সাপদান, অবখণ্ডনবিরহিত অনুঘর বলিয়া কথিত। সাপদান চরণ শীল ইহার সাপদানচারী। সাপদানচারীই সাপদানচারিক। তাহার অঙ্গ সাপদানচারিকাঙ্গ।

(৫) একাসনে ভোজন একাসন। তাহা শীল ইহার একাসনিক। তাহার অঙ্গ একাসনিকাঙ্গ।

(৬) দ্বিতীয় ভাজন প্রতিক্ষিপ্ত বলিয়া কেবল একমাত্র পাত্রে পিণ্ড পাত্রপিণ্ড। ইদানীং পাত্রপিণ্ডগ্রহণে পাত্রপিণ্ড সংজ্ঞা করিয়া পাত্রপিণ্ডিক। তাহার অঙ্গ পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ।

(৭) খলু প্রতিষেধনার্থে নিপাত। প্রবারিত (নিমন্ত্রিত) হইয়া পশ্চাৎ লব্ধ ভক্ত পশ্চাৎভক্ত। সেই পশ্চাৎভক্তের ভোজন পশ্চাৎভক্তভোজন। পশ্চাৎভক্ত ভোজনে পশ্চাৎভক্ত সংজ্ঞা করিয়া, পশ্চাৎভক্ত শীল ইহার পশ্চাৎভক্তিক। ন পশ্চাৎভক্তিক খলু-পশ্চাৎভক্তিক, সমাদান বশে প্রতিক্ষিপ্ত বলিয়া রিক্তভোজনের এই নাম। অর্থকথায় (অট্‌ঠকথায়) কিন্তু বলা হইয়াছে খলু এক শকুণিকের নাম। সে মুখে যে ফল গ্রহণ করে তাহা পড়িয়া গেলে অন্য ফল খায় না। এই ভিক্ষুও তাদৃশ তাই খলু-পশ্চাৎভক্তিক। তাহার অঙ্গ খলুপশ্চাৎভক্তিকাঙ্গ।

(৮) অরণ্যে নিবাস শীল ইহার আরণ্যিক। তাহার অঙ্গ আরণ্যিকাঙ্গ।

(৯) বৃক্ষমূলে নিবাস বৃক্ষমূল। তাহা শীল ইহার বৃক্ষমূলিক। বৃক্ষমূলিকের অঙ্গ বৃক্ষমূলিকাঙ্গ।

(১০।১১) অভ্যাবকাশিক ও শ্মাশানিক শব্দের ও এইরূপে অর্থ করিতে হইবে। (১২) যাহা সংস্তৃত (বিস্তৃত) তাহা যথা-সংস্তৃত। ইহাই তোমার প্রাপ্য এই বলিয়া প্রথম উদ্দেশিত (উদ্দিষ্ট) শয়নাসনের ইহা অধিবচন। সেই যথা-সংস্তৃতে (শয়নাসনে) বিহার করা শীল ইহার যথাসংস্তৃতিক। তাহার অঙ্গ যথা-সংস্তৃতিকাঙ্গ।

(১৩) শয়ন প্রতিক্ষিপ্ত করিয়া বসিয়া বিহার করা শীল ইহার নৈষদ্বিক। তাহার অঙ্গ নৈষদ্বিকাঙ্গ।

এই সমস্ত সেই সেই সমাদান দ্বারা ক্লেশ ধুত (পাপ) বলিয়া ধুত-ক্লেশ ভিক্ষুর অঙ্গ সমূহ। ক্লেশ ধুনন করে বলিয়া ধুত এই নামলব্ধজ্ঞান অঙ্গ ইহাদের (এই অর্থে) ধুতাঙ্গ অথবা সেই সকল ধুত এবং প্রতিপক্ষ নিধুনন করে বলিয়া প্রতিপত্তির অঙ্গ (তাই তাহারা) ধুতাঙ্গ। এইরূপ প্রথমতঃ অর্থ বশে বিজ্ঞাতব্য বিনিশ্চয়।

লক্ষণাদিতঃ—

সমাদান-চেতনা এই সকলের লক্ষণ। অট্ঠকথায় উক্ত হইয়াছে—যে সমাদান করে সে পুদ্গল (ব্যক্তি)। যাহাদ্বারা সমাদান করে—তাহা চিত্ত চৈতসিক, ইহারা ধর্ম্ম। যে সমাদান-চেতনা তাহা ধুতাঙ্গ। যাহা প্রতিক্ষেপ করা যায় তাহা বস্তু। লোলুপ্য বিধ্বংসন এই সকলের রস। নির্লোলুপ্য-ভাব ইহাদের প্রত্যুপস্থান বা ফল। অল্পেচ্ছতাদি আর্য্যধর্ম্ম পদস্থান বা আসন্ন কারণ। অত্র লক্ষণাদি দ্বারা বেদিতব্য বিনিশ্চয় এইরূপ।

সমাদান বিধানতঃ—

ভগবান জীবিত থাকিতে এই সমস্ত ধুতাঙ্গও ভগবানের নিকট সমাদান করা কর্ত্তব্য। তিনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে মহাশ্রাবকের কাছে। মহাশ্রাবক না থাকিলে ক্ষীণাশ্রব, ... অনাগামী .....সকৃদাগামী......স্রোতাপন্ন... .. ত্রিপিটকজ্ঞ......দ্বিপিটকজ্ঞ......একসঙ্গীতি......একাগম...... অট্ঠকথাচার্য্যের নিকট (সমাদান করিবে)। তিনিও না থাকিলে কোন ধুতাঙ্গধরের নিকট।

তিনিও যদি না থাকেন তবে চৈত্যের অঙ্গন সমার্জ্জন করিয়া (ঝাঁটদিয়া) উৎকুটিক ভাবে বসিয়া সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট বলার ন্যায় সমাদান করা কর্ত্তব্য। অপিচ স্বয়ংও সমাদান করা উচিত। অত্র চেতিয়পর্ব্বতে দুই ভাই স্থবিরগণের জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের ধুতঙ্গাল্পেচ্ছতার বস্তু বলা উচিত।

ইহাই প্রথমতঃ সাধারণ কথা।

১। পাংশুকুলিকাঙ্গ।

ইদানীং একৈকের সমাদানবিধান, প্রভেদ, ভেদ ও আনিসংশ বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ পাংশুকুলিকাঙ্গ "গৃহপতি-প্রদত্ত চীবর প্রতিক্ষেপ করিতেছি, পাংশু কুলিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" এই দুই বাক্যের অন্যতর বাক্যদ্বারা সমাদত্ত (গৃহীত) হয়। ইহাই এখানে সমাদান। এইরূপে যিনি ধুতাঙ্গ সমাদান করিয়াছেন তাঁহার "সোসানিক, পাপনিক, রথিয়াচোল, সংকার চোল, সোথিয়, নহানচোল, তিত্থচোল, গতপচ্চাগত, অগ্নিদড্ঢ, গোখায়িত, উপচিকাখায়িত, উন্দুরখায়িত, অন্তচ্ছিন্ন, দসচ্ছিন্ন, ধজাহট, থুপচীবর, সমণচীবর, অভিসেকিক, ইদ্ধিময়, পন্থিক, বাতাহট, দেবদত্তিয় ও সামুদ্দিক" ইহাদের অন্যতর চীবর গ্রহণ করিয়া ফালিয়া (ফাটিয়া, ছিঁড়িয়া) দুর্ব্বলস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থিরস্থান (শক্ত টুকুরা) গুলি লওয়া উচিত। এবং তাহা ধুইয়া চীবর করিয়া পুরাতন গৃহপতিচীবর অপনয়ন করতঃ পরিভোগ করা উচিত।

তত্র সোসানিকন্তি—শ্মশানে পতিত। পাপনিকন্তি—আপণ দ্বারে পতিত। রথিয়চোলন্তি—পুণ্যার্থীগণ কর্তৃক বাতায়নমার্গে রথিকায় (রাস্তায়) নিক্ষিপ্ত বস্ত্র। সঙ্কারচোলন্তি—সংস্কার স্থানে (আবর্জ্জনাস্তূপে) নিক্ষিপ্ত বস্ত্র। সোথিয়ন্তি—গর্ভমল পুঁছিয়া নিক্ষিপ্ত বস্ত্র। তিষ্য অমাত্যের মাতা নাকি শতার্ঘনক (শতমুদ্রা মূল্যের) বস্ত্র দ্বারা গর্ভমল পুঁছাইয়া পাংশুকুলিকগণ গ্রহণ করিবে ভাবিয়া তালবেলি মার্গে নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। ভিক্ষু জীর্ণ স্থানার্থই গ্রহণ করে। নহানচোলন্তি—যাহা ভূতবৈদ্যগণ সশীর্ষ স্নান করিয়া (মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত স্নান করিয়া) কালকর্ণীক বস্ত্র (অশুচি বস্ত্র) বলিয়া ত্যাগ করিয়া যায়। তিত্থচোলন্তি—স্নানতীর্থে পরিত্যক্ত পিলোতিকা (নেকড়া)। গতপচ্চাগতন্তি—গত-প্রত্যাগত—যাহা মানুষেরা শ্মশানে গিয়া

প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্নান করিয়া ফেলিয়া দেয়। অগ্‌গিদড্‌ঢন্তি—অগ্নি-দগ্ধ—অগ্নিদ্বারা স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্র। মানুষেরা তাহা ফেলিয়া দেয়। গোখায়িতাদি প্রাকটই অর্থাৎ ইহাদের অর্থ সকলের জানা আছে। তাদৃশ বস্ত্র ও মানুষেরা ত্যাগ করে। (গোখায়িত—গরু খাইয়াছে যে বস্ত্র। উপচিকা খায়িত—উই পোকায় খাওয়া। অন্তচ্ছিন্নন্তি—অন্তে বা দুই মাথায় বা মধ্যে মধ্যে ছেঁড়া। দসচ্ছিন্নন্তি—দশস্থানে ছিন্ন। ধজাহটন্তি—ধজাহৃত। নৌকায় আরোহণ-কারীরা বান্ধিয়া আরোহণ করে। তাহা তাহাদের দর্শনাতিক্রমে (চোকের বাহির হইলে) গ্রহণ করা উচিত। আর যুদ্ধভূমিতে যে ধ্বজা বান্ধিয়া স্থাপিত হয় তাহা উভয় সেনা গত কালে (চলিয়া গেলে) গ্রহণ করা উচিত। থূপচীবরন্তি—স্তূপচীবর, বল্মীক পরিক্ষিপ্ত করিয়া বলিকর্ম্ম কৃত (যে বস্ত্র দিয়া বল্মীক ঘিরিয়া পূজা করে সে বস্ত্র)। সমণচীবরন্তি—ভিক্ষু সন্তক, ভিক্ষুর সম্পত্তি। অভিসেকিকন্তি—অভিষেকিক, রাজার অভিষেকস্থানে নিক্ষিপ্ত চীবর। ইদ্ধিময়ন্তি—ঋদ্ধিময়, এসভিক্ষু-চীবর, 'এহি ভিক্‌খু' এই বাক্য দ্বারা যাহাদের উপসম্পদা হইয়াছে তাহাদের চীবর)। পন্থিকন্তি—অন্তরমার্গে (পথিমধ্যে) পতিত, যাহা মালিক ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে তাহা অল্পক্ষণ রাখিয়া গ্রহণ করা উচিত। বাতাহটন্তি—বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া দূরে পতিত। তাহা অল্পক্ষণ রাখিয়া অপেক্ষা করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেবদত্তিয়ন্তি—যাহা অনুরুদ্ধ স্থবিরকে দেওয়ার মত দেবতাগণ কর্তৃক দত্ত। সামুদ্দিকন্তি—সামুদ্রিক, সমুদ্রের ঢেউ দ্বারা স্থলে উৎক্ষিপ্ত।

যাহা সংঘকে দিতেছি বলিয়া দত্ত অথবা যাহা বস্ত্র-ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ তাহা পাংশুকুল নহে। ভিক্ষুদের যে সকল চীবর দেওয়া হয় তন্মধ্যে যাহা বর্ষার আগে গ্রহণ করাইয়া দেয় অথবা শয়নাসন প্রস্তুত করিয়া যে ভিক্ষু এই-খানে বাস করিবেন তিনি ভোগ করিবেন এই ভাবিয়া যে চীবর রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা পাংশুকুলিক হয় না। গ্রহণ না করাইয়া দিলেই পাংশুকুলিক। তাহাতেও যাহা দায়কগণ কর্তৃক ভিক্ষুর পাদমূলে নিক্ষিপ্ত, আর সেই ভিক্ষু কর্তৃক তাহা পাংশুকুলিকের হস্তে স্থাপন করিয়া দত্ত, তাহা একদিকে শুদ্ধ। যাহা ভিক্ষুর হস্তে স্থাপন করিয়া দত্ত, কিন্তু তৎকর্তৃক পাদমূলে স্থাপিত, তাহাও একদিকে শুদ্ধ। যাহা ভিক্ষুর পাদমূলে স্থাপিত, তৎকর্তৃকও সেরূপে দত্ত তাহা উভয়দিকে শুদ্ধ। যাহা হস্তে স্থাপন দ্বারা লব্ধ

এবং হস্তেই স্থাপিত তাহা অনুৎকৃষ্ট চীবর। এইরূপে এই পাংশুকুল ভেদ জানিয়া পাংশুকুলিক কর্ত্তৃক চীবর পরিভোগ করা কর্ত্তব্য। ইহাই এইখানে বিধান।

ইহাই প্রভেদ:—তিন জন পাংশুকুলিক—উৎকৃষ্ট, মধ্যম, ও মৃদু। তত্র শ্মশানিক (চীবর) গ্রহণকারী উৎকৃষ্ট। প্রব্রজিত গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থাপিত (চীবর) গ্রহণকারী মধ্যম। পাদমূলে স্থাপন করিয়া দত্ত (চীবর) গ্রহণকারী মৃদু। তাহাদের যে কোন কেহর নিজের ইচ্ছামত গৃহী কর্ত্তৃক প্রদত্ত চীবর সাদিত ক্ষণে (গ্রহণ ক্ষণে) ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। ইহাই এখানে প্রভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—"পাংশুকুলিক চীবর নিশ্রয় (অবলম্বন) করিয়া প্রব্রজ্যা" এই বাক্য দ্বারা নিশ্রয়ানুরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব, প্রথমে আর্য্যবংশে প্রতিস্থান, আরক্ষাদুঃখাভাব, অপরায়ত্তবৃত্তিত্ব (স্বাধীনবৃত্তিত্ব), চোরভয়-হীনতা, পরিভোগতৃষ্ণার অভাব, শ্রমণ-সারূপ্য (শ্রমণের উপযুক্ত) পরিষ্কারতা। সেই সকল অল্পার্ঘ, সুলভ ও অনবদ্য বলিয়া ভগবান কর্ত্তৃক সংবর্ণিত প্রত্যয়তা, প্রাসাদিকতা, অল্পেচ্ছতাদির ফলনিষ্পত্তি, সম্যকপ্রতিপত্তির অনুব্রূহণ (বর্দ্ধন), ও পশ্চাৎ জনতার দৃষ্টানুগতি (দৃষ্টান্ত) আপাদন।

মারসেন-বিঘাতায় পাংসুকুলধরো যতি,
সন্নদ্ধ-কবচো যুদ্ধে খত্তিযো বিয় সোভতি।

মারের সেনা বিনষ্ট করিবার জন্য পাংশুকুলধারী যতি যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক্ষত্রিয়ের মত শোভা পায়।

পহায় কাসিকাদীনি বরবত্থানি ধারিতং,
যং লোকগরুনা কো তং পংসুকূলং ন ধারয়ে?

কাশিকাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্র ত্যাগ করিয়া লোকগুরু (বুদ্ধ) যাহা ধারণ করিয়াছেন সে পাংশুকুল কে ধারণ করে না?

তস্মাহি অত্তনো ভিক্খু পটিঞ্ঞং সমনুস্সরং
যোগাচারকুলস্মিং পংসুকূলে রতো সিয়াতি।

সেই কারণে ভিক্ষু নিজের প্রতিজ্ঞা সমনুস্মরণ করিয়া যোগাচার কুলে পাংশুকুলে রত থাকিবেন।

ইহা প্রথমতঃ পাংশুকুলিকাঙ্গে সমাদান-বিধান-প্রভেদ-ভেদ-আনিসংশ বর্ণনা।

২। ত্রৈচীবরিকাঙ্গ।

তদনন্তর ত্রৈচীবরিকাঙ্গ "চতুর্থচীবর প্রতিক্ষেপ করিতেছি, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" ইহাদের অন্যতর বচনের দ্বারা সমাদত্ত হয়। সেই ত্রৈচীবরিক ভিক্ষু চীবরের কাপড় লাভ করিয়া যতদিন অসুবিধার জন্য চীবর প্রস্তুত করিতে না পারেন, চীবর বিচারক (শিলাইর জন্য ভাঁজিয়া দিবার (লোক) না পায়, সুঁই ইত্যাদির যাহা কিছু না পাওয়া যায় ততদিন নিক্ষেপ করা (রাখিয়া দেওয়া) উচিত। রাখিয়া দেওয়ার দরুণ কোন দোষ নাই। রং করার সময় হইতে রাখিয়া দেওয়া উচিত নহে। এইরূপ করিলে ধুতাঙ্গ-চোর হইয়া থাকে। ইহাই ইহার বিধান।

প্রভেদ বশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র উৎকৃষ্ট—রং করার সময়ে প্রথমে অন্তরবাসক বা উত্তরাসঙ্গ রং করিয়া তাহা পরিধান করিয়া অপরটীতে রং দেওয়া উচিত। তাহা গায়ে দিয়া সংঘাটীতে রং দেওয়া উচিত। সংঘাটী পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা গ্রামান্ত শয়নাসনের ব্রত (কর্ত্তব্য)। আরণ্যিকের দুইখানা একত্রে ধুইয়া রং দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে কাহাকেও দেখিয়া কাষায় আকর্ষণ করিয়া পরিধান করিতে পারে এরূপ আসন্ন স্থানে বসা উচিত। মধ্যমের রং দেওয়ার ঘরে রং দেওয়ার কাষায় থাকে। তাহা পরিধান করিয়া বা গায়ে দিয়া রং দেওয়া উচিত। মৃদুর সভাগ ভিক্ষু (সমান ব্রতধারী) গণের চীবর পরিধান করিয়া বা গায়ে দিয়া রং দেওয়ার কাজ করা কর্ত্তব্য। সেই স্থানে স্থিত আস্তরণ বা বসিবার আসনও তাহার ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু অন্যত্র লইয়া যাওয়া উচিত নহে। ধুতাঙ্গ-ত্রৈচীবরিকের চতুর্থ বর্ত্তমান অংস-কাষায়, ব্যবহার করা উচিত। তাহার বিস্তারে এক বিঘত, দৈর্ঘ্যে তিন হাত মাত্র হওয়া উচিত। এই তিন জনের চতুর্থ চীবর গ্রহণক্ষণেই ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। ইহাই এইখানে ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—ত্রৈচীবরিক ভিক্ষু কায় আচ্ছাদনের উপযোগী চীবর দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। তাই তাহার পক্ষীদের ন্যায় সঙ্গে লইয়া গমন, অল্প সমারম্ভ (আয়োজন), বস্ত্র-সন্নিধি বর্জ্জন, সল্লঘুকবৃত্তিতা, অতিরিক্ত চীবরের লোলুপতা ত্যাগ, কল্পীয় অর্থাৎ উপোযোগী বস্তুতেও মাত্রাজ্ঞান, সল্লেখ বৃত্তিতা, অল্পেচ্ছতাদির ফলনিষ্পত্তি ইত্যাদি গুণ সমূহ লাভ হয়।

অতিরেকবত্থতহ্নং পহায় সন্নিধি-বিবজ্জিতো ধীরো,
সন্তোস-সুখ-রসঞ্ঞূ তিচীবর-ধরো ভবতি যোগী।

বস্ত্র-সন্নিধি বিবর্জ্জিত ধীর ত্রিচীবরধারী যোগী (ভিক্ষু) অতিরিক্ত বস্ত্র-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষ-সুখরসজ্ঞ হইয়া থাকেন।

তস্মা সপত্তচরণো পক্খীব সচীবরো ব যোগিবরো,
সুখং অনুবিচরিতুকামো চীবরনিয়মে রতিং কয়িরাতি।

তাই চরণ ও পাখার উপর নির্ভর করিয়া বিচরণশীল পক্ষীর মত সচীবর যোগীবর সুখে অনুবিচরণ করিতে ইচ্ছুক হইলে চীবর-নিয়মে রুচি করিবেন।

ইহা ত্রৈচীবরিকাঙ্গে সমাদান-বিধান-প্রভেদ-ভেদানিসংশ বর্ণনা।

৩। পিণ্ডপাতিকাঙ্গ

পিণ্ডপাতিকাঙ্গ ও "অতিরিক্ত লাভ প্রতিক্ষেপ করিতেছি, পিণ্ডপাতিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" এই দুই বাক্যের একটী দ্বারা সমাদান করা হয়। সেই পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু কর্ত্তৃক সংঘভক্ত, (সংঘের উদ্দেশ্যে দাতব্য অন্ন), উদ্দেশ-ভক্ত (কতিপয় ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে দাতব্য অন্ন), নিমন্ত্রণভক্ত, শলাক-ভক্ত (টিকেট দিয়া বিভক্ত ভাত), পাক্ষিক, উপোসথিক, প্রাতিপদিক, আগন্তুকভক্ত, গমিকভক্ত, গ্লানভক্ত (রোগীর জন্য দাতব্য ভাত), গ্লানউপস্থায়ক ভক্ত (রোগীর শুশ্রূষাকারীর জন্য দাতব্য ভাত), বিহার-ভক্ত (বিহার উদ্দেশ্যে দাতব্য ভাত) ধুরভক্ত (ধুরগৃহে স্থাপন করিয়া দাতব্য ভক্ত), বারকভক্ত (গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক বার অর্থাৎ পালা করিয়া দাতব্য ভাত) এই চতুর্দ্দশ ভক্ত (ভাত) গ্রহণ করা উচিত নহে। যদি সংঘভক্ত গ্রহণ করুন ইত্যাদিরূপে না বলিয়া আমাদের গৃহে

সংঘ ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, আপনিও ভিক্ষা গ্রহণ করুন বলিয়া দেয় তবে সে সকল গ্রহণ করা উচিত। সংঘ হইতে নিরামিষ (ভৈষজ্যাদি প্রতিসংযুক্ত) শলাকা ও বিহারে পক্ষভক্তও গ্রহণ করা উচিত। ইহাই ইহার (পিণ্ডপাতিকাঙ্গের) বিধান।

প্রভেদবশে ইহাও ত্রিবিধ হয়। তত্র উৎকৃষ্ট—সম্মুখে বা পশ্চাৎ হইতে আহরিত ভিক্ষা গ্রহণ করে, বহির্দ্বারে থাকিয়া পাত্র গ্রহণকারীদেরও দেয়, প্রতিক্রমণ (প্রত্যাগমন) কালে আহরণ করিয়া দত্ত ভিক্ষাও গ্রহণ করে। কিন্তু সেই দিবস বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেনা। মধ্যম—সেই দিবস বসিয়া (ভিক্ষা) গ্রহণ করে। কিন্তু পরদিন বসিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। মৃদু আগামী কল্য ও পরদিবস বসিয়াও গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। তাহারা উভয়ে স্বৈরী-বিহার সুখ লাভ করে না, উৎকৃষ্ট লাভ করে। এক গ্রামে আর্য্যবংশ ছিল। উৎকৃষ্ট অপরদের বলিলেন—আইস আবুসো, ধর্ম্মশ্রবণার্থ যাইব। তাহাদের একজন বলিল—ভন্তে, একজন লোক আমাকে (ভিক্ষা দিবে বলিয়া) বসাইয়াছে। অপর বলিল ভন্তে, আমি কল্য একজনের ভিক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছি। এইরূপে তাহারা দুজনেই পরিহীন। অপর (উৎকৃষ্ট) প্রাতেই পিণ্ডের জন্য চরিয়া (পিণ্ডপাত করিয়া) গিয়া ধর্ম্মশ্রবণ-সুখ লাভ করিলেন। ইহাদের তিনজনেরই সংঘভক্তাদি অতিরিক্ত লাভ গ্রহণক্ষণেই ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। ইহাই অত্র ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—"পিণ্ডালোপ ভোজনে নির্ভর করিয়া প্রব্রজ্যা" এই বচন হইতে নিশ্রয়ানুরূপ প্রতিপত্তিসম্ভব, দ্বিতীয় আর্য্যবংশে প্রতিষ্ঠান, অপরায়ত্ত বৃত্তিতা, সেই সকল চীবর অল্পার্ঘ, সুলভ ও অনবদ্য বলিয়া ভগবান কর্ত্তৃক সংবর্ণিত প্রত্যয়তা, কৌসীদ্য নির্ম্মর্দ্দনতা, পরিশুদ্ধজীবতা, শৈক্ষ্যপ্রতিপত্তি পূরণ, অপরপোষিতা (স্বাধীন পোষিতা), পরানুগ্রহক্রিয়া, মানপ্রহাণ, রসতৃষ্ণা নিবারণ, গণভোজন-পরম্পর-ভোজনরূপ চারিত্র শিক্ষাপদের ব্যতিক্রম হেতু আপত্তির অভাব, অল্পেচ্ছতাদির অনুলোম বৃত্তিত্ব, সম্যকপ্রতিপত্তি বর্দ্ধন, ভবিষ্যৎ জনতার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন।

পিণ্ডিয়ালোপসন্তুট্‌ঠো অপরায়ত্তজীবিকো,
পহীনাহারলোলুপ্‌পো হোতি চাতুদ্দিসো যতি।

বিনোদয়তি কোসজ্জং আজীবস্‌স বিসুজ্ঝতি,
তস্মা হি নাতিমঞ্ঞেয্য ভিক্‌খাচরিয়ং সুমেধসো।

পিণ্ডালোপে অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ পিণ্ডে সন্তুষ্ট, স্বাধীনজীবী, আহার-লোলুপতাহীন যতি চাতুর্দ্দিশ নামে কথিত হন।

(কোনদিকেই বাধা নাই বলিয়া চারিদিক হইতে ভিক্ষাহরণ করিয়া জীবন যাপন করে বলিয়া চাতুর্দ্দিশ নামে উক্ত।)

কৌসীদ্য বা আলস্য বিনষ্ট করে অর্থাৎ আলস্য বিনষ্ট করিয়া পিণ্ডপাত করিতে হয় বলিয়া আলস্যহীন হয়, আজীব বিশুদ্ধ হয়। পিণ্ডপাত করিয়া আহারে কোনরূপ দোষ নাই বলিয়া ইহা বিশুদ্ধজীবিকা। এই কারণে সুমেধ ব্যক্তি ভিক্ষাচরণকে তুচ্ছ মনে করিবেন না।

এইরূপকেই

পিণ্ডপাতিকস্‌স ভিক্‌খুনো অত্তভরস্‌স অনঞ্ঞপোসিনো
দেবা পিহযন্তি তাদিনো, নোচে লাভসিলোক-নিস্‌সিতো।

পিণ্ডপাতিক, আত্মভর, অনন্যপোষী ভিক্ষু যদি লাভ ও প্রশংসার বশীভূত না হন তবে দেবগণও তাদৃশ ভিক্ষুকে স্পৃহা করেন অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গ ইচ্ছা করেন।

৪। সাপদানচারিকাঙ্গ

সাপদানচারিকাঙ্গ ও "লোলুপ্যাচার প্রতিক্ষেপ করিতেছি, সাপদানচারিকাঙ্গ সমাদান (গ্রহণ) করিতেছি" এই দুই বাক্যের অন্যতর দ্বারা গৃহীত হয়। সেই সাপদানচারিক ভিক্ষু কর্ত্তৃক গ্রামদ্বারে থাকিয়া পরিশ্রমের (কষ্ট) অভাব দেখা কর্ত্তব্য। যে রাস্তা বা গ্রামে পরিশ্রম বা কষ্ট হয় তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পিণ্ডাচরণ করা উচিত। যে ঘরদ্বারে বা রাস্তায় বা গ্রামে কিছু পাওয়া যায় না তাহা অগ্রাম বলিয়া সংজ্ঞা করিয়া (মনে করিয়া) গন্তব্য। যেখানে কিছু লাভ হয় তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে নাই। এই ভিক্ষুর সকালে গ্রামে প্রবেশ করা উচিত। এইরূপ হইলে অসুবিধা স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে সক্ষম হইবে। যদি ইহার বিহারে দান দাতা অথবা আসিবার সময় পথিমধ্যে লোক

পাত্র গ্রহণ করিয়া পিণ্ডপাত দেয় তবে গ্রহণ করা উচিত। পথে যাইবার সময়ও ভিক্ষাচারবেলায় সম্প্রাপ্ত গ্রাম অতিক্রম না করিয়া পিণ্ডাচরণ করা উচিত। তথায় না পাইয়া বা অল্প পাইয়া গ্রামের পর গ্রাম ভিক্ষাচরণ করা উচিত। ইহাই সাপদানচারিকাঙ্গের বিধান।

প্রভেদবশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র উৎকৃষ্ট—সম্মুখ হইতে আহরিত ভিক্ষা, পশ্চাৎ হইতে আহরিত ভিক্ষা, ও প্রতিক্রমণ কালে আহরণ করিয়া দিলেও গ্রহণ করেনা। কিন্তু গৃহদ্বারে পাত্র বিসর্জ্জন করেন (গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে গৃহস্থ ভিক্ষা দিবার জন্য পাত্র চাহিলে দিয়া থাকেন)। এই ধুতাঙ্গে মহাকশ্যপ-স্থবির সদৃশ আর কেহ নাই। তাঁহারও পাত্রবিসর্জ্জনস্থান দেখা যায়।

মধ্যম—সম্মুখ হইতে বা পশ্চাৎ হইতে বা প্রতিক্রমণ কালে দিলে গ্রহণ করেন। গৃহদ্বারেও পাত্র বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু ভিক্ষা পাইবার আশায় বসিয়া থাকেন না। এইরূপে তিনি উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাতিকের অনুলোম হইয়া থাকেন।

মৃদু—সেই দিবস বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এই তিনজনের লোলুপ্যাচার উৎপন্ন মাত্র ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। ইহা অত্র ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—কুলসমূহে নিত্য নূতনত্ব, চন্দ্রোপমতা, কুলমাৎসর্য্য প্রহাণ, সমানানুকম্পিতা, কুলোপগ হওয়ার দোষাভাব, আহ্বানানভিনন্দনা, ভিক্ষাভিহরণে অনর্থিকতা, অল্পেচ্ছতাদির অনুলোমবৃত্তিতা।

চন্দুপমো নিচ্চনবো কুলেসু
অমচ্ছরী সব্বসমানুকম্পো।
কুলুপকাদীনব-বিপ্পমুত্তো
হোতীধ ভিক্‌খু সপদানচারী।

ইহ সংসারে সপদানচারী ভিক্ষু কুলসমূহে অনাসক্তি বশতঃ ও সৌম্যভাবে চন্দ্রের ন্যায়, কুলসমূহে নিত্য নূতন, মাৎসর্য্যহীন, সকলকে সমান অনুকম্পাকারী, কুলোপগ হওয়ার দোষ হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়া থাকেন।

লোলুপ্যচারঞ্চ পহায় তস্মা
ওক্খিত্তচক্খু যুগমত্তদস্সী
আকঙ্খমানো ভুবি সেরিচারং
চরেয়্য ধীরো সপদানচারন্তি।

তাই লোলুপ্যাচার পরিত্যাগ করিয়া, অবক্ষিপ্ত চক্ষু ও যুগমাত্রদর্শী হইয়া পৃথিবীতে ইচ্ছামত বিহার আকাঙ্খা করিলে পণ্ডিত ব্যক্তির সপদানচার করা উচিত।

৫। একাসনিকাঙ্গ

একাসনিকাঙ্গ ও "নানাসনভোজন প্রতিক্ষেপ করিতেছি, একাসনিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" ইহাদের অন্যতর বচনের দ্বারা সমাদত্ত হয়। একাসনিক ভিক্ষু আসনশালায় বসিবার সময় স্থবিরগণের আসনে না বসিয়া 'এইটী আমার প্রাপ্য হইবে' ভাবিয়া উপযুক্ত আসন দেখিয়া বসিবেন। যদি ভোজন আরম্ভে আচার্য্য বা উপধ্যায় আসেন তবে আসন হইতে উঠিয়া সেবা করিতে হয়। ত্রিপিটক চুলাভয় স্থবির বলিয়াছেন—আসন রক্ষা করিবে বা ভোজন রক্ষা করিবে এই সমস্যায় পড়িলে 'বিপ্পকত ভোজন' বি-প্র-কৃত হয়। তাই ব্রত কর, ভোজন ভোগ করিওনা। ইহাই এই ধুতাঙ্গের বিধান।

প্রভেদতঃ ইহাও ত্রিবিধ—তত্র উৎকৃষ্ট অল্প বা বেশী হউক যে ভোজনে হাত নামায় তাহা ছাড়া অন্য ভোজন গ্রহণ করিতে পায় না। যদি মানুষেরা স্থবির কিছুই খান বলিয়া সর্পী আদি আহরণ করে ভৈষজ্যের জন্য গ্রহণ করা উচিত, আহারের জন্য নয়।

মধ্যম—যাবৎ পাত্রের ভাত না ফুরায় তাবৎ অন্য গ্রহণ করিতে পারে। ইহাকে ভোজন পর্য্যান্তিক বলে।

মৃদু—যাবৎ আসন হইতে না উঠে তাবৎ ভোজন করিতে পায়। তাহাকে উদক পর্য্যন্তিক বলা যায়—যাবৎ পাত্র ধোওয়ার জল গ্রহণ না করে তাবৎ ভোজন করে বলিয়া; আসন পর্য্যন্তিক ও বলা হয় যাবৎ আসন হইতে না উঠে তাবৎ ভোজন করে বলিয়া। ইহাদের তিনজনেরও নানাসন-ভোজন ভুক্তক্ষণে ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। ইহাই ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।— অল্পাবাধতা (নীরোগতা), অল্পাতঙ্কতা (শরীর-দুঃখাভাব), লঘূত্থান (হাল্‌কা শরীর), বল, সুখবিহার, অনতিরিক্ত প্রত্যয় বশতঃ অনাপত্তি, রসতৃষ্ণা বিনোদন ও অল্পেচ্ছতাদির অনুলোম বৃত্তিতা।

একাসনভোজনে রতং ন যতিং ভোজনপচ্চয়া রুজা,
বিসহন্তি রসে আলোলুপ্পো পরিহাপেতি ন কম্মং অত্তনো।

একাসনে ভোজনে রত যতির ভোজনের দরুণ কোন রোগ হয় না, রসে লোলুপতা দমন করেন, নিজের কর্ম্ম নষ্ট করেন না।

ইতি ফাসুবিহার কারণে সুচিসল্লেখরতুপসেবিতে,
জনয়েথ বিসুদ্ধমানসো রতিমেকাসন-ভোজনে, যতীতি।

বিশুদ্ধচিত্ত যতি ফাসুবিহার কারণে শুচিসল্লেখরতোপসেবিত একাসন-ভোজনে রতি জন্মাইবেন।

৬। পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ

পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ ও "দ্বিতীয় ভাজন প্রতিক্ষেপ কবিতেছি, পাত্র পিণ্ডিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" ইহাদের অন্যতর বচন দ্বারা সমাদত্ত হয়। সেই পাত্রপিণ্ডিক ভিক্ষু যাউ পান কালে ভাজনে রাখিয়া ব্যঞ্জন পাইলে প্রথমে ব্যঞ্জন খাওয়া উচিত অথবা যাউ পান করা কর্ত্তব্য। যদি যাউয়েতে প্রক্ষেপকরে, পঁচা মাছ ইত্যাদি যাউয়েতে প্রক্ষিপ্ত হইলে, যাউ প্রতিকুল (ভোজনের অননুরূপ) হয়। তাহা অপ্রতিকুল করিয়াই পরিভোগ করা উচিত। তাই সেইরূপ ব্যঞ্জন বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে। মধু শর্করাদি যাহা অপ্রতিকুল হয় তাহা প্রক্ষিপ্ত করা উচিত। গ্রহণকালীন প্রমাণ মত গ্রহণ করা উচিত। কাঁচা শাক হাতে গ্রহণ করিয়া খাওয়া উচিত। তথা না করিয়া পাত্রেই প্রক্ষিপ্ত করা উচিত, দ্বিতীয় ভাজন প্রতিক্ষিপ্ত বলিয়া অন্য বৃক্ষপর্ণও গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহাই বিধান।

প্রভেদ বশে ইহাও ত্রিবিধ। তন্ন উৎকৃষ্টের ইক্ষু খাওয়ার সময় ব্যতীত কচবর (কচরা) ফেলাও উচিত নহে। ভাতের পিণ্ড (ডেলা), মৎস্য, মাংস পুব (পিঠা) ও ভাঙ্গিয়া খাওয়া উচিত। ইহাকে বলে হস্তযোগী। মৃদু

পাত্রযোগী হয়। যাহা পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় তৎসমস্তই হস্তদ্বারা বা দন্তদ্বারা ভাঙ্গিয়া খাওয়া উচিত। ইহাদের তিনজনেরই দ্বিতীয় ভাজন ব্যবহার-ক্ষণে ধুতাঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাই এখানে ভেদ।

ইহাই আনিসংশ। নানারস-তৃষ্ণাবিনোদন, অতীচ্ছা পরিত্যাগ, আহারে প্রয়োজনমাত্রদর্শিতা, থালকাদিহরণ-খেদাভাব, অবিক্ষিপ্ত ভোজিতা ও অল্পেচ্ছ-তাদির অনুলোমবৃত্তিতা।

নানা-ভাজন-বিক্খেপং হিত্বা ওক্খিত্ত-লোচনো,
খনন্তো বিয় মূলানি রসতহ্নায় সুব্বতো,
সরূপং বিয় সন্তুট্ঠিং, ধারয়ন্তো সুমানসো ;
পরিভুঞ্জেয্য আহারং কো অঞ্ঞো পত্তপিণ্ডিকো।

নানা ভাজন বিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া, রসতৃষ্ণার মূল খনন করার ন্যায়, স্বরূপের মত সন্তুষ্টি ধারণ করিয়া অবক্ষিপ্ত চক্ষু, সুব্রত (ভিক্ষু) সুমানস পাত্রপিণ্ডিক ব্যতীত অন্য কে আহার পরিভোগ করে!

৭। খলু-পশ্চাৎ-ভক্তিকাঙ্গ

খলু-পশ্চাৎ-ভক্তিকাঙ্গও "অতিরিক্ত ভোজন প্রতিক্ষেপ করিতেছি, খলু-পশ্চাৎ-ভক্তিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" এই দুই বচনের অন্যতর বচনে সমাদত্ত হয়। সেই খলু-পশ্চাৎ-ভক্তিক একবার প্রবারণা (নিষেধ) করিয়া পুনঃ ভোজন কল্পীয় (যোগ্য) করিয়া ভোজন করা অনুচিত। ইহা এই ধুতাঙ্গের বিধান।

প্রভেদ বশে ইহা ত্রিবিধ। তত্র উৎকৃষ্ট—যেহেতু প্রথম পিণ্ডে প্রবারণা (বারণ) নাই—তাহা খাইতে খাইতে অন্য প্রতিক্ষিপ্ত হয়—তাই এইরূপে প্রবারিত হইয়া প্রথম পিণ্ড খাইয়া দ্বিতীয় পিণ্ড ভোগ করে না। মধ্যম যে ভোজনে প্রবারিত তাহাই ভোগ করে। মৃদু যাবৎ আসন হইতে উঠেনা তাবৎ ভোগ করে। ইহাদের তিন জন প্রবারিতের কল্পীয় করাইয়া ভুক্তক্ষণে ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। ইহাই অত্র ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—অনতিরিক্ত ভোজনহেতু আপত্তি হইতে দূরীভাব

(অনাপত্তন), ঔদরিকত্বের অভাব, নিরামিষ-সন্নিধিতা (সঞ্চয়), পুনঃ পর্য্যেষণার অভাব ও অল্পেচ্ছতাদির অনুলোম বৃত্তিতা।

পরিয়েসনায় খেদং ন যাতি, ন করোতি সন্নিধিং ধীরো,
ওদরিকত্তং পজহতি খলু পচ্ছাভত্তিকো যোগী।

ধীর খলু-পশ্চাৎ-ভক্তিক যোগী পর্য্যেষণা দরুণ খেদ প্রাপ্ত হন না, সন্নিধি ও করেন না এবং ঔদরিকত্ব ত্যাগ করেন।

তস্মা সুগতপ্পসত্থং সন্তোসগুণাদি-বড্‌ঢি সঞ্জননং,
দোসে বিধুনিতকামো ভজেয্য যোগী ধুতাঙ্গং ইদন্তি।

তাই দোষ বিধ্বংসকামী যোগীর সুগত-প্রশংসিত, সন্তোষ গুণাদির বৃদ্ধি সঞ্জনন এই ধুতাঙ্গ পালন করা উচিত।

৮। আরণ্যিকাঙ্গ

আরণ্যিকাঙ্গ ও "গ্রামান্ত শয়নাসন প্রতিক্ষেপ করিতেছি, আরণ্যিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" ইহাদের অন্যতর বচন দ্বারা সমাদত্ত হয়। সেই আরণ্যিক গ্রামান্ত-শয়নাসন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অরুণ উদয় করান উচিত। তত্র উপচার সহিত গ্রামই গ্রামান্ত-শয়নাসন। গ্রাম—যাহাতে একটী কুটীর বা অনেক কুটীর। যাহা পরিক্ষিপ্ত বা অপরিক্ষিপ্ত, সমনুষ্য বা অমনুষ্য, অন্ততঃ পক্ষে যাহাতে চারিমাসের অতিরিক্ত বাস করিয়াছে এমন কোন সত্ত্ব আছে তাহাকে গ্রাম বলে। গ্রামোপচার—পরিক্ষিপ্ত গ্রামের সীমা হইতে মধ্যম বলসম্পন্ন ব্যক্তি খুব জোরে ঢিল ছুঁড়িলে যে স্থানে পড়ে সেইস্থান হইতে গ্রামোপচার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—যদি অনুরাধপুরের দুই ইন্দ্রখীল (প্রবেশদ্বার) থাকে তবে অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রখীলে স্থিত মধ্যম বলসম্পন্ন ব্যক্তি ঢিল ছুঁড়িলে ঢিল পতনস্থান। তাহার লক্ষণ যথা—তরুণ মনুষ্যগণ নিজের বল দেখাইতে বাহু প্রসারিত করিয়া ঢিল নিক্ষেপ করে, এইরূপে ক্ষিপ্ত ঢিলের পতন-স্থানা ভ্যন্তর গ্রামোপচার বলিয়া 'বিনয়ধুর গণের' মত। 'সুত্রান্তিকগণ' বলেন কাক তাড়াইবার নিয়মে ক্ষিপ্ত ঢিল পতন-স্থান গ্রামোপচার। অপরিক্ষিপ্ত গ্রামে সর্ব্বপ্রত্যন্তিম (সর্ব্বশেষ) ঘরের দ্বারে স্থিত মাতৃগ্রাম (স্ত্রী লোক)

ভাজনে লইয়া যে জল ছুঁড়িয়া ফেলে তাহার পতন-স্থান ঘরোপচার। সেইখান হইতে এক ঢিল পতন-স্থান গ্রাম, দ্বিতীয় ঢিল পতন-স্থান গ্রামোপচার।

বিনয় পর্য্যায়ে (মতে) গ্রাম ও গ্রামোপচার ব্যতীত সমস্ত অরণ্য বলিয়া উক্ত। অভিধর্ম্ম পর্য্যায়ে (মতে) বাহিরের ইন্দ্রখীল হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া সমস্ত অরণ্য বলিয়া কথিত। এই সূত্রান্ত পর্য্যায়ে পাঁচশত ধনু পশ্চাতে আরণ্যক শয়নাসন এই লক্ষণ। তাহা ঠিক করিবার সময় আচার্য্য ধনুদ্বারা পরিক্ষিপ্ত গ্রামের ইন্দ্রখীল হইতে, অপরিক্ষিপ্ত গ্রামের প্রথম ঢিল পতন স্থান হইতে বিহার পরিক্ষেপ (সীমা) পর্য্যন্ত মাপিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

যদি বিহার অপরিক্ষিপ্ত (ঘেরাহীন) হয় তবে সর্ব্বপ্রথম শয়নাসন বা ভক্তশালা (ভোজনগৃহ), ধ্রুব সন্নিপাত স্থান (নির্দ্দিষ্ঠ সন্নিপাত স্থান), বোধিবৃক্ষ, বা চৈত্য, শয়নাসন হইতে দূরে হইলেও তাহা পরিচ্ছেদ করিয়া মাপা উচিত বলিয়া বিনয়ার্থ কথায় (বিনয়ট্‌ঠ কথায়) উক্ত হইয়াছে। মধ্যম অর্থকথায় (মজ্ঝিমট্‌ঠকথায়ং) বলা হইয়াছে যে বিহার ও গ্রামের উপচার বাদ দিয়া উভয়ের ঢিল পতন স্থানের মধ্যে মাপা উচিত। ইহাই অত্র প্রমাণ।

যদি আসন্নে গ্রাম হয়, বিহারে থাকিয়া মানুষের শব্দ শুনা যায়, পর্ব্বতনদী দ্বারা পৃথক বলিয়া সোজা যাইতে অসমর্থ তাহার যাহা স্বাভাবিকমার্গ, তাহা যদি নৌকায় যাইতে হয় তবে সেই মার্গের ৫০০ ধনু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে অঙ্গ সম্পাদনার্থ আসন্ন গ্রামের পথ এইখানে সেইখানে বন্ধ করিয়া দেয় সে ধুতাঙ্গ চোর হয়।

যদি আরণ্যিক ভিক্ষুর উপাধ্যায় বা আচার্য্য গ্লান (পীড়িত) হয় এবং অরণ্যে যদি সপ্রায় (উপযুক্ত পথ্যাদি) না পায় তবে গ্রামান্ত শয়নাসনে নিয়া সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাতেই নিস্ক্রান্ত হইয়া অঙ্গযুক্ত স্থানে (ধুতাঙ্গের উপযুক্ত স্থানে) অরুণ উঠাইবে।

যদি সূর্য্য উঠিবার কালে তাহাদের রোগ বৃদ্ধি হয় তবে তাহাদেরই কৃত্য (কাজ) করা উচিত। ধুতাঙ্গ-শুদ্ধিক হওয়া উচিত নহে। ইহাই এখানের বিধান।

প্রভেদতঃ ইহাও ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট—সর্ব্বকাল অরণ্যে অরুণ উঠাইবে। মধ্যম—বর্ষা চারিমাস গ্রামান্তে বাস করিতে পারে। মৃদু—হেমন্তেও বাস করিতে পারে। ইহাদের তিনজনেরই যথাপরিচ্ছিন্ন কালে অরণ্য হইতে আসিয়া

গ্রামান্ত শয়নাসনে ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া অরুণ উঠিলেও ভাঙ্গে না। শুনিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সূর্য্য উঠিলে ও ভাঙ্গে না।

যদি ধর্ম্মকথিক উঠিয়া গেলে—অল্পক্ষণ শুইয়া যাইব বলিয়া নিদ্রাগত হইলে সূর্য্য উঠে, অথবা নিজের ইচ্ছায় গ্রামান্ত-শয়নাসনে অরুণ উঠায় তবে ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। ইহাই এখানে ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—আরণ্যিক ভিক্ষু অরণ্য-সংজ্ঞা মনে করিয়া অলব্ধ সমাধি প্রতিলাভ করিতে বা লব্ধ সমাধি রক্ষা করিতে ভব্য (সমর্থ)। শাস্তাও ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। যথা বলা হইয়াছে—'হে নাগিত, তাই আমি সেই ভিক্ষুর প্রতি সন্তুষ্ট হই তাহার অরণ্যবিহার দ্বারা'। প্রান্ত-শয়নাসন বাসীর (ইহার) অননুরূপ রূপাদি চিত্ত বিক্ষেপ করে না। বিগত-সন্ত্রাস হইয়া থাকে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, প্রবিবেকসুখরস আস্বাদন করে, পাংশু-কূলিকাদিভাব ও ইহার প্রতিরূপ হইয়া থাকে।

পবিবিত্তো অসংসট্ঠো পন্তসেনাসনে রতো,
আরাধয়ন্তো নাথস্স বনবাসেন মানসং,
একো অরঞ্ঞে নিবসং যং সুখং লভতে যতি,
রসং তস্স ন বিন্দন্তি অপি দেবা স-ইন্দকা।

প্রবিবিক্ত (একাকী), অংসসৃষ্ট, প্রান্ত-শয়নাসনে রত যতি বনবাস দ্বারা নাথের (বুদ্ধের) মানস আরাধনা করিয়া একাকী অরণ্যে বাস করিয়া যে সুখ লাভ করেন ইন্দ্রসহ দেবতারাও সেই রস অনুভব করিতে পান না।

পংসকূলঞ্চ এসো ব, কবচং বিয় ধারয়ং,
অরঞ্ঞসঙ্গামগতো অবসেসধুতাযুধো।
সমত্থো ন চিরস্সেব জেতুং মারং সবাহনং,
তস্মা অরঞ্ঞবাসম্হি রতিং কয়িরাথ পণ্ডিতো।

এই ভিক্ষু পাংশুকূলচীবর কবচের মত ধারণ করিয়া, অবশিষ্ট ধুতাঙ্গশীল-রূপ আয়ুধে সজ্জিত হইয়া অরণ্য-সংগ্রামে গিয়া অচিরে সবাহন মারকে জয় করিতে সমর্থ হন। সেই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তি অরণ্যবাসে রতি (ইচ্ছা) করিবেন।

৯। বৃক্ষমূলিকাঙ্গ

বৃক্ষমূলিকাঙ্গও "ছন্ন (আচ্ছন্ন স্থান) প্রতিক্ষেপ করিতেছি, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি ইহাদের" অন্যতর বচন দ্বারা সমাদত্ত হয়। সেই বৃক্ষমূলিক কর্ত্তৃক সীমান্তরিক বৃক্ষ (সীমার বৃক্ষ), চৈত্যবৃক্ষ্য, নির্য্যাস-বৃক্ষ, ফলবৃক্ষ, বগ্‌গুলি বৃক্ষ (যে বৃক্ষে বগ্‌গুলি—বাদুর—বাস করে), সুসিরবৃক্ষ, বিহার মধ্যে স্থিত বৃক্ষ এই সকল বর্জ্জন করিয়া বিহার প্রত্যন্তে স্থিত বৃক্ষ গৃহীতব্য। ইহাই ইহার বিধান।

প্রভেদ বশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র উৎকৃষ্ট—যথারুচি বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া (নির্ব্বাচন করিয়া) তাহার যত্ন করাইতে পারে না। পায়ের দ্বারা পাতা-ময়লা (বৃক্ষ হইতে পতিত পত্র) অপনয়ন করিয়া বাস করা উচিত। মধ্যম—যাহারা সে স্থানে আসে তাহাদের দ্বারা গাছের যত্ন করাইতে পারে। মৃদুর আরামিক-শ্রমণোদ্দেশকে ডাকিয়া বৃক্ষতল পরিষ্কার ও সমান করাইয়া বালি ছড়ান, প্রাকার পরিক্ষেপ করান ও দ্বার যোজনা পূর্ব্বক বাস করা উচিত। মহাদিবসে (উৎসবাদি দিবসে) বৃক্ষমূলিকের তথায় না বসিয়া অন্যত্র কোন প্রতিচ্ছন্ন (গুপ্ত) স্থানে বসা উচিত। ইহাদের তিনজনেরই আচ্ছন্ন স্থানে বাস-গ্রহণক্ষণে ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। জানিয়া ছন্নে (প্রতিচ্ছন্ন স্থানে) অরুণ উঠানমাত্রই ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয় বলিয়া 'অঙ্গুত্তর ভাণকা' বলেন। ইহাই অত্র ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—"বৃক্ষমূলিক শয়নাসন নিশ্রয় করিয়া প্রব্রজ্যা" এই বাক্যহেতু নিশ্রয়ানুরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব, "সেই সকল অল্প, সুলভ ও অনবদ্য" বলিয়া ভগবান কর্ত্তৃক সংবর্ণিত প্রত্যয়তা, সর্ব্বদা (অভিন্ন) তরুপর্ণ বিকার দর্শন দ্বারা অনিত্য-সংজ্ঞা সমুস্থাপন, শয়নাসন-মাৎসর্য্য ও কর্ম্মারামতার অভাব, দেবতাদের সহিত বাস, অল্পেচ্ছতাদির অনুলোম বৃত্তিতা।

বণ্ণিতো বুদ্ধসেট্‌ঠেন নিস্‌সয়োতি চ ভাসিতো,
নিবাসো পবিবিত্তস্‌স রুক্‌খমূলসমো কুতো ?

বুদ্ধশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক বর্ণিত ও নিশ্রয় বলিয়া কথিত বৃক্ষমূলের সমান প্রবি-বিক্তের (একাকী বিহারীর) নিবাস আর কোথায় ?

আবাসমচ্ছেরহরে, দেবতা পরিপালিতে,
পবিবিত্তে বসন্তো হি রুক্‌খমূলম্হি সুব্বতো।
অভিরত্তানি নীলানি পণ্ডূনি পতিতানি চ
পস্‌সন্তো তরুপণ্ণানি নিচ্চসঞ্‌ঞং পনুদতি।

সুব্রত (ভিক্ষু) আবাস-মাৎসর্য্য-হর, দেবতাপরিপালিত, প্রবিবিক্ত বৃক্ষমূলে বাস করিয়া অভিরক্ত (খুব লাল), নীল, পাণ্ডুবর্ণ ও পতিত তরুপর্ণ সকল দেখিয়া নিত্যসংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন।

তস্মাহি বুদ্ধ-দায়জ্জং ভাবনাভিরতালয়ং
বিবিত্তং নাতিমঞ্‌ঞেয়্য রুক্‌খমূলং বিচক্‌খণোতি।

সেই কারণে বুদ্ধ দায়াদ্য, ভাবনাভিরতালয়, বিবিক্ত বৃক্ষমূলকে বিচক্ষণ ব্যক্তি অবজ্ঞা করিবেন না।

১০। অভ্যাবকাশিকাঙ্গ

অভ্যাবকাশিকাঙ্গ ও "ছন্ন ও বৃক্ষমূল প্রতিক্ষেপ করিতেছি, অভ্যাবকাশিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" ইহাদের অন্যতর বচন দ্বারা সমাদত্ত হয়। অভ্যাবকাশিকের ধর্ম্ম শ্রবণার্থ বা উপোসথ করিবার জন্য উপোসথাগারে প্রবেশ করা উচিত। প্রবিষ্ট হওয়ার পর যদি দেব বর্ষণ করে বৃষ্টির সময় নিষ্ক্রান্ত না হইয়া বর্ষা থামিলে নির্গত হওয়া উচিত। ভোজনশালা বা অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া ব্রত (কর্ত্তব্য) করা উচিত। ভোজনশালায় স্থবির ভিক্ষুগণকে ভাত খাওয়ার জন্য অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। আপত্তি উদ্দেশ করিতে বা উদ্দেশ করাইতে ছন্নে (আচ্ছাদিত স্থানে) প্রবেশ করা, বাহিরে ফেলিয়া রাখা মঞ্চপীঠাদি ভিতরে প্রবেশ করান উচিত। যদি পথে যাইতে বৃদ্ধতর গণের পরিষ্কার গৃহীত হয়, দেবে বর্ষণ করিলে মার্গমধ্যে স্থিত শালায় প্রবেশ করা উচিত। যদি কিছুই গৃহীত হইয়া না থাকে তবে শালায় থাকিব বলিয়া বেগে যাওয়া উচিত নহে। প্রকৃতি (স্বাভাবিক) গতিতে গিয়া প্রবিষ্ট ভিক্ষু বর্ষা থামা পর্য্যন্ত থাকিয়া গন্তব্য। ইহাই ইহার বিধান। বৃক্ষ মূলিকের ও এই নিয়ম।

ইহার ও তিন প্রকার প্রভেদ। তত্র উৎকৃষ্টের বৃক্ষ, পর্ব্বত বা গৃহ আশ্রয়

করিয়া বাস করা অনুচিত। অভ্যাবকাশে চীবরকুটী করিয়া বাস কর্ত্তব্য (উন্মুক্ত স্থানে চীবরের কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস করা উচিত)। মধ্যমের বৃক্ষ-পর্ব্বত-গৃহ আশ্রয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাস করা উচিত। মৃদুর বর্ষার জল প্রবেশ করিতে না পারে মত ছাদ দেওয়া অথচ উপরে সীমা দেওয়া নাই এইরূপ পর্ব্বতগুহা বা শাখামণ্ডপ বা স্খলিত অর্দ্ধ শাটক ও ক্ষেত্ররক্ষকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত তত্রস্থ কুটিকাও ব্যবহার করা উচিত। বাসের জন্য ছন্ন (আচ্ছন্ন) স্থান ও বৃক্ষমূল প্রবিষ্টক্ষণে ইহাদের তিনজনের ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। জানিয়া তথায় অরুণ উঠানমাত্রেই ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয় বলিয়া 'অঙ্গুত্তর ভাণকগণ' বলেন। ইহাই এখানে ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—আবাস প্রতিবন্ধকোপচ্ছেদ, স্ত্যানমিদ্ধাপনোদন, "মৃগের মত অসঙ্গচারী (একাকী বিহারী) ও আলয়হীন হইয়া ভিক্ষুগণ বিহার করেন" এই প্রশংসার অনুরূপতা, নিঃসঙ্গতা, চাতুর্দ্দিশতা, অল্পেচ্ছতাদির অনুলোমবৃত্তিতা।

অনাগারিয়ভাবস্‌স অনুরূপে অতুল্লভে,
তারামণিবিতানং হি চন্দদীপপ্‌পভাসিতে,
অব্‌ভোকাসে বসং ভিক্‌খু মিগভূতেন চেতসা,
থীনমিদ্ধং বিনোদেত্বা, ভাবনারামতং সিতো।

অনাগারীয় ভাবের অনুরূপ, অতুর্লভ, তারামণি-বিতান, চন্দ্রদীপ প্রভাসিত অভ্যাবকাশে বাস করিয়া ভিক্ষু মৃগের ন্যায় পরিগ্রহণহীন চিত্তে স্ত্যানমিদ্ধ বিনোদন পূর্ব্বক ভাবনারামতায় নিশ্রিত (ভাবনা-সুখ-রত) থাকেন।

পবিবেকরসাস্‌সাদং ন চিরস্‌সেব বিন্দতি,
যস্মা তস্মা হি সপ্‌পঞ্‌ঞো অব্‌ভোকাসে রতো সিয়াতি।

প্রবিবেক রসের আস্বাদ অচিরে লাভ করে, তাই সপ্রজ্ঞ অভ্যাবকাশে রত হউক।

১১। শ্মশানিকাঙ্গ।

শ্মশানিকাঙ্গও "অশ্মশান প্রতিক্ষেপ করিতেছি, শ্মশানিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" এই দুই বচনের অন্যতর দ্বারা সমাদত্ত হয়। যাহা গ্রামবাসী

মনুষ্যেরা 'এইটী শ্মশান' বলিয়া ব্যবস্থাপিত করে তত্র শ্মশানিকের বাস করা উচিত নহে। মৃত শরীর পোড়াইলে তাহা শ্মশান হয় না। মৃতদেহ পোড়ানের সময় হইতে যদি ১২ বৎসর পতিত থাকে তবে তাহাই শ্মশান।

তথায় বাস কালীন চংক্রম মণ্ডপাদি করিয়া, মঞ্চপীঠ পাতিয়া, পানীয়-পরিভোজনীয় উপস্থাপন করিয়া ধর্ম্ম আবৃত্তি করিতে করিতে বাস করা উচিত নহে। এই ধুতাঙ্গ খুব ভারী। তাই উৎপন্ন পরিশ্রয় বিঘাতার্থে সংঘস্থবির বা রাজযুক্তক (রাজকর্ম্মচারী) কে জানাইয়া অপ্রমত্ত হওয়া উচিত। চংক্রমণ কালে অদ্ধাক্ষি দ্বারা আদাহন অবলোকন করিয়া চংক্রমণ করা কর্ত্তব্য, শ্মশানে গমন কালে বড় রাস্তা হইতে নামিয়া ছোট পথ-মার্গে গন্তব্য। দিবাতেই আলম্বন ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে ইহার সে রাত্রিতে ভয়ানক হইবে না। অমনুষ্য রাত্রিতে বিরব করিয়া করিয়া বেড়াইলেও কিছুদ্বারা প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। একদিবসও শ্মশানে না যাওয়া উচিত নহে। মধ্যম যাম শ্মশানে ক্ষেপণ করিয়া শেষ যামে প্রতিক্রমণ করা উচিত, ইহা 'অঙ্গুত্তর ভাণক গণের' মত। অমনুষ্যগণের প্রিয় পোলাউ, মাংস মিশ্রিত ভাত, ও মত্স্য, মাংস, ক্ষীর, তেল, গুড়াদি খাদ্য ভোজ্য সেবন করিবেনা। কুলগৃহে প্রবেশ করিবেনা। ইহা ইহার বিধান।

প্রভেদতঃ ইহাও ত্রিবিধ। তত্র উৎকৃষ্টের যত্র নিত্য মৃতদাহ, নিত্য পচাদেহ, নিত্য মৃতের জ্ঞাতিগণের রোদন আছে তথায় বাস করা উচিত। মধ্যমের এই তিনটীর একটী থাকিলে ও বাস করা উচিত। মৃদুর উক্ত নয়ে শ্মশান লক্ষণ প্রাপ্তমাত্রে বাস করা উচিত। ইহাদের তিনজনেরই অশ্মশানে বাস গ্রহণ মাত্রেই ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। 'অঙ্গুত্তরভাণকগণ' বলেন শ্মশানে অগতদিবসে (যেদিন না যায় সে দিন) ও ভঙ্গ হয়। ইহাই অত্র ভেদ।

ইহাই আনিসংশ।—মরণস্মৃতিপ্রতিলাভ, অপ্রমাদ বিহারিতা, অশুভ নিমিত্তাধিগম, কামরাগ বিনোদন, সর্ব্বদা (অভিন্ন) কায়স্বভাব দর্শন, সংবেগ বহুলতা, আরোগ্যমদাদি প্রহাণ, ভয়ভৈরব সহনতা, অমনুষ্যগণের ভক্তি, অল্পেচ্ছতাদির অনুলোম বৃত্তিতা।

সোসানিকং হি মরণানুসতিপ্পভবা,
নিদ্দাগতম্পি ন ফুসন্তি পমাদদোসা,

সম্পস্সতো চ কুণপানি বহুনি তস্স,
কামানুরাগবসগতম্পি ন হোতি চিত্তং।

মরণানুস্মৃতির প্রভাবে নিদ্রাগত শ্মশানিককেও প্রমাদ-দোষ সমূহ স্পর্শ করে না। বহু মৃত পচাশরীর দর্শন করায় তাহার চিত্ত কামানুরাগের বশীভূত হয় না।

সংবেগমেতি বিপুলং ন মদং উপেতি,
সম্মা অথো ঘটতি নিব্বুতিং এসমানো।
সোসানিকঙ্গমিতি নেকগুণাবহত্তা,
নিব্বাননিন্নহদয়েন নিসেবিতব্বন্তি।

শ্মশানিকের বিপুল সংবেগ আসিয়া থাকে, মদ উৎপন্ন হয় না, নিব্বুতি (নির্ব্বাণ) অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি সম্যক রূপে ব্যায়াম করেন। অনেকগুণ আবহন করে বলিয়া শ্মশানিকাঙ্গ নির্ব্বাণের দিকে যাঁহার হৃদয় নত (নির্ব্বাণ পাওয়ার জন্য যাহার চিত্ত ব্যগ্র) তাঁহার সেবন করা উচিত।

১২। যথাসংস্তৃতিকাঙ্গ

যথাসংস্তৃতিকাঙ্গ ও "শয়নাসন লোলুপ্য প্রতিক্ষেপ করিতেছি, যথাসংস্তৃতিকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" এই দুই বচনের একটীর দ্বারা সমাদত্ত হয়। যেই শয়নাসন এইটী তোমার প্রাপ্য বলিয়া দিয়া থাকে তাহাতেই যথাসংস্তৃতিকের সন্তুষ্ট হইতে হয়। অন্য উথাপন করা উচিত নহে। ইহাই ইহার বিধান।

প্রভেদতঃ ইহাও ত্রিবিধ।—তত্র উৎকৃষ্ট নিজের প্রাপ্ত শয়নাসন দূরে, অত্যাসন্নে বা অমনুষ্য-দীর্ঘ জাতিক ইত্যাদির দ্বারা উপদ্রুত বা উষ্ণ বা শীতল জিজ্ঞাসা করিতে পায়না। মধ্যম জিজ্ঞাসা করিতে পায়, কিন্তু যাইয়া দেখিতে পায়না। মৃদু যাইয়া অবলোকন করিতে এবং যদি তাহার রুচিমত না হয় অন্য গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের তিন জনেরই শয়নাসন লোলুপ্য উৎপন্নমাত্রে ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়, ইহাই এখানে ভেদ।

আনিসংশ এই।—যাহা লব্ধ তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এই অববাদ প্রতিপালন, সব্রহ্মচারীদের হিতৈষিতা, হীন-প্রণীত-বিকল্প পরিত্যাগ, অনুরোধ-বিরোধ-প্রহাণ, অতীচ্ছতার দ্বার পিদহন (বন্ধ করণ) ও অল্পেচ্ছতাদির অনুলোম বৃত্তিতা।

যং লদ্ধং তেন সন্তুট্ঠো, যথাসন্থতিকো যতি,
নিব্বিকপ্পো সুখং সেতি তিণ-সন্থরকেসুপি।

যথাসংস্তৃতিক যতি যাহা লাভ করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হন। তৃণশয্যায়ও নির্ব্বিকল্প ভাবে সুখে শয়ন করেন।

ন সো রজ্জতি সেট্ঠস্মিং, হীনং লদ্ধা ন কুপ্পতি,
সব্রহ্মচারী নবকে হিতেন অনুকম্পতি।

সে শ্রেষ্ঠ শয়নাসনে আসক্ত হন না, হীন প্রাপ্ত হইয়া কোপ করেন না, নূতন সব্রহ্মচারীদের হিতের দ্বারা অনুকম্পা করে (অনুকম্পা পূর্ব্বক হিত করে)।

তস্মারিয়-সতাচিণ্ণং মুনিপুঙ্গব-বণ্ণিতং,
অনুযুঞ্জেথ মেধাবী যথাসন্থতরামতন্তি।

তাই শত আর্য্যগণের আচীর্ণ (পরিচিত), মুনিপুঙ্গব (বুদ্ধ) কর্ত্তৃক বর্ণিত যথাসংস্তৃতিকাঙ্গ (ধুতাঙ্গ) পালনের আনন্দ মেধাবী অনুসরণ করে (পাওয়ার চেষ্টা করে) ।

১৩। নৈষদ্যেকাঙ্গ

নৈষদ্যেকাঙ্গ ও "শয্যা প্রতিক্ষেপ করিতেছি, নৈষদ্যোকাঙ্গ সমাদান করিতেছি" এই দুই বাক্যের একটীর দ্বারা সমাদত্ত হইয়া থাকে। নৈষদ্যেকের উঠিয়া রাত্রির তিন যামের এক যাম চংক্রমণ করা উচিত। ঈর্য্যাপথ সমূহের মধ্যে কেবল শয়ন করা অনুচিত। ইহাই এই ধুতাঙ্গের বিধান।

প্রভেদতঃ ইহাও ত্রিবিধ।—তত্র উৎকৃষ্টের অপশয্যা (মঞ্চ), বস্ত্রনির্ম্মিত কেদারা, আযোগবস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। মধ্যমের যে কোন একটী ব্যবহার করা উচিত। মৃদুর অপশয্যা, বস্ত্রনির্ম্মিত কেদারা, আযোগ বস্ত্র, বালিস, পঞ্চাঙ্গ ও সপ্তাঙ্গও ব্যবহার করা উচিত। পঞ্চাঙ্গ পৃষ্ঠ অপাশ্রয়ের সহিত কৃত। সপ্তাঙ্গ পৃষ্ঠ অপাশ্রয় ও উভয় পার্শ্বের অপাশ্রয়ের সহিত কৃত। মিল্হাভয় স্থবিরের জন্য তাহা করা হইয়াছিল। স্থবির অনাগামী হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভকরেন। ইহাদের তিন জনেরই শয্যা গ্রহণক্ষণে ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। ইহা অত্র ভেদ।

আনিসংশ এই।—"শয্যাসুখ, স্পর্শসুখ (কোল বালিশের সুখ), মিদ্ধসুখ (তন্দ্রাসুখ) ভোগ করিয়া বিহার করে" বলিয়া কথিত ব্যক্তির চিত্তের অলসভাবের উপচ্ছেদ, সর্ব্ব কর্ম্মস্থানানুযোগ-সপ্রায়তা, প্রাসাদিক ঈর্য্যাপথতা, বীর্য্যারম্ভের অনুকুলতাও, সম্যা প্রতিপত্তি অনুব্রূহণ (বর্দ্ধন)।

আভুজিত্বান পল্লঙ্কং পণিধায় উজুং তনুং,
নিসীদন্তো বিকম্পেতি, মারস্স হদয়ং যতি।

পর্য্যঙ্ক আসনে বসিয়া, শরীরকে সোজাভাবে রাখিয়া বসিলে যতি মারের হৃদয় বিকম্পিত করে।

সেয্যসুখং মিদ্ধসুখং হিত্বা আরদ্ধবিরিয়ো,
নিসজ্জাভিরতো ভিক্খু সোভয়ন্তো তপোবনং।
নিরামিসং পীতিসুখং যস্মা সমধিগচ্ছতি,
তস্মা সমনুযুঞ্জেয্য ধীরো নেসজ্জিকং বতন্তি।

শয্যাসুখ ও তন্দ্রাসুখ, পরিত্যাগ করিয়া আরব্ধবীর্য্য নৈষদ্যাভিরত ভিক্ষু তপোবন শোভিত করিয়া নিরামিষ প্রীতি-সুখ লাভ করেন। তাই পণ্ডিত ব্যক্তি নৈষদ্যিক ব্রত পালন করিবেন।

ধুতাদির কুশলত্রিক বশে ব্যাখ্যা।

কুসলত্তিকতো চেব ধুতাদীনং বিভাগতো
সমাস-ব্যাসতো চাপি বিঞ্ঞাতব্বো বিনিচ্ছয়োতি।

এই গাথা বশে বর্ণনা হইতেছে,—

তত্র "কুসলত্তিকতোতি" সকল ধুতাঙ্গ শৈক্ষ্য, পৃথগ্জন ও ক্ষীণাশ্রব (ধুতাঙ্গ) গণের ভেদে কুশল ও অব্যাকৃত দুই ভাগে বিভক্ত। ধুতাঙ্গ অকুশল নাই। যে বলে "পাপেচ্ছু ইচ্ছাপকৃত (ইচ্ছার বশীভূত) আরণ্যক হইয়া থাকে" এই বাক্য হইতে ধুতাঙ্গ অকুশল তাহাকে বলা উচিত অকুশল চিত্তে অরণ্যে বাস করে না এই কথা আমরা বলি না। যাহার অরণ্যে নিবাস সে আরণ্যক। সে পাপেচ্ছু বা অল্পেচ্ছু হইতে পারে। সেই সেই সমাদান দ্বারা ক্লেশ-ধুত (বিনষ্ট) হইয়াছে বলিয়া ধুত ভিক্ষুর অথবা ক্লেশ ধুনন বা বিনাশ করে বলিয়া 'ধুত' এই

লব্ধ নামক জ্ঞান অঙ্গ ইহাদের এইহেতু ইহারা ধুতাঙ্গ (ধুতাঙ্গানি)। অথবা এই সকল ধুত এবং প্রতিপক্ষ নিধুনন করে বলিয়া প্রতিপত্তির অঙ্গ। এই কারণে ধুতাঙ্গ বলিয়া উক্ত। অকুশল দ্বারা কেহ ধুত হয় না। যাহার এই সকল অঙ্গ হয়, কিন্তু অকুশল কিছু ধুনন করে না; যাহাদের তাহা অঙ্গ করিয়া ধুতাঙ্গ বলিয়া বলা হয় অথচ অকুশল চীবরলোপুপ্যাদিও ধুনন করে না, প্রতিপত্তিরও অঙ্গ হয় না। তাই ইহা সু-উক্ত—অকুশল ধুতাঙ্গ নাই। যাহাদেরও কুশলত্রিক বিনির্ম্মুক্ত ধুতাঙ্গ তাহাদের অর্থতঃ ধুতাঙ্গই নাই। অসৎ (অবিদ্যমান) কিসের ধুননদ্বারা ধুতাঙ্গ হইবে? ধুতগুণ সমূহ সমাদান করিয়া চলে এই বচন বিরোধও তাহাদের হইয়া থাকে। তাই তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

ধুতাদির বিভাগতঃ

(১) ধুত বেদিতব্য, (২) ধুতবাদী...(৩) ধুতধর্ম্মা...(৪) ধুতাঙ্গ সমূহ...(৫) কাহার ধুতাঙ্গ সেবনা সপ্রায়...তত্র (১) ধুত অর্থাৎ ধুতক্লেশ পুদ্গল বা ক্লেশধুনন ধর্ম্ম। (২) ধুতবাদী—অত্র অস্তি ধুত, নয় ধুতবাদী; অস্তি নয় ধুত, ধুতবাদী; অস্তি নয় ধুত, না ধুতবাদী; অস্তি ধুত এবং ধুতবাদী। তত্র যে ধুতাঙ্গ দ্বারা নিজের ক্লেশ ধুনিয়াছে, পরকে ধুতাঙ্গ পালন জন্য অববাদ ও দেয় না, উপদেশও দেয় না—বক্কুলথেরের ন্যায়। ইনি ধুত বটেন, কিন্তু ধুতবাদী নহেন। যথা বলা হইয়াছে—আয়ুষ্মান বক্কুলো ধুত, নয় ধুতবাদী। যে কিন্তু উপানন্দ স্থবিরের ন্যায় ধুতাঙ্গ দ্বারা নিজের ক্লেশ ধুনে নাই, কেবল অন্যকে ধুতাঙ্গ পালনের জন্য অববাদ দিয়া থাকে ও উপদেশ করিয়া থাকে সে ধুত নহে, ধুতবাদী। যথা বলা হইয়াছে আয়ুষ্মান উপানন্দ শাক্যপুত্র ধুত নয়, কিন্তু ধুতবাদী। যে লালুদায়ীর ন্যায় উভয় বিপন্ন সে ধুতও নয়, ধুতবাদীও নহে। যথা বলা হইয়াছে—আয়ুষ্মান লালুদায়ী ধুতও নয়, ধুতবাদীও নয়। ধর্ম্ম-সেনাপতির ন্যায় যে উভয়সম্পন্ন সে ধুত ও ধুতবাদী। যথা বলা হইয়াছে—আয়ুষ্মান্ সারীপুত্র ধুত ও ধুতবাদী। (৩) ধুতধর্ম্ম সমূহ—অল্পেচ্ছতা, সন্তুষ্টিতা সল্লেখতা, প্রবিবেকতা, ইদমস্তিতা। "ধুতাঙ্গ চেতনার পরিবারক এই পঞ্চধর্ম্ম অল্পেচ্ছুকেই নিশ্রয় করিয়া" এই আদি বচনতঃ ধুতধর্ম্ম নামে কথিত। তত্র অল্পেচ্ছতা ও সন্তুষ্টিতা অলোভে অনুপতিত হয়, সল্লেখতা ও প্রবিবেকতা অলোভ ও অমোহ এই দুই ধর্ম্মে অনুপতিত হয়, ইদমস্তিতা জ্ঞানমাত্র। তত্র অলোভে প্রতিক্ষেপ

বস্তু সকলে লোভ, অমোহে তাহাদেরই আদিনব প্রতিচ্ছাদক মোহ ধুনন করে। অলোভের দ্বারা অনুজ্ঞাত বস্তু সমূহের প্রতিসেবনমুখে প্রবর্ত্তিত কামসুখানুযোগ, অমোহদ্বারা ধুতাঙ্গসমূহে অতি সল্লেখমুখে প্রবর্ত্তিত আত্মক্লমথানুযোগ ধুনে। সেই কারণে এই সকল ধর্ম্ম ধুতধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য। (৪) ধুতাঙ্গসমূহ জ্ঞাতব্য —তেরটী ধুতাঙ্গ জ্ঞাতব্য। যথা—পাংশুকুলিকাঙ্গ......পে......নৈষদ্যোকাঙ্গ। সেই সকলের অর্থ ও লক্ষণাদি উক্ত হইয়াছে। (৫) কাহার ধুতাঙ্গ সেবনা সপ্রায়? রাগ চরিত ও মোহচরিতের। কেন? ধুতাঙ্গ সেবনা দুঃখ-প্রতিপদা এবং সল্লেখ-বিহার। দুঃখপ্রতিপদা দরুণ রাগ উপশম প্রাপ্ত হয়। সল্লেখ দরুণ অপ্রমত্তের মোহ প্রহীন হয়। অথবা আরণ্যিকাঙ্গ বৃক্ষমূলিকাঙ্গ প্রতিসেবনা অত্র ক্রোধ চরিতের সপ্রায়। তত্র ইহার উৎসাহ পরায়ণ হইয়া বিহার করিতে করিতে দ্বেষ (ক্রোধ) উপশম প্রাপ্ত হয়।

সমাস-ব্যাসতঃ

এই সকল ধুতাঙ্গ সমাসতঃ তিন শীর্ষাঙ্গ (প্রধানাঙ্গ) বিশিষ্ট এবং পঞ্চ অসম্ভিন্নাঙ্গ, মোট অষ্ট। তত্র সাপদান চারিকাঙ্গ, একাসনিকাঙ্গ, অভ্যাবকাশিকাঙ্গ এই তিনটী শীর্ষাঙ্গ। সাপদান চারিকাঙ্গ রক্ষা করিলে পিণ্ডপাতিকাঙ্গ ও রক্ষিত হইবে। একাসনিকাঙ্গ রক্ষা করিলে পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ ও খলু-পশ্চাৎভক্তিকাঙ্গ ও সুরক্ষিত হইবে। অভ্যাবকাশিকাঙ্গ রক্ষাকারীর বৃক্ষমূলিকাঙ্গ ও যথা-সংস্তৃতিকাঙ্গের কি রক্ষিতব্য আছে? এই তিন শীর্ষাঙ্গ। আরণ্যিকাঙ্গ, পাংশুকালিকুঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, নৈষদ্যোকাঙ্গ এই পঞ্চ অসম্ভিন্ন অঙ্গ মোট আট অঙ্গ। পুনঃ দুই চীবর প্রতিসংযুক্ত, পঞ্চ পিণ্ডপাত প্রতিসংযুক্ত, পঞ্চ শয়নাসন প্রতিসংযুক্ত, এক বীর্য্যপ্রতিসংযুক্ত, এইরূপে চারিভাগে বিভক্ত। তত্র নৈষদ্যোকাঙ্গ বীর্য্য প্রতিসংযুক্ত, অপরগুলি প্রাকটই (পরিষ্কার)। পুনঃ নিশ্রয় বশে সকলগুলিই দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যয়-সন্নিশ্রিত দ্বাদশ, বীর্য্যনিশ্রিত এক। সেবিতব্য ও অসেবিতব্য বশেও দুইভাগ হয়। যাহার ধুতাঙ্গ সেবন করিলে কর্ম্মস্থান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার সেবন করা কর্ত্তব্য। যাহার সেবনের দ্বারা কর্ম্মস্থানের হানি হয় তাহার সেবন উচিত নহে। কিন্তু যাহার সেবন ও অসেবন দুই প্রকারেই বৃদ্ধি হয়, হানি হয় না, তাহার পশ্চাৎ জনতার প্রতি অনুকম্পা বশতঃ সেবন কর্ত্তব্য। যাহার সেবন ও অসেবন উভয় প্রকারে

বর্দ্ধিত হয় না, তাহার ও ভবিষ্যৎ বাসনার্থ সেবন কর্ত্তব্য। এইরূপে সেবিতব্য ও অসেবিতব্য বশে দুইবিধ। সমস্তই চেতনাবশে এক প্রকার। সমাদান চেতনা একই ধুতাঙ্গ। অট্ঠকথায়ও বলা হইয়াছে—যে চেতনা তাহাকেই ধুতাঙ্গ বলে।

ব্যাসতঃ—ভিক্ষুদের তের, ভিক্ষুণীদের অষ্ট, শ্রামণেরগণের দ্বাদশ, শিক্ষমান শ্রামণেরীদের সপ্ত, উপাসক-উপাসিকাদের দুই মোট বিয়াল্লিশ। যদি অভ্যাবকাশে আরণ্যিকাঙ্গ সম্পন্ন শ্মশান হয় একভিক্ষু একপ্রহারে (একবারে) সমস্ত ধুতাঙ্গ পরিভোগ করিতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুণীদের আরণ্যিকাঙ্গ ও খলু-পশ্চাৎ-ভক্তিকাঙ্গ এই দুই শিক্ষাপদ প্রতিক্ষিপ্ত (নিষিদ্ধ)। অভ্যাবকাশিকাঙ্গ, বৃক্ষ-মূলিকাঙ্গ, ও শশ্মানিকাঙ্গ এই তিনটী ভিক্ষুণীদের পালন দুষ্কর। ভিক্ষুণীদের দ্বিতীয়িকা ভিক্ষুণী (সহচরী) ব্যতীত বাস করা উচিত নহে। এইরূপ স্থানে সমানচ্ছন্দা (একমতা) দ্বিতীয়িকা দুর্লভা। যদি পাওয়াও যায়, সংসৃষ্ট বিহার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এইরূপ হইলে যাহার জন্য ধুতাঙ্গ সেবন উচিত তাহার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এইরূপ পরিভোগ করিতে অসমর্থ বলিয়া পঞ্চত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীদের অষ্টই হয় বলিয়া জ্ঞাতব্য।

যথা উক্ত ধুতাঙ্গের মধ্যে ত্রৈচীবরিকাঙ্গ ব্যতীত শেষ ১২টা শ্রামণেরগণের। সপ্ত শিক্ষমান শ্রামণেরীদের জ্ঞাতব্য। উপাসক-উপাসিকাগণের একাসনিকাঙ্গ ও পাত্র-পিণ্ডিকাঙ্গ এই দুইটী প্রতিরূপ এবং পরিভোগ করিতেও সমর্থ বলিয়া দুই ধুতাঙ্গ। এইরূপে ব্যাসতঃ দ্বিচত্বারিংশ প্রকার ধুতাঙ্গ।

এই পর্য্যন্ত "সীলে পতিঠ্ঠায় নরো সপ্পঞ্ঞো"তি এই গাথার শীল-সমাধি-প্রজ্ঞামুখে দেশিত বিশুদ্ধি-মার্গে যে সকল অল্পেচ্ছতা সন্তুষ্টি আদি গুণসমূহ দ্বারা উক্তপ্রকার শীলের ব্যবদান (পারিশুদ্ধি) হয়, তাহাদের সম্পাদনার্থ সমাদান কর্ত্তব্য ধুতাঙ্গ-কথা ভাষিতা হইল।

সাধুজন প্রামোদ্যার্থ কৃত বিশুদ্ধিমার্গে

ধুতাঙ্গ নির্দ্দেশ

নামক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম-স্থান-গ্রহণ-নির্দ্দেশ।

ইদানীং যেহেতু এইরূপ ধুতাঙ্গপরিহরণ-সম্পাদিত অল্পেচ্ছাতাদি গুণ সমূহ দ্বারা পর্য্যবদাত (বিশুদ্ধ) এইশীলে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু কর্ত্তৃক

"সীলে পতিট্‌ঠায় নরো সপঞ্‌ঞো চিত্তং পঞ্‌ঞঞ্চ ভাবয়ন্তি" বচনতঃ চিত্ত-শীর্ষ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সমাধি ভাবেতব্য। তাহা অতি সংক্ষেপে দেশিত বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়ায় (জানাও) সুকর নহে, ভাবিবার কথা দূরে যাউক। সেই হেতু তাহার বিস্তার এবং ভাবনাক্রম দেখাইতে এই প্রশ্ন কর্ম্ম হইতেছে।

(১) সমাধি কি ?

(২) কোন্ অর্থে সমাধি ?

(৩) ইহার লক্ষণ রস প্রত্যুপস্থান-পদস্থান কি কি?

(৪) সমাধি কয় প্রকার ?

(৫) ইহার সংক্লেশ (মল) কি ?

(৬) ব্যবদান (পারিশুদ্ধি) কি ?

(৭) কিরূপে ভাবেতব্য ?

(৮) সমাধি ভাবনার আনিসংশ কি ?

তত্র ইহা বিসর্জ্জন (উত্তর)।

(১) সমাধি কি? সমাধি বহুবিধ, নানা প্রকার। সে সমস্ত বিভাবিত করিতে আরম্ভ করিলে বিসর্জ্জন ও অভিপ্রেত অর্থ সাধিত হয় না। অধিকন্তু বিক্ষেপ উপস্থিত করে। তাই এইখানে অভিপ্রেত বিষয় সম্বন্ধে বলিব :—কুশলচিত্তৈকাগ্রতা সমাধি।

(২) কোন্ অর্থে সমাধি? সমাধানার্থে সমাধি। এই সমাধান কি? একারম্মণে (একাবলম্বনে) চিত্তচৈতসিক সমূহের সমান ও সম্যক আধান, স্থাপন বলিয়া উক্ত হয়। তাই যেই ধর্ম্মের আনুভাবে একালম্বণে চিত্তচৈতসিক সমূহ সমান ও সম্যকরূপে অবিক্ষেপমান ও অবিপ্রকীর্ণ হইয়া স্থিত হয় ইহাই সমাধান বলিয়া বেদিতব্য।

(৩) ইহার লক্ষণ-রস-প্রত্যুপস্থান-পদস্থান কি কি ?

অত্র অবিক্ষেপলক্ষণ সমাধি, বিক্ষেপবিধ্বংসন রস, অবিকম্পন প্রত্যুপস্থান, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয় এই বচনতঃ সুখ ইহার পদস্থান (আসন্নকারণ)।

(৪) সমাধি কয় প্রকার ? অবিক্ষেপ লক্ষণ বশতঃ প্রথমত একবিধ। উপচার ও অর্পণা বশে দ্বিবিধ। তথা লৌকীয় ও লোকোত্তরবশে, সপ্রীতিক ও নিষ্প্রীতিক বশে, এবং সুখসহাগত ও উপেক্ষসহাগত বশে দ্বিবিধ। হীন, মধ্যম ও প্রণীত বশে ত্রিবিধ। তথা সবিতর্ক সবিচারাদি বশে, প্রীতিসহগতাদিবশে, পবিত্র, মহদ্গত, অপ্রমাণ বশে। চতুর্ব্বিধ—দুঃখা প্রতিপদা দন্ধাভিঞ্ঞাদি বশে ; তথা পরিত্র, পরিত্রালম্বনাদি বশে, চারিধ্যানাঙ্গ বশে ; হানভাগিয়াদি বশে, কামাবচরাদি বশে, ও অধিপতি বশে। পঞ্চবিধ পঞ্চক নয়ে পঞ্চধ্যানাঙ্গ বশে।

তত্র একবিধ কোট্ঠাস (অংশ, ভাগ) উত্তানার্থই অর্থাৎ একবিধ ভাগের অর্থ পরিষ্কার।

দ্বিবিধ কোট্ঠাস—ছয় অনুস্মৃতিস্থানের, মরণানুস্মৃতির, উপশমানুস্মৃতির আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞার, চারিধাতু ব্যবস্থাপনের, মোট এই চারিটী ভাবনা বশে লব্ধ চিত্তৈকাগ্রতা এবং অর্পণা সমাধির পূর্ব্বভাগে যে একাগ্রতা ইহা উপচার সমাধি।

"প্রথম ধ্যানের পরিকর্ম্ম (প্রথমকৃত্য) প্রথম ধ্যানের অনন্তর প্রত্যয় রূপে প্রত্যয়" এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে পরিকর্ম্মের অনন্তর যে একাগ্রতা তাহাই অর্পণা সমাধি। এইরূপে উপচার ও অর্পণা বশে দ্বিবিধ। দ্বিতীয় দ্বিকে তিন ভূমিতে কুশলচিত্তৈকাগ্রতা লৌকীয় সমাধি। আর্য্যমার্গ সম্প্রযুক্ত একাগ্রতা লোকোত্তর সমাধি। এইরূপে লৌকীয় ও লোকোত্তর বশে দ্বিবিধ। তৃতীয় দ্বিকে চতুষ্কনয়ে দুই ধ্যানে ও পঞ্চক নয়ে (ক্রমে) তিনধ্যানে একাগ্রতা সপ্রীতিক সমাধি। অবশিষ্ট দুইধ্যানে একাগ্রতা নিষ্প্রীতিক সমাধি। উপচার সমাধি সপ্রীতিক ও আছে, নিষ্প্রীতিক ও আছে। এইরূপে সপ্রীতিক ও নিষ্প্রীতিক বশে দ্বিবিধ। চতুর্থ দ্বিকে চতুষ্ক নয়ে তিনধ্যানে পঞ্চক নয়ে চারিধ্যানে একাগ্রতা সুখঃসহাগত-সমাধি। অবশিষ্ট উপেক্ষাসহাগত সমাধি। উপচার সমাধি সুখসহাগত আছে, উপেক্ষা সহাগত ও আছে। এইরূপে সুখ সহাগত ও উপেক্ষা সহাগত বশে দ্বিবিধ।

ত্রিকসমূহে—প্রথমত্রিকে প্রতিলব্ধমাত্র হীন, নাতি সুভাবিত মধ্যম, সুভাবিত বশীপ্রাপ্ত প্রণীত। এইরূপে হীন মধ্যম প্রণীত বশে ত্রিবিধ।

দ্বিতীয়ত্রিকে—প্রথম ধ্যান-সমাধি উপচার সমাধির সহিত সবিতর্ক-সবিচার। পঞ্চকনয়ে দ্বিতীয়ধ্যান-সমাধি অবিতর্ক বিচার মাত্র। যে বিতর্কমাত্রে আদীনব দেখিয়া, বিচারে না দেখিয়া, কেবল বিতর্ক প্রহাণ মাত্র আকাঙ্খা করিয়া প্রথমধ্যান অতিক্রম করে, সে অবিতর্ক বিচারমাত্র সমাধি প্রতিলাভ করে। সেই সম্বন্ধে ইহা বলা হইয়াছে। চতুষ্ক নয়ে কিন্তু দ্বিতীয়াদি পঞ্চক নয়ে তৃতীয়াদি তিনধ্যানে একাগ্রতা অবিতর্কাবিচার সমাধি। এইরূপে সবিতর্ক সবিচারাদি-বশে ত্রিবিধ। তৃতীয় ত্রিকে—চতুষ্ক নয়ে আদি হইতে দুই, পঞ্চক নয়ে তিন ধ্যানে একাগ্রতা প্রীতিসহাগত-সমাধি। তাহাদেরই তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে একাগ্রতা সুখসহাগত সমাধি। অবসানে উপেক্ষা সহাগত। উপচার সমাধি কিন্তু প্রীতিসুখসহাগত বা উপেক্ষা সহাগত হয়। এইরূপ প্রীতিসহাগতাদি বশে ত্রিবিধ। চতুর্থ ত্রিকে উপচার ভূমিতে একাগ্রতা পরিত্র সমাধি। রূপাবচর অরূপাবচর কুশলে একাগ্রতা মহদ্গত সমাধি। আর্য্যমার্গ সুম্প্রযুক্ত একাগ্রতা অপ্রমাণ সমাধি। এইরূপে পরিত্র, মহদ্গত ও অপ্রমাণ বশে ত্রিবিধ।

চতুষ্কসমূহে—প্রথম চতুষ্কে অস্তি সমাধি দুঃখ-প্রতিপদা মন্দাভিজ্ঞা, অস্তি দুঃখ-প্রতিপদা ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা, অস্তি সুখ-প্রতিপদা মন্দাভিজ্ঞা, অস্তি সুখ-প্রতিপদা ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা। তত্র প্রথমসমন্নাহার (অভিনিবেশ) হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ সেই সেই ধ্যানের উপচার উৎপন্ন হয় তাবৎ প্রবর্ত্তিতা সমাধিভাবনা প্রতিপদা বলিয়া কথিত হয়। উপচার হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ অর্পণা তাবৎ প্রবর্ত্তিতা প্রজ্ঞা অভিজ্ঞা বলিয়া উক্ত হয়। সেই প্রতিপদা কাহার ও দুঃখা হইয়া থাকে, নিবারণাদি প্রত্যনিকধর্ম্ম-সমুদাচার (বাহুল্য) গ্রহণ দরুণ কৃচ্ছ্রা,অর্থাৎ অসুখসেবনা। কাহারও তদভাবে সুখা। অভিজ্ঞা ও কাহারও দন্ধা হয়, মন্দা, অশীঘ্র প্রবর্ত্তিনী, কাহারও ক্ষীপ্রা, অমন্দা, শীঘ্র প্রবর্ত্তিনী। তত্র যাহা পরে সপ্রায় ও অসপ্রায়, প্রতিবন্ধকোপচ্ছেদাদি পূর্ব্বকৃত্যসমূহ ও অর্পণা কৌশল্য বর্ণন করিব। তাহাদের মধ্যে যে অসপ্রায়সেবী হয় তাহার দুঃখ-প্রতিপদা, অভিজ্ঞাও মন্দা হয়। সপ্রায় সেবীর সুখ-প্রতিপদা ও ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা। যে কিন্তু পূর্ব্বভাগে অসপ্রায় সেবন করিয়া, পরে (অপর ভাগে) সপ্রায়সেবী হয়, অথবা পূর্ব্বভাগে সপ্রায় সেবন করিয়া, পরে অসপ্রায়সেবী হয় তাহার বিমিশ্রতা জ্ঞাতব্য। তথা

পরিবন্ধ উপচ্ছেদাদি পূর্ব্বকৃত্য অসম্পাদন করিয়া ভাবনা অনুযুক্তের দুঃখা প্রতিপদা হইয়া থাকে। বিপরীত ভাবে সুখা। অর্পণা কৌশল্যাদি অসম্পাদন-কারীর মন্দা অভিজ্ঞা হয়, সম্পাদনকারীর ক্ষীপ্রা।

অপিচ তৃষ্ণা-অবিদ্যা বশে ও শমথবিদর্শনাধিকার বশেও ইহাদের প্রভেদ জ্ঞাতব্য। তৃষ্ণাভিভূতের দুঃখা প্রতিপদা হইয়া থাকে, অনভিভূতের সুখা। অবিদ্যাভিভূতের মন্দাভিজ্ঞা হয়, অনভিভূতের ক্ষীপ্রা।

যে শমথে অকৃতাধিকার তাহার দুঃখ-প্রতিপদা হইয়া থাকে, কৃতাধিকারের সুখা। যে বিদর্শনে অকৃতাধিকার হয় তাহার মন্দা অভিজ্ঞা হইয়া থাকে, কৃতাধিকারের ক্ষীপ্রা।

ক্লেশেন্দ্রিয় বশে ও ইহাদের প্রভেদ জ্ঞাতব্য। তীব্র-ক্লেশ ও মৃদু-ইন্দ্রিয়ের দুঃখ-প্রতিপদা হইয়া থাকে, অভিজ্ঞা ও মন্ধা। তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞা ক্ষীপ্রা। মন্দক্লেশ ও মৃদু-ইন্দ্রিয়ের প্রতিপদা সুখা হইয়া থাকে, অভিজ্ঞা মন্ধা। তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞা ক্ষীপ্রা।

এই সকল প্রতিপদা ও অভিজ্ঞার মধ্যে যে পুদ্গল দুঃখা প্রতিপদা ও দন্ধা অভিজ্ঞায় সমাধি পাইয়া থাকে তাহার সে সমাধি দুঃখ-প্রতিপদা-মন্দাভিজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়। এই নয় শেষত্রয়েও। এইরূপে দুঃখ-প্রতিপদা-মন্দাভিজ্ঞাদি বশে চতুর্ব্বিধ।

দ্বিতীয় চতুষ্কে অস্তি সমাধি পরিত্র ও পরিত্রালম্বন, অস্তি পরিত্র ও অপ্রমাণালম্বন, অস্তি অপ্রমাণ ও পরিত্রালম্বন, অস্তি অপ্রমাণ ও অপ্রমাণালম্বন। তত্র যে সমাধি অল্পগুণ বিশিষ্ট, উপর ধ্যানের প্রত্যয় হইতে সমর্থ নয় ইহা পরিত্র। যাহা অবর্দ্ধিত আলম্বনে প্রবর্ত্তিতা তাহা পরিত্রালম্বন। যাহা প্রগুণ (বেশী গুণ বিশিষ্ট), সুভাবিত ও উপর ধ্যানের প্রত্যয় হইতে সক্ষম তাহা অপ্রমাণ। যাহা বর্দ্ধিত আলম্বনে প্রবর্ত্তিত তাহা অপ্রমাণালম্বন। উক্ত লক্ষণ বিমিশ্রতায় বিমিশ্র নয় (ক্রম) জ্ঞাতব্য। এইরূপে পরিত্র-পরিত্রালম্বনাদি বশে চতুর্ব্বিধ।

তৃতীয় চতুষ্কে বিক্ষম্ভিত-নিবারণ, বিতর্ক-বিচার-প্রীতি-সুখ-সমাধি বশে পঞ্চাঙ্গিক প্রথম ধ্যান, তারপর উপশান্ত বিতর্কবিচার ত্র্যঙ্গিক দ্বিতীয়, তারপর বিরক্তপ্রীতিক (প্রীতিহীন) দ্ব্যঙ্গিক তৃতীয়, তারপর প্রহীনা সুখ-

উপেক্ষা-বেদনা সহিত সমাধি বশে দ্ব্যঙ্গিক চতুর্থ, এই চারি ধ্যানের অঙ্গভূত চারি সমাধি। এইরূপে চারি ধ্যানাঙ্গ বশে চতুর্ব্বিধ।

চতুর্থ চতুষ্কে—অস্তি সমাধি হানভাগীয়, অস্তি স্থিতিভাগীয়, অস্তি বিশেষভাগীয়, অস্তি নির্ব্বেধভাগীয়। তত্র প্রত্যনিক সমুদাচার বশে হানভাগীয়তা, উপরে বিশেষাধিগম বশে বিশেষভাগীয়তা, নির্ব্বিদাসহাগত সংজ্ঞামনসিকার সমুদাচার বশে নির্ব্বেধভাগীয়তা জ্ঞাতব্য। যথা বলা হইয়াছে—প্রথমধ্যানলাভীর কামসহাগতা সংজ্ঞা ও মনসিকার বহুল হইলে প্রজ্ঞা হানভাগিনী হয়। তদনুধর্ম্মতা (তদনুরূপতা) বিদ্যমানে প্রজ্ঞা স্থিতিভাগিনী হয়। অবিতর্ক সহাগতা সংজ্ঞা ও মনসিকার বহুল হইলে প্রজ্ঞা বিশেষভাগিনী হয়। নির্ব্বিদাসহাগতা বিরাগ উপসংহিতা সংজ্ঞা ও মনসিকার বহুল হইলে প্রজ্ঞা নির্ব্বেধভাগিনী হয়। সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সম্প্রযুক্তা সমাধিও চারিটী। এইরূপে হানভাগীয়াদি বশে চতুর্ব্বিধ।

পঞ্চম চতুষ্কে—কামাবচর সমাধি, রূপাবচর সমাধি, অরূপাবচর সমাধি, অপর্য্যাপন্ন সমাধি ভেদে চারি সমাধি। তত্র সর্ব্ব উপচার-একাগ্রতা কামাবচর সমাধি। তথা রূপাবচরাদি কুশলচিত্তৈকাগ্রতা অপর তিন। এইরূপে কামাবচরাদি বশে চতুর্ব্বিধ।

ষষ্ঠ চতুষ্কে—যদি ভিক্ষু ছন্দকে অধিপতি করিয়া সমাধি লাভ করে, চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে, ইহাকে বলে ছন্দ-সমাধি। বীর্য্যকে.........পে ·.........চিত্তকে.........পে.........মিমাংসাকে অধিপতি করিয়া যদি সমাধি লাভ করে তবে ইহাকে বলে মিমাংসা-সমাধি। এইরূপে অধিপতি বশে চতুর্ব্বিধ।

পঞ্চকে—চতুষ্কভেদে যাহা দ্বিতীয় ধ্যান বলিয়া কথিত তাহা বিতর্কমাত্র অতিক্রম দ্বারা দ্বিতীয়, বিতর্ক-বিচারাতিক্রম দ্বারা তৃতীয়। এইরূপে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চ ধ্যান জ্ঞাতব্য। তাহাদের অঙ্গভূত পঞ্চ সমাধি। এইরূপে পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ বশে পঞ্চ বিধতা জ্ঞাতব্য।

(৫) ইহার সংক্লেশ কি? এবং (৬) ইহার ব্যবদান (পারিশুদ্ধি) কি? এই দুই প্রশ্নের উত্তর বিভঙ্গে কথিত হইয়াছে। তত্র উক্ত হইয়াছে যে সংক্লেশ অর্থ হানভাগীয় ধর্ম্ম। ব্যবদান অর্থ বিশেষ ভাগীয় ধর্ম্ম। তত্র প্রথমধ্যান লাভীর যদি কামসহাগতা সংজ্ঞা ও মনসিকার বহুল উৎপন্ন হয় তবে প্রজ্ঞা হানভাগিনী

হয়। এইনয়ে হানভাগীয় ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য। অবিতর্কসহাগতা সংজ্ঞা ও মনসিকার বহুল উৎপন্ন হইলে প্রজ্ঞা বিশেষভাগিনী হয়। এই নয়ে বিশেষভাগীয় ধর্ম্ম বিদিতব্য।

(৭) কিরূপে ভাবিতব্য? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতেছে যে, লৌকীয় ও লোকোত্তর বশে দ্বিবিধ ইত্যাদিতে আর্য্যমার্গ সম্প্রযুক্ত সমাধি উক্ত। তাহার ভাবনা নয় (বিধি) প্রজ্ঞা-ভাবনা নয়েই সংগৃহীত। প্রজ্ঞা ভাবিতা হইলে তাহা ভাবিত হয়। তাই তাহার সম্বন্ধে এইরূপে ভাবিতব্য বলিয়া কিছু পৃথক বলিব না। এই যে লৌকীয় সমাধি তাহা উক্ত নয়ে শীল সমুদয় বিশোধন করিয়া, সুপরিশুদ্ধশীলে প্রতিষ্ঠিতের যাবৎ দশ পরিবন্ধের (প্রতিবন্ধক) কোন পরিবন্ধ আছে তাহা উপচ্ছেদ করিয়া কর্ম্মস্থান দায়ক কল্যাণমিত্রের নিকট উপসংক্রমণ (গমন) পূর্ব্বক নিজের চর্য্যানুকুল (স্বভাবানুরূপ) ৪০ কর্ম্মস্থানের অন্যতর কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া সমাধিভাবনার অননুরূপ বিহার পরিত্যাগ করতঃ অনুরূপে বিহারে বিহরন্ত ক্ষুদ্রক, (ছোট, সামান্য) পরিবন্ধ উপচ্ছেদ করিয়া সর্ব্ব ভাবনাবিধান অপরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিতব্য। এই অত্র সংক্ষেপ।

এই (পন) বিস্তার—"এই যে বলা হইয়াছে যাবৎ দশ পরিবন্ধের কোন পরিবন্ধ আছে তাহা উপচ্ছেদ করিয়া"

অত্র আবাসো চ কুলং লাভো, গণো কম্মঞ্চ পঞ্চমং ;
অদ্ধানং ঞাতি, আবাধো, গন্থো, ইদ্ধীতি তে দসাতি

এই দশ পরিবন্ধ। তত্র আবাসই আবাস পরিবন্ধ। এই নয় কুলাদিতেও। তত্র আবাস অর্থ এক অববরক (গর্ভ, কামড়া), এক পরিবেণ বা সর্ব্ব সংঘারাম। ইহা সকলের পরিবন্ধ হয় না। যে (পন) ইহার নবকর্ম্মাদিতে ঔৎসুক্য প্রাপ্ত হয়, বহুভাণ্ড-সঞ্চয়ী (সঞ্চয়ী) হয়, অথবা যে কোন কারণে অপেক্ষাবান, প্রতিবদ্ধচিত্ত তাহারই পরিবন্ধ (প্রতিবন্ধক) হইয়া থাকে, অপরের নহে।

তত্র ইহা বস্তু—দুইজন নাকি কুলপুত্র অনুরাধপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুপূর্ব্বে (ক্রমে) থুপারামে (স্তূপারাম) গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। তাহাদের

একজন 'দ্বে মাতিকা' (দুই মাতৃকা) প্রগুণ (কণ্ঠস্থ করিয়া) পঞ্চবার্ষিক হইয়া প্রবারণান্তে "পাচীন খণ্ডরাজিং" প্রাচীন খণ্ডরাজিতে গেল। আর একজন তথায়ই বাস করিত। পাচীন খণ্ডরাজিগত (ভিক্ষু) তত্র দীর্ঘকাল বাস করিয়া, স্থবির হইয়া চিন্তা করিল:—এই স্থান "পটিসল্লান সারুপ্পং" (প্রতি সংলয়ন সারূপ্য) ধ্যান সমাধির উপযুক্ত। ভাল আমার সহায়ককেও জানাই। (পরে) তথা হইতে নির্গত হইয়া অনুপূর্ব্বে থূপারামে প্রবেশ করিল। তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সমান বয়স্ক স্থবির প্রত্যুদ্গমন করিয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ পূর্ব্বক সেবা করিল (বত্তং অকাসি—ব্রত করিল)। আগন্তুক স্থবির শয়নাসনে (সেনাসনে) প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিল "ইদানীং আমার সহায় সর্পী, ফাণিত (গুড়), অথবা পানক (সরবৎ, পানীয়) পাঠাইবে। কারণ এই ব্যক্তি এই নগরে চিরনিবাসী।" সে রাত্রিতে না পাইয়া প্রাতে চিন্তা করিল "ইদানীং উপস্থাপকের (সেবকের) দ্বারা গৃহীত যাউ-খাদ্য প্রেরণ করিবে।" তাহাও না দেখিয়া "পাঠাইবার লোক নাই, প্রবিষ্ট হইলে দিবে মনে করি" এই মনে করিয়া প্রাতেই তাহার সহিত গ্রামে প্রবেশ করিল। তাহারা দুইজন একবীথি বিচরণ করিয়া উদঙ্ক মাত্র (১) যাউ লাভ করিয়া আসনশালায় বসিয়া পান করিল। তার পর আগন্তুক চিন্তা করিল "নিবদ্ধ (প্রত্যহ-দাতব্য) যাউ নাই মনে করি। ভক্তকালে (আহারের সময়ে) ইদানীং মনুষ্যেরা প্রণীত ভক্ত (ভাত) দিবে।" তারপর ভক্তকালেও পিণ্ডাচরণ করিয়া লব্ধমাত্র ভোগ করিয়া বলিল—"ভন্তে, সর্ব্বকালে এইরূপে যাপন করেন কি?" "হাঁ, আবুসো (বন্ধু)"। "ভন্তে, পাচীন খণ্ডরাজি সুখের স্থান, তত্র যাইব। স্থবির, নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুম্ভকার গ্রামের মার্গ (পথ) ধরিলেন। অপর (ইতর) ব্যক্তি বলিল—"ভন্তে, এই মার্গে যাইতেছেন কি?" "আবুসো, তুমি পাচীনখণ্ডরাজির প্রশংসা করিলে না?" "ভন্তে, আপনার এতকাল বাসস্থানে কিছু অতিরিক্ত পরিষ্কার নাই কি?" "আম (হাঁ) আবুসো, মঞ্চপীঠ সাংঘিক, তাহা গুটাইয়া রাখিয়াছি। অন্য কিছু নাই।" "আমার কিন্তু ভন্তে, কত্র-দণ্ড (লাঠী), তৈলনালি (তেলের ডিবা) ও উপাহন-স্থবিকা (উপাহন রাখিবার

(১) উদঙ্ক—উলুঙ্ক—নারিকেলের মালা দ্বারা প্রস্তুত হাতা বা চামচ বিশেষ।

থলিয়া) তথায়ই।" "আবুসো একদিবস বাস করিয়া এতগুলি স্থাপন করিয়াছ?" "আম (হাঁ) ভন্তে।" সে প্রসন্নচিত্ত হইয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া বলিল "আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির, ভন্তে (প্রভু), সর্ব্বত্রই অরণ্যবাস।" স্তূপারাম চারিজন বুদ্ধের ধাতু-নিধানস্থান, লৌহ-প্রাসাদে স-প্রায় ধর্ম্ম শ্রবণ, মহাচৈত্য দর্শন, স্থবিরদর্শনও লাভ হয়। বুদ্ধকালের ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এইখানেই আপনি বাস করুন। দ্বিতীয় দিবসে পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া স্বয়ংই চলিয়া গেল। ঈদৃশ ব্যক্তির আবাস পরিবন্ধ হয় না।

(২) কুলস্তি—কুল—জ্ঞাতিকুল বা উপস্থাপককুল (নিত্য চারি প্রত্যয় দায়ক)। কাহারও উপস্থাপককুল সুখিত হইলে নিজে সুখিত ইত্যাদি নয়ে সংসৃষ্ট বিহার বশতঃ ইহা পরিবন্ধ হয়। সে উক্ত কুলের লোক বিনা ধর্ম্মশ্রবণের জন্য নিকটবর্ত্তী বিহারেও যায় না। কাহারও মাতাপিতাও পরিবন্ধ হয় না। যেমন কোরণ্ডক বিহারবাসী স্থবিরের ভাগিনেয় তরুণ ভিক্ষু। সে নাকি উদ্দেশার্থ (শিক্ষা করিবার জন্য) রোহণে গিয়াছিল। স্থবিরের ভগিনী উপাসিকা সদা স্থবিরকে তাহার প্রবর্ত্তি (সংবাদ) জিজ্ঞাসা করিত। স্থবির একদিবস তরুণকে আনিব বলিয়া রোহণাভিমুখে চলিলেন। তরুণও আমি দীর্ঘকাল এখানে বাস করিয়াছি, ইদানীং উপাধ্যায়কে দেখিয়া ও উপাসিকার প্রবর্ত্তি (সংবাদ) জ্ঞাত হইয়া আসিব মনে করিয়া রোহণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাঁহারা উভয়ে গঙ্গাতীরে সম্মুখীভূত হইলেন। সে অন্যতর বৃক্ষমূলে স্থবিরের ব্রত (সেবা) করিয়া 'কোথায় যাইতেছ' জিজ্ঞাসা করিলে সেই বিষয় বলিল। স্থবির 'তুমি ভাল করিয়াছ, উপাসিকাও সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে, আমিও ইহার জন্য আগত, তুমি যাও, আমি এইখানেই বর্ষা বাস করিব' বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল। সে বর্ষোপনয়িক দিবসে (বর্ষাবাস আরম্ভের দিনে) সেই বিহারে পৌছিল এবং তাহার পিতা কর্ত্তৃক নির্ম্মাপিত শয়নাসন (সেনাসন, বিহার) প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাহার পিতা দ্বিতীয় দিবসে আসিয়া "ভন্তে, আমাদের শয়নাসন কে প্রাপ্ত হইল" জিজ্ঞাসা করিল এবং "আগন্তুক যুবক ভিক্ষু" বলিয়া শুনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে বন্দনা করিয়া কহিল "ভন্তে, আমাদের শয়নাসনে বর্ষা উপগতের ব্রত (কর্ত্তব্য) আছে।" "কি উপাসক"? "তিন মাস আমাদের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রবারণা করিয়া যাইবার সময়ে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।" সেই ভিক্ষু তুষ্ণীভাবে

সম্মতি জানাইল। উপাসকও ঘরে গিয়া বলিল "আমাদের আবাসে এক আগন্তুক আর্য্য উপাগত, সৎকৃত্য উপস্থান কর্ত্তব্য (শ্রদ্ধার সহিত সেবা কর্ত্তব্য।" উপাসিকা 'সাধু' বলিয়া সম্মত হইয়া প্রণীত (উৎকৃষ্ট) খাদনীয় ও ভোজনীয় প্রস্তুত করিল। যুবক ও ভক্তকালে (ভোজন বেলায়) জ্ঞাতি ঘরে আসিল। তাহাকে কেহও চিনিতে পারিলনা, সে তিন মাস তত্র পিণ্ডপাত পরিভোগ করিয়া বর্ষাবাস করিয়া "আমি যাইতেছি" বলিল। অনন্তর ইহার জ্ঞাতিগণ "কল্য, ভন্তে, যাইবেন," দ্বিতীয় দিবসে ঘরেই ভোজন করাইয়া তৈলনালি পূর্ণ করিয়া তৈল, একপিণ্ড গুড়, নব হস্ত সাটক (বস্ত্র) দিয়া 'যান ভন্তে' বলিল। সে অনুমোদন করিয়া রোহণাভিমুখে চলিল। তাহার উপাধ্যায়ও প্রবারণা করিয়া প্রতিপথে (বিপরীত পথে) আসিতে পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানেই তাহাকে দেখিল। সে অন্যতর বৃক্ষমূলে স্থবিরের সেবা করিল। অথ স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি ভদ্রমুখ, তুমি উপাসিকাকে দেখিয়াছ কি? সে, 'আম (হাঁ) ভন্তে' বলিয়া সমস্ত প্রবর্ত্তি (বিষয়) নিবেদন করিল। সেই তৈলের দ্বারা স্থবিরের পাদদ্বয় মাখিল, গুড় দ্বারা পানক করিয়া পান করাইল, সেই শাটকখণ্ড স্থবিরকেই দিয়া স্থবিরকে বন্দনা পূর্ব্বক "ভন্তে, আমার রোহণ স-প্রায় (সুবিধাজনক, উপযোগী)" বলিয়া চলিয়া গেল। স্থবিরও বিহারে আসিয়া দ্বিতীয় দিবসে কোরণ্ডক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। উপাসিকাও "আমার ভ্রাতা আমার পুত্রকে লইয়া এখনই আসিবে" ভাবিয়া সর্ব্বদা মার্গ অবলোকন করিয়া থাকিত। সে তাহাকে একাকী আসিতে দেখিয়া "আমার পুত্র মৃত বোধ হয়, তাই এই স্থবির একাকীই আসিতেছেন।" তাই স্থবিরের পায়ে পড়িয়া বিলাপ করিয়া কাঁদিল, স্থবির "যুবক অল্পেচ্ছুতা বশতঃ নিজকে না জানাইয়া (নিজের পরিচয় না দিয়া) গিয়াছে না?" তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া সর্ব্ব প্রবর্ত্তি (সকল বিষয়) বলিয়া পাত্রস্থবিকা হইতে সেই সাটক বাহির করিয়া দেখাইল। উপাসিকা প্রসন্ন হইয়া পুত্র যে দিকে গমন করিয়াছে সেদিকে উপুড় হইয়া পড়িয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিল :—"আমার পুত্রের সদৃশ ভিক্ষুদের লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় ভগবান "রথবিনীতপটিপদং, নালকপটিপদং, তুবটকপটিপদং" এবং চারিপ্রত্যয়-সন্তোষ-ভাবনারামতা দীপক 'মহা-অরিয়-বংস পটিপদং, দেশনা করিয়াছেন। বিজাতমাতার (প্রসূতিমাতার) গৃহে তিনমাস ভোজন করিয়াও "আমি পুত্র, তুমি মাতা" বলিয়া বলিল না। অহো

আশ্চর্য্য মনুষ্য! এইরূপ ব্যক্তির মাতাপিতাও পরিবন্ধ হয় না। কোথায় অন্য উপস্থাপক কুল?

(৩) লাভো—লাভ অর্থ চারিপ্রত্যয়। তাহারা কিরূপে পরিবন্ধ হয়? পুণ্যবন্ত ভিক্ষুকে যে যে স্থানে যায় মানুষেরা নানাপ্রকার প্রত্যয় দিয়া থাকে। সে সেই সকল অনুমোদন করিতে ও ধর্ম্মদেশনা করিতে করিতে শ্রমণধর্ম্ম করিতে অবকাশ পায় না। অরুণোদ্‌গমন হইতে প্রথম যাম পর্য্যন্ত মনুষ্য-সংসর্গ উপচ্ছেদ হয় না (লোকের ভিড় কমেনা)। পুনঃ অতি প্রত্যূষেই বাহুলিক পিণ্ডপাতিকগণ (প্রত্যয়বহুল পিণ্ডপাতিকগণ) আসিয়া "ভন্তে, অমুক উপাসক, উপাসিকা, অমাত্য, অমাত্য-দুহিতা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছুক" বলিয়া বলে। সে, আবুসো, পাত্রচীবর গ্রহণ কর বলিয়া গমন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে নিত্য ব্যাপৃত। তাহারই প্রত্যয় সমূহ পরিবন্ধ হয়। তাহার গণ পরিত্যাগ করিয়া যত্র তাহাকে কেহ না জানে তত্র একাকী বিচরণ কর্ত্তব্য। এইরূপে সেই পরিবন্ধ উপচ্ছিন্ন হয়।

(৪) গণো—গণ, সূত্রান্তিকগণ বা আভিধর্ম্মিকগণ। যে তাহাকে পাঠ বা উত্তর দিতে দিতে শ্রমণ ধর্ম্মের অবকাশ লাভ করে না, তাহারই গণ পরিবন্ধ হয়। তাই তাহা এইরূপে উপচ্ছেদ কর্ত্তব্য। যদি সেই সকল ভিক্ষুর বহু গৃহীত (অনেক শিক্ষা করা) হয়, অল্প অবশিষ্ট, তাহা শেষ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ কর্ত্তব্য। যদি অল্প গৃহীত, বহু অবশিষ্ট থাকে, যোজনের পর না গিয়া, যোজনের মধ্যে অন্য গণবাচকের নিকট গিয়া "আয়ুষ্মান্ উদ্দেশাদি দ্বারা ইহাদের সংগ্রহ করুন" (উপকার করুন) বক্তব্য। এইরূপও না পাইলে "আবুসো, আমার এক কাজ আছে, তোমরা সুবিধামত স্থানে যাও" বলিয়া গণ ত্যাগ করিয়া নিজের কর্ম্মই কর্ত্তব্য।

(৫) কম্মন্তি—নববকর্ম্ম। তাহা যে করায় তাহাকে বর্দ্ধকী (বাঢ়ুই) ইত্যাদি পাওয়া গেল কিনা জানিতব্য, কৃতাকৃতে উৎসুক হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে সর্ব্বদা পরিবন্ধ হইয়া থাকে। তাহাও এইরূপে উপচ্ছেদ কর্ত্তব্য। যদি অল্প অবশিষ্ট থাকে শেষ করা উচিত। যদি বহু সাংঘিক নবকর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে—তাহা, সংঘকে বা সংঘের ভারপ্রাপ্ত (সংঘভারহারক) ভিক্ষুদের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি নিজ সন্তক (সম্পত্তি) হয় নিজের ভারপ্রাপ্তকে ভার

দেওয়া কর্ত্তব্য। তাদৃশ না পাইলে সংঘের হস্তে ত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

(৬) অদ্ধানং—মার্গগমন। যাহার কোথাও কেহ প্রব্রজ্যার অপেক্ষায় থাকে বা কিছু প্রত্যয়দ্রব্য লব্ধব্য থাকে, যদি তাহা না পাইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারে, অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রমণ-ধর্ম্ম করিতে করিতে যাইবার চিত্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে, তবে গিয়া সেই কাজ শেষ করিয়া শ্রমণ ধর্ম্মে উৎসাহ কর্ত্তব্য।

(৭) ঞাতি—আচার্য্য, উপাধ্যায়, সার্দ্ধবিহারী, অন্তেবাসী, সমানউপাধ্যায়ক, সমানআচার্য্যক বিহারে, এবং ঘরে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ইত্যাদি। তাহারা গ্লান (পীড়িত) হইলে ইহার পরিবন্ধ হইয়া থাকে। তাই তাহাদের উপস্থান করিয়া প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক) করিয়া সেই পরিবন্ধ উপচ্ছেদ কর্ত্তব্য। তত্র উপাধ্যায় প্রথমতঃ গ্লান (পীড়িত), যদি শীঘ্র না উঠে (আরোগ্য না হয়) তবে যাবজ্জীবন তাহার সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। তথা প্রব্রজ্যাচার্য্য, উপসম্পদাচার্য্য, সার্দ্ধবিহারিক, উপসম্পাদিত-প্রব্রাজিত-অন্তেবাসিক-সমানো-পাধ্যায়ককেও যাবজ্জীবন প্রতিজাগরণ (সেবা শুশ্রূষা) কর্ত্তব্য। নিশ্রয়াচার্য্য-উদ্দেশাচার্য্য-নিশ্রয়ান্তেবাসীক-উদ্দেশান্তেবাসিক-সমানাচার্য্যক যাবৎ নিশ্রয়-উদ্দেশ অনুচ্ছিন্ন (শেষ না হয়) তাবৎ প্রতিজাগৃতব্য (সেবা শুশ্রূষা কর্ত্তব্য), পারিলে তাহার অধিক ও প্রতিজাগৃতব্যই। উপাধ্যায়ের ন্যায় মাতা পিতাকে প্রতিজাগরণ (সেবা) করিবে। যদি তাঁহারা রাজ্যে স্থিত হন (রাজা হন) এবং পুত্র হইতে উপস্থান (সেবা) ইচ্ছা করেন, কর্ত্তব্যই। যদি তাঁহাদের ভৈষজ্য না থাকে নিজের সন্তক দাতব্য। না থাকিলে ভিক্ষাচর্য্যাদ্বারা তালাস করিয়া দাতব্যই। ভ্রাতা ভগিনীদের তাহাদের সন্তক (জিনিষ) যোজনা (প্রস্তুত) করিয়া দাতব্য। যদি না থাকে নিজের সন্তক তাবৎকালীক (সম্প্রতি) দিয়া পশ্চাৎ পাইলে গ্রহণ করা উচিত, না পাইলে দাবী করা উচিত নহে। অজ্ঞাতি ভগ্নীর স্বামীকে ভৈষজ্য (ঔষধ) দেওয়াও উচিত নহে, তাহার জন্য প্রস্তুত করাও উচিত নহে। কিন্তু তোমার স্বামীকে দেও বলিয়া ভগিনীকে দাতব্য। ভ্রাতৃজায়ার প্রতিও এইরূপ। তাহাদের পুত্র ইহার জ্ঞাতিই। সুতরাং তাহাদের ঔষধ করা উচিত।

(৮) আবাধো—যে কোন রোগ, তাহা যদি বাধা জন্মায় তবে পরিবন্ধ

হইয়া থাকে। তাই ঔষধ করিয়া উপচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। যদি কয়েকদিন ভৈষজ্য করিলে উপশম না হয় "আমি তোমার দাস নই, ভৃত্য নই, তোমাকেই পোষণ করিতে করিতে অনমতাগ্র সংসারবর্ত্তে দুঃখ প্রাপ্ত" এই বলিয়া আত্মভাব (শরীরকে) নিন্দা করিয়া শ্রমণ ধর্ম্ম কর্ত্তব্য।

(৯) গন্থোত্তি—পর্য্যাপ্তি পরিহরণ (ত্রিপিটক শাস্ত্র চর্চ্চা)। তাহা আবৃত্তি আদিতে নিত্যব্যাপৃতের পরিবন্ধ হইয়া থাকে। অপরের নহে। তত্র এই সকল বস্তুঃ—মজ্ঝিমভাণক রেবতথেরো নাকি মলয়বাসী রেবতথেরের নিকট গিয়া কর্ম্মস্থান যাচ্ঞা করিল। থেরো "আবুসো তুমি পর্য্যাপ্তিতে কীদৃশ" জিজ্ঞাসা করিলেন। "ভন্তে, আমার "মজ্ঝিম-নিকায়ো" প্রগুণ (কণ্ঠস্থ)। আবুসো এই 'মজ্ঝিম' দুঃখে পরিহরণ করিতে হয়। "মূল-পণ্ণাসক" আবৃত্তি করিতে "মজ্ঝিম পণ্ণাসক" আসে, তাহা আবৃত্তি করিতে "উপরিপণ্ণাসক" আসে। তোমার কর্ম্মস্থান কোথা হইতে?" অর্থাৎ তোমার কর্ম্মস্থান হইতে পারে না। "ভন্তে, আপনার কাছে কর্ম্মস্থান লাভ করিয়া পুনঃ অবলোকন করিব না।" তারপর কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া একুনবিংশতি বৎসর আবৃত্তি না করিয়া বিংশতিমে বর্ষে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষার জন্য আগত ভিক্ষুদের বলিলেন "আবুসো বিংশতি বর্ষ (পরিয়ত্তি) পর্য্যাপ্তি অবলোকন না করিয়াও আমি এখনও কৃতপরিচয় আছি। আরম্ভ কর, বলিয়া আদি হইতে যাবৎ পর্য্যবসান এক ব্যঞ্জনেও কঙ্ক্ষা (সন্দেহ) ছিলনা।

কারলিয়গিরিবাসী নাগ স্থবির আঠার বর্ষ (পরিয়ত্তি) পর্য্যাপ্তি ছাড়িয়া দিয়াও ভিক্ষুদের 'ধাতু কথা' উদ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহারা গ্রামবাসী স্থবিরদের সহিত মিলাইয়া (দেখিল যে) এক প্রশ্ন ও উল্টাপাল্টা হইয়াছিল না।

মহাবিহারেও ত্রিপিটক-চুলাভয় স্থবির অট্ঠকথা না পড়িয়া (উদ্‌গ্রহ বা উদ্‌গ্রহণ না করিয়া) পঞ্চনিকায় মণ্ডলে[১] ত্রিপিটক "পরিবর্ত্তন করিব" (আবৃত্তি করিব) বলিয়া সুবর্ণভেরী (শ্রেষ্ঠভেরী) চড়াইল। ভিক্ষুসংঘ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ আচার্য্যদের নিকট উদ্‌গ্রহণ (শিক্ষা করিয়াছে)? নিজের আচার্য্য-উদ্‌গ্রহণ (শিক্ষাদাতা আচার্য্যের নাম) বলুক। অন্যথা বলিতে দিবনা।" উপস্থানের জন্য আসিলে আচার্য্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আবুসো, তুমি ভেরী চড়াইয়াছ?"

'আম ভন্তে' হাঁ প্রভু। কি কারণে? পরিয়ত্তি (পর্য্যাপ্তি) ভন্তে, আবৃত্তি

করিব বলিয়া। "আবুসো, অভয়, আচার্য্যগণ, এই পদ কিরূপে বলেন?" "এইরূপে বলেন ভন্তে।" স্থবির 'হুং' বলিয়া প্রতিবাহন করিলেন (না মঞ্জুর করিলেন, অননুমোদন জানাইলেন)। "পুনঃ সে অন্য অন্য পর্য্যায়ে এইরূপ বলেন, ভন্তে" তিনবার বলিল। স্থবির সমস্তই 'হুং' বলিয়া প্রতিবাহন পূর্ব্বক কহিলেন—"আবুসো, তুমি প্রথমেই যাহা কহিয়াছিলে, তাহাই আচার্য্য মার্গ (আচার্য্যদের কথিত মার্গ বা মত)। কিন্তু আচার্য্যের মুখ হইতে গ্রহণ কর নাই এইজন্য 'এইরূপ আচার্য্যগণ বলেন' বলিয়া স্থির থাকিতে পার নাই। যাও, নিজের আচার্য্যদের নিকট শুন।" "ভন্তে কোথায় যাইব?" গঙ্গার পরপারে রোহণ জনপদে তুলাধার পর্ব্বত বিহারে 'সর্ব্বপর্য্যাপ্তিক' মহাধর্ম্মরক্ষিত স্থবির বাস করেন। তাঁহার কাছে যাও। "সাধু ভন্তে" বলিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া ৫০০ ভিক্ষুর সহিত স্থবিরের নিকট গিয়া বন্দনাপূর্ব্বক বসিলেন। স্থবির "কেন আসিয়াছ" জিজ্ঞাসা করিলেন। "ধর্ম্ম শুনিতে ভন্তে," আবুসো, অভয় "দীঘ-মজ্ঝিমে" আমাকে সময় সময় শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করে অবশিষ্ট আমি ত্রিশ বৎসর অবলোকন করি নাই। অপি চ তুমি রাত্রিতে আমার নিকট আবৃত্তি করিবে, আমি তোমাকে দিবায় কহিব। সে "সাধু ভন্তে," বলিয়া সেইরূপ করিল। পরিবেণ দ্বারে মহামণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া গ্রামবাসীরা দিনে দিনে ধর্ম্ম শ্রবণার্থ আগমন করে। স্থবির রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত (আবৃত্তি কৃত) দিবায় কহিয়া অনুপূর্ব্বে দেশনা শেষ করিয়া অভয় স্থবিরের সন্তিকে তট্টিকায় (টাট্টীতে)বসিয়া বলিলেন "আবুসো, আমাকে কর্ম্মস্থান বল।" "ভন্তে কি বলেন? আমি আপনার কাছেই শুনিলাম না? আপনার অজ্ঞাত কি আমি বলিব?" তারপর স্থবির তাহাকে বলিল—এই গমকের (সাক্ষাৎকৃতের, দৃষ্ট সত্যের, লব্ধ সত্যের) মার্গ অন্য; অভয় স্থবির তদা স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। অথ ইঁহাকে কর্ম্মস্থান দিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লৌহপ্রাসাদে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন (বর্ণন) করিতে করিতে স্থবির পরিনির্ব্বৃত বলিয়া শুনিলেন। শুনিয়া "আহরণ কর, আবুসো, চীবর।" চীবর পরিধান করিয়া বলিলেন—আবুসো, আমাদের আচার্য্যের অর্হত্ব-মার্গ উপযুক্ত। আমাদের আচার্য্য, আবুসো, ঋজু (সরল), আজানীয় (জ্ঞানী)। তিনি নিজের আচার্য্যকে সম্মান প্রদর্শন জন্য চীবর পরিধান করিয়া ধর্ম্মান্তেবাসীর নিকট তট্টিকায় (টাট্টীতে) বসিয়া কহিলেন

১ পঞ্চ নিকায় মণ্ডলে—দীঘনিকায়াদি পঞ্চ নিকায়ে সুশিক্ষিত পরিষদে।

"আমাকে কর্ম্মস্থান বল।" অনুচ্ছবিক (উপযুক্ত) আবুসো, স্থবিরের অর্হত্ব মার্গ। এঈরূপ যাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থ পরিবন্ধ হয় না।

(১০) ইদ্ধীতি—পৃথক্‌জনিক ঋদ্ধি। তাহা চিৎ হইয়া শয়নকারী ছেলে ও তরুণ শস্যের মত দুঃখে পরিহরনীয় (পালনীয়)। অল্পমাত্রেই ভিন্ন হয়। তাহা বিদর্শনার পরিবন্ধ হয়, সমাধির নহে, কারণ সমাধি প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রাপ্তব্য। তাই বিদর্শনার্থীকের ঋদ্ধি-পরিবন্ধ উপচ্ছেদ কর্ত্তব্য। ইতর (অপর) কর্ত্তৃক অবশিষ্ট উপচ্ছেদ কর্ত্তব্য।

কম্মট্‌ঠানদায়কং কল্যাণমিত্তং উপসঙ্কমিত্বাতি—কর্ম্ম-স্থানদায়ক কল্যাণমিত্রের কাছে গিয়া—অত্র দ্বিবিধ কর্ম্মস্থান:—সর্ব্বত্রক-কর্ম্মস্থান ও পারিহারিয়-কর্ম্মস্থান। তত্র সর্ব্বত্রক-কর্ম্মস্থান ভিক্ষু সংঘাদির প্রতি মৈত্রী ও মরণস্মৃতি। কেহ বলেন অশুভ সংজ্ঞাও। কর্ম্মস্থানিক ভিক্ষু কর্ত্তৃক প্রথমে পরিচ্ছেদ করিয়া সীমাস্থ ভিক্ষুসংঘে:—"সুখিত হউক, অব্যাপদ হউক" বলিয়া মৈত্রী ভাবনা করা উচিত। তারপর সীমাস্থ দেবতাগণে, তারপর গোচরগ্রামে, ঈশ্বরজনে (ধনীলোকদিগে), তারপর তত্রস্থ মনুষ্যগণ হইতে সর্ব্বস্বত্বে। সে ভিক্ষুসংঘে মৈত্রী দ্বারা সহবাসী ভিক্ষুগণের মৃদুচিত্ততা জন্মায়। ইহাতে তাহারা ইহার সুখ-সংবাস (সুখে যাহাদের সহিত বাস করা যায়) হইয়া থাকে। সীমাস্থ দেবতাগণে মৈত্রীদ্বারা মৃদুকৃতচিত্ত দেবতাগণ কর্ত্তৃক ধার্ম্মিক রক্ষা দ্বারা সুসংবিহিতারক্ষ হইয়া থাকে। গোচরগ্রামে ঈশ্বরজনে মৈত্রীদ্বারা মৃদুকশরীর প্রভুজন কর্ত্তৃক ধার্ম্মিক রক্ষা দ্বারা সুরক্ষিত-পরিষ্কার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তত্র মনুষ্যদের প্রতি মৈত্রীদ্বারা প্রসাদিতচিত্ত মানুষ কর্ত্তৃক অপরিভূত (অজিত) হইয়া বিচরণ করে। সর্ব্বসত্বে মৈত্রীদ্বারা অপ্রতিহতচারী হইয়া থাকে।

মরণ স্মৃতিদ্বারা "অবশ্য আমাকে মরিতে হইবে," চিন্তা করিতে করিতে অনেষণ পরিত্যাগ করিয়া উপরে উপরে বর্দ্ধমান সংবেগ বিশিষ্ট ও অনলস বৃত্তিক (সম্যকপ্রতিপত্তি পূরক) হইয়া থাকে।

অশুভসংজ্ঞা পরিচিত চিত্তের দিব্য আলম্বন সকল ও লোভবশে চিত্ত অধিকার করে না।

এইরূপে বহুপকারক বলিয়া সর্ব্বত্র অর্থয়িতব্য, ইচ্ছিতব্য এবং অভিপ্রেত। যোগানুযোগ, কর্ম্মের স্থান (নিবর্ত্তির হেতু) বলিয়া সর্ব্বত্রককর্ম্মস্থান বলিয়া কথিত হয়।

চত্তারিংশ কর্ম্মস্থানের যাহা যাহার চরিতানুকুল তাহা তাহার নিত্য পরিহরণ কর্ত্তব্য বলিয়া এবং উপর উপর ভাবনাক্রমের পদস্থান (আসন্ন কারণ) বলিয়া পরিহারিয় (পরিহার্য্য) কর্ম্মস্থান নামে কথিত হয়। সুতরাং এই দ্বিবিধ কর্ম্মস্থান যিনি দিয়া থাকেন তিনি কর্ম্মস্থানদায়ক। সেই কর্ম্মস্থানদায়ক কল্যাণমিত্রকে—

পিয়ো গরু ভাবনীয়ো বত্তা চ বচনক্‌খমো,
গম্ভীরঞ্চ কথংকত্তা, নো চট্‌ঠানে নিয়োজয়েতি।

প্রিয়, গুরুভাবনীয়, বক্তা, বচনক্ষম (কথা সহকারী), গম্ভীর কথা কথক ও অস্থানে (কহিতকর্ম্মে) নিয়োজিত করে না।

এইরূপ গুণসম্পন্ন একান্তহিতৈষী বৃদ্ধিপক্ষে স্থিত কল্যাণ মিত্রকে। "হে আনন্দ, আমার মত কল্যাণ মিত্র পাইয়া জাতিধর্ম্ম সত্ত্বগণ জাতি হইতে পরিমুক্ত হইয়া থাকে" এই বাক্য দ্বারা সম্যক সম্বুদ্ধই সর্ব্বাকার সম্পন্ন কল্যাণ মিত্র। তাই তিনি বিদ্যমানে ভগবানের কাছে গৃহীত কর্ম্মস্থান সুগৃহীত হইয়া থাকে। তাঁহার পরিনির্ব্বাণ হইলে অশীতি মহাশ্রাবকগণের মধ্যে যিনি জীবিত তাঁহার কাছে গ্রহণ করা উচিত। তিনিও না থাকিলে যে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, সেই কর্ম্ম স্থানের নিয়মে চতুষ্ক পঞ্চক ধ্যান লাভ করিয়া, সেই ধ্যান পদস্থান করিয়া বিদর্শন বৃদ্ধি করতঃ আশ্রবক্ষয় প্রাপ্ত ক্ষীণাশ্রবের নিকট গৃহীতব্য। 'আমি ক্ষীণাশ্রব' বলিয়া ক্ষীণাশ্রব নিজকে প্রকাশ করেন কি? (আমাদের) কি বক্তব্য? কারকভাব জানিয়া প্রকাশ করেন। অশ্বগুপ্ত (অস্‌স গুত্ত) স্থবির কর্ম্মস্থান আরম্ভ করিয়াছেন এমন ভিক্ষুকে "এই ব্যক্তি কর্ম্মস্থানকারক" জানিয়া আকাশে চর্ম্মখণ্ড পাতিয়া তত্র পর্য্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট কর্ম্মস্থান শিখাইয়া ছিলেন নয় কি? তাই যদি ক্ষীণাশ্রব লাভ হয় ভাল, যদি না পাওয়া যায় অনাগামী-সকৃদাগামী-স্রোতাপন্ন-ধ্যানলাভী-পৃথকজন-ত্রিপিটকধারী-দ্বিপিটকধারী-এক-পিটকধারীগণের পূর্ব্ব পূর্ব্বের কাছে। একপিটকধারীও না থাকিলে যাহার এক সঙ্গীতিও অট্‌ঠকথার সহিত কণ্ঠস্থ, স্বয়ংও লজ্জী তাহার কাছে গৃহীতব্য। এইরূপ তন্ত্রীধর বংশরক্ষক প্রবেণী-পালক আচার্য্য আচার্য্যমতাবলম্বী হইয়া থাকে, নিজের মতাবলম্বী হয় না। সেই হেতু পোরাণকথেরা (প্রাচীন

স্থবিরগণ) তিনবার ঘোষণা করিয়াছেন "লজ্জী রক্ষা করিবে, লজ্জী রক্ষা করিবে।" পূর্ব্বে উক্ত ক্ষীণাশ্রবাদিও অত্র নিজে অধিগত-মার্গই বলেন। বহুশ্রুত কিন্তু সেই সেই আচার্য্যের নিকট গিয়া উদ্‌গ্রহ-পরিপৃচ্ছা (শিক্ষা ও প্রশ্ন) সমূহ বিশোধিত করিয়াছেন বলিয়া এই স্থান সেই স্থান হইতে সূত্র ও কারণ দেখিয়া স-প্রায় অস-প্রায় যোজনা করিয়া গহনস্থানে গমনকারী মহাহস্তীর ন্যায় মহামার্গ দেখাইতে দেখাইতে কর্ম্মস্থান বলিবেন। সেই কারণে এইরূপ কর্ম্ম-স্থানদায়ক কল্যাণমিত্রের নিকট গিয়া তাঁহার ব্রতপ্রতিব্রত (সেবাশুশ্রূষা) করিয়া কর্ম্মস্থান গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যদি ইহা এক বিহারেই লাভ হয় ভাল, যদি না পাওয়া যায় তবে যেখানে তিনি বাস করেন সেইখনে গন্তব্য। যাইবার সময় ধৌতমক্ষিতপায়ে উপাহন দিয়া ছত্র গ্রহণ করিয়া তৈলনালী-মধুফাণিতাদি লওয়াইয়া অন্তেবাসী পরিবৃত হইয়া যাওয়া উচিত নহে। গমিকব্রত পূরণ করিয়া নিজের পাত্রচীবর স্বয়ং গ্রহণ করিয়া পথিমধ্যে যে যে বিহারে প্রবেশ করে সর্ব্বত্র ব্রতপ্রতিব্রত করিতে করিতে অতি হালকা (অল্প) পরিষ্কার লইয়া ও পরম সল্লেখবৃত্তি হইয়া গন্তব্য। সেই বিহারে প্রবেশ সময় পথিমধ্যেই দন্তকাষ্ঠ কল্পীয় (কপ্পিয়) করাইয়া লইয়া প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিয়া পাদধোবনমক্ষনাদি করিয়া আচার্য্যের নিকট যাইব বলিয়া অন্য পরিবেণে প্রবেশ করা উচিত নহে। কি কারণ? যদি সেই আচার্য্যের বি-সভাগ (বিরুদ্ধবাদী) ভিক্ষু তথায় থাকে, তোমার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আচার্য্যের অবর্ণ (নিন্দা) প্রকাশ করিয়া "যদি তাহার নিকট আসিয়া থাক তবে নষ্ট হইয়াছ" বলিয়া বিপ্রতিসার (অনুশোচনা) উৎপন্ন করিতে পারে, যাহাতে সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। তাই আচার্য্যের বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিয়া সোজা তথায়ই গন্তব্য। যদি আচার্য্য কনিষ্ঠতর হয় পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণাদি সম্পাদন করাইবে না, যদি বৃদ্ধতর হয় গিয়া আচার্য্যকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবে। "আবুসো, পাত্রচীবর নিক্ষেপ কর" বলিলে নিক্ষেপ কর্ত্তব্য। "পানীয় পান কর" বলিলে যদি ইচ্ছা করে পান করা উচিত। 'পদদ্বয় ধোও' বলিলে প্রথমে পা ধোওয়া উচিত নহে। যদি আচার্য্য কর্ত্তৃক আহরিত জল হয় অনুরূপ হইবেনা। 'ধোও আবুসো, আমাকর্ত্তৃক আহরিত নহে' বলিলে যত্র আচার্য্য না দেখে এইরূপ প্রতিচ্ছন্ন অবকাশে, অভ্যবকাশে বা বিহারের একান্তে বসিয়া পাদদ্বয় ধোওয়া

কর্ত্তব্য। যদি আচার্য্য তৈলনালি আহরণ করে, উঠিয়া উভয় হস্তে সৎকৃত্য (ভক্তির সহিত, ভদ্রতার সহিত) গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি গ্রহণ না করে, এই ভিক্ষু এই হইতেই সম্ভোগ নষ্ট করিতেছে ভাবিয়া আচার্য্যের অন্যথা ভাব হইতে পারে। গ্রহণ করিয়া প্রথমেই পাদদ্বয় মাখা কর্ত্তব্য নহে। যদি তাহা আচার্য্যের পাত্রাভ্যঞ্জন তৈল হয় তবে অনুচিত হইবে। তাই প্রথমে মাথায় তৈল দিয়া স্কন্ধাদিতে মাখা উচিত। "সর্ব্বপরিহার্য্য তৈলং (সর্ব্বত্রমাখিবার তৈল), ইহা আবুসো, পায়েও মাখ" উক্তে পায়ে মাখিয়া "এই তৈলনালি রাখিতেছি ভন্তে" বলিয়া আচার্য্য গ্রহণ করিলে দাতব্য আগত দিবস হইতে "ভন্তে, আমাকে কর্ম্মস্থান বলুন" এইরূপ বক্তব্য নয়। দ্বিতীয় দিবস হইতে যদি আচার্য্যের স্বাভাবিক উপস্থাপক (সেবক) থাকে তাহাকে যাচিয়া তাহার সম্মতি লইয়া ব্রত (সেবা) কর্ত্তব্য। সেবা করিতে করিতে ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বড় তিন প্রকার দন্তকাষ্ঠ উপনামেতব্য (দেওয়া কর্ত্তব্য)। শীতল ও উষ্ণ দ্বিবিধ মুখধোওয়ার উদক এবং স্নানের জল প্রস্তুত করিবে। সেই হইতে যাহা আচার্য্য তিন দিন পরিভোগ করে তাদৃশই নিত্য প্রস্তুত করিবে। নিয়ম না করিয়া যা তা ভোজন করিলে যথালব্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য। বেশী বলার প্রয়োজন কি? ভগবান কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে "অন্তেবাসীর আচার্য্যের সম্যক সেবা কর্ত্তব্য।" তত্র এই সম্যক সেবা—"খুব সকালে উঠিয়া উপাহন খুলিয়া, উত্তরাসঙ্গ এক কাঁধে করিয়া দন্তকাষ্ঠ দাতব্য, মুখোদক দাতব্য, আসন প্রজ্ঞাপন কর্ত্তব্য। যদি যাউ হয়, ভাজন ধুইয়া যাউ দাতব্য" "ইত্যাদি খন্ধকে যে যে সম্যকব্রত (সম্যকসেবা) প্রজ্ঞাপ্ত তৎসমস্তই কর্ত্তব্য। এইরূপে ব্রতসম্পত্তিদ্বারা (সম্যকসেবা দ্বারা) গুরুকে আরাধনা করিয়া সন্ধ্যাকালে বন্দনা করিয়া (যাও) বলিয়া বিসর্জ্জন করিলে গন্তব্য। যদা তিনি "কেন আগত" জিজ্ঞাসা করেন তদা আগমন কারণ বলা উচিত। যদি তিনি জিজ্ঞাসা না করেন, কিন্তু ব্রত (সেবা) গ্রহণ করেন তবে দশদিন বা পক্ষ বিগত হইলে এক দিবস বিসর্জ্জন করিলে (বিদায় দিলে) না গিয়া অবকাশ করাইয়া আগমন কারণ বলা উচিত। অথবা অকালে গিয়া "কি কারণে আগত" জিজ্ঞাসা করিলে বলা উচিত। যদি তিনি 'প্রাতেই আসিও' বলেন প্রাতেই গন্তব্য। যদি ইহার সেই বেলায় পিত্তাবাধে কুক্ষি পরিদগ্ধ হয়, অগ্নিমন্দার দরুণ ভক্ত (ভাত) জীর্ণ না হয়, অন্য বা কোন রোগ বাধা দেয় তাহা যথাভূত প্রকাশ করিয়া নিজের সুবিধামত বেলা নির্দ্দেশ

করিয়া সেই বেলাতে নিকটে যাওয়া কর্ত্তব্য। অসুবিধা বেলায় বলিলেও কর্ম্মস্থান মনে রাখিতে সক্ষম হয় না।

ইহা কর্ম্মস্থান দাতা কল্যাণমিত্রের নিকট গিয়া এই বাক্যের অত্র বিস্তার।

নিজের চর্য্যানুকুল

ইদানীং "নিজের চর্য্যানুকুল" —অত্র চর্য্যা ছয় প্রকার। রাগ-চর্য্যা, দ্বেষচর্য্যা, মোহচর্য্যা, শ্রদ্ধাচর্য্যা, বুদ্ধিচর্য্যা, বিতর্কচর্য্যা। কেহ রাগাদির সংসর্গসন্নিপাতবশে অপরও চারিটী, তথা শ্রদ্ধাদি এই আটের সহিত চৌদ্দটা ইচ্ছা করেন। এইরূপ ভেদে বলিলে রাগাদির শ্রদ্ধাদির সহিত সংসর্গ করিয়া অনেক চর্য্যা হইয়া থাকে। তাই সংক্ষেপে ছয় চর্য্যা জ্ঞাতব্য। চর্য্যা, প্রকৃতি ও উৎসন্নতা অর্থতঃ এক। এই ছয় চর্য্যাবশে ছয় পুদ্‌গল—রাগচরিত, দ্বেষচরিত, মোহচরিত, শ্রদ্ধাচরিত, বুদ্ধিচরিত, ও বিতর্কচরিত। তত্র যেহেতু রাগচরিতের কুশল প্রবর্ত্তি সময়ে শ্রদ্ধা বলবতী হয়, রাগের আসন্ন গুণ হেতু। যথা অকুশল পক্ষে রাগ স্নিগ্ধ, নাতিরুক্ষ, এইরূপ কুশলপক্ষে শ্রদ্ধা। যথা রাগ বস্তুকামে পর্য্যেষণ করে, এইরূপ শ্রদ্ধা শীলাদি গুণে। যথা রাগ অহিত পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ শ্রদ্ধা হিত পরিত্যাগ করে না। তাই রাগচরিতের শ্রদ্ধাচরিত স-ভাগ। যেহেতু দ্বেষ চরিতের কুশল প্রবর্ত্তি সময়ে প্রজ্ঞা বলবতী হয়, দ্বেষের আসন্ন গুণ হেতু। যথা অকুশল পক্ষে দ্বেষ নিস্নেহ, আলম্বনকে জড়াইয়া ধরে না (আলয় করে না), সেইরূপ কুশল পক্ষে প্রজ্ঞা। যথা দ্বেষ অভূত দোষ পর্য্যেষণ (তল্লাস) করে, সেইরূপ প্রজ্ঞা ভূত দোষ পর্য্যেষণ করে। যেমন দ্বেষ সত্ত্ব পরিবর্জ্জনাকারে প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ প্রজ্ঞা সংস্কার পরিবর্জ্জনাকারে। তাই দ্বেষ চরিতের বুদ্ধিচরিত স-ভাগ। যেহেতু মোহচরিতের অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম্ম সমূহের উৎপাদের জন্য ব্যায়ামকারীর বহুল পরিমাণে অন্তরায়কর বিতর্ক সমূহ উৎপন্ন হয় মোহের আসন্ন লক্ষণহেতু। যথা মোহ পরিব্যাকুলতায় অনবস্থিত, এইরূপ বিতর্ক নানা প্রকার বিতর্কনতা বশতঃ (অনবস্থিত)। যথা মোহ অপর্য্যবগাহনতা বশতঃ চঞ্চল, তথা বিতর্ক লঘুপরিকল্পনতা দ্বারা (চঞ্চল)। তাই মোহচরিতের বিতর্কচরিত স-ভাগ। অপরে তৃষ্ণা-মান-দৃষ্টিবশে আরও তিনটা চর্য্যা বলিয়া থাকেন। তত্র তৃষ্ণা রাগই, মান ও

তৎসম্প্রযুক্ত বলিয়া তদুভয় রাগচর্য্যার নীতিবর্ত্তন করেনা। দৃষ্টির মোহ নিদান বলিয়া দৃষ্টিচর্য্যা মোহচর্য্যার অনুপতন করে।

এই সকল চর্য্যার নিদান কি? কিরূপেই জানা যাইবে যে এই ব্যক্তি (পুদ্গল) রাগচরিত, এই ব্যক্তি দ্বেষাদির অন্যতর চরিত? কোন্ চরিত পুদ্গলের কি স-প্রায়?

তত্র পূর্ব্বের তিন চর্য্যার নিদান (পূর্ব্বাচিন্ন) পূর্ব্বপরিচিত (কর্ম্ম), কেহ বলে ধাতুদোষ ইহাদের নিদান। পূর্ব্বে নাকি ইষ্টপ্রয়োগ-শুভ-কর্ম্ম-বহুল রাগচরিত হয়। স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে উৎপন্নও রাগচরিত হয়। পূর্ব্বে ছেদন-বধ-বন্ধন-বৈরকর্ম্ম বহুল দ্বেষচরিত হয়। নিরয়-নাগযোনি হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে উৎপন্নও দ্বেষচরিত হয়। পূর্ব্বে মদ্যপান বহুল, শ্রুতি-পরিপৃচ্ছাবিহীন মোহচরিত হয়, অথবা তীর্য্যগ্‌যোনী হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে উৎপন্ন মোহচরিত হয়। এইরূপে পূর্ব্বাচিন্ন (পূর্ব্বপরিচয়ই = পূর্ব্বপরিচিত) কর্ম্মই নিদান বলিয়া বলেন।

পৃথিবীধাতু ও আপধাতু এই দুই ধাতুর উৎসন্নত্ব, (বাহুল্য বা বৃদ্ধি) বশতঃ পুদ্গল মোহচরিত হইয়া থাকে। অপর দুই ধাতুর উৎসন্নত্ব (বাহুল্য বা বৃদ্ধি) বশতঃ দ্বেষচরিত। সকল ধাতু সমান হইলে রাগচরিত হয়। দ্বেষসমূহের মধ্যে শ্লেষ্মাধিক পুদ্গল রাগচরিত হয়, বাতাধিক মোহচরিত, অথবা শ্লেষ্মাধিক মোহচরিত, বাতাধিক রাগচরিত। এইরূপে ধাতুদোষ-নিদান বলিয়াও বলে।

তত্র যেহেতু পূর্ব্বে ইষ্টপ্রয়োগশুভকর্ম্ম বহুল ব্যক্তিগণও স্বর্গচ্যুত হইয়া ইহলোকে উৎপন্ন হইলেও সকলে রাগচরিতই হয় না। অপরে বা দ্বেষমোহ-চরিত। এইরূপ ধাতু সমূহের যথা উক্ত নিয়মে উৎসদ নিয়ম (বাহুল্য নিয়ম) নাই। দ্বেষনিয়মেও রাগমোহদ্বয়ই উক্ত। তাহাও পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধই। শ্রদ্ধা-চর্য্যা দিতে একটারও নিদান উক্ত নহে। তাই এই সমস্ত অপরিচ্ছন্ন বচন। কিন্তু ইহা অত্র অর্থকথাচার্য্যগণের (অট্‌ঠকথাচরিয়ানং) মতানুসারে বিনিশ্চয় (মিমাংসা)।

উৎসদকীর্ত্তনে ইহা উক্ত হইয়াছে:—

এই সকল সত্ত্ব পূর্ব্বহেতুনিয়মে লোভোৎসদ, দ্বেষোৎসদ, মোহোৎসদ, অলোভোৎসদ, অদ্বেষোৎসদ, ও অমোহোৎসদ হইয়া থাকে। যাহার কর্ম্ম-

করণকালে লোভ বলবান হয়, অলোভ মন্দ, অদ্বেষমোহ বলবান, দ্বেষমোহমন্দ, তাহার মন্দ অলোভ লোভকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। বলবন্ত অদ্বেষমোহ কিন্তু দ্বেষ ও মোহকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। সেই হেতু সেই কর্ম্মের দ্বারা দত্ত প্রতিসন্ধিবশে জন্মিয়া সে লুব্ধ, সুখশীল, অক্রোধী, প্রজ্ঞাবান, বজ্রোপমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে।

যাহার কর্ম্মকরণকালে লোভদ্বেষ বলবন্ত হইয়া থাকে, অলোভ-অদ্বেষ মন্দ (দুর্ব্বল), অমোহ বলবান, মোহ মন্দ, সে পূর্ব্ব নিয়মে লুব্ধ, ও দুষ্ট (ক্রোধী) হইয়া থাকে। কিন্তু প্রজ্ঞাবান ও বজ্রোপমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে। দত্তাভয় স্থবিরের ন্যায়। যাহার কর্ম্মকরণকালে লোভ-অদ্বেষ-মোহ বলবন্ত হইয়া থাকে অপরগুলি মন্দ (দুর্ব্বল) সে পূর্ব্ব নিয়মেই লুব্ধ ও দন্ধ (বোকা) হইয়া থাকে, কিন্তু সুখশীল ও অক্রোধী হইয়া থাকে। বাকুল স্থবিরের ন্যায়। তথা যাহার কর্ম্মকরণকালে লোভ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটী বলবন্ত হইয়া থাকে, অলোভাদি মন্দ, সে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে লুব্ধ, দুষ্ট ও মূঢ় হইয়া থাকে। যাহার কর্ম্মকরণকালে অলোভ-দ্বেষ-মোহ বলবন্ত হইয়া থাকে, অপরগুলি মন্দ সে পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই অলুব্ধ, ও অল্পক্লেশযুক্ত হইয়া থাকে, দিব্যালম্বণ দেখিয়াও নিশ্চল। কিন্তু দুষ্ট ও মন্দপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার কর্ম্মকরণকালে অলোভ-দোষ-মোহ বলবন্ত হইয়া থাকে, অপরগুলি মন্দ, সে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অলুব্ধ, অদুষ্ট ও সুখশীল হইয়া থাকে কিন্তু দন্ধ হয়। সেইরূপ যাহার কর্ম্মকরণকালে অলোভদ্বেষ-মোহ বলবন্ত হইয়া থাকে, অপরগুলি মন্দ, সে পূর্ব্ব নিয়মে অলুব্ধ ও প্রজ্ঞাবান হইয়া থাকে, কিন্তু দুষ্ট ও ক্রোধী হয়। যাহার কর্ম্মকরণকালে অলোভ-দ্বেষ-মোহ তিনটীই বলবন্ত হয়, লোভাদি মন্দ, সে পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই, মহাসঙ্ঘরক্ষিত স্থবিরের ন্যায় অলুব্ধ, অদুষ্ট ও প্রজ্ঞাবান হইয়া থাকে।

এইখানে যাহাকে লুব্ধ বলা হইয়াছে সে রাগচরিত, দুষ্ট-দন্ধ দ্বেষমোহচরিত। প্রজ্ঞাবান বুদ্ধিচরিত, অলুব্ধ ও অদুষ্ট প্রসন্নপ্রকৃতিবশতঃ শ্রদ্ধাচরিত। যথা বা অমোহপরিবারবিশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা জাত বুদ্ধিচরিত, সেইরূপ বলবান শ্রদ্ধা-পরিবারবিশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা জাত শ্রদ্ধাচরিত, কামবিতর্কাদি পরিবার বিশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা জাত বিতর্কচরিত হইয়া থাকে। লোভাদি বিমিশ্র পরিবারবিশিষ্ট কর্ম্মদ্বারা জাত বিমিশ্রচরিত হয়। এইরূপে লোভাদির অন্যতর অন্যতর পরিবার বিশিষ্ট প্রতিসন্ধিজনক কর্ম্ম চর্য্যাসমূহের নিদান বলিয়া জ্ঞাতব্য।

এই যে বলা হইয়াছে "এই পুদ্‌গল রাগচরিত" ইহা কিরূপে জ্ঞাতব্য ইত্যাদি, তত্র এই নয়

ইরিয়াপথতো কিচ্চা ভোজনা দস্‌সনাদিতো,
ধম্মপ্পবত্তিতো চেব চরিয়ায়ো বিভাবযেতি।

তত্র ইরিয়াপথতো=ঈর্য্যাপথ দ্বারা, রাগচরিত প্রকৃতি গমনে (স্বাভাবিক গমনে) যাইতে চাতুরীর সহিত গমন করে। আস্তে পা নিক্ষেপ করে, সমানভাবে নিক্ষেপ করে, সমানভাবে পা উদ্ধার করে (উঠায়), ইহার পা উৎকুটিক (১) হইয়া থাকে। দ্বেষচরিত পাদাগ্রদ্বারা খনন করিতে করিতে যেন গমন করে, সহসা পা নিক্ষেপ করে, সহসা উদ্ধার করে, ইহার পা অনুকর্ষিত (২) হইয়া থাকে। মোহচরিত পরিব্যাকুল গতিতে গমন করে, ভীতের ন্যায় পদ নিক্ষেপ করে, ভীতের ন্যায় উদ্ধার করে, ইহার পা সহসানু-পীড়িত (৩) হইয়া থাকে। মাগন্ধিয়সুত্ত প্রভৃতিতে বলা হইয়াছে—

রত্তস্‌স হি উক্কুটিকং পদং ভবে,
দুট্‌ঠস্‌স হোতি অনুকড্‌ঢিতং পদং,
মূল্‌হস্‌স পদং সহসানুপীলিতং,
বিবট্টচ্ছদস্‌স ইদং ঈদিসং পদন্তি।

রাগচরিতের (কামুকের) পা উৎকুটিক হইয়া থাকে। ক্রোধীর পা পশ্চাদ্দিকে টানা হইয়া থাকে। মূর্খের পা সহসানুপীড়িত, কিন্তু ঈদৃশ পদ বিবর্ত্তচ্ছেদনকারী (বুদ্ধের)।

রাগচরিতের দণ্ডায়মান কর্ম্ম ও প্রাসাদিক এবং মধুরাকার হইয়া থাকে। দ্বেষচরিতের শুদ্ধাকার, মোহচরিতের আকুলাকার। উপবেশনেও এই

(১) উৎকুটিক—উক্কুটিকং—মধ্যে খালি। যাহার পায়ের তলার মধ্য খালি, ভূমিতে পা দিলে পায়ের আগা ও গোড়ালি ভূমিতে বসে, মধ্য আলগা থাকে তাহাকে উৎকুটিকপদ বলে।

(২) অনুকর্ষিত—অনুকড্‌ঢিতং—পা ফেলার সময় যে আকর্ষণ করার ন্যায় ফেলে। এই জন্য তাহার পা পশ্চাৎ দিকে আকর্ষিত (টানা) হইয়া থাকে।

(৩) সহসানুপীলিত—সহসানুপীড়িত—পাদাগ্র ও পায়ের গোড়ালি দ্বারা সহসা সংনিরুদ্ধ।

নয় (নিয়ম)। রাগচরিত আস্তে আস্তে সমানভাবে শয্যা পাতিয়া আস্তে শুইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ অবিক্ষিপ্তভাবে প্রাসাদিক (সুন্দর) আকারে শয়ন করে। উঠাইলেও শীঘ্র উঠিয়া শঙ্কিতের ন্যায় আস্তে আস্তে প্রতিবচন দিয়া থাকে। দ্বেষচরিত তাড়াতাড়ি যেখানে সেখানে শয্যা পাতিয়া প্রক্ষিপ্তকায়ে ভ্রুকুটি করিয়া শুইয়া থাকে। উঠাইলে শীঘ্র উঠিয়া ক্রুদ্ধের ন্যায় প্রতিবচন দেয়। মোহচরিত বিরূপসন্নিবিষ্ট (এলোমেলো) শয্যা পাতিয়া বিক্ষিপ্তকায়ে বহুলভাবে অধোমুখে শয়ন করে। উঠাইলেও হুঙ্কার করিয়া আস্তে আস্তে উঠে। শ্রদ্ধাচরিতাদি যেহেতু রাগচরিতাদির স-ভাগ তাই তাহাদেরও সেইরূপ ঈর্য্যাপথ হইয়া থাকে। এইরূপে ঈর্য্যাপথ দ্বারা চর্য্যা সমূহ ব্যাখ্যা করা হয়।

কিচ্চাতি—কৃত্যসমূহ=কার্য্যসমূহ। সমার্জ্জনী আদি কৃত্যসমূহে রাগচরিত সুন্দররূপে সমার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া আস্তে আস্তে বালুকা না উড়াইয়া সিন্ধুবার-কুসুমাস্তরণের ন্যায় আস্তরণ করিতে করিতে শুদ্ধ ও সমানভাবে সমার্জ্জন করে। দ্বেষচরিত গাঢ়ভাবে সমার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া উভয়দিকে বালুকা উড়াইয়া কর্কশ শব্দে অশুদ্ধ ও বিসমভাবে সমার্জ্জন করে, মোহচরিত শিথিলভাবে সমার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধুলি ও ময়লা আলোড়ন পূর্ব্বক অশুদ্ধ ও বিসমভাবে সমার্জ্জনী করে। যথা সমার্জ্জনে, এইরূপ চীবর ধোওয়া, রংকরা ইত্যাদি সকল কৃত্যে (কর্ম্মে)। নিপুণ-মধুর-সমৎকৃত্যকারী রাগচরিত, গাঢ়শক্ত-বিসমকারী দ্বেষচরিত, অনিপুণ-ব্যাকুল-বিষমাপরিচ্ছিন্নকারী মোহচরিত। চীবরধারণ ও রাগচরিতের নাতি গাঢ় নাতি শিথিল, প্রাসাদিক ও পরিমণ্ডল; দ্বেষচরিতের অতি গাঢ় অপরিমণ্ডল; মোহচরিতের শিথিল ও পরিব্যাকুল। শ্রদ্ধাচরিতাদির তাহাদের অনুসারে বক্তব্য, তাহাদের স-ভাগ বলিয়া। এইরূপে কৃত্যতঃ চর্য্যাসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়।

ভোজনাদি—ভোজন দ্বারা—রাগচরিত স্নিগ্ধমধুরভোজনপ্রিয় হইয়া থাকে। ভোজনকালেও নাতি বৃহৎ পরিমণ্ডল (গোলাকার) গ্রাস (আলোপ) করিয়া নানা রস অনুভব করতঃ আস্তে আস্তে ভোজন করে, কোনরূপ স্বাদ পাইয়া সন্তোষ লাভ করে। দ্বেষচরিত রুক্ষাম্বিলভোজনপ্রিয় হইয়া থাকে। খাইবার সময় মুখপূর্ণ করিয়া আলোপ (গ্রাস) দিয়া অরস অনুভব করতঃ তাড়াতাড়ি ভোজন করে। কিছু স্বাদ পাইয়া দৌর্ম্মনস্য (অসন্তোষ) লাভ করে। মোহচরিত অনিয়ত রুচিক হয়, ভোজনকালে অপরিমণ্ডল (অগোলাকার)

ছোট গ্রাস করিয়া ভাজনে ছড়াইতে ছড়াইতে মুখে মাখিতে মাখিতে বিক্ষিপ্ত চিত্তে এটা সেটা বিতর্ক করিতে করিতে ভোজন করে। শ্রদ্ধাচরিতাদি তাহাদেরই অনুসারে জ্ঞাতব্য, তাহাদের স-ভাগহেতু। এইরূপে ভোজনতঃ চর্য্যা সমূহ ব্যাখ্যাত হয়।

দস্সনাদিতো—দর্শনাদি দ্বারা = রাগচরিত সামান্য মনোরম রূপ দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্তের মত অনেকক্ষণ অবলোকন করে। সামান্য গুণে আসক্ত হয়, ভূতদোষও গ্রহণ করে না। চলিয়া যাইবার সময় তাহা ছাড়িতে অনিচ্ছুক হইয়া আশা লইয়া চলিয়া যায়। দ্বেষচরিত সামান্য অমনোরম রূপ দেখিয়া ক্লান্তের মত হইয়া অধিকক্ষণ অবলোকন করে না। সামান্য দোষেও কষ্ট পায়, ভূত গুণও গ্রহণ করে না। যাইবার সময় ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া আশাহীনভাবে চলিয়া যায়। মোহচরিত যাহা কিছু রূপ দেখিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে; পরকে নিন্দা করিতে শুনিয়া নিন্দা করে, প্রশংসা করিতে শুনিয়া প্রশংসা করে, নিজে কিন্তু অজ্ঞানজনিত উপেক্ষায় উপেক্ষক হইয়া থাকে। এই নিয়ম শব্দ শ্রবণাদিতেও। শ্রদ্ধাচরিতাদি তাহাদেরই অনুসারে জ্ঞাতব্য, তাহাদের স-ভাগহেতু। এইরূপে দর্শনাদি দ্বারা চর্য্যাসমূহ বিভাবিত হয়।

ধম্মপ্পবত্তিতো = ধর্ম্মপ্রবর্ত্তি দ্বারা—রাগচরিতের মায়া, শঠতা, মান, পাপেচ্ছতা, অসন্তুষ্টিতা, শৃঙ্গ, (১), চাপল্য প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ বহুল প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বেষচরিতের ক্রোধ, উপনাহ (পরদোষ চিরকাল মনে রাখা), ম্রক্ষ (পরের গুণ নিজেতে আরোপণ), পলাস (পরের গুণ মুছিয়া ফেলার চেষ্টা), ইর্ষা, মাৎসর্য্য, প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ বহুল উৎপন্ন হয়। মোহচরিতের স্ত্যান (অলসতা), মিদ্ধ (নিদ্রালুতা), ঔদ্ধত্য, কুকৃত্য (অনুতাপ), বিচিকিৎসা (সন্দেহ), আদানগ্রাহিতা (অজ্ঞানতা বশতঃ দৃঢ়গ্রাহিতা), দুঃপ্রতিনিসর্জ্জনতা (দুঃপরিত্যাগতা = অজ্ঞানতা বশতঃ দৃঢ়গৃহীতের পরিত্যাগ) প্রভৃতি। শ্রদ্ধাচরিতের মুক্তত্যাগতা (দানশীলতা), আর্য্যগণের দর্শনেচ্ছা, সদ্ধর্ম্মশ্রবণেচ্ছা, প্রামোদ্যবহুলতা, অসংস্পৃষ্টতা, অমায়াবিতা, প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ, ইত্যাদি। বুদ্ধিচরিতের বাধ্যতা, কল্যাণমিত্রতা; ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, স্মৃতি সাম্প্রজন্য,

(১) শৃঙ্গ—সিঙ্গং—বিদ্ধকরণার্থে শৃঙ্গ, শৃঙ্গরতা নাগরিক ভাব-সংখ্যাত ক্লেশ শৃঙ্গ।

জাগর্য্যানুযোগ (১), সংবেগ পাইবার স্থানে সংবেগ, সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ব্যায়াম। বিতর্ক চরিতের ভাষ্য বহুলতা (বাচালতা), গণারামতা (২।৪ জনের সহিত একত্র হইয়া আলাপের সুখ), কুশলানুযোগে অরতি, অনবস্থিত-চিত্ততা, রাত্রিতে ধূমায়ন, (এটা ওটা করিব বলিয়া রাত্রিতে চিন্তন), দিবা প্রজ্বলন (দিনের বেলায় রাত্রিতে চিন্তিত বিষয় কার্য্যে অনুষ্ঠান), ইতস্ততঃ ধাবন (নানাবলম্বনে মনের গমন), ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ বহুল প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তি হইতে চর্য্যাসমূহ বিভাবিত হয়।

যেহেতু এই চর্য্যাবিভাবন-বিধান সর্ব্বাকারে (সর্ব্বপ্রকারে) পালিতে আগত নহে, অট্‌ঠকথায় ও আগত নহে, কেবল আচার্য্য মতানুসারেন উক্ত। সেই কারণে তাহা সার বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ রাগচরিতের যে সকল ইর্য্যা-পথাদি উক্ত দ্বেষচরিতাদি, অপ্রমাদ বিহারিগণও করিতে সমর্থ। সংসৃষ্টচরিত এক পুদ্‌গলের ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ইর্য্যাপথাদি হয় না। অট্‌ঠকথাসমূহে চর্য্যাবিভাবন-বিধান যেভাবে উক্ত তাহাই সার বলিয়া গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা উক্ত হইয়াছে—চিত্তের দ্বারা চিত্ত পরিজ্ঞানন-জ্ঞানলাভী আচার্য্য চর্য্যা জানিয়া কর্ম্মস্থান বলিবেন। অপরের অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। তাই চিত্তের দ্বারা চিত্ত পরিজ্ঞানন-জ্ঞান দ্বারা বা সেই পুদ্‌গলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হইবে যে এই পুদ্‌গল রাগচরিত, এই পুদ্‌গল দ্বেষাদির অন্যতর-চরিত।

কোন্ চরিত পুদ্‌গলের কি স-প্রায় ?

অত্র প্রথমতঃ রাগচরিতের শয়নাসন অধৌতবেদিক-ভূমিস্থ, অকৃতপ্রাগ্‌ভার-তৃণ-কুটী (২) ও পর্ণশালাদির অন্যতর রজাকীর্ণ, ক্ষুদ্র বাদুড় পরিপূর্ণ, ছিন্নভিন্ন, অতি উচ্চ, অতি নীচ, উজ্জঙ্গল (রুক্ষ, নিত্যসর ও ছায়োদক রহিত), সাশঙ্ক, অশুচি, বিষমমার্গ, মত্র মঞ্চপীঠ ছারপোকাপূর্ণ, বিরূপ, দুর্ব্বর্ণ যাহা দেখিলেই ঘৃণা উৎপন্ন হয় তাদৃশ স-প্রায় (উপকারী)। পরিধান করিবার ও গায়ে দিবার বস্ত্র মধ্যে ছিন্ন, ঝুলিয়াপড়া সূত্রের দ্বারা আকীর্ণ, জালপূবসদৃশ (জালের আকারে প্রস্তুত পিষ্টকসদৃশ), পর্দ্দার ন্যায় কর্কশস্পর্শ, ক্লিষ্ট, ভারী

(১) জাগর্য্যানুযোগ—জাগরিয়ানুযোগ—আলস্যত্যাগ পূর্ব্বক জাগরিত থাকিয়া 'যোগ' করণ।

(২) অকৃত প্রাগ্‌ভার—অকতপব্ভার—একদিকে অবনত পর্ব্বত পাদের অধোভাগ, যাহার ভিত্তি বা ভূমির পরিকর্ম্ম কৃত হয় নাই।

ও যাহা কষ্টে বহন করা যায় তাহাই স-প্রায়। পাত্রও দুর্ব্বর্ণ মৃত্তিকাপাত্র, পেরেক মারা ও গাঁটযুক্ত লৌহপাত্র, ভারী কদাকার, মানুষের মাথার খুলির ন্যায় ঘৃণ্য হওয়াই উচিত। ভিক্ষাচারমার্গ ও অমনাপ, অনাসন্নগ্রাম, ও বিষম হওয়া উচিত। ভিক্ষাচারগ্রাম ও যেখানে মানুষেরা দেখিয়া না দেখার মত বিচরণ করে, যত্র এককুলেও ভিক্ষা না পাইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া "ভন্তে, আসুন, বলিয়া আসনশালায় প্রবেশ করাইয়া যাউভাত দিয়া যাইতে, যথা গাভী ব্রজে প্রবেশ করাইয়া যাইবার সময় ফিরিয়া না দেখিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ ফেলিয়া যায়, তাদৃশ হওয়া উচিত। প্রতিবেশী লোক, দাস বা দাসী বা কর্ম্মচারিগণ দুর্ব্বর্ণ বিশ্রী, ক্লিষ্টবস্ত্র পরিহিত, দুর্গন্ধ ও ঘৃণ্য, যাহারা অনিচ্ছায় যাউভাত ফেলিয়া দেওয়ার মত পরিবেশন করে, তাদৃশ হিতকর। যাউভাত খাদ্যও রুক্ষ, দুর্ব্বর্ণ, সামাক-কুদ্রসক-কণাজকাদিময়, পঁচাতক্র, বাসী যাউ, জীর্ণশাক ও সুপ ইহাদের যাহা কিছু কেবল মাত্র উদর পূরণের জন্য (গ্রহণ উচিত)। ইহার ঈর্য্যাপথও দাঁড়ান বা চংক্রমণই উপযুক্ত। আলম্বন নীলাদি বর্ণসমূহের যাহা কিছু অপরিশুদ্ধ তাহাই রাগচরিতের স-প্রায়।

দ্বেষচরিতের শয়নাসন—নাতি উচ্চ, নাতি নীচ, ছায়া-উদক-সম্পন্ন, সুবিভক্ত ভিত্তি-স্তম্ভ সোপান, সুপরিনিষ্ঠিত-মালাকর্ম্ম-লতাকর্ম্ম-নানাবিধ চিত্রকর্ম্মে-সমুজ্জল-সমস্নিগ্ধ-মৃদুভূমিতল, ব্রহ্মবিমানসদৃশ কুসুমদাম-বিচিত্রবর্ণ-চেলবিতান-সমলঙ্কার, সুপ্রজ্ঞাপ্ত-শুচিমনোরমাস্তরণ-মঞ্চপীঠ, তত্র তত্র বাসার্থ নিক্ষিপ্ত কুসুমবাসগন্ধ-সুগন্ধ, যাহা দর্শনমাত্রে প্রীতিপ্রামোদ্য জন্মায় এইরূপ স-প্রায় (হিতকর)। তাহার শয়নাসনের মার্গ ও সর্ব্বকষ্টবিনির্মুক্ত, শুচি, সমতল ও অলঙ্কার প্রতিযুক্ত হওয়া উচিত। শয়নাসনের সরঞ্জামও অত্র পোকা-ছারপোকা-সর্প-মুষিকাদির নিশ্রয় ছেদনার্থ নাতিবহুক এক মঞ্চপীঠই হওয়া উচিত। নিবাসনপারুপন (পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র) ও ইহার চীনপট্ট-সোমারপট্ট-কোসেয্য কার্পাসিক-সূক্ষ্ম ক্ষোমাদির যাহা যাহা প্রণীত (শ্রেষ্ঠ) তাহাদ্বারা একপট্ট বা দুইপট্ট সল্লযুক ও শ্রমণসারূপ্য সুরক্ত এবং শুদ্ধবর্ণ হওয়া উচিত। পাত্র উদক-বুদ্বুদের মত সুন্দরাকৃতিবিশিষ্ট, মণির মত সুমৃষ্ট, নির্ম্মল, শ্রমণসারূপ্য সুপরিশুদ্ধ-বর্ণ লৌহময় হউয়া উচিত। ভিক্ষাচারমার্গও পরিশ্রয়-বিনির্মুক্ত সম মনাপ নাতিদূর নাত্যাসন্ন গ্রাম হওয়া উচিত। ভিক্ষাচার গ্রামও যত্র মানুষেরা "ইদানীং আর্য্য আগমন করিবেন বলিয়া সিক্ত-সমৃষ্ট প্রদেশে আসন পাতিয়া প্রত্যুদগমন

পূর্ব্বক ঘরে প্রবেশ করাইয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসায় এবং সৎকৃত্য (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) নিজহস্তে পরিবেশন করে, তাদৃশ হওয়া উচিত। ইহার প্রতিবেশীরাও অভিরূপ, প্রাসাদিক, সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, ধূমবাস-কুসুমগন্ধ-সুরভিত, নানাবিরাগশুচিমনোজ্ঞ-বস্ত্রাভরণ প্রতিমণ্ডিত, সৎকৃত্যকারী হইলে স-প্রায়। যাউভাতখাদ্যও বর্ণগন্ধ রসসম্পন্ন, ওজবন্ত, মনোরম, সর্ব্বাকারে প্রণীত ও আবশ্যক মত হওয়া উচিত। ঈর্য্যাপথও শয়ন বা উপবেশন উপযুক্ত। নীলাদি বর্ণসমূহের যাহা কিছু সুপরিশুদ্ধবর্ণ তাহাই দ্বেষ চরিতের স-প্রায় (উপকারী)।

মোহচরিতের শয়নাসন খোলা যায়গায় বাধাহীন হওয়া উচিত, যেখানে বসিলে বিবৃত দিশাসমূহ দেখা যায়। ঈর্য্যাপথ সমূহের মধ্যে চংক্রমণ প্রশস্ত। ইহার আলম্বনও পরিত্র সুপ্যমাত্র বা শরাবমাত্র ক্ষুদ্র হওয়া উচিত নহে। সম্বাধ অবকাশে চিত্ত আরও সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। তাই বিপুল মহাকৃৎস্ন উপযোগী। অবশিষ্ট দ্বেষচরিতের স-প্রায়ে যাহা বলা হইয়াছে তৎসদৃশ। শ্রদ্ধাচরিতের দ্বেষচরিতের উক্তবিধান সমস্তই স-প্রায়। আলম্বনের মধ্যে ইহায় অনুস্মৃতি-স্থানও উপযুক্ত। বুদ্ধি-চরিতের শয়নাসনাদির মধ্যে "ইহা স-প্রায়" বলিয়া কিছু ঠিক নাই। বিতর্কচরিতের শয়নাসন খোলাযায়গায় যেখানে বসিলে আরাম-বন-পুষ্করিণী ও রমণীয় স্থান সমূহ, গ্রাম, নিগম, জনপদ একটীর পর একটী ও নীল বর্ণ পর্ব্বত সমূহ দেখা যায়, এমন হওয়া উচিত নহে। তাহা বিতর্কবিধানেরই হেতু হইয়া থাকে। সেই কারণে তাহার গম্ভীর দরীমুখে (গুহায়) বনপ্রতিচ্ছন্ন স্থানে হস্তীকুক্ষিপ্রাগ্‌ভার ও মহিন্দগুহাসদৃশ শয়নাসনে বাসকরা কর্ত্তব্য। ইহার আলম্বনও বিপুল হওয়া উচিত নহে। তাদৃশ (আবলম্বন) বিতর্কবশে সন্ধাবনের হেতু হইয়া থাকে, তাই ছোট হওয়া উচিত। অবশেষ রাগচরিতে উক্ত সদৃশ। ইহা বিতর্ক চরিতের স-প্রায়। ইহা "অত্তনো চরিয়ানুকুলং" এই বাক্যে আগত চর্য্যা সমূহের প্রভেদ নিদান-বিভাবন-স-প্রায়-পরিচ্ছেদতঃ বিস্তার। কিন্তু চর্য্যানুকুল কর্ম্মস্থান সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশ করা হইল না, তাহা অনন্তর মাতৃকাপদের বিস্তারে আপনিই আসিবে।

তদ্ধেতু যে বলা হইয়াছে—"চত্বারিংশ কর্ম্মস্থানসমূহের অন্যতর কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া", অত্র 'সংখ্যা নির্দ্দেশতঃ, উপচার-অর্পণাবহতঃ, ধ্যানপ্রভেদতঃ, সমতিক্রমতঃ, বর্দ্ধনাবর্দ্ধনতঃ, আলম্বনতঃ, ভূমিতঃ, গ্রহণতঃ, প্রত্যয়তঃ ও চর্য্যানুকলতঃ এই দশ প্রকারে কর্ম্মস্থান-বিনিশ্চয় বিদিতব্য।

চত্বারিংশ কর্ম্মস্থান।

তত্র সঙ্খ্যা নির্দ্দেশতঃ চত্বারিংশ কর্ম্মস্থানে ইহা উক্তঃ—দশকৃৎস্ন, দশ অশুভ, দশ অনুস্মৃতি, চারিব্রহ্মবিহার, চারি আরূপ্য, এক সংজ্ঞা, এক ব্যবস্থান।

তত্র পৃথিবীকৃৎস্ন, আপকৃৎস্ন, তেজকৃৎস্ন, বায়ুকৃৎস্ন, নীলকৃৎস্ন, পীতকৃৎস্ন, লোহিতকৃৎস্ন, অবদাতকৃৎস্ন, আলোককৃৎস্ন ও পরিচ্ছিন্ন আকাশকৃৎস্ন, এই দশ কৃৎস্ন।

উদ্ধমিতক, বিনীলক, বিপুব্বক, বিচ্ছিদ্রক, বিখাদিতক, বিক্ষিপ্তক, হতবিক্ষিপ্তক, লোহিতক, পুলুবক ও অস্থিক এই দশ অশুভ।

বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতাস্মৃতি, আনপানস্মৃতি ও উপশমানুস্মৃতি এই দশ অনুস্মৃতি।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারি ব্রহ্মবিহার।

আকাশানন্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন, অকিঞ্চণ্যায়তন ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, এই চারি আরূপ্য।

আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা এক সংজ্ঞা।

চারি ধাতুব্যবস্থান এক ব্যবস্থান।

এইরূপে সংখ্যা নির্দ্দেশতঃ বিনিশ্চয় জ্ঞাতব্য।

উপচারপ্পনাবহতো—উপচারর্পণাবহতঃ—কায়গতাস্মৃতি ও আনাপানস্মৃতি ব্যতীত অবশিষ্ট অষ্ট অনুস্মৃতি, আহারে প্রতিকুল সংজ্ঞা, চারি ধাতুব্যবস্থান এই সকল দশ কর্ম্মস্থান উপচারাবহ, অবশিষ্ট (কর্ম্মস্থান) অর্পণাবহ। এইরূপে উপচারার্পণাবহতঃ।

ঝানপভেদতো—ধ্যানপ্রভেদতঃ—অর্পণাবহ কর্ম্মস্থানের মধ্যে আনাপান স্মৃতির সহিত দশ কৃৎস্ন চতুর্থধ্যানিক হইয়া থাকে। কায়গতাস্মৃতির সহিত দশ অশুভ প্রথমধ্যানিক। প্রথম তিন ব্রহ্মবিহার ত্রিকধ্যানিক। চতুর্থব্রহ্মবিহার ও চারি আরূপ্য চতুর্থ ধ্যানিক। এইরূপে ধ্যানপ্রভেদতঃ।

সমতিক্কমতো—সমতিক্রমতঃ—দুই সমতিক্রম, অঙ্গসমতিক্রম এবং আলম্বন সমতিক্রম।

তত্র সকল ত্রিক-চতুষ্কধ্যানিক কর্ম্মস্থান সমূহে অঙ্গসমতিক্রম হইয়া থাকে। কারণ বিতর্ক বিচারাদি ধ্যানাঙ্গ সমতিক্রম করিয়া সেই সকল আলম্বনে দ্বিতীয়-ধ্যানাদি প্রাপ্তব্য। তথা চতুর্থ ব্রহ্মবিহারে। তাহাও মৈত্রী আদির আলম্বনে সৌমনস্য সমতিক্রম করিয়া প্রাপ্তব্য বলিয়া। চারি আরূপ্যেও আলম্বন সমতিক্রম হইয়া থাকে। পূর্ব্ব নবকৃৎস্ন সমূহের অন্যতর সমতিক্রম করিয়া আকাশানন্ত্যায়তন প্রাপ্তব্য। আকাশাদি সমতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানানন্ত্যা-য়তনাদি। শেষ গুলিতে সমতিক্রম নাই। এইরূপে সমতিক্রমতঃ।

বড্ঢনাবড্ঢনাতো—বর্দ্ধনাবর্দ্ধনতঃ—এই চত্বারিংশ কর্ম্মস্থানের মধ্যে দশকৃৎস্ন বর্দ্ধনকরা উচিত নহে। যতদূর অবকাশ (স্থান) কৃৎস্ন দ্বারা স্ফুরণ (আবৃত) করে, তদভ্যন্তরে দিব্য শ্রোত্রধাতু দ্বারা শব্দ শুনিতে, দিব্য চক্ষু দ্বারা রূপ সমূহ দেখিতে, পরসত্ত্ব সমূহের চিত্ত নিজ চিত্তদ্বারা জানিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কায়গতাস্মৃতি এবং অশুভ সমূহও বাড়ান উচিত নহে। কি কারণে? অবকাশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও আনি-সংশাভাব হেতু। তাহাদের পরিচ্ছিন্নতা ভাবনানয়ে ব্যাখ্যাত হইবে। তাহাদের বাড়াইলে কুণপ (মৃত) রাশি বর্দ্ধিত হইবে, কোনও ফল নাই। 'সোপাক-প্রশ্ন-ব্যাকরণে' ইহা বলা হইয়াছে:—হে ভগবান, রূপসংজ্ঞা বিভূতা, অবিভূতা অস্থিক-সংজ্ঞা। তত্র নিমিত্ত-বর্দ্ধন বশে রূপসংজ্ঞা বিভূতা বলিয়া উক্ত। অস্থিক-সংজ্ঞা অবর্দ্ধন বশে অবিভূতা। এই যে বলা হইয়াছে "কেবল অস্থিক-সংজ্ঞায় পৃথিবী স্ফুরণ করিয়াছিলাম (পূর্ণ করিয়াছিলাম) বলা হইয়াছে, তাহা অস্থিসংজ্ঞালাভীর আপনা আপনি উপাস্থানাকার বশে উক্ত। যথা ধর্ম্মাশোক কালে করবীকশকুন চারিদিকে আদর্শ-ভিত্তিতে নিজেরা ছায়া দেখিয়া সর্ব্বদিকে করবীকসংজ্ঞী হইয়া মধুর শব্দ করিতেছিল, এইরূপ স্থবিরও অস্থিক-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সকলদিকে উপস্থিত নিমিত্ত দেখিয়া সমস্ত পৃথিবী অস্থিতে ভরা মনে করিয়াছিলেন। যদি তাই হয় তবে অশুভ ধ্যান গুলির যে অপ্রমাণালম্বন উক্ত তাহা বিরুদ্ধ হয় কি? না, তাহা বিরুদ্ধ হয় না। কেহ কেহ উদ্ধমিতক বা অস্থিক ভাবনায় বৃহৎ (মহন্ত) নিমিত্ত গ্রহণ করে, কেহ কেহ অল্পক (নিমিত্ত গ্রহণ করে)। এই পর্য্যায়ে কাহারও পরিত্রালম্বন ধ্যান হইয়া থাকে, কাহারও অপ্রমাণালম্বন। যেই বা ইহার বর্দ্ধনে আদীনব না দেখিয়া বাড়াইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে অপ্রমাণালম্বন বলিয়া

বলা হইয়াছে। আনিসংশাভাব বশতঃও বাড়ান উচিত নহে। যথা এই সকল, এইরূপ শেষ-অশুভসমূহও বাড়ান উচিত নহে। কেন? তাহাদের মধ্যে আনাপান নিমিত্ত বাড়াইলে বায়ুরাশিই বাড়ে, আকাশের পরিচ্ছিন্নত্বহেতু বাড়ান উচিত নহে। ব্রহ্মবিহার সমূহ সত্ত্বালম্বন বিশিষ্ট। তাহাদের নিমিত্ত বাড়াইলে সত্ত্বরাশিই বাড়ে। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। তাই সে সকলও বাড়ান উচিত নহে।

আরূপ্যালম্বনের মধ্যে আকাশ-কৃৎস্ন উদ্‌ঘাটী মাত্র। তাহা কৃৎস্নাপগম বশেই মনসি করা কর্ত্তব্য। তারপর বাড়াইলে কিছু হয় না। বিজ্ঞান স্বভাবধর্ম্ম মাত্র। স্বভাবধর্ম্মকে বাড়ান যায় না। বিজ্ঞানাপগম বিজ্ঞানের অভাব মাত্র। নৈবসংজ্ঞানাসজ্ঞায়তনাবলম্বন স্বভাবধর্ম্ম মাত্রই, বাড়ান উচিত নহে। শেষগুলি অনিমিত্ত হেতু (বাড়ান উচিত নহে)। প্রতিভাগ নিমিত্ত ও বর্দ্ধন কর্ত্তব্য হইতে পারে। বুদ্ধানুস্মৃতি ইত্যাদির প্রতিভাগ-নিমিত্ত ও আলম্বন হইয়া থাকে, তাই তাহা বর্দ্ধন করিবে না। এইরূপ বর্দ্ধনাবর্দ্ধন ভাবে।

আরম্মণতঃ—চত্তারিংশ কর্ম্মস্থানের মধ্যে দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, আনাপান-স্মৃতি, কায়গতাস্মৃতি এই দ্বাবিংশতি কর্ম্মস্থানের প্রতিভাগ নিমিত্তালম্বন, অবশিষ্টের প্রতিভাগ নিমিত্তালম্বন নাই। তথা দশ অনুস্মৃতির মধ্যে আনাপান স্মৃতি ও কায়গতা স্মৃতি ব্যতীত অবশিষ্ট অষ্ট অনুস্মৃতি. আহারে প্রতিকুল সংজ্ঞা, চারিধাতু ব্যবস্থান, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন ও নৈবসংজ্ঞানাসজ্ঞায়তন এই দ্বাদশ কর্ম্মস্থানের স্বভাবধর্ম্ম আলম্বন। দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, আনাপানস্মৃতি, কায়গতাস্মৃতি এই দ্বাবিংশতির নিমিত্ত আলম্বন। অবশিষ্ট ছয় কর্ম্মস্থানের বক্তব্য আলম্বন নাই। তথা বিপূর্ব্বক, লোহিতক, পুলবক, আনাপানস্মৃতি, আপকৃৎস্ন, তেজকৃৎস্ন, বায়ুকৃৎস্ন আর আলোককৃৎস্নের মধ্যে সূর্য্যাদির অবভাস-মণ্ডলালম্বন এই অষ্ট চলিতালম্বন। তাহাও পূর্ব্বভাগে। প্রতিভাগ সন্নিষিণ্ণ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট চলিতালম্বন নহে। এইরূপে আলম্বনতঃ।

ভূমিতোতি—অত্র দশ অশুভ, কায়গতা-স্মৃতি, আহারে প্রতিকুল সংজ্ঞা, এই দ্বাদশ (কর্ম্মস্থান) দেবলোকে প্রবর্ত্তিত হয় না। সেই দ্বাদশ ও আনাপানস্মৃতি এই তেরটী ব্রহ্মলোকে প্রবর্ত্তিত হয় না। অরূপভবে চারি আরূপ্য ব্যতীত অন্য (কর্ম্মস্থান) প্রবর্ত্তিত হয় না। মনুষ্যলোকে সমস্তই প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে ভূমিতঃ।

গহণতো—গ্রহণতঃ—দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, ও শ্রুত গ্রহণ দ্বারাও অত্র বিনিশ্চয় বক্তব্য। তত্র বায়ুকৃৎস্ন ব্যতীত অবশেষ নয় কৃৎস্ন, দশ অশুভ, এই একোন বিংশতি দেখিয়া গ্রহণ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ পূর্ব্বভাগে চক্ষুদ্বারা অবলোকন করিয়া ইহাদের নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। কায়গতাস্মৃতিতে ত্বকপঞ্চক দেখিয়া, অবশিষ্ট শুনিয়া, এইরূপে তাহার আলম্বন দৃষ্ট ও শ্রুত বশে গ্রহণ কর্ত্তব্য। আনাপানস্মৃতি স্পর্শ দ্বারা, বায়ুকৃৎস্ন দৃষ্টি ও স্পর্শ দ্বারা, শেষ আঠার শ্রুতি দ্বারা গ্রহণ কর্ত্তব্য। উপেক্ষাব্রহ্মবিহার ও চারি আরূপ্য আদিকর্ম্মিকের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। শেষ পঞ্চত্রিংশ গ্রহণ কর্ত্তব্য। এইরূপে গ্রহণতঃ।

পচ্চয়তোতি—প্রত্যয়তঃ—এই সকল কর্ম্মস্থানের মধ্যে আকাশ কৃৎস্ন ব্যতীত শেষ নব কৃৎস্ন আরূপ্য সমূহের প্রত্যয় হইয়া থাকে। দশ কৃৎস্ন অভিজ্ঞা সমূহের, প্রথম তিন ব্রহ্মবিহার চতুর্থ ব্রহ্মবিহারের, নীচের আরূপ্য উপরের আরূপ্যের, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নিরোধসমাপত্তির ও সকল সুখবিহার-বিদর্শনা ভবসম্পত্তি সমূহের প্রত্যয় হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যয়তঃ।

চারিয়ানুকুলতোতি—চর্য্যাসমূহের অনুকূলতঃ ও অত্র বিনিশ্চয় বক্তব্য। যেমন ঃ—প্রথমতঃ রাগচরিতের দশ অশুভ ও কায়গতাস্মৃতি এই একাদশ কর্ম্মস্থান অনুকুল। দ্বেষচরিতের চারি ব্রহ্মবিহার, চারিবর্ণকৃৎস্ন এই অষ্ট। মোহচরিতের ও বিতর্কচরিতের এক আনাপানস্মৃতি কর্ম্মস্থানই অনুকুল। শ্রদ্ধাচরিতের প্রথম ছয় অনুস্মৃতি, বুদ্ধিচরিতের মরণস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, চারিধাতু ব্যবস্থান, আহারে প্রতিকুল সংজ্ঞা এই চারি কর্ম্মস্থান অনুকুল। শেষ কৃৎস্ন সমূহ ও চারি আরূপ্য সর্ব্বচরিতের অনুকুল। কৃৎস্ন সমূহের যাহা কিছু পরিত্র (ক্ষুদ্র) তাহা বিতর্ক চরিতের, যাহা কিছু অপ্রমাণ তাহা মোহ চরিতের অনুকুল। এইরূপে অত্র চর্য্যানুকুলতঃ বিনিশ্চয় জ্ঞাতব্য। এই সমস্ত ঋজু ও বিপরীত ভাবে, (সপক্ষ ও বিপক্ষ ভাবে) এবং অতি-স-প্রায় বশে উক্ত। রাগাদির অবিক্ষম্ভিকা অথবা শ্রদ্ধাদির অনুপকারী কুশল ভাবনা নাই। 'মেঘিয়সুত্তে' বলা হইয়াছে—চারিধর্ম্ম অধিক ভাবনা করা উচিত—রাগ প্রহাণের জন্য অশুভ ভাবনা কর্ত্তব্য, ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য মৈত্রী ভাবনা কর্ত্তব্য, বিতর্ক উপচ্ছেদ করিবার জন্য আনাপানস্মৃতি ভাবনা কর্ত্তব্য, 'অস্মিমান' প্রহাণের জন্য অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা কর্ত্তব্য। 'রাহুলসুত্তে' ও—হে রাহুল, মৈত্রী ভাবনা ভাব আদি নয়ে একের সপ্ত কর্ম্মস্থান উক্ত। তাই

বচনমাত্রে অভিনিবেশ না করিয়া সর্ব্বত্র অভিপ্রায় (অর্থ) পর্য্যেষণ কর্ত্তব্য। ইহাই "কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া" এই বাক্যের কর্ম্মস্থান কথার বিনিশ্চয় (বিচার)।

গহেত্বাতি—গ্রহণ করিয়া এই পদের এই অর্থ পরিদীপনা। "সেই যোগী কর্ত্তৃক কর্ম্মস্থানদায়ক কল্যাণ মিত্রের নিকট গিয়া" এই বাক্যে উক্তনয়েই উক্ত প্রকার কল্যাণ মিত্রের নিকট গিয়া ভগবান বুদ্ধকে বা আচার্য্যকে নিজকে সমর্পণ করিয়া অধ্যাশয় সম্পন্ন ও অধিমুক্তিসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মস্থান যাচ্ঞা কর্ত্তব্য।

তত্র "হে ভগবান্, এই আত্মভাব (শরীর) আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছি" এই বলিয়া ভগবান বুদ্ধকে আত্মসমর্পণ কর্ত্তব্য। এইরূপ সমর্পণ না করিয়া আরণ্যক শয়নাসনে বিহার করিতে করিতে ভৈরব আলম্বন পথে আসিলে সহ্য করিতে (সংস্তম্ভন করিতে) অসমর্থ হইয়া, গ্রামান্তে বিচরণ পূর্ব্বক গৃহীগণের সংসর্গে অননুরূপ এষণা অবলম্বন করিয়া অনয়ব্যসন প্রাপ্ত হইতে পারে। যিনি আত্মভাব (শরীর) সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার ভৈরব আলম্বন পথে আগতেও ভয় উৎপন্ন হয় না।

"হে পণ্ডিত, পূর্ব্বেই তোমা কর্ত্তৃক (আত্ম) নিজ বুদ্ধগণকে সমর্পিত হইয়াছে" এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে ইহার সৌমনস্যই (সন্তোষ) উৎপন্ন হয়। যথা কোন পুরুষের একখানি উত্তম কাশিক বস্ত্র আছে। তাহা মূষিক বা কীটে খাইলে তাহার দৌর্ম্মনস্য (দুঃখ) উৎপন্ন হয়। যদি তাহা চীবরহীন ভিক্ষুকে দান করা যায় এবং সেই ভিক্ষু কর্ত্তৃক তাহা খণ্ড খণ্ড করিতে দেখে তবে সৌমনস্যই উৎপন্ন হয়। এইরূপে এই সম্পদ জ্ঞাতব্য।

আচার্য্যকে সমর্পণ করিবার সময় "ভন্তে আমি এই আত্মভাব (শরীর) আপনাকে পরিত্যাগ (সম্প্রদান) করিতেছি" বলিয়া বক্তব্য। এইরূপে অপরিত্যক্তাত্মভাব অতর্জ্জনীয় হইয়া থাকে, অবাধ্য, উপদেশ অপ্রতিপালক, যথেচ্ছা গমনকারী, আচার্য্যকে না জিজ্ঞাসা করিয়া যত্র ইচ্ছা করে তত্র গমনকারী। এইরূপ ব্যক্তিকে আচার্য্য আমিষ বা ধর্ম্মদ্বারা সংগ্রহ (উপকার) করে না, গূঢ়গ্রন্থ শিক্ষা দেয় না। সেও দ্বিবিধ সংগ্রহ (উপকার) না পাইয়া শাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, অচিরে দুঃশীল্য বা গৃহীভাব পাইয়া থাকে। সমর্পিতাত্মভাব (সমর্পিতাত্ম ব্যক্তি) অতর্জ্জনীয় বা যথেচ্ছা গমনকারী হয় না, সুবাধ্য, ও আচার্য্যায়ত্তবৃত্তিই হইয়া থাকে। সেই আচার্য্য হইতে দ্বিবিধ সংগ্রহ (উপকার) প্রাপ্ত হইয়া চুলপিণ্ডপাতিক তিস্সথেরের অন্তেবাসীর ন্যায়

প্রাপ্ত হয়। শাসনে বৃদ্ধি, বিরূঢ়ি, ও বৈপুল্য। স্থবিরের নিকট তিন ভিক্ষু আসিয়াছিল। তাহাদের একজন "ভন্তে, যদি বলেন আমি আপনার জন্য তবে শতপুরুষগভীর প্রপাতে পড়িতে উৎসাহ করিব" বলিয়া বলিল। দ্বিতীয় বলিল "ভন্তে যদি বলেন, আমি, আপনার জন্য এই শরীর পায়ের গোড়ালী হইতে পাষাণপৃষ্ঠে ঘষিয়া নিরবশেষ ক্ষয় করিতে উৎসাহ করিব।" তৃতীয় বলিল "আমি ভন্তে, আপনার জন্য বলিলে আশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া কালক্রিয়া (মৃত্যু) করিতে উৎসাহ করিব।" স্থবির এই ভিক্ষুরা উপযুক্ত ভাবিয়া কর্ম্মস্থান কহিলেন। তাহারা তিনি জনেই তাঁহার উপদেশে থাকিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আত্মসমর্পণে এই আনিসংশ। তাই বলা হইয়াছে—"বুদ্ধস্স বা ভগবতো আচরিয়স্স বা অত্তানং নিয়াতেত্বাতি"—ভগবান বুদ্ধকে বা আচার্য্যকে আত্মসমর্পণ করিয়া।

সম্পন্নজ্ঝাসয়েন সম্পন্নাধিমুত্তিনা চ হুত্বা—সম্পন্নাধ্যাশয় ও সম্পন্নাধিমুক্ত হইয়া—অত্র সেই যোগীর অলোভাদি বশে ছয় প্রকারে সম্পন্নাধ্যাশয় হওয়া উচিত। এইরূপে সম্পন্নাধ্যাশয় (যোগী) তিন প্রকার বোধির অন্যতর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা বলা হইয়াছে—ছয় অধ্যাশয় বোধিসত্ত্বগণের বোধি পরিপাকের কারণ হইয়া থাকে। বোধিসত্ত্বগণ অলোভাধ্যাশয় ও লোভে দোষদর্শী, বোধিসত্ত্বগণ অদ্বেষাধ্যাশয় ও দ্বেষে দোষদর্শী, বোধিসত্ত্বগণ অমোহাধ্যাশয় ও মোহে দোষদর্শী, বোধিসত্ত্বগণ নৈষ্ক্রম্যাধ্যাশয় (প্রব্রজ্যাধ্যাশয়) ও ঘরাবাসে দোষদর্শী, বোধিসত্ত্বগণ প্রবিবেকাধ্যাশয় ও সঙ্গনিকায় দোষদর্শী, বোধিসত্ত্বগণ নিঃসরণাধ্যাশয় ও সর্ব্বভবগতিতে দোষদর্শী। যে কেহ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্ন স্রোতাপন্ন-সকৃদাগামী-অনাগামী-ক্ষীণাশ্রব-প্রত্যেকবুদ্ধ-সম্যক সম্বুদ্ধ তাঁহারা সকলেই এই ছয় প্রকারে নিজ নিজ প্রাপ্তব্য বিশেষ প্রাপ্ত [হইয়াছেন]। তাই এই ছয় প্রকারে সম্পন্নাধ্যাশয় হওয়া কর্ত্তব্য।

তদধিমুক্ততা দ্বারা অধিমুক্তিসম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। সমাধিঅধিমুক্ত, সমাধি-গুরুক, সমাধিপ্রাগ্‌ভার, নির্ব্বাণগুরুক ও নির্ব্বাণপ্রাগ্‌ভার হওয়া কর্ত্তব্য এই অর্থ। এইরূপ সম্পন্নধ্যাশয়াধিমুক্তিসম্পন্ন কর্ম্মস্থান প্রার্থনা করিলে চিত্তপর্য্যায় জ্ঞানলাভী আচার্য্য কর্ত্তৃক চিত্তাচার অবলোকন করিয়া চর্য্যা জ্ঞাতব্য।

অপরের তুমি কি চরিত হও? কোন্ কোন্ ধর্ম্ম তোমার বহুল উৎপন্ন হয়? কি মনসি করিলে তোমার সুবিধা হয়? কোন্ কর্ম্মস্থানে

তোমার চিত্ত নমিত হয়? ইত্যাদি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা উচিত। এইরূপে জানিয়া চর্য্যানুকুল কর্ম্মস্থান বলা উচিত। স্বভাবতঃ উদ্গৃহীত কর্ম্মস্থান (নিজে নিজে শিখা কর্ম্মস্থান) এক বা দুই বৈঠকে আবৃত্তি করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নিকটে বাসকারীকে আগতাগতক্ষণে বলা উচিত। উদ্‌গ্রহণ করিয়া (শিখিয়া) অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুককে নাতি সংক্ষিপ্ত, নাতি বিস্তারিত করিয়া বলা উচিত।

তত্র প্রথম পৃথিবীকৃৎস্ন বলিবার সময় কৃৎস্নের চারি দোষ, কৃৎস্নকরণ, কৃতের ভাবনা নয় (ক্রম), দ্বিবিধ নিমিত্ত, দ্বিবিধ সমাধি, সপ্তবিধ স-প্রায়াস-প্রায়, দশবিধ অর্পণা-কৌশল্য, বীর্য্যসমতা ও অর্পণা বিধান এই নব আকার বলা কর্ত্তব্য।

শেষ কর্ম্মস্থান সমূহও সেই সেই কর্ম্মস্থানের অনুরূপ বলা কর্ত্তব্য। সেই সমস্ত তাহাদের ভাবনা বিধানে প্রকাশ করা হইবে। এইরূপে কর্ম্মস্থান বলার সময় সে যোগী কর্ত্তৃক "নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া" শ্রবণ কর্ত্তব্য।

নিমিত্তং গহেত্বাতি—নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া—এইটী শেষ পদ, এইটী উপরের পদ, এই ইহার অর্থ, এই অভিপ্রায় ও ইহা উপমা, এই প্রকারে সেই সেই আকার উপনিবদ্ধ করিয়া (হৃদয়গত করিয়া, মনে রাখিয়া) এই অর্থ। এইরূপে নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া সৎকৃত্য (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) শ্রবণকারীর কর্ম্মস্থান সুগৃহীত হয়। অথ ইহার সুগৃহীত কর্ম্মস্থান অবলম্বনে বিশেষাধিগম লাভ হইয়া থাকে, অপরের নহে। ইহা গ্রহণ করিয়া এই পদের অর্থ পরিদীপনা।

এই পর্য্যন্ত "কল্যাণ মিত্রের নিকটে গিয়া নিজের চর্য্যানুকুল চত্বারিংশ কর্ম্মস্থানের অন্যতর কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া" এই সকল পদ সর্ব্বাকারে বিস্তারিত হইল।

সাধুজনের প্রমোদার্থে কৃত বিশুদ্ধিমার্গে

কর্ম্মস্থান গ্রহণ নির্দ্দেশ

নামক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশুদ্ধি-মার্গ।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিশুদ্ধি-মার্গ।

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৃথিবী কৃৎস্ন নির্দ্দেশ।

[পালি 'কসিন' শব্দের বাঙ্গালা কৃৎস্ন। ইহার অর্থ সকল, সমস্ত, সর্ব্ব। অট্ঠসালিনী সকলার্থে কৃৎস্ন শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। অঙ্কুরটীকা বলে— সকলার্থে কৃৎস্ন, কর্ষণ করে—নিঃশেষ হয়—অর্থে বা নিঃশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া কৃৎস্ন। পঠবী কসিনং—পৃথিবী কৃৎস্ন বলিলে সমস্ত মৃত্তিকা অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী এবং মৃত্তিকাজাত যাবতীয় দ্রব্য একত্রে বুঝায়।]

ইদানীং যে উক্ত (হইয়াছে) "সমাধি ভাবনার অনমুরূপ বিহার পরিত্যাগ করিয়া অনুরূপ বিহারে বিহরন্ত যোগী কর্ত্তৃক" অত্র যাহার আচার্য্যের সহিত এক বিহারে বাস করিলে ফাসু (সুবিধা) হয়, তাহার তথায়ই কর্ম্মস্থান পরিশোধন করন্ত বাস (করা) কর্ত্তব্য। যদি তত্র ফাসু

অনুরূপ বিহার

(সুবিধা) না হয়, তবে গব্যূতি, (১) অর্দ্ধযোজন বা এক যোজনে যে সুবিধাজনক (সপ্পায়) বিহার আছে তথায় বাস করা উচিত। এইরূপ করিলে (হইলে) কর্ম্মস্থানের কোনস্থানে সন্দেহ হইলে বা ভুল হইলে সকাল সকাল বিহারের কর্ত্তব্য (ব্রত সম্পাদন) করিয়া অন্তরমার্গে (পথিমধ্যে) পিণ্ডাচরণ (আহার ভিক্ষা) করিয়া ভক্তকৃত্য পর্য্যবসানেই আচার্য্যের বাসস্থানে গিয়া সেই দিবস আচার্য্যের নিকট কর্ম্মস্থান শোধন করিবে। দ্বিতীয় দিবসে আচার্য্যকে বন্দনা পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে পিণ্ডাচরণ করিয়া ক্লান্ত না হইয়া নিজের বাসস্থানে আসিতে সক্ষম হইবে।

যে যোজন প্রমাণেও ফাসুকস্থান (সুবিধাস্থান) না পায়, তাহার কর্ম্মস্থানে সমস্ত গ্রন্থিস্থান (কঠিনস্থান) ছেদন (সরল) করিয়া, কর্ম্মস্থান সুবিশুদ্ধ ও

---

(১)। গব্যূতি—গবুতং—একযোজনের চারিভাগের একভাগ।

আবর্জ্জন প্রতিবদ্ধ করিয়া দূরে গিয়াও সমাধি ভাবনার অননুরূপ বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুরূপে বিহারে বিহার করা উচিত।

তত্র আঠার প্রকার দোষের অন্যতর-সমন্নাগত (যুক্ত) বিহার অননুরূপ। এই আঠার প্রকার দোষ এই ঃ—মহত্ব, নবত্ব, জীর্ণত্ব, পন্থনিশ্রিতত্ব, সোণ্ডী, পর্ণ, পুষ্প, ফল, প্রার্থনীয়তা, নগরসন্নিশ্রিততা, কাষ্ঠসন্নিশ্রিততা, ক্ষেত্রসংনিশ্রিততা, বিসভাগপুদ্গলগণের অস্তিত্ব, পট্টনসংনিশ্রিততা, প্রত্যন্তসংনিশ্রিততা, রাজ্যসীমাসংনিশ্রিততা, অসুবিধাজনকতা (অসপ্পায়তা), কল্যাণ মিত্রগণের অলাভ। এই আঠার দোষের অন্যতর দোষসমন্নাগত (বিহার) অননুরূপ (বলিয়া কথিত হয়)। তথায় বাস করা উচিত নহে।

অননুরূপ বিহার

কেন? অর্থাৎ বাস করা উচিত নহে কেন?

মহাবিহারে বহু নানামতের লোক সন্নিপতিত হয়। পরস্পরের বিরুদ্ধ বলিয়া তাহারা ব্রত (কর্ত্তব্য) করে না। বোধি অঙ্গনাদি অসম্মার্জিত থাকে, পানীয় ও পরিভোজনীয় জল উপস্থাপিত হয় না। গোচরগ্রামে পিণ্ডাচরণ করিব বলিয়া পাত্রচীবর লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে যদি দেখে ব্রত করা হয় নাই, পানীয়ঘটও রিক্ত,তৎপরে ইহাকে ব্রত করিতে হয়, পানীয় স্থাপন করিতে হয়। না করিলে ব্রতভেদে দুষ্কৃত আপত্তি হয়, করিতে করিতে কাল অতিক্রান্ত হয়, অতিদিবায় প্রবিষ্ট হইলে ভিক্ষা শেষ হইয়া যায় বলিয়া কিছু পায় না। নির্জ্জনে ধ্যান করিতে গেলে শ্রামণের ও অল্প বয়স্ক ভিক্ষুগণের উচ্চশব্দে বা সংঘকর্ম্মে (চিত্ত) বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যথায় সকল ব্রত (অন্য দ্বারা) কৃত হয়, অবশিষ্ট সংঘর্ষণাও নাই, সেইরূপ মহাবিহারে বাস করা কর্ত্তব্য।

মহাবিহার

নববিহারে বহু নবকর্ম্ম হইয়া থাকে, (তাহাতে হস্তক্ষেপ) না করিলে তিরস্কার করে। যত্র ভিক্ষু এইরূপ বলে "আয়ুষ্মান্ আপনি যথাসুখে শ্রমণধর্ম্ম করুন, আমরা নবকর্ম্ম করিব'" তত্র বিহার কর্ত্তব্য।

নববিহার

জীর্ণ বিহারে অনেক মেরামতাদি করিতে হয়। এমনকি নিজের শয়নাসনও অমেরামত থাকিলে তিরস্কার করে। মেরামতাদি করিতে গেলে কর্ম্মস্থান পরিহীন হয়।

জীর্ণবিহার

পন্থনিশ্রিতে--মহাপথ-বিহারে রাতদিন আগন্তুকগণ একত্র হইয়া থাকেন। বিকালে আগতদের নিজের শয়নাসন দিয়া বৃক্ষমূলে বা পাষাণপৃষ্ঠে বাস করিতে হয়। পুনঃ দিবসে ও এইরূপ, কাজেই কর্ম্মস্থানের অবকাশ হয় না। যত্র এইরূপ আগন্তুক-সম্বাধ হয় না, তত্র বিহার কর্ত্তব্য।

পন্থনিশ্রিত

সোণ্ডী পাষাণপুষ্করিণীকে বলে। তত্র পানীয়ের জন্য অনেকলোক আসিয়া থাকে। নগরবাসী রাজকুলোপগ স্থবিরদের অন্তেবাসিগণ রজন কর্ম্মার্থ (চীবর রংকরিবার জন্য) আসিয়া থাকে। তাহারা ভাজন, জ্বালানিকাষ্ঠ, দ্রোণিকাদি চাহিলে অমুক স্থানে অমুকস্থানে বলিয়া দেখাইতে হয়। এইরূপে সর্ব্বদা নিত্যব্যাপৃত হইতে হয়।

সোণ্ডী

যত্র নানাবিধ শাকপর্ণ আছে তত্র কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া দিবাবিহার জন্য বসিলে নিকটে শাকাহরণকারিনীরা গীত গাহিতে গাহিতে পর্ণ চয়ন করিয়া তাহাদের বিসভাগ শব্দে সংঘর্ষণ দ্বারা কর্ম্মস্থলের অন্তরায় করে।

শাকপর্ণ

যত্র নানাবিধ মালাগাছ সুপুষ্পিত হয়, তত্রও তাদৃশ উপদ্রব।

যত্র নানাবিধ অম্ব-জম্বু-পনসাদি ফল আছে তত্র ফলার্থীরা আসিয়া ফল চায়, না দিলে ক্রোধ করে, অথবা বলাৎকারে গ্রহণ করে। সায়াহ্ন সময়ে বিহারমধ্যে চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে তাহাদের দেখিয়া "উপাসকগণ কেন এরূপ করিতেছ" বলিলে যথেচ্ছা গালাগালি করে, আবাস হইতে তাড়াইবার পরাক্রম করে (চেষ্টা করে)।

ফলপূর্ণ

প্রার্থনীয় লোক সম্মত (১) দক্ষিণগিরি, হস্তীকুক্ষি, চৈত্যগিরি, চিত্রল পর্ব্বত সদৃশ বিহারে বাস করিলে ইনি অর্হৎ মনে করিয়া বন্দনা করিবার জন্য চারিদিক হইতে মানুষ আসিয়া থাকে। তাহাতে ইহার ফাসু হয় না। যাহার তাহা সুবিধাজনক হয় তাহার দিবা অন্যত্রে গিয়া রাত্রে তথায় বাস করা উচিত।

প্রসিদ্ধ

(১) প্রার্থনীয় লোকসম্মত—পূর্ব্ব অর্হৎগণের বাসস্থানভূতপ্রসিদ্ধ বন্দনীয় স্থান।

নগর সংনিশ্রিত (নগরের নিকটস্থ) বিহারে বিসভাগ আলম্বন সকল পথে আসিয়া থাকে। কুম্ভদাসীরাও ঘটদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া যায়, সরিয়া মার্গ (ছাড়িয়া) দেয় না, ঐশ্বর্য্যবান মানুষেরাও আসিয়া বিহার মধ্যে পর্দ্দাদিয়া ঘিরিয়া বসে।

নগরাশ্রিত

দারুসংনিশ্রয়ে—যত্র কাষ্ঠ গ্রহণযোগ্য বৃক্ষ সমূহ বা দ্রব্য-উপকরণ যোগ্য বৃক্ষ সকল আছে তত্র কাষ্ঠাহরণকারিণীরা পূর্ব্বোক্ত শাকপুষ্পাহরণকারিণীর মত অফাসু করে; বিহারে যে সকল বৃক্ষ আছে, সেগুলি ছেদন করিয়া ঘর তৈয়ার করিব বলিয়া মানুষেরা আসিয়া সে সকল ছেদন করে। সায়াহ্ন সময়ে প্রধানঘর (সমাধিরস্থান) হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিহার মধ্যে চঙ্কমণ করিতে করিতে তাহাদের দেখিয়া "কেন, উপাসক এইরূপ করিতেছ," বলিলে যথারুচি আক্রোশ করে (গালিদেয়)। আবাস হইতে তাড়াইবার পরাক্রম করে।

দারুপূর্ণ

যে বিহার ক্ষেত্র-নিশ্রিত, চারিদিকে ক্ষেত্র পরিবৃত, তত্র মানুষেরা বিহার মধ্যেই খল করিয়া ধান্য মর্দ্দন করে (মাড়ায়), উঠানে (২) ধান্য শুকায়, অন্যও বহু অফাসু করে। যেখানে মহাসংঘ-বাস করিয়া থাকে, আরামিক-কুল-সমূহের গরু বান্ধে, উদকবার প্রতিষেধকরে (ক্ষেত্রে জল দেবার পথ বন্ধ করে), মানুষেরা বৃহীশীর্ষ গ্রহণ করিয়া "দেখুন আরামিক-কুল-সমূহের কর্ম্ম" বলিয়া সংঘকে দেখায়। সেই সেই কারণে রাজ-রাজমহামাত্যগণের ঘরদ্বারে যাইতে হয় তাহাও ক্ষেত্রসন্নিশ্রিত বলিয়া সংগৃহীত।

ক্ষেত্রাশ্রিত

বিসভাগানং পুদ্‌গলানং অত্থিতা—বিসভাগ পুদ্‌গলসমূহের অস্তিত্ব—যত্র পরস্পর বিসভাগ বৈরী ভিক্ষু বিহার করে, তাহারা কলহ করিতে থাকে, "ভন্তে, এইরূপ করিবেন না" বলিয়া বারণ করিলে "এই পাংশুকূলিকের আগমন কাল হইতে নষ্ট হইলাম" বলে।

বিপরীত স্বভাব

যে বিহার উদকপট্টন বা স্থলপট্টন নিশ্রিত হয়, তত্র সর্ব্বদা নৌকায় বা গাড়ী করিয়া আগত মনুষ্যেরা স্থান দিন, পানীয় দিন, নুন দিন ইত্যাদি বলিয়া ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া অফাসু করে।

বন্দর

(২) পমুখে—নিসবত্তেহি সিংস্বা; পমুখ শব্দের প্রতিশব্দ প্রমুখ, প্রধানস্থান। আমরা উঠান শব্দ দিলাম।

প্রত্যন্তসংনিশ্রিত বিহার স্থানে মনুষ্যেরা বুদ্ধাদির প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া থাকে।

প্রত্যন্ত

রাজ্য সীমাসন্নিশ্রিত বিহারে রাজভয় হইয়া থাকে। এক রাজা এই স্থান আমার বশবর্ত্তী নহে বলিয়া আক্রমণ করে, অপর রাজাও আমার বশবর্ত্তী নহে বলিয়া আক্রমণ করে, সেই ভিক্ষু কিছুদিন এই রাজার বিজিতে বিচরণ করে, কিছুদিন অপর রাজার। অনন্তর চর বলিয়া মনে করিয়া অনয়ব্যসন প্রাপ্ত করায়।

সীমা

অসপ্রায়তা—বিসভাগরূপাদি আলম্বনের আগমনে বা অমনুষ্য-পরিগৃহীতত্বায় অসপ্রায়তা। তত্র এই (গল্প) বস্তু—এক স্থবির অরণ্যে বাস করেন। এক যক্ষিণী তাঁহার পর্ণশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া (গান) গাইল। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। সে গিয়া চঙ্ক্রমণশীর্ষে (চক্রমণ স্থানের মাথায়) গাইল। স্থবির চঙ্ক্রমণশীর্ষে আসিলেন। সে শত পুরুষ গভীর প্রপাতে থাকিয়া গাইল; স্থবির প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সে তাঁহাকে বেগে আসিয়া গ্রহণ করিয়া (ধরিয়া) বলিল "ভন্তে, আপনার মত এক বা দুই খাই নাই" (অনেক খাইয়াছি)।

অসুখ জনক

কল্যাণ মিত্রের অলাভ—যত্র আচার্য্য বা আচার্য্য-সম বা উপধ্যায়-সম কল্যাণ মিত্র লাভ করিতে অক্ষম, তত্র কল্যাণমিত্র-গণের অলাভ মহা দোষ।

কল্যাণমিত্র

এই আঠার দোষের অন্যতর দোষ সমন্নাগত (বিহার) অননুরূপ বিহার বলিয়া জ্ঞাতব্য। অট্ঠ কথাসমূহে ইহা উক্ত হইয়াছে—

মহাবাসং নবাবাসং, জরাবাসং চ পন্থনিং,
সোণ্ডিং পন্নঞ্চ পুপ্ফঞ্চ, ফলং পত্থিতং এব চ।
নগরং দারুণা খেত্তং, বিসভাগেন পট্টনং,
পচ্চন্ত-সীমাসপ্পায়ং, যত্থ মিত্তো ন লব্ভতি,
অট্ঠারসেতানি ঠানানি, ইতি বিঞ্ঞায় পণ্ডিতো,
আরকা পরিবজ্জেয্য, মগ্গং সপ্পটিভয়ং যথাতি।

মহাবাস, নবাবাস, জরাবাস (পুরাতন বিহার), মহাপথনিকটস্থ আবাস, পাষাণ পুষ্করিণীর নিকটস্থ আবাস, শাকপর্ণসম্পন্ন আবাস, পুষ্পশোভিত আবাস, ফলপূর্ণ আবাস, পবিত্র গুহা, নগর সমীপস্থ আবাস, বৃক্ষপূর্ণ আবাস,

ক্ষেত্রসমীপস্থ আবাস, বিরুদ্ধ ব্যক্তির বাসস্থান (আবাস), বন্দর সমীপস্থ, প্রত্যন্ত প্রদেশস্থ, রাজ্যসীমাস্থ, অসপ্রায় ও মিত্রহীন আবাস এই অষ্টাদশ স্থান (অনুরূপ নহে) জানিয়া পণ্ডিতব্যক্তি ভয়যুক্ত মার্গের ন্যায় দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন।

গোচর গ্রাম হইতে নাতিদূর-নাত্যাসন্নতাদি পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত (পঞ্চগুণযুক্ত) যে বিহার (আবাস) তাহাই অনুরূপ (বিহার) নামে কথিত।

ভগবান ইহা বলিয়াছেন; হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে শয়নাসন পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত হইয়া থাকে? হে ভিক্ষুগণ, ইহ শয়নাসন নাতিদূর হয়, নাত্যাসন্ন হয়, গমনাগমন সম্পন্ন, দিবায় অল্প লোকাকীর্ণ, রাত্রিতে শব্দহীন, নির্ঘোষ শূন্য, ডাঁশ-মশক-বাত-আতপ-সরীসৃপ-সংস্পর্শ শূন্য হইয়া থাকে, সেই শয়নাসনে বিহারকারীর বিনাকষ্টে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য পরিষ্কার উৎপন্ন হয় (লাভ হয়)

পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত বিহার

সেই শয়নাসনে স্থবির ভিক্ষুগণ বাস করেন, যাঁহারা বহুশ্রুত, আগতাগম, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, সময় সময় গিয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্ন-করে—ভন্তে ইহা কিরূপ? ইহার কি অর্থ? সেই আয়ুষ্মানগণ তাহাকে অবিবৃত স্থান বিবৃত করিয়া দেয়, যে সকল স্থান পরিষ্কার বুঝা যায় নাই তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন, অনেক প্রকার সন্দেহ স্থলে সন্দেহ প্রতিবিনোদন করেন (দূরকরেন)। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে শয়নাসন পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত হইয়া থাকে। ইহাই "সমাধি ভাবনার অননুরূপ বিহার পরিত্যাগ করিয়া অনুরূপে বিহারে বিহরন্ত (যোগী) কর্ত্তৃক" এই বাক্যের বিস্তার (বিস্তৃত ব্যাখ্যা)

ক্ষুদ্রক প্রতিবন্ধক উপচ্ছেদ করিয়া—এইরূপ বিহারে বাস কারীর যে সকল ক্ষুদ্রক প্রতিবন্ধক আছে তাহাও উপচ্ছেদ করা উচিত। যেমন—দীর্ঘ কেশ, লোম ও নখ সমূহ ছেদন করা উচিত। জীর্ণ চীবর দৃঢ় করিবে বা সেলাই করিবে, ক্লিষ্ট বা ময়লা চীবরে রংদেওয়া উচিত। যদি পাত্রে মল হইয়া থাকে তবে তাহা পোড়াইবে, মঞ্চপীঠাদি শোধন করিবে। "ইহাই ক্ষুদ্রক প্রতিবন্ধক উপচ্ছেদ করিয়া" এই বাক্যের বিস্তার।

ক্ষুদ্র বাধা

ইদানীং "সর্ব্ব ভাবনাবিধান অপরিত্যাগ করিয়া ভাবনা কর্ত্তব্য"—অত্র

পৃথিবী কৃৎস্ন আদি করিয়া সর্ব্বকর্ম্মস্থানবশে বিস্তার কথা হইতেছে ;—এইরূপ উপচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্রকপ্রতিবন্ধক ভিক্ষু কর্ত্তৃক আহারের পর পিণ্ড পাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তসম্মদ (আহার জনিত আলস্য) প্রতিবিনোদন (দূরীকরণ) পূর্ব্বক প্রবিবিক্ত অবকাশে (জন শূন্য স্থানে) সুখাসনে বসিয়া কৃত বা অকৃত (প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত) পৃথিবীর নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা বলা হইয়াছে ;—পৃথিবীকৃৎস্ন উদ্‌গ্রহণ কালে (ভাবনাকালে) কৃত (ভাবনার জন্য প্রস্তুত) বা অকৃত, সান্তক--অনন্তক নহে, সকোটীক—ন অকোটিক, সবর্ত্তুলাকার—অবর্ত্তুলাকার নহে, সপর্য্যন্ত--অপর্য্যন্ত (অসীম) নহে, সুপ্যমাত্র বা সরাব (সরা) মাত্র আকারের পৃথিবীতে নিমিত্ত গ্রহণ করে। সে সেই নিমিত্ত সুগৃহীত করে, সুন্দররূপে উপধারণ করে (ভালরূপে স্মরণ রাখে), সুন্দররূপে ব্যবস্থাপিত করে। সে সেই নিমিত্ত সুগৃহীত করিয়া, সুন্দররূপে ধারণ করিয়া, সুন্দররূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া, আনিসংশদর্শী ও রত্নসংজ্ঞী হইয়া তাহাতে মনোযোগ পূর্ব্বক, এবং তাহাকে প্রিয়জ্ঞান করত সেই আলম্বনে চিত্ত উপনিবন্ধন করে (অর্থাৎ তাহাতে মন লাগায়)। "নিশ্চয়ই এই প্রতিপদা (মার্গ) দ্বারা জরামরণ হইতে মুক্ত হইব" এই চিন্তা করিয়া সে কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া (কাম শূন্য হইয়া) —পে—প্রথমধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।

ভাবনা আরম্ভের সময়

তত্র যে অতীতজন্মে বুদ্ধশাসনে বা ঋষিরূপে প্রব্রজিত হইয়া পৃথিবীকৃৎস্নে চতুষ্ক বা পঞ্চক ধ্যান উৎপাদন করিয়াছে, এইরূপ পুণ্যবানের পূর্ব্বসঞ্চিত-হেতুসম্পন্নের (১) ভাবনার জন্য 'পৃথিবী' না করিলেও যেমন মল্লক স্থবিরের হইয়াছিল তেমন কর্ষিত স্থানে বা খলমণ্ডলে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। সেই অয়ুষ্মানের নাকি কর্ষিত স্থান অবলোকন করিতে করিতে সেই স্থান প্রমাণই নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি তাহা বাড়াইয়া পঞ্চক ধ্যান উৎপাদন পূর্ব্বক সেই ধ্যানকে কারণ করিয়া বিদর্শন প্র-স্থাপন করত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

কৃতাধিকার

কিন্তু যিনি অকৃতাধিকার হয়েন তাঁহার আচার্য্যের নিকটে উদ্‌গৃহীত

(১) এইরূপ ব্যক্তি কৃতাধিকার।

কর্ম্মস্থান-বিধান ভুল না করিয়া চারি কৃৎস্নদোষ পরিহার পূর্ব্বক কৃৎস্ন কর্ত্তব্য।

কৃৎস্নের দোষ

নীল, পীত, লোহিত ও অবদাত ভেদে পৃথিবীকৃৎস্নের দোষ চারিটী।

সেই কারণে নীলাদিবর্ণের মৃত্তিকা গ্রহণ না করিয়া গঙ্গাবহের

মৃত্তিকা

মৃত্তিকা সদৃশ অরুণ বর্ণের মৃত্তিকা দ্বারা কৃৎস্ন কর্ত্তব্য। তাহাও বিহারমধ্যে শ্রামণেরগণাদির সঞ্চরণস্থানে করা উচিত নহে। বিহার-প্রত্যন্তে, প্রতিচ্ছন্নস্থানে, প্রাগ্‌ভারে

স্থান

(গুহায়) বা পর্ণশালায় সংহারিম (যাহা গুটান যায়, অন্যত্র সরাইয়া রাখা যায়) বা তত্রস্থক (যাহা সরান যায় না, সেই স্থানেই থাকে) (কৃৎস্ন) কর্ত্তব্য।

সংহারিম কিছু মৃত্তিকা লইয়া তাহা হইতে তৃণমূল, প্রস্তরখণ্ড ও বালুকা বাছিয়া সুন্দররূপে সে মাটী মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহাদ্বারা লিপিয়া উক্ত প্রমাণ বর্ত্ত গোলাকার (কৃৎস্ন) চারিটী দণ্ডে নেকড়া, চর্ম্ম বা মাদুরের টুকরা বান্ধিয়া

প্রস্তুত প্রণালী

তাহার উপর করা উচিত। পরিকর্ম্মকালে(২) তাহা ভুমিতে পাতিয়া অবলোকন কর্ত্তব্য। তত্রস্থক—ভুমিতে পদ্মকর্ণিকাকারে খুঁটী পুঁতিয়া লতাদ্বারা বাঁধিয়া তত্রস্থক করা উচিত। যদি সে মৃত্তিকা যথেষ্ট না হয়, নীচে অন্য মৃত্তিকা প্রক্ষেপ করিয়া উপরিভাগে সুপরিশুদ্ধ অরুণ বর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা এক বিঘত চারি অঙ্গুল বিস্তার বিশিষ্ট বর্ত্ত (গোলাকার) কর্ত্তব্য। এই প্রমাণ সম্বন্ধে সুপ্যমাত্র বা সরাবমাত্র উক্ত (বলা) হইয়াছে।

সান্তকে, অনন্তকে নহে ইত্যাদি ইহার পরিচ্ছেদার্থ উক্ত। সেই কারণ এইরূপ উক্ত প্রমাণ পরিচ্ছেদ করিয়া কাঠের হাতায় বিসভাগবর্ণ উঠায় বলিয়া তাহা গ্রহণ না করিয়া পাষাণ হাতা দ্বারা ঘর্ষণ পূর্ব্বক ভেরীতল সদৃশ সমান করিয়া সেই স্থান সমার্জ্জিত করিবে। তারপরস্নান করিয়া আসিয়া

আসন

কৃৎস্নমণ্ডল হইতে আড়াই হস্তান্তর প্রদেশে প্রজ্ঞাপ্ত এক-বিঘত চারি অঙ্গুল পাদকবিশিষ্ট সু আস্তৃত পীঠে বসা উচিত। তাহা হইতে দূরতরে উপবিষ্টের কৃৎস্ন উপস্থিত হয় না। আসন্নতরে কৃৎস্নদোষ দেখা যায়। উচ্চতর আসনে (বসিলে) গ্রীবা অবনত করিয়া

(২) পরিকর্ম্ম কালে—পূর্ব্বকর্ম্ম করণ কালে।

অবলোকন করিতে হয়। নীচতরে (আসনে বসিলে) জানুদ্বয়ে বেদনা হয়।

দূরত্ব

তাই উক্ত নিয়মে বসিয়া কাম সমূহ আস্বাদহীন ইত্যাদি প্রকারে কাম সমূহের দোষ বা অনিষ্ট করিতা প্রত্যবেক্ষণ করত কাম হইতে বহির্গতিকারী, সর্ব্বদুঃখ সমতিক্রমের উপায়ভূত নৈষ্ক্রম্যে জাতাভিলাষ হইয়া এবং বুদ্ধধর্ম্মসংঘগুণানুস্মরণ দ্বারা প্রীতিপ্রামোদ্য জন্মাইয়া "ইদানীং এই প্রতিপদা সর্ব্ববুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর্য্য শ্রাবকগণ কর্ত্তৃক প্রতিপন্ন নৈষ্ক্রম্য প্রতিপদা" এই ভাবিয়া প্রতিপদার প্রতি গারব (ভক্তি) জন্মাইবে এবং "নিশ্চয়ই এই প্রতিপদা দ্বারা প্রবিবেকসুখরসের ভাগী হইব" এই ভাবিয়া উৎসাহ জন্মাইয়া সমানাকারে চক্ষুদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক নিমিত্ত গ্রহণ করন্ত ভাবনা কর্ত্তব্য। বেশী উন্মীলন করিলে চক্ষু কষ্ট পায়, মণ্ডল ও অতি বিভূত * হয়। সেই কারণে নিমিত্ত উৎপন্ন হয় না। অতি অল্প উন্মীলন করিলে মণ্ডল অবিভূত হয়, চিত্ত লীন হইয়া থাকে। ইহাতেও নিমিত্ত উৎপন্ন হয় না। সেই হেতু আদর্শতলে (আয়নাতে) মুখদর্শন কারীর মত সমান আকারে চক্ষু উন্মীলন করিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করিতে করিতে ভাবনা করা কর্ত্তব্য, বর্ণ প্রত্যবেক্ষণ উচিত নহে, লক্ষণ মনে করা অনুচিত। অপিচ বর্ণত্যাগ না করিয়া সবর্ণ আশ্রয় করিয়া উৎসদবশে(১) প্রজ্ঞাপ্তিধর্ম্মে(২) চিত্ত স্থাপন করিয়া মনসিকর্ত্তব্য। পৃথিবী, মহী, মেদিনী, ভূমি, বসুধা, বসুন্ধরা আদি পৃথিবীর নাম সমূহের যাহা ইচ্ছা করে, যাহা সংজ্ঞানুকূল হয় তাহা বলা কর্ত্তব্য

ভাবনা প্রণালী

অপিচ 'পৃথিবী" এই নামই প্রাকট। তাই প্রাকটবশেই "পৃথিবী" "পৃথিবী" বলিয়া ভাবনা কর্ত্তব্য। কালে উন্মীলন করিয়া কালে নিমীলন করিয়া আবর্জ্জনা (আবৃত্তি) কর্ত্তব্য। যাবৎ উদ্‌গ্রহ

উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত

নিমিত্ত উৎপন্ন না হয় তাবৎ শতবার, সহস্রবার, তার চেয়েও বেশী এইরূপে ভাবনা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবনাকারী তাহার (যোগীর) যখন নিমীলন করিয়া (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) আবর্জ্জনের ন্যায় উন্মীলিত কালে (আলম্বন) পথে আসে তখন উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত জাত হয় (জন্মে)।

* মণ্ডল নিজস্বভাব প্রকাশ, বর্ণ ও লক্ষণ প্রকট করিয়া উপস্থিত হয়।

(১) উৎসদবশে—আধিক্য বা উৎসন্ন বশে। (২) প্রজ্ঞাপ্তিধর্ম্ম—যে বস্তু জানা যায়, কৃৎস্ন মণ্ডল বা নিমিত্ত বা আলম্বন। পৃথিবী নামে পরিচিত মৃত্তিকা।

তাহার জাতকাল (উৎপন্নকাল) হইতে সেই স্থানে বসা উচিত নহে। নিজের বাসস্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় বসিয়া ভাবনা কর্ত্তব্য। পাদধোবন প্রপঞ্চ পরিহারার্থ ইহার একতলীর উপাহন এবং যষ্ঠি ইচ্ছা কর্ত্তব্য। যদি এই নূতন সমাধি কোন অসপ্রায় (অনিষ্টকর) কারণে বিনষ্ট হয় তবে উপাহন পায়ে দিয়া যষ্টি লইয়া সেই স্থানে গিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করিবে এবং ফিরিয়া আসিয়া সুখে উপবেশনপূর্ব্বক ভাবনা করিবে। পুনঃ পুনঃ সমন্বাহরণ (আবর্জ্জন) কর্ত্তব্য, তর্কাহত বিতর্কাহত কর্ত্তব্য।

এইরূপ করিতে করিতে তাহার নিবারণ সমূহ অনুক্রমে (বিষ্কম্ভিত) দূরীভূত হয়, ক্লেশসমূহ সন্নিসিন্ন হয়, উপচার সমাধিতে চিত্ত সমাধিস্থ হয়, প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত ও ইহার এই বিশেষ

প্রতিভাগ নিমিত্ত

(প্রভেদ)—উদ্‌গ্রহনিমিত্তে কৃৎস্নদোষ দেখা যায়, প্রতিভাগ নিমিত্ত থলে হইতে বহিষ্কৃত আদর্শমণ্ডলের মত, সুধৌত শঙ্খ-থালের মত, বলাহকান্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, মেঘ-মুখে বালাকার মত, উদ্‌গ্রহনিমিত্ত প্রদলিত (বিনষ্ট) করিয়া নিষ্ক্রান্তের

প্রভেদ

ন্যায় তাহা হইতে শতগুণ সহস্রগুণ সুপরিশুদ্ধ হইয়া উপস্থিত হয়। তাহাও বর্ণবস্ত নহে, আকারবস্তুও নহে। যদি ঈদৃশ হইয়া থাকে তবে তাহা চক্ষুবিজ্ঞেয় স্থূল, সংমর্ষণোপগ(১) ও ত্রিলক্ষণাভ্যাহত(২) হয়। ইহা তাদৃশ নহে, কেবল সমাধিলাভিগণের উপস্থানাকারমাত্র। ইহা সংজ্ঞাজ, ইহার উৎপত্তি কাল হইতে নিবারণসমূহ দূরীভূত হয়, ক্লেশসমূহ সন্নিসিন্ন হয় (চাপা পড়ে)। উপচার সমাধিতে চিত্ত সমাধিস্থ হয়।

সমাধি দ্বিবিধ—উপাচার সমাধি ও অর্পণা সমাধি। দুই প্রকারে চিত্ত সমাধিস্থ হয়—উপচার ভূমিতে বা প্রতিলাভ ভূমিতে। তন্মধ্যে উপচার ভূমিতে নিবারণ সমূহ পরিত্যক্ত হইলে চিত্ত সমাধিস্থ হয়। প্রতিলাভ

দ্বিবিধ সমাধি

ভূমিতে অঙ্গপ্রাদুর্ভাবের দ্বারা। দুইপ্রকার সমাধির প্রভেদ এই :—উপচারে অঙ্গসমূহ ঠামজাত (শক্ত) হয় না, অঙ্গ সমূহের অঠামজাতত্ব হেতু (অশক্ততা বশতঃ)। যথা ক্ষুদ্র শিশুকে

(১) সংমর্ষণোপগ— স্পর্শ যোগ্য।

(২) ত্রিলক্ষণাভ্যাহত—ত্রিলক্ষণযুক্ত।

দাঁড় করাইলেও পুনঃ পুনঃ ভূমিতে পতিত হয়, সেইরূপ "উপচার" উৎপন্ন হইলে চিত্ত কালে নিমিত্তকে অবলম্বন করে, কালে ভবাঙ্গে(১) অবতরণ করে। "অর্পণাতে" অঙ্গসমূহ ঠামজাত (শক্ত) হয়, তাহার ঠামজাতত্ব হেতু (শক্ততা বশতঃ)। যথা বলবান পুরুষ আসন হইতে উঠিয়া সমস্ত দিবস দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে সেইরূপ অর্পণা সমাধি উৎপন্ন হইলে চিত্ত একবার ভবাঙ্গবার ছেদন করিয়া সমস্ত রাত্রি বা সমস্ত দিবস থাকে; কুশল জবনানুক্রমেই(২) প্রবর্ত্তিত হয়।

তত্র উপচার সমাধির সহিত যে প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন, তাহার উৎপাদন অতি দুষ্কর। তাই যদি সেই আসনেই সেই নিমিত্ত বাড়াইরা অর্পণা পাইতে সমর্থ হয় সুন্দর (ভাল)। যদি সমর্থ না হয় তবে চক্রবর্ত্তীগর্ভের(৩) ন্যায় তৎকর্ত্তৃক সেই নিমিত্ত অপ্রমত্ত ভাবে রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপই :—

নিমিত্তং রক্‌খতো লদ্ধং পরিহানি ন বিজ্জতি,
অরক্‌খম্হি অসন্তম্হি লদ্ধং লদ্ধং বিনস্‌সতি।

লব্ধনিমিত্ত রক্ষা করিলে কোন পরিহানি নাই। যদি আরক্ষা না থাকে তবে যাহা যাহা লব্ধ হইবে তাহা তাহা বিনষ্ট হইবে। ইহার রক্ষণ বিধি এই :—

আবাসো, গোচরো, ভস্‌সং, পুগ্‌গলো, ভোজনং, উতু,
ইরিয়া পথোতি সত্তেতে অসপ্পায়ে বিবজ্জয়ে।
সপ্পায়ে সত্ত সেবেথ, এবং হি পটিপজ্জতো,
ন চিরেনেব কালেন, হোতি কস্‌সচি অপ্পনা তি॥

তত্র যেই আবাসে বাস করিলে ইহার (যোগীর) অনুৎপন্ন নিমিত্ত উৎপন্ন হয় না, অথবা উৎপন্ন নিমিত্ত বিনষ্ট হয়; অনুপস্থিতা স্মৃতি উপস্থিতা হয় না, অসমাধিস্থ চিত্ত সমাধিস্থ হয় না সেই আবাস অসপ্রায়। যত্র নিমিত্ত উৎপন্নও হয়, স্থায়ীও হয়, স্মৃতি উপস্থিতা হয়, চিত্ত সমাধিস্থ হয়—যেমন নাগপর্ব্বতবাসী প্রধানীয় তিষ্য স্থবিরের হইত—ইহা সপ্রায়। তাই যেই বিহারে বহু আবাস আছে তত্র এক একটীতে তিন তিন

আবাস

(১) ভবাঙ্গ=চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা। তখন চিত্ত চলে না, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।
(২) জবন চিত্ত=জন্মচিত্ত। (৩) রাজচক্রবর্ত্তীর মাতৃ উদরে অবস্থান অবস্থা।

দিবস বাস করিয়া যেখানে ইহার চিত্ত একাগ্র হয় তথায় (তাহার) বাস (করা) কর্ত্তব্য। আবাস সপ্রায়তা দ্বারা তাম্রপর্ণী দ্বীপে চূল-নাগ লেনে বাস করিয়া, তথায়ই কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া, পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যত্র আর্য্যভূমি প্রাপ্ত হইয়া তত্র অর্হত্ব প্রাপ্ত স্রোতাপন্নাদির গণনা নাই। এইরূপ চিত্রল পর্ব্বত বিহারাদি অন্য বিহারেও। শয়নাসন

গোচর

(আবাস বা বিহার) হইতে উত্তর বা দক্ষিণে নাতিদূরে দেড় ক্রোশাভ্যন্তরে যেখানে ভিক্ষা সুলভ সেই গোচর-গ্রাম সপ্রায়। তাহার বিপরীত অসপ্রায়।

ভাষ্য ও দ্বাত্রিংশ তির্য্যক কথার (১) অন্তর্গত হইলে অসপ্রায়। তাহা

ভাষ্য

তাহার নিমিত্ত অন্তর্ধ্যানের হেতু হইয়া থাকে। দশ কথাবস্তু সম্বন্ধীয় ভাষ্য (আলাপ) সপ্রায়। তাহা পরিমাণমত (ভাষিতব্য) বলা উচিত।

পুদ্গলও অতির্য্যক কথিক, শীলাদিগুণসম্পন্ন, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অসমাধিস্থ চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ বা চিত্ত স্থিরতর হয় এইরূপ সপ্রায়।

পুদ্গল

শারিরিক সুখকামী, তির্য্যক কথিক অসপ্রায়। সে যাহা অচ্ছ উদক মলিনই করে সেই কর্দ্দমোদকের ন্যায়। তাদৃশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া কোটপর্ব্বত বাসী তরুণ ভিক্ষুর মত সমাপত্তিও নষ্ট হয়, নিমিত্ত কোথায়?

ভোজন কাহাও মধুর, কাহারও অম্ল সপ্রায় হইয়া থাকে।

ঋতু কাহারও শীত, কাহারও উষ্ণ সপ্রায় হয়। তাই যে ভোজন বা ঋতু

ভোজন ও ঋতু

সেবন করিলে সুখ হয়, অসমাহিত বা চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ বা চিত্ত স্থিরতর হয়, সেই ভোজন বা ঋতু সপ্রায়। অপর ভোজন এবং ঋতু অসপ্রায়।

ঈর্য্যাপথের মধ্যে কাহারও চঙ্ক্রম সপ্রায়, কাহারও শয়নস্থান ও বসিবার স্থানের অন্যতর সপ্রায়। তাই সেই আবাসের ন্যায় তিন দিবস উপপরীক্ষা করিয়া যেই ঈর্য্যাপথে অসমাধিস্থ চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ বা চিত্ত

(১) তির্য্যক কথা—৩২ প্রকার তির্য্যক কথা বা তিরচ্ছান—তিরশ্চীন কথা—ব্রহ্মজাল সূত্রে আছে। যথা—রাজার কথা, যুদ্ধকথা, স্ত্রীর কথা, পুরুষের কথা ইত্যাদি নিষ্ফল কথা।

স্থিরতর হয় তাহাই তাহার সপ্রায়। অপর অসপ্রায় (বলিয়া) জ্ঞাতব্য। এই সপ্তবিধ অসপ্রায় বর্জ্জন করিয়া সপ্রায় সেবন কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রতিপন্ন নিমিত্তাসেবনবহুল ব্যক্তির অচির কালে "অর্পণা" হইয়া থাকে।

এইরূপে কৃৎস্ন ভাবনার জন্য কাজ করিলেও যাহার 'অর্পণা' হয় না তাহার দশবিধ অর্পণা-কৌশল্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তত্র এই নয় (সম্পাদনক্রম)—

অর্পণাকৌশল্য

দশ প্রকারে অর্পণাকৌশল্য ইচ্ছা কর্ত্তব্য :—(১) বস্তু বিশদিক্রিয়া দ্বারা, (২) ইন্দ্রিয়সমত্ব প্রতিপাদন দ্বারা, (৩) নিমিত্ত কুশলতা দ্বারা, (৪) যে সময়ে চিত্তকে প্রগ্রহ কর্ত্তব্য সেই সময়ে চিত্তকে প্রগ্রহ করে, (৫) যে সময়ে চিত্তকে নিগ্রহ কর্ত্তব্য সেই সময়ে চিত্তকে নিগ্রহ করে, (৬) যে সময়ে চিত্তকে সংপ্রহর্ষিত করা উচিত সে সময়ে চিত্তকে সংপ্রহর্ষিত করে, (৭) যে সময়ে চিত্তকে অধ্যুপেক্ষা করা উচিত সে সময়ে চিত্তকে অধ্যুপেক্ষা করে, (৮) অসমাধিস্থ পুদ্‌গল পরিবর্জ্জন দ্বারা, (৯) সমাধিস্থ পুদ্‌গল সেবন দ্বারা, (১০) তদধিমুক্তিদ্বারা।

বস্তুবিশদ ক্রিয়া

তত্র (১) বস্তুবিশদক্রিয়া—আধ্যাত্মিক ও বাহির বস্তু সমূহের বিশদ ভাবকরণ। যদা তাহার কেশ, নখ, লোম সমূহ দীর্ঘ হয়, শরীর স্বেদ-মল-গৃহীত, তদা আধ্যাত্মিক বস্তু অবিশদ ও অপরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যদা ইহার চীবর জীর্ণ, ক্লিষ্ট ও দুর্গন্ধ হয়, শয়নাসনও ময়লাপূর্ণ হয় তদা বাহির বস্তু অবিশদ হইয়া থাকে, অপরিশুদ্ধ। আধ্যাত্মিক ও বাহির বস্তু অবিশদ হইলে উৎপন্ন চিত্ত চৈতসিকের জ্ঞানও অপরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন অপরিশুদ্ধ দীপাধার-বর্ত্তিকা-তৈল আশ্রয়ে উৎপন্ন দীপশিখার অবভাস বা আলোক। অপরিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সংস্কার সমূহকে চিন্তা করিলে সংস্কার সমূহ অবিভূত হইয়া থাকে। কর্ম্মস্থান ভাবনা করিলে কর্ম্মস্থানও বৃদ্ধি, বিরূঢ়ি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয় না। আধ্যাত্মিক ও বাহির বস্তু বিশদ হইলে উৎপন্ন চিত্তচৈতসিক সমূহে জ্ঞানও বিশদ এবং পরিশুদ্ধ হয়। পরিশুদ্ধ দীপাধার-বর্ত্তিকা-তৈল আশ্রয়ে উৎপন্ন দীপশিখার অবভাস বা আলোকের মত। পরিশুদ্ধ জ্ঞানে সংস্কার সমূহকে চিন্তা করিলে সংস্কার সমূহ বিভূত হইয়া থাকে। কর্ম্মস্থান ভাবনা করিলে কর্ম্মস্থানও বৃদ্ধি, বিরূঢ়ি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(২) ইন্দ্রিয় সমত্ব প্রতি পাদন—শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় সমূহের সমভাব করণ। যদি ইহার শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বলবান হয়, অপর ইন্দ্রিয় সকল মন্দ (দুর্ব্বল) হয় তবে বীর্য্যেন্দ্রিয় প্রগ্রাহকৃত্য, স্মৃতীন্দ্রিয় উপস্থান কৃত্য, সমাধীন্দ্রিয় অবিক্ষেপ কৃত্য, ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দর্শনকৃত্য করিতে সমর্থ হয় না। তাই ধর্ম্মস্বভাব প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা বা যেইরূপ মনসিকার দ্বারা তাহা বলবান হইয়াছে, সেইরূপ অমনসিকার দ্বারা তাহাকে দুর্ব্বল করিবে (ভুলিয়া যাইবে বা দূর করিবে)। বক্কলি স্থবিরবস্তু অত্র নিদর্শন।

ইন্দ্রিয় সমত্ব

যদি কিন্তু বীর্য্যেন্দ্রিয় বলবান হয়, তবে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষকৃত্য করিতে সমর্থ হয় না। অপর ইন্দ্রিয় সকলও অপর কৃত্যভেদ (করিতে সক্ষম হয় না)। তাই প্রশ্রব্ধি আদি ভাবনা দ্বারা তাহাকে দুর্ব্বল করিবে। তত্রও সোণস্থবির বস্তু দর্শিতব্য।

এইরূপ শেষ ইন্দ্রিয় সমূহেরও একের বলবত্তরভাবে অপরগুলিরও নিজ নিজ কৃত্য সমূহে অসমর্থতা জ্ঞাতব্য। বিশেষতঃ অত্র শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞার এবং সমধি ও বীর্য্যের সমতা (জ্ঞানিগণ) প্রশংসা করেন। বলবতী শ্রদ্ধা সম্পন্ন মন্দ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূঢ়প্রসন্ন হইয়া থাকে, অবস্তুতে প্রসন্ন হয়। বলবতী প্রজ্ঞা সম্পন্ন, মন্দশ্রদ্ধ ব্যক্তি কৈরাটিক পক্ষ ভজনা করে (কৈরাটিক হয়, মিথ্যাদৃষ্টি, কুটিল বা তার্কিক হয়)। সে ভৈষজ্য দ্বারা উৎপন্ন রোগের ন্যায় অচিকিৎস্য হইয়া থাকে। উভয়ের সমতা হইলে (ঠিক) বস্তুতেই প্রসন্ন হয়। বলবান সমাধি ও মন্দ বীর্য্যকে সমাধির কৌসীদ্য পক্ষত্ব হেতু কৌসীদ্য (অলসতা) অভি-ভুত করে। বলবান বীর্য্য ও মন্দ সমাধিকে বীর্য্যের ঔদ্ধত্য পক্ষত্ব হেতু ঔদ্ধত্য অভিভুত করে। সমাধি বীর্য্যের সহিত সংযোজিত হইলে কৌসীদ্যে পড়িতে পায় না। বীর্য্য সমাধির সহিত সংযোজিত হইলে ঔদ্ধত্যে পড়িতে পায় না। তাই তদুভয় সমান করা উচিত। উভয় সমতায় "অর্পণা" হইয়া থাকে।

অপিচ সমাধি কর্ম্মিকের বলবতী শ্রদ্ধা থাকা উচিত। এইরূপ শ্রদ্ধা করিতে করিতে, অবকল্পনা (১) করিতে করিতে অর্পণা প্রাপ্ত হইবে। সমাধি প্রজ্ঞার মধ্যে সমাধিকর্ম্মিকের একাগ্রতা বলবতী হওয়া উচিত। এইরূপ হইলে সে

(১) অবকল্পনা করিতে করিতে—ওকপ্পেন্তো—যেমন আলম্বনে অনুপ্রবেশ করিয়া অধি-মোক্ষণ বশে প্রস্কন্দন করিতে করিতে।

অর্পণা পাইয়া থাকে। বিদর্শন কর্ম্মিকের প্রজ্ঞা বলবতী হওয়া উচিত। এইরূপ হইলে সে লক্ষণ-জ্ঞান লাভ করে। উভয়ের সমতাদ্বারা ও অর্পণা হইয়াই থাকে। স্মৃতি সর্ব্বত্র বলবতী হওয়া উচিত। স্মৃতি চিত্তকে ঔদ্ধত্য পক্ষীয় শ্রদ্ধাবীর্য্য প্রজ্ঞাবশে ঔদ্ধত্যপাত হইতে, কৌসীদ্য পক্ষীয় সমাধি দ্বারা কৌসীদ্য পাত হইতে রক্ষা করে। সেই কারণে তাহা সকল ব্যঞ্জনে নুন দেওয়ার ন্যায়, ও সর্ব্বরাজ কার্য্যে সর্ব্বকর্ম্মিক অমাত্যের ন্যায় সর্ব্বত্র ইচ্ছা কর্ত্তব্য (থাকা উচিত)। সেই কারণে বলা হইয়াছে—"স্মৃতি সর্ব্বার্থিকা বলিয়া ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত।" কি কারণে? স্মৃতিই চিত্তের প্রতিশরণ, আরক্ষা তাহার আসন্ন কারণ, স্মৃতি বিনা চিত্তের প্রগ্রহ-নিগ্রহ হয় না।

(৩) নিমিত্ত-কুশলতা—পৃথিবী কৃৎস্নাদির অকৃত চিত্তৈকাগ্রতা নিমিত্তের করণ-কুশলতা, কৃতের ভাবনা-কুশলতা ও ভাবনায় লব্ধের রক্ষণ-কুশলতা। তাহাই এখানে অভিপ্রেত।

(৪) যে সময়ে চিত্তকে প্রগ্রহ কর্ত্তব্য সেই সময়ে চিত্তকে কিরূপে প্রগ্রহ করে? যদা অতি শিথিল বীর্য্যতাদি দ্বারা ইহার চিত্ত লীন (দুর্ব্বল) হয় তদা প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গাদি তিন সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা না করিয়া ধর্ম্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গাদি তিনটা ভাবনা করে। ভগবান কর্ত্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে—যেমন, হে ভিক্ষুগণ কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্র অগ্নি বড় করিয়া জ্বালিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। সে তত্র আর্দ্র তৃণ প্রক্ষেপ করে, আর্দ্র গোময় প্রক্ষেপ করে, আর্দ্র কাষ্ঠ সমূহ প্রক্ষেপ করে, জলে ভিজা হাওয়া ও দিতে থাকে, ধুলিও ছড়াইতে থাকে, তবে সে ব্যক্তি, হে ভিক্ষুগণ, সে পরিত্র (ক্ষুদ্র) অগ্নিকে বড় করিয়া জ্বালিতে সমর্থ কি? (উপযুক্ত কি)? না ভন্তে।

সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে চিত্ত লীন হয় সেই সময়ে প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার অকাল, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার অকাল। কি কারণে? হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত লীন, তাহা এই ধর্ম্ম সমূহের সহিত দুঃসমুস্থাপনীয় হইয়া থাকে। যে সময়ে, হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত লীন হয়, সেই সময়ে ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার কাল, বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গ ও প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার কাল। তাহার কারণ কি? চিত্ত লীন, হে ভিক্ষুগণ, তাহা এই ধর্ম্ম সমূহের সহিত সমুস্থাপনীয় হইয়া থাকে।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোন পুরুষ ক্ষুদ্র অগ্নি বড় করিয়া জ্বালিতে (উজ্জল করিতে) ইচ্ছুক হয়, সে তত্র শুষ্ক তৃণ সমূহ প্রক্ষেপ করে, শুষ্ক গোময় সমূহ প্রক্ষেপকরে, শুষ্ক কাষ্ঠ সমুহ প্রক্ষেপ করে, মুখের বাতাস ও দিয়া থাকে (ফুঁ দিয়া থাকে), ধুলিও ছড়ায় না, হে ভিক্ষুগণ, সে ব্যক্তি ক্ষুদ্র অগ্নি (উজ্জল করিতে) বড় করিয়া জ্বালিতে সক্ষম কি (উপযুক্ত কি) ? হাঁ ভন্তে।

এখানেও স্বকীয় আহারাদি বলে ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গাদির ভাবনা বিদিতব্য। ইহা উক্ত হইয়াছে—হে ভিক্ষুগণ ; কুশলাকুশল ধর্ম্ম, সবদ্যানবদ্য ধর্ম্ম, হীন প্রণীত ধর্ম্ম, কৃষ্ণশুক্লসপ্রতিভাগ ধর্ম্ম আছে। তত্র যোনিতঃ মনসিকার বহুলীকার—এই আহার অনুৎপন্ন ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির এবং উৎপন্ন ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গের বৃদ্ধি,বৈপুল্য ও ভাবনা দ্বারা পুরিপূর্ণতার হেতু হইয়া থাকে।

তত্র হে ভিক্ষুগণ, আরম্ভধাতু, নৈষ্ক্রম্যধাতু, ও পরাক্রমধাতু আছে। তত্র যোনিতঃ মনসিকার বহুলীকার—এই আহার অনুৎপন্ন বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির এবং উৎপন্ন বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গের বৃদ্ধি, বৈপুল্য ও ভাবনাদ্বারা পরিপূর্ণতার হেতু হইয়া থাকে।

তথা, হে ভিক্ষুগণ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ-স্থানীয় ধর্ম্ম আছে। তত্র যোনিতঃ মনসিকার বহুলীকার—এই আহার অনুৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির এবং উৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের বৃদ্ধি, বৈপুল্য ও ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণতার হেতু হইয়া থাকে।

তত্র স্বভাব-সামান্যলক্ষণ প্রতিবেধ বশে প্রবর্ত্ত মনসিকার কুশলাদিতে যোনিতঃ মনসিকার। আরম্ভধাতু আদির উৎপাদন বশে প্রবর্ত্ত মনসিকার আরম্ভধাতু আদিতে যোনিতঃ মনসিকার। তত্র আরম্ভ ধাতু বলে প্রথম বীর্য্যকে। নৈষ্ক্রম্য ধাতু কৌসীদ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত বলিয়া তাহা হইতে বলবত্তর। পরাক্রম ধাতু পর পর স্থান আক্রমণ করে বলিয়া তাহা হইতে বলবত্তর। প্রীতিরই নাম প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম্ম। তাহার উৎপাদক মনসিকারই যোনিতঃ মনসিকার। অপিচ সপ্তধর্ম্ম ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। (১) পরিপৃচ্ছকতা, (২) বস্তুবিশদিক্রিয়তা, (৩) ইন্দ্রিয়সমত্ব প্রতিপাদনা, (৪) দুঃপ্রাজ্ঞ পুদ্‌গল পরিবর্জ্জনা, (৫) প্রজ্ঞাবন্ত পুদ্‌গল সেবনা, (৬) গম্ভীর জ্ঞান-চর্য্যা প্রত্যবেক্ষণা, (৭) তদধিমুক্ততা।

একাদশ ধর্ম্ম বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। (১) অপায়াদিভয়প্রত্যবেক্ষণা, (২) বীর্য্যায়ত্ত লৌকীকলোকোত্তরবিশেষাধিগমানিসংশদর্শিতা, (৩) বুদ্ধপ্রত্যেকবুদ্ধ-মহাশ্রাবকগণ কর্ত্তৃক গতমার্গ আমার ও গন্তব্য, কুসীদ (অলস) সে মার্গে যাইতে সক্ষম নহে। এইরূপে গমনবীথি প্রত্যবেক্ষণতা, (৪) দায়কগণের মহাফল ভাবকরণের দ্বারা পিণ্ডপচায়না, (৫) আমার শাস্তা বীর্য্যারম্ভের বর্ণবাদী, সে শাসন অনতিক্রমনীয়, আমাদেরও বহুপকারী, প্রতিপত্তি দ্বারা পূজীয়মান তিনি পূজিত হইয়া থাকেন, অন্যপ্রকারে নহে। এইরূপে শাস্তার মহত্ব প্রত্যবেক্ষণতা, (৬) সদ্ধর্ম্ম সংখ্যাত মহাদায়াদ্য আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কৌসীদ্য (অলসতাদ্বারা) গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। এইরূপে দায়াদ্য মহত্ব প্রত্যবেক্ষণতা, (৭) আলোক সংজ্ঞা মনসিকার-ইর্য্যাপথপরিবর্ত্তন-অভ্যোকাশ সেবনাদি দ্বারা স্ত্যানমিদ্ধ বিনোদনতা, (৮) কুসীদ পুদ্‌ গলপরিবর্জ্জনতা,(৯) আরব্ধবীর্য্য পুদ্‌গলসেবনতা, (১০) সম্যকপ্রধান-প্রত্যবেক্ষণতা, (১১) তদধিমুক্ততা।

একাদশ ধর্ম্ম প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। (১) বুদ্ধানুস্মৃতি,(২) ধর্ম্মানুস্মৃতি, (৩) সংঘানুস্মৃতি,(৪) শীলানুস্মৃতি, (৫) ত্যাগানুস্মৃতি, (৬) দেবতানুস্মৃতি, (৭) উপশমানুস্মৃতি, (৮) রুক্ষপুদ্‌গল পরিবর্জ্জনতা, (৯) স্নিগ্ধ পুদ্‌গল সেবনতা, (১০) পসাদনীয় সুত্তন্ত * প্রত্যবেক্ষণতা, (১১) তদধিমুক্ততা।

এইরূপে এই সকল আকারে এই সকল ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যাঙ্গাদিও ভাবনা করে। এই প্রকারে যে সময়ে চিত্ত প্রগ্রহকরা কর্ত্তব্য সে সময়ে চিত্তকে প্রগ্রহ করে।

কিরূপে যে সময়ে চিত্তকে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য সে সময়ে চিত্তকে নিগ্রহ করে? যদা ইহার অতি আরব্ধ-বীর্য্যাদি দ্বারা চিত্ত উদ্ধত হয়, তদা ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যাঙ্গাদি তিন বোধ্যঙ্গ ভাবনা না করিয়া প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যাঙ্গাদি ভাবনা করে। ভগবান কর্ত্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে:—যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি মহাঅগ্নিস্কন্ধ নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছুক। সে তত্র শুষ্ক তৃণসমূহ প্রক্ষেপ করে,......পে......তাহাতে পাংশু ছড়ায় না। হে ভিক্ষুগণ, সে ব্যক্তি সেই মহাঅগ্নিস্কন্ধ নির্ব্বাপিত করার উপযুক্ত কি? নিশ্চয়ই নহে ভন্তে!

* সম্পসাদনীয় সুত্তন্ত—দীর্ঘ ৩য়

সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে চিত্ত উদ্ধত হয় সে সময়ে ধর্ম্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার অকাল, বীর্য্য…পে…প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার অকাল। তাহার কি কারণ? হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত উদ্ধত। তাহা এই সকল ধর্ম্মদ্বারা দুরুপশমনীয় হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে চিত্ত উদ্ধত হয় সে সময়ে প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার কাল, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার কাল, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার কাল। তাহার কি কারণ? হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত উদ্ধত, তাহা এই সকল ধর্ম্মদ্বারা সুউপশমনীয় হইয়া থাকে।

যেমন হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি মহাঅগ্নিস্কন্ধ নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। সে তত্র আর্দ্র তৃণ সমূহ প্রক্ষেপ করে……পে…পাংশু দ্বারা অবকীর্ণ করে। হে ভিক্ষুগণ, সে ব্যক্তি সেই মহাঅগ্নিস্কন্ধ নির্ব্বাপিত করার উপযুক্ত কি? হাঁ ভন্তে।

এইখানে ও যথা স্বকীয় আহারবশে প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যাঙ্গাদির ভাবনা বিদিতব্যা। ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—হে ভিক্ষুগণ, কায়-প্রশ্রব্ধি ও চিত্ত-প্রশ্রব্ধি আছে। তত্র যোনিতঃ মনসিকারবহুলীকার এই—আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির, অথবা উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের বৃদ্ধি বৈপুল্য ও ভাবনাদ্বারা পরিপূর্ণতা লাভের কারণ হইয়া থাকে। তথা হে ভিক্ষুগণ, শমথ-নিমিত্ত আছে, অব্যগ্র নিমিত্ত। তত্র যোনিতঃমনসি কারবহুলী কার—এই আহার অনুৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির অথবা উৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের বৃদ্ধি, বৈপুল্য ও ভাবনাদ্বারা পরিপূর্ণতা লাভের কারণ হইয়া থাকে। তথা হে ভিক্ষুগণ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম্ম সকল আছে। তত্র যোনিতঃ মনসিকারবহুলীকার—এই আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির, অথবা উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের বৃদ্ধি, বৈপুল্য ও ভাবনাদ্বারা পরিপূর্ণতা লাভের কারণ হইয়া থাকে।

তত্র যথা ইহার প্রশ্রব্ধি আদি অনুৎপন্নপূর্ব্ব, সেই সেই আকার লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উৎপাদন বশে প্রবর্ত্তিত মনসিকারই তিনপদেই যোনিতঃ মনসিকার (যোনিসোমনসিকারো)।

শমথের ই নাম শমথ-নিমিত্ত। অবিক্ষেপার্থে তাহারই নাম অব্যগ্র নিমিত্ত।

অপিচ সপ্ত ধর্ম্ম প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। (১) প্রণীত ভোজন সেবনতা, (২) ঋতুসুখ সেবনতা, (৩) ইর্য্যাপথ সুখসেবনতা, (৪) মধ্যস্থপ্রয়োগতা, (৫) সারব্ধ পুদ্গলপরিবর্জ্জনতা, (৬) প্রশ্রব্ধকায়পুদ্গল সেবনতা, (৭) তদধিমুক্ততা।

একাদশ ধর্ম্ম সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। (১) বস্তুবিশদতা, (২) নিমিত্ত কুশলতা, (৩) ইন্দ্রিয় সমত্ব প্রতিপাদনতা, (৪) সময়ে চিত্তের নিগ্রহণতা, (৫) সময়ে চিত্তের প্রগ্রহণতা, (৬) নিরাস্বাদ চিত্তের শ্রদ্ধাসংবেগ বশে সম্প্রহর্ষণতা, (৭) সম্যকপ্রবর্ত্তের অধ্যুপেক্ষণতা, (৮) অসমাধিস্থপুদ্গল পরিবর্জ্জনতা, (৯) সমাধিস্থ পুদ্গল সেবনতা, (১০) ধ্যানবিমোক্ষ প্রত্যবেক্ষণতা, (১১) তদধিমুক্ততা।

পঞ্চধর্ম্ম উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। (১) সত্ত্ব মধ্যস্থতা, (২) সংস্কার মধ্যস্থতা, (৩) সত্ত্ব-সংস্কার-ক্লেশ-দায়ক-পুদ্গল পরিবর্জ্জনতা, (৪) সত্ত্ব-সংস্কারমধ্যস্থ পুদ্গল সেবনতা, (৫) তদধি মুক্ততা।

অতএব এই সকল প্রকারে এই সকল ধর্ম্ম উৎপাদন করিতে করিতে প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গাদি ভাবনা করে বলা যায়। এইরূপে যেই সময়ে চিত্তকে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য সেই সময়ে চিত্তকে নিগ্রহ করে।

(৬) কিরূপে যে সময়ে চিত্তকে সম্প্রহর্ষিত কর্ত্তব্য সে সময়ে চিত্তকে সম্প্রহর্ষিত করে? যদা ইহার প্রজ্ঞাপ্রয়োগ মন্দতাবশতঃ বা উপশম সুখানধিগম দ্বারা চিত্ত নিরাস্বাদ হয় তদা তাহাকে অষ্ট সংবেগ বস্তু প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা সংবেগ যুক্ত করে। অষ্ট সংবেগ বস্তু যথা—জাতি জরা ব্যাধি মরণ এই চারি, অপায় দুঃখ পঞ্চম, অতীতে (সংসার) বর্ত্ত মূলক দুঃখ, অনাগতে বর্ত্তমূলক দুঃখ, প্রত্যুৎপন্নে আহারপরিয়েষ্টি (আহারঅন্বেষণ) মূলক দুঃখ। বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ-গুণানুস্মরণেও ইহা জন্মে। এইরূপে যেই সময়ে চিত্তকে সম্প্রহর্ষিত কর্ত্তব্য সে সময়ে চিত্তকে সম্প্রহর্ষিত করে বলা যায়।

(৭) কিরূপে যে সময়ে চিত্তকে অধ্যুপেক্ষা কর্ত্তব্য সে সময়ে চিত্তকে অধ্যুপেক্ষা করে? সারথী যেমন সমপ্রবর্ত্তক অশ্ব সমূহে উপেক্ষক হইয়া থাকে সেইরূপ যদা ইহার চিত্ত এইরূপে চলার দরুণ অলীন, অনুদ্ধত,

অনিরাস্বাদ, আলম্বনে সমপ্রবর্ত্তক ও গমনবীথি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে তদা ইহার প্রগ্রহ-নিগ্রহ-সম্প্রহর্ষণে চেষ্টা (ব্যাপার) হয় না। এইরূপে যে সময়ে চিত্তকে অধ্যুপেক্ষা কর্ত্তব্য সে সময়ে চিত্তকে অধ্যুপেক্ষা করে।

(৮) অসমাধিস্থ পুদ্‌গল পরিবর্জ্জনতা—নৈষ্ক্রম্য প্রতিপদে অনারূঢ়পূর্ব্ব, অনেক কৃত্যপ্রসৃত, বিক্ষিপ্ত হৃদয় পুদ্‌গলগণের দূর হইতে পরিত্যাগ।

(৯) সমাধিস্থ পুদ্‌গল সেবনা নৈষ্ক্রম্য প্রতিপদ প্রতিপন্ন সমাধিলাভী পুদ্‌গল গণের নিকট সময়ে সময়ে উপসংক্রমণ।

(১০) তদধিমুক্ততা—সমাধি-অধিমুক্ততা, সমাধির প্রতি ভক্তিমান, সমাধির প্রতি নত, সমাধির প্রতি বক্র, সমাধির প্রতি আনত এই অর্থ।

এই রূপে দশ প্রকার অর্পণা কৌশল্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

এবং হি সম্পাদয়তো অপ্‌পনাকোসল্লং ইমং,
পটিলদ্ধে নিমিত্তস্মিং অপ্‌না সম্পবত্ততি।
এবং হি পটিপন্নস্‌স সচে সা ন প্পবত্ততি,
তথাপি ন জহে যোগং বায়মেথেব পণ্ডিতো।
হিত্বা হি সম্মাবায়ামং বিসেসং নাম মানবো
অধিগচ্ছে পরিত্তং পি ঠানমেতং ন বিজ্জতি।
চিত্তপ্পবত্তি আকারং তস্মা সল্লক্‌খয়ং বুধো,
সমতং বিরিয়স্‌সেব যোজয়েথ পুনপ্পুনং।
ঈসকং পি লয়ং যন্তং পগ্‌গহ্‌হেথেব মানসং,
অচ্চারদ্ধং নিসেধেত্বা সমমেব পবত্তয়ে।
রেণুম্হি উপ্পলদলে সুত্তে নাবায নালিযা,
যথা মধুকরাদীনং পবত্তি সম্পবন্নিতা।
লীন-উদ্ধত ভাহেবি মোচযিত্বান সব্বসো,
এবং নিমিত্তাভিমুখং মানসং পটিপাদযে তি।

তত্র এই দীপনা—যথা অতি দক্ষ মধুকর অমুক বৃক্ষে পুষ্প ফুটিয়াছে জানিয়া অতি বেগে উড়িয়া তাহা অতিক্রম করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় ক্ষীণরেণু পুষ্প প্রাপ্ত হয়।

অপর অদক্ষ মধুকর মন্দবেগে উড়িয়া ক্ষীণরেণু পুষ্প প্রাপ্ত হয়। দক্ষ মধুকর সমবেগে উড়িয়া সুখে পুষ্পরাশি প্রাপ্ত হইয়া যথেচ্ছা রেণু গ্রহণ পূর্ব্বক মধু সম্পাদন করিয়া মধুরস অনুভব করে।

যথা শল্যকর্ত্তার অন্তেবাসীদের উদকস্থ উৎপল পত্রে শস্ত্রকর্ম্ম শিক্ষার সময় যে অতি দক্ষ সে বেগে শস্ত্রপাত করিয়া উৎপল পত্র দুইভাগে ছেদন করে অথবা উদকে প্রবেশ করায়। অপর অদক্ষ অন্তেবাসী পত্র ছিন্ন হইবে বা জলে প্রবেশ করিবে ভয়ে শস্ত্রদ্বারা স্পর্শ করিতেও ভয় করে। দক্ষ অন্তেবাসী সম-প্রয়োগে তত্র শস্ত্র প্রহার দিয়া পরিশুদ্ধশিল্প হইয়া তদ্রূপ স্থান সমূহে কর্ম্ম করিয়া লাভ প্রাপ্ত হয়।

যথা যে চারিব্যাম প্রমাণ মর্কটসূত্র আহরণ করিবে সে চারি সহস্র (মুদ্রা) লাভ করিবে বলিয়া রাজা ঘোষণা করিলে এক অতি দক্ষ পুরুষ বেগে মর্কট সূত্র আকর্ষণ করিতে গিয়া স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া ফেলে। অপর অদক্ষ পুরুষ ছিন্ন হইবে ভয়ে ছুঁইতেও সাহস করে না। দক্ষ পুরুষ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমপ্রয়োগ দ্বারা দণ্ডেতে বেষ্টন করিয়া আহরণ পূর্ব্বক লাভ প্রাপ্ত হয়।

যথা অতিদক্ষ নিয়ামক (কর্ণধার বা মাঝি) প্রবল বায়ুতে পাল পূর্ণ করিয়া নৌকা বিদেশে চালাইয়া নেয়। অপর অদক্ষ নিয়ামক মন্দবায়ুতে পাল আরোপণ করিয়া নৌকা তত্রৈব স্থাপন করে। দক্ষ নিয়ামক মন্দবায়ুতে পাল পূর্ণ করিয়া, প্রবল বায়ুতে অর্দ্ধপাল করিয়া (খাটাইয়া) সুখে ইচ্ছিত স্থান প্রাপ্ত হয়।

যথা যে তৈল না ফেলিয়া নালি পূর্ণ করিবে সে লাভ পাইবে (বা পুরস্কার পাইবে) বলিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক উক্ত হইলে একজন অতিদক্ষ অন্তেবাসী লাভের লোভে অতিবেগে পূর্ণ করিতে গিয়া তৈল ফেলিয়া থাকে। অপর অদক্ষ অন্তেবাসী তৈল পড়িবে ভয়ে নালীতে ভরিতে সাহস করে না। দক্ষ অন্তেবাসী কিন্তু সমপ্রয়োগে নালি পূর্ণ করিয়া লাভ প্রাপ্ত হয়।

সেইরূপ একজন ভিক্ষু নিমিত্ত উৎপন্ন হইলে "শীঘ্রই অর্পণা প্রাপ্ত হইব"

ভাবিয়া গাঢ় বীর্য্য করে (অত্যধিক চেষ্টা করে)। তাহার চিত্ত অত্যারব্ধ-বীর্য্য বশতঃ ঔদ্ধত্যে পতিত হয়। সে অর্পণা পাইতে সক্ষম হয় না। আর এক ভিক্ষু অত্যারব্ধ প্রবীর্য্যতায় (অতি দৃঢ় পরাক্রমে) দোষ দেখিয়া—'ইদানীং আমার অর্পণায় কি প্রয়োজন, মনে করিয়া বীর্য্য ত্যাগ করে। তাহার চিত্ত অতি লীনবীর্য্যত্বহেতু (শিথিল বীর্য্যত্বাৎ) কৌসীদ্যে পতিত হয়। সেও অর্পণা পাইতে সক্ষম হয় না। যে নাকি ঈষৎ লীন চিত্তকেও লীনভাব হইতে, উদ্ধত চিত্তকে ঔদ্ধত্য হইতে মুক্ত করিয়া সমপ্রয়োগদ্বারা নিমিত্তাভিমুখে প্রবর্ত্তিত করে সেই অর্পণা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ হওয়া উচিত। এই অর্থ সম্বন্ধে ইহা

রেণুম্হি উপ্পলদলে সুত্তে নাবায নালিযা,
যথা মধুরাদীনং পবত্তি সম্পবণ্ণিতা।
লীন উদ্ধত ভাবেহি মোচয়িত্বান সব্বসো,
এবং নিমিত্তামুখং মানসং পটিপাদয়েতি।

যথা রেণু, উৎপলদল, সূত্র, নৌকা বা নালিতে মধুরাদির প্রবর্ত্তি (উৎপত্তি) সম্প্রবর্ণিত সেরূপ লীন বা উদ্ধত ভাব হইতে চিত্তকে সর্ব্বপ্রকারে (সম্পূর্ণরূপে) মুক্ত করিয়া নিমিত্তাভিমুখে মানস প্রতিপাদন (মনকে নত) করা উচিত।

এইরূপে নিমিত্তাভিমুখে মানস প্রতিপাদন করায় ইহার "ইদানীং অর্পণা লাভ (ইদ্ধ) হইবে" মনে করিয়া ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ করিয়া পৃথিবী, পৃথিবী, অনু-যোগ (অনুস্মরণ) বশে উপস্থিত সেই পৃথিবী কৃৎস্নকে আলম্বন করিয়া মনো-দ্বার আবর্জ্জন উৎপন্ন হয়। তারপর সেই আলম্বনেই চারি বা পঞ্চ জবন উৎপন্ন (জবিত) হয়। তাহাদের মধ্যে অবসানে এক রূপাবচর চিত্ত, অবশিষ্ট প্রকৃতিচিত্ত (স্বাভাবিক চিত্ত) হইতে বলবত্তর বিতর্ক-বিচার-প্রীতি-সুখ-চিত্তৈকাগ্রতা কামাবচর,যাহারা অর্পণার পরিকর্ম্মহেতু পরিকর্ম্ম (চিত্ত) বলিয়াও কথিত। যেমন গ্রামাদীর আসন্ন প্রদেশ গ্রামোপচার, নগরোপচার বলিয়া কথিত। সেইরূপ অর্পণার আসন্ন বা সমীপচার বলিয়া উপচার, ইহার পূর্ব্বে পরিকর্ম্ম চিত্ত সমূহের উপরি এবং অর্পণায় ও অনুলোম বলিয়া অনুলোম চিত্ত বলিয়াও কথিত হয়।

অত্র যে "সর্ব্ব"ইত্যাদি তাহা পরিত্র গোত্রাভিভবন ও মহদ্গত গোত্রাভি-

ভবন বলিয়া গোত্রভূ বলিয়াও উক্ত। অগৃহীত গ্রহণ দ্বারা, কিন্তু, অত্র প্রথম পরিকর্ম্ম, দ্বিতীয় উপচার, তৃতীয় অনুলোম, চতুর্থ গোত্রভূ। অথবা প্রথম উপচার, দ্বিতীয় অনুলোম, তৃতীয় গোত্রভূ, চতুর্থ বা পঞ্চম অর্পণা চিত্ত। অথবা চতুর্থই পঞ্চমকে প্রাপ্ত হয়। তাহাও ক্ষীপ্রাভিজ্ঞা দন্ধাভিজ্ঞা বশে। তারপর জবন পতিত হয়, ভবাঙ্গের বার হয়।

আভিধর্ম্মিক গোদত্ত স্থবির কিন্তু 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুশল ধর্ম্ম সমূহ পর পর কুশল ধর্ম্ম সমূহের আসেবন প্রত্যয় বশে প্রত্যয়" এই সূত্রে বলিয়া আসেবন প্রত্যয়ের দ্বারা পর পর ধর্ম্ম বলবান হয়। তাই ষষ্ঠ বা সপ্তমে অর্পণা হয় বলিয়া বলিয়াছেন। তাহা অট্ঠকথা সমূহে "ইহা স্থবিরের মত মাত্র" বলিয়া প্রতিক্ষিপ্ত (অগৃহীত)।

চতুর্থ পঞ্চম চিত্তেই অর্পণা হয়, পরে জবনে পতিত হইয়া থাকে, ভবাঙ্গের আসন্ন বলিয়া ইহা উক্ত। তাহা বিচার করিয়া কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিক্ষেপ করিতে অসমর্থ। যথা কোন পুরুষ ছিন্নপ্রপাতাভিমুখে ধাবিত হইয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছুক হইলেও পর্য্যন্তে (কিনারায়) পা রাখিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না, প্রপাতেই পতিত হয়, সেইরূপ ষষ্ঠ বা সপ্তমে অর্পণা পাইতে সক্ষম হয় না ভবাঙ্গের আসন্ন বলিয়া। তাই চতুর্থ পঞ্চমেই অর্পণা হইয়া থাকে জ্ঞাতব্য।

তাহাও একচিত্তক্ষণিকাই। সপ্ত স্থানে অদ্ধান পরিচ্ছেদ (কালভেদ) নাই।:—প্রথম অর্পণায়, লৌকিক অভিজ্ঞা সমূহে, চারি মার্গে, মার্গান্তর ফলে, রূপারূপভাবসমূহে, ভবাঙ্গধ্যানে, নিরোধের প্রত্যয়ে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে, নিরোধহইতে উত্থানকারীর ফলসমাপত্তিতে (সম্প্রাপ্তি)। তত্র মার্গান্তর ফল তিনটীর উপরে হয় না। নিরোধের প্রত্যয় নৈবসজ্ঞানাসজ্ঞা-য়তন দুইটীর উপরে হয় না। রূপারূপ সমূহে ভবাঙ্গের পরিমাণ নাই। শেষ স্থান সমূহে একচিত্ত মাত্র। অতএব একচিত্তক্ষণিকাই অর্পণা, তারপর ভবাঙ্গ পাত। অনন্তর ভবাঙ্গ অবচ্ছেদ করিয়া ধ্যানপ্রত্যবেক্ষণার্থ আবর্জ্জন, তারপর ধ্যান প্রত্যবেক্ষণ।

এই পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি "বিবিচ্চেব কামেহি বিবিচ্চ অকুসলধম্মেহি সবিতক্কং সবিচারং বিবেকজং পীতিসুখং পঠমং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি" ইহাদ্বারা

পঞ্চাঙ্গ বিপ্রহীন, পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত, ত্রিবিধ কল্যাণ, দশকুশলসম্পন্ন পৃথিবীকৃৎস্ন প্রথমধ্যান অধিগত (প্রাপ্ত) হয়।

তত্র বিবিচ্চেব কামেহি—কামসমূহদ্বারা বিবর্জ্জিত হইয়া, বিনা হইয়া, অপক্রম করিয়া। এই স্থানে যেই 'কার' (কারক) সেই নিয়মার্থ বলিয়া জ্ঞাতব্য। যেই হেতু নিয়মার্থ (বিধি) সেই হেতু সেই প্রথমধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহরণ সময়ে অবিদ্যমান কামসমূহের, সেই প্রথমধ্যানের প্রতিপক্ষভাব কাম পরিত্যাগের দ্বারাই ইহার অধিগম প্রকাশ করে।

কি প্রকারে? 'বিবিচ্চেব কামেহি" এইরূপ নিয়ম করিলে পর ইহা দেখা যায়। কাম সমূহ এই ধ্যানের প্রতিপক্ষ ভূত নহে কি? যাহারা থাকিলে ইহা উৎপন্ন হয় না। অন্ধকার থাকিলে দীপাভাসের মত। তাহাদের পরিত্যাগেই ইহার অধিগম হইয়া থাকে। এই তীর পরিত্যাগে অপর তীর প্রাপ্তির মত। সেই হেতু নিয়ম করে।

তাই থাকুক। কিন্তু পূর্ব্বপদে উক্ত হইল কেন? উত্তর পদে হইল না কেন? অকুশল ধর্ম্ম সমূহ হইতে অবিবিক্ত হইয়া ধ্যান উপসম্পাদন (উৎপন্ন) করিয়া বিহার করে কি? এইরূপ দ্রষ্টব্য নহে। তাহা নিঃসরণের পূর্ব্বপদেই উক্ত। কামধাতু সমতিক্রমণ দ্বারা ও কামরাগের প্রতিপক্ষ বলিয়া এই ধ্যান কাম সমূহেরই নিঃসরণ। যথা বলা হইয়াছে:—এই যে নৈষ্ক্রম্য ইহা কাম সমূহের নিঃসরণ! উত্তর পদে ও যথা—"হে ভিক্ষুগণ, এইখানে প্রথম শ্রমণ, এইখানে দ্বিতীয় শ্রমণ।" এইখানে 'অত্রেব কার' আনিয়া উক্ত হইয়াছে এইরূপ বক্তব্য। ইহা ব্যতীত অপর নিবারণ সঙ্খ্যাত অকুশল ধর্ম্ম সমূহ হইতে অবিবিক্ত হইয়া ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া কেহ বিহার করিতে সমর্থ নহে। সেই কারণে "কাম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া" ইহা পূর্ব্বপদদ্বয়ে ও দ্রষ্টব্য।

যদিও পদদ্বয়ে ও 'বিবিক্ত হইয়া' এই সাধারণ বচন দ্বারা তদঙ্গ বিবেকাদিও চিত্তবিবেকাদি সমস্ত বিবেক সমূহ সংগৃহীত হইতেছে। তথাপি কায়বিবেক, বিবেক ও বিক্ষম্ভন বিবেক এই তিন বিবেকই এই খানে দ্রষ্টব্য।

"কামেহি"—কাম সমূহ হইতে—এই পদ দ্বারা "নিদ্দেসে" উক্ত "বস্তু কাম সকল কি কি? মনাপ প্রিয়রূপ সকল ইত্যাদি প্রকারে যে বস্তু কাম সকল

কথিত, আর উক্ত বহিতে ও বিভঙ্গে যে ছন্দ কাম, রাগ কাম, ছন্দরাগ কাম, সঙ্কল্প কাম, রাগ কাম, সঙ্কল্পরাগ কাম···ইহারা কাম বলিয়া কথিত হয়" এই রূপে ক্লেশকাম সকল উক্ত হইয়াছে সেই সকলই সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া দ্রষ্টব্য। এইরূপ হইলে "বিবিচ্চেব কামেহি"—কাম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া—বাক্য দ্বারা বস্তুকাম সকল হইতে বিবিক্ত এই অর্থ সঙ্গত (যোজিত) হয়। তাহা দ্বারা কায়-বিবেক উক্ত হইয়াছে! "বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহি" অকুশল ধর্ম্ম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া—এই বাক্য দ্বারা ক্লেশ-কাম বা সর্ব্ব অকুশল হইতে বিবিক্ত হইয়া এই অর্থ সঙ্গত (যোজিত) হয়। তাহাদ্বারা চিত্ত-বিবেক উক্ত হইয়াছে।

অত্র পূর্ব্বপদে "বস্তু কাম হইতে বিবেক বচন" দ্বারা কামসুখ পরিত্যাগ, দ্বিতীয় পদ 'ক্লেশ কাম হইতে বিবেক বচন' দ্বারা নৈষ্ক্রম্যসুখ পরিগ্রহ বিভাবিত (প্রকাশিত) হইতেছে।

এইরূপ বস্তুকাম-ক্লেশকাম-বিবেক বচন হইতেই ইহাদের প্রথম দ্বারা সংক্লেশ-বস্তু প্রহান, দ্বিতীয় দ্বারা সংক্লেশ প্রহান; প্রথম দ্বারা লোলভাবের হেতু পরিত্যাগ, দ্বিতীয় দ্বারা বালভাবের; প্রথম দ্বারা প্রয়োগ শুদ্ধি, দ্বিতীয় দ্বারা আশয় পোষণ বিভাবিত হইতেছে বলিয়া জ্ঞাতব্য।

আদৌ এই নয় (ন্যায়)—'কামেহি' কামসমূহ হইতে—এই পদে বস্তুকাম সমূহে বস্তুকাম পক্ষে। ক্লেশ কাম পক্ষে, কিন্তু ছন্দ বা রাগ আদি অনেক প্রকার কামছন্দই কাম বলিয়া অভিপ্রেত। তাহাও অকুশলান্তর্গত হইলেও "তত্র কাম কি কি"? 'ছন্দ কাম' ইত্যাদি ন্যায়ে "বিভঙ্গে" ধ্যানপ্রতিপক্ষ বলিয়া পৃথক উক্ত। ক্লেশকাম হেতু বা পূর্ব্বপদে উক্ত, অকুশল পর্য্যাপন্ন বলিয়া দ্বিতীয় পদে। কামের অনেক ভেদ হিসাবে না বলিয়া 'কাম সমূহ হইতে' উক্ত। অন্য ধর্ম্ম সমূহেরও অকুশল ভাব বিদ্যমানে "তত্থ কতমে অকুসলা ধম্মা" 'কামচ্ছন্দোতি' তত্র অকুশলধর্ম্ম কি কি!—কামাচ্ছন্দ ইত্যাদি" প্রকারে বিভঙ্গে "উপরস্থ" ধ্যানাঙ্গ সমূহের প্রত্যনিক্ প্রতিপক্ষ-ভাবদর্শন দ্বারা নিবারণ সমূহ উক্ত। নিবারণ সমূহ ধ্যানাঙ্গ প্রত্যনিক, ধ্যানাঙ্গ সমূহ তাহাদের প্রতিপক্ষ,বিধ্বংসক ও বিঘাতক বলিয়া কথিত হয়। সেইরূপ সমাধি কামচ্ছন্দের প্রতিপক্ষ, প্রীতি ব্যাপাদের, বিতর্ক আলস্যের (স্ত্যানমিদ্ধের), সুখ ঔদ্ধত্য ও

কুক্কুত্যের, বিচার বিচিকিৎসার বলিয়া "পেটকে" উক্ত। এইরূপে কামসমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া—বিবিচ্চেব কামেহি—এই বাক্যদ্বারা কামচ্ছন্দের বিক্ষম্ভন-বিবেক উক্ত হইতেছে। "বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহি" এই বাক্যদ্বারা পাঁচ নিবারণের। অগৃহীত গ্রহণ করিলে প্রথম দ্বারা কামচ্ছন্দের, দ্বিতীয় দ্বারা অবশিষ্ট নিবারণ সমূহের; তথা প্রথম দ্বারা তিন অকুশল মূলের মধ্যে পঞ্চকামগুণভেদ বিষয় লোভের, দ্বিতীয় দ্বারা আঘাতবস্তুভেদাদি বিষয় দ্বেষ-মোহের। ওঘাদি ধর্ম্মের মধ্যে প্রথম (পদের) দ্বারা কাম ওঘ, কামযোগ, কামাসব, কামোপাদান, অভিধ্যাকায়গ্রন্থ (গ্রন্থি), ও কামরাগসংযোজনের (বিক্ষম্ভন বিবেক উক্ত হইতেছে)। দ্বিতীয়ের দ্বারা অবশেষ ওঘ, যোগ, আসব, উপাদান, গ্রন্থ (গ্রন্থি) ও সংযোজনের (বিক্ষম্ভন বিবেক উক্ত হইতেছে)। প্রথম (পদের) দ্বারা তৃষ্ণা ও তৎসম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম সমূহের, দ্বিতীয় (পদের) দ্বারা অবিদ্যা ও তৎসম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম সমূহের, দ্বিতীয় দ্বারা অবিদ্যা ও তৎসম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম সমূহের। অপিচ প্রথম দ্বারা লোভ সম্প্রযুক্ত অষ্ট চিত্তোৎপাদ সমূহের, দ্বিতীয় দ্বারা শেষ চারি অকুশল চিত্তোৎপাদের বিক্ষম্ভন বিবেক উক্ত হইতেছে বলিয়া জ্ঞাতব্য। এই হইল "বিবিচ্চেব কামেহি বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহীতি" এই বাক্যের অর্থ প্রকাশনা।

এই পর্য্যন্ত প্রথম ধ্যানের প্রহানাঙ্গ দেখাইয়া (ব্যাখ্যা করিয়া, বর্ণনা করিয়া) ইদানীং সম্প্রয়োগাঙ্গ দর্শাইতে (দেখাইতে) "সবিতক্কং সবিচারং"—সবিতর্ক সবিচারাদি উক্ত।

তত্র বিতর্ক করণ বিতর্ক, উহন বলিয়া উক্ত হয়। (আলম্বনে) চিত্তের অভিনিরোপণ ইহার লক্ষণ, আহনন ও পর্য্যাহনন ইহার রস। তাহা দ্বারা যোগাবচর ব্যক্তি আলম্বন বিতর্কাহত বিতর্কপর্য্যাহত করে বলিয়া উক্ত হয়। আলম্বনে চিত্তের আনয়ন ইহার প্রত্যুপস্থান।

বিচরণ বিচার, অনুসঞ্চরণ বলিয়া উক্ত হয়। আলম্বনানুমর্দ্দন ইহার লক্ষণ। তত্র সহজাতানুযোজন রস, চিত্তের অনুপ্রবন্ধন প্রত্যুপস্থান।

কোন স্থানেও ইহাদের বিপ্রয়োগ না থাকিলেও স্থূলার্থে (অবলারিকার্থে) ও পূর্ব্বগামী অর্থে ঘণ্টাভিঘাত (ঘণ্টার আঘাত) সদৃশ চিত্তের প্রথমাভিনিপাত বিতর্ক। সূক্ষ্মার্থে ও অনুমর্দ্দন স্বভাববশতঃ ঘণ্টানুরব সদৃশ অনুপ্রবন্ধ বিচার।

প্রথম উৎপত্তিকালে চিত্তের পরিস্পন্দনভূত বিস্ফার (চলন) বিতর্ক; যেমন আকাশে উড়িতে ইচ্ছুক (উৎপতন কামী) পক্ষীর পক্ষ বিক্ষেপ অথবা গন্ধানুবন্ধচিত্ত ভ্রমরের পদ্মাভিমুখপাত। শান্তবৃত্তি অর্থাৎ চিত্তের নাতিপরিস্পন্দনভাব বিচার, যেমন আকাশে উৎপতিত (উড্ডীন) পক্ষীর পক্ষ প্রসারণ এবং পদ্মাভিমুখপতিত ভ্রমরের পদ্মের উপরিভাগে পরিভ্রমণ। "দুকনিপাতট্‌ঠকথায়" কিন্তু আকাশে গমনকারী মহাশকুনের উভয় পক্ষের দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া পক্ষদ্বয় (সন্নিসীদাপন করাইয়া) স্থির করিয়া গমন সদৃশ আলম্বনে চিত্তের অভিনিরোপণ ভাবে প্রবর্ত্তি বিতর্ক। (তাহা একাগ্র হইয়া অর্পিত হয়); বায়ু গ্রহণার্থ পক্ষদ্বয় স্পন্দিত করিয় গমন সদৃশ অনুমর্দ্দন স্বভাববশতঃ চিত্তের প্রবর্ত্তি বিচার বলিয়া উক্ত। তাহা অনুপ্রবন্ধ দ্বারা প্রবর্ত্তিতে থাটে। তাহাদের প্রভেদ (বিশেষ) প্রথম দ্বিতীয় ধ্যানে প্রাকট হয়। অপিচ মলযুক্ত (মলগৃহীত) কংস ভাজন একহস্ত দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, অপরহস্ত দ্বারা চূর্ণ তেল বালণ্ডুপক (ছাগলের লোমে প্রস্তুত মার্জ্জনী) দ্বারা পরিমর্দ্দনকারীর দৃঢ়গ্রাহী হস্ত সদৃশ বিতর্ক, পরিমর্দ্দক হস্ত সদৃশ বিচার। তথা দণ্ডপ্রহারের দ্বারা কুম্ভকারের চক্র ঘুরাইয়া ভাজন প্রস্তুতকারীর উৎপীড়নক হস্ত সদৃশ বিতর্ক, ইতঃস্ততঃ সঞ্চরক হস্ত সদৃশ বিচার। তথা মণ্ডল প্রস্তুত কারীর (বৃত্তাকার ছবি অঙ্কন কারীর) মধ্যে (কেন্দ্রে) সন্নিরুদ্ধ হইয়া স্থিত কণ্টক সদৃশ অভিনিরোপণ বিতর্ক, বাহিরে পরিভ্রমণকারী কণ্টক সদৃশ অনুমর্দ্দন বিচার। অতএব ফলপুষ্প সহিত বিদ্যমান বৃক্ষের ন্যায় এই বিতর্ক ও এই বিচার সহিত এই ধ্যান প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহাকে সবিতর্ক-সবিচার (ধ্যান) বলে।

কিন্তু "বিভঙ্গে" এই বিতর্ক দ্বারা এবং এই বিচার দ্বারা উপেত হয়, সমুপেত হয় ইত্যাদি ন্যায়ে (ক্রমে) পুদ্গলাধিষ্ঠানা দেশনা কৃতা। অর্থ কিন্তু তত্রও এইরূপ দ্রষ্টব্য।

"বিবেকজং"—বিবেকজ—অত্র বিবিক্তি বিবেক, 'নিবারণবিগম' ইহার অর্থ। অথবা বিবিক্তই বিবেক, অর্থাৎ নিবারণবিবিক্ত ধ্যান সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম রাশি। সেই বিবেক হইতে বা সে বিবেকে জাত বলিয়া বিবেক।

"পীতিসুখন্তি"—প্রীতিসুখ—অত্র প্রীনয়ন করে যাহা তাহা প্রীতি। সম্প্রিয়

করণ তাহার লক্ষণ, কায়চিত্ত প্রীনন রস, অথবা স্ফুরণ রস; ঔদগ্র্য (হর্ষ) প্রত্যুপস্থান। ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রন্তিকা, উদ্বেগা ও স্ফুরণা ভেদে প্রীতি পাঁচ প্রকার।

তত্র ক্ষুদ্রিকা প্রীতি শরীরে লোমহর্ষণমাত্র করিতে সক্ষম। ক্ষণিকা প্রীতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎপাত সদৃশ হইয়া থাকে। অবক্রন্তিকা প্রীতি বীচি যেমন সমুদ্রতীর অবক্রম করিয়া (অতিক্রম করিয়া) ভঙ্গ হয় সেরূপ কায় অবক্রম করিয়া নিরস্ত হয়। উদ্বেগা প্রীতি বলবতী হইয়া থাকে, শরীরকে উর্দ্ধাগ্র করিয়া আকাশে উল্লঙ্ঘন করায় (লঙ্ঘনপ্রমাণপ্রাপ্তা)। দৃষ্টান্ত যথা— পুন্নবল্লিকবাসী মহাতিস্‌স থেরো পুর্ণিমা দিবসে সন্ধ্যাকালে চৈত্যাঙ্গনে গিয়া চন্দ্রালোক দেখিয়া মহাচৈত্যাভিমুখী হইয়া "এই বেলায় চারি প্রকার পরিষৎ (জনতা, শ্রেণী) মহাচৈত্য বন্দনা করিতেছে ভাবিয়া স্বভাবতঃ দৃষ্টালম্বনবশে বুদ্ধকে আলম্বন করতঃ উদ্বেগ প্রীতি উৎপাদন করিয়া সুধাতলে (সুধাধবলিত তলে) প্রহট (অঙ্কিত) চিত্রগেণ্ডুক (চিত্রিত ক্রীড়নক বা গোলক) সদৃশ আকাশে উৎপতিত হইয়া মহাচৈত্যাঙ্গনেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সেইরূপ গিরিকণ্ডকবিহারের নিকটে বত্তকালক গ্রামে এক কুল দুহিতা বলবতী বুদ্ধালম্বন জাত উদ্বেগপ্রীতি দ্বারা আকাশে লঙ্ঘন করিয়াছিল (উড়িয়াছিল)। তাহার মাতাপিতা নাকি সন্ধ্যার সময়ে ধর্ম্ম শ্রবণার্থ বিহারে যাইবার সময়ে "মা তুমি পূর্ণ গর্ভা, অকালে বিচরণ করিতে পার না। আমরা তোমাকে পূণ্য দিয়া ধর্ম্ম শুনিব" বলিয় গেল। সে যাইতে ইচ্ছুক হইলেও তাহাদের বচন প্রতিবাহন (অগ্রাহ্য) করিতে অক্ষম হইয়া ঘরে রহিল। এবং ঘরের অজিরে (উঠানে) দাঁড়াইয়া চন্দ্রালোকে পর্ব্বত মস্তকে নির্ম্মিত চৈত্যাঙ্গন অবলোকন করিতে করিতে চৈত্যের দীপ পূজা এবং চারি পরিষৎ (জনতা, শ্রেণী) মালাগন্ধাদি দ্বারা চৈত্য পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে দেখিল। ভিক্ষু সংঘ একত্রে সূত্রপাঠ করিতেছে শুনিল। অতঃপর তাহার মনে হইল "যাহারা এইরূপ চৈত্যাঙ্গনে অনুসঞ্চরণ করিতে ও এরূপ মধুর ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইতেছে তাহারা ধন্য।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে (মানসনেত্রে) মুক্তারাশি সদৃশ চৈত্য দেখিয়াই উদ্বেগপ্রীতি উৎপন্ন হইল। সে আকাশে উড়িয়া মাতাপিতার

আগেই আকাশ হইতেই চৈত্যাঙ্গনে অবতরণ করিয়া চৈত্য বন্দনা করিয়া ধর্ম্ম শুনিতে শুনিতে দাঁড়াইয়াছিল। অনন্তর তাহার মাতাপিতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুমি কোন মার্গে আগতা?" সে বলিল—"আকাশে আসিয়াছি, মার্গে আসি নাই।" "মা, ক্ষীণাশ্রবগণ (অর্হৎগণ) আকাশে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তুমি কিরূপে আগতা?" "চন্দ্রালোকে চৈত্য দেখিয়া স্থিতাবস্থায় আমার বুদ্ধালম্বন জাতা বলবতী প্রীতি উৎপন্ন হইল। আমি দাঁড়াইয়াছিলাম কি বসিয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। গৃহীত নিমিত্ত দ্বারা আকাশে উড়িয়া চৈত্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছি। এইরূপে উদ্বেগপ্রীতি আকাশে লঙ্ঘানপ্রমাণা হইয়া থাকে।

ফুঁ দিয়া পূরিত বস্তীর মত ও মহৌঘদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট পর্ব্বতকুক্ষির মত উৎপন্ন স্ফুরণা প্রীতি দ্বারা সকল শরীর অনুপরিস্ফুট হইয়া থাকে।

সেই পঞ্চবিধ প্রীতি গর্ভ গ্রহণ করিয়া পরিপক্ক হইলে দুই প্রকার প্রশ্রব্ধি পরিপূর্ণ করে। কায় প্রশ্রব্ধি ও চিত্ত প্রশ্রব্ধি। প্রশ্রব্ধি গর্ভ গ্রহণ করিয়া পরিপক্ক হইলে দুই প্রকার সুখ পরিপূর্ণ করে।—কায়িক সুখ ও চৈতসিক সুখ। সুখ গর্ভ গ্রহণ করিয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইলে ত্রিবিধ সমাধি পরিপূর্ণ করে।—ক্ষণিক সমাধি, উপচার সমাধি, অর্পণা সমাধি। তাহাদের মধ্যে যাহা অর্পণা সমাধির মূল হইয়া বর্দ্ধমানা সমাধি সম্প্রযোগ গতা স্ফুরণা প্রীতি তাহা এই অর্থে অভিপ্রেতা।

ইতর সুখন সুখ, অথবা সুষ্ঠু খাইয়া থাকে কিম্বা কায়চিত্তাবাধ খনন করে বলিয়া সুখ। তাহার লক্ষণ আনন্দ, সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম সমূহের উপব্রূহন (বৃদ্ধি) রস, অনুগ্রহ প্রত্যুপস্থান। প্রীতিসুখের কোথাও অবিপ্রয়োগ (অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ) থাকিলেও ইষ্টালম্বন প্রতিলাভ তুষ্টি প্রীতি, প্রতিলব্ধ-রসানুভবন সুখ। যত্র প্রীতি, তত্র সুখ। যত্র সুখ, তত্র যে প্রীতি থাকিবে এমন নিয়ম নাই। প্রীতি সংস্কারস্কন্ধ সংগৃহীতা, সুখ বেদনাস্কন্ধ-সংগৃহীত। কান্তারক্ষীণের (বনভূমি ভ্রমণক্লিষ্ট) বনান্তে উদক দর্শন ও শ্রবণ সদৃশ প্রীতি, বনচ্ছায়ায় উপবেশন ও উদক পরিভোগ সদৃশ সুখ। সেই সেই সময়ে প্রাকটভাব হইতে ইহা উক্ত হইয়াছে জ্ঞাতব্য। অতএব এই প্রীতি ও এই

সুখ এই ধ্যানের, অথবা এই ধ্যানে আছে বলিয়া এই ধ্যান প্রীতিসুখ বলিয়া কথিত হয়। অথবা প্রীতি এবং সুখ প্রীতি-সুখ। ধর্ম্ম-বিনয়াদির মত। বিবেকজ প্রীতি-সুখ এই ধ্যানের, বা এই ধ্যানে আছে এই অর্থে বিবেকজ প্রীতিসুখ। যথৈব ধ্যান, তথৈব প্রীতি সুখও অত্র বিবেকজই হইয়া থাকে। তাহাও ইহার আছে তাই একপদেই বিবেকজ প্রীতি-সুখ বলিয়া বলা উচিত। 'বিভঙ্গে' কিন্তু "এই সুখ এই প্রীতির সহগত" আদি ন্যায়ে (প্রকারে) উক্ত। তত্রও অর্থ সেইরূপ দ্রষ্টব্য।

প্রথম ধ্যান—ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

"উপসম্পজ্জ"—উপগমন করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া, উপসম্পাদন করিয়া বা নিষ্পাদন করিয়া এই অর্থ। "বিভঙ্গে" উক্ত হইয়াছে—উপসম্পাদ্য অর্থ প্রথম ধ্যানের লাভ, প্রতিলাভ, প্রাপ্তি, সম্প্রাপ্তি, স্পর্শন, সাক্ষাৎক্রিয়া উপসম্পদা। তাহারও এই প্রকার অর্থ দ্রষ্টব্য।

"বিহরতি"—তদনুরূপ ঈর্য্যাপথ বিহারে উক্ত প্রকার ধ্যান সমঙ্গী হইয়া আত্মভাবের (শরীরের) ঈর্য্যণ, বৃত্তি,পালন,যাপন, যাপনকরান, চার ও বিহার অভিনিষ্পাদন করে। "বিভঙ্গে" ইহা উক্ত হইয়াছে—বিহরতি অর্থ ঈর্য্যণ করে, বর্ত্তন করে, পালন করে, যপন করে, যাপন করে, চরে, বিহার করে, তাই বিহার করে বলিয়া কথিত হয়।

পঞ্চাঙ্গ বিপ্রহীন ও পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত—বলিয়া যে বলা হইয়াছে তত্র কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্যকুক্কৃত্য, ও বিচিকিৎসা এই পাঁচ নিবারণের প্রহানবশে পঞ্চাঙ্গ বিপ্রহীনতা জ্ঞাতব্য। ইহারা অপ্রহীন হইলে ধ্যান উৎপন্ন হয় না। তাই এই সকল ইহার প্রহানাঙ্গ বলিয়া কথিত। যদিও ধ্যান-ক্ষণে অন্য অকুশল ধর্ম্ম সমূহও প্রহীন হইয়া থাকে তথাপি এই সকল বিশেষভাবে ধ্যানের অন্তরায় কর। কামচ্ছন্দ দ্বারা নানাবিষয়-প্রলোভিত চিত্ত একত্বালম্বনে সমাধিস্থ হয় না। অথবা কামচ্ছন্দাভিভূত তাহা কাম-ধাতু প্রহানের জন্য প্রতিপদ প্রতিপাদন করে না। ব্যাপার দ্বারা আলম্বন সমূহকে প্রতিহনন করিয়া নিরন্তর প্রবর্ত্তিত হয় না। স্ত্যানমিদ্ধাভিভূত চিত্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। ঔদ্ধত্যকুক্কৃত্য-বশীভূত চিত্ত অ-উপশান্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে। বিচিকিৎসা দ্বারা উপহত চিত্ত ধ্যানাধিগমসাধিকা

প্রতিপদা আরোহন করে না। অতএব বিশেষরূপে ধ্যানান্তরায়কর বলিয়া এই সকল প্রহানাঙ্গ নামে উক্ত।

যেহেতু বিতর্ক আলম্বনে চিত্ত অভিনিরোপণ করে, বিচার অনুপ্রবন্ধ করে। তাহাদের হইতে অবিক্ষেপ (সমাধান) জন্য সম্পাদিত প্রয়োগযুক্ত চিত্তের প্রয়োগ সম্পত্তি সম্ভব বলিয়া প্রীতি (চিত্তকে) প্রীণন করে, সুখ তাহাকে উপব্রূহন (বর্দ্ধন) করে। অনন্তর অবশিষ্ট স্পর্শাদি ধর্ম্ম সহিত চিত্তকে ইহারা অভিনিরোপণ-অনুপ্রবন্ধন-প্রীনন-অনুব্রূহন দ্বারা অনুগৃহীত ও একাগ্র হইয়া একত্ব আলম্বনে সমভাবে ও সম্যক প্রকারে স্থাপন করে। সেই কারণে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তৈকাগ্রতা এই পঞ্চের উৎপত্তি বশে পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগততা জ্ঞাতব্য। এই পাঁচ উৎপন্ন হইলে ধ্যান উৎপন্ন হয়, তাই এই পঞ্চ ইহার সমন্নাগত অঙ্গ বলিয়া কথিত। এই হেতু ইহাদের দ্বারা সমন্নাগত অন্য ধ্যান নাই বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। যথা অঙ্গমাত্রবশে চতুরঙ্গিনীসেনা, পঙ্গাঙ্গিক তূর্য্য, অষ্টাঙ্গিকমার্গ বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ ইহাও অঙ্গমাত্র বশেই পঞ্চাঙ্গিক বা পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত বলিয়া উক্ত হয় জ্ঞাতব্য। এই সকল পঞ্চাঙ্গ উপচার ক্ষণে থাকিলেও উপচারে প্রাকৃতিক চিত্ত হইতে বলবত্তর। এইখানে কিন্তু উপচার হইতেও বলবত্তর রূপাবচর লক্ষণ প্রাপ্ত। অত্র বিতর্ক সুবিশুদ্ধ আকারে আলম্বনে চিত্তকে অভিনিরোপণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিচার আলম্বন অতিশয় অনুমর্দ্দন করিয়া, প্রীতি সুখ সমস্তকায় স্ফুরণ করিয়া উৎপন্ন হয়। তাই বলা হইয়াছে, ইহার সমস্ত শরীরের কিঞ্চিৎও (কোন অংশ) ও বিবেকজ প্রীতি সুখে অস্পৃষ্ট না হইয়া থাকে অর্থাৎ স্পৃষ্ট হইয়া থাকে। চিত্তৈকাগ্রতাও অধঃসমুদ্গ-পটল দ্বারা উপরের সমুদ্গ-পটল স্পর্শের ন্যায় আলম্বন সমূহে স্পর্শিত হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহাই ইহাদের অপর হইতে প্রভেদ (বিশেষ)। তত্র চিত্তৈকাগ্রতা 'সবিতর্ক সবিচার' এই পাঠে নির্দ্দিষ্ট নহে। তথাপি "বিতর্ক বিচার প্রীতি সুখ একাগ্রতাই ধ্যান" এইরূপে বিভঙ্গে উক্ত বলিয়া অঙ্গই। যেই অভিপ্রায়ে (অর্থে) ভগবান উদ্দেশ করিয়াছেন তাহাই বিভঙ্গে প্রকাশিত।

"ত্রিবিধ কল্যাণও দশ লক্ষণ-সম্পন্ন" অত্র আদি মধ্য পর্য্যবসান বশে ত্রিবিধ কল্যাণতা। সেই আদি মধ্য পর্য্যবসানের লক্ষণ বশে দশ লক্ষণ-সম্পন্নতা জ্ঞাতব্য।

তত্র এই পালি *—প্রথম ধ্যানের প্রতিপদা বিশুদ্ধি আদি, উপেক্ষানুব্রূহণা মধ্য, সম্প্রহর্ষণা পর্য্যবসান। প্রথম ধ্যানের প্রতিপদা বিশুদ্ধি আদি। আদির কয়টা লক্ষণ? আদির তিন লক্ষণ—যাহা তাহার পরিপন্থ তাহা হইতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ বলিয়া চিত্ত মধ্যম শমথনিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়। প্রতিপন্নহেতু তত্র চিত্ত বেগে অগ্রসর হয় (প্রস্কন্দন করে)। পরিপন্থ হইতে যে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ বলিয়া যে চিত্ত মধ্যম শমথনিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়, আর যে প্রতিপন্ন বলিয়া তত্র চিত্ত ঝম্প প্রদান করে—ইহাই প্রথম ধ্যানের প্রতিপদা বিশুদ্ধি—এই আদির এই তিন লক্ষণ। তাই বলা হইয়াছে—প্রথম ধ্যান আদি কল্যাণ ও ত্রিলক্ষণ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম ধ্যানের উপেক্ষানুব্রূহণা মধ্য। মধ্যের লক্ষণ কয়টী? মধ্যের তিন লক্ষণ—বিশুদ্ধ চিত্তকে অধ্যুপেক্ষা করে। শমথ-প্রতিপন্ন চিত্তকে অধ্যুপেক্ষা করে। একত্ব উপস্থান অধ্যুপেক্ষা করে। এই যে বিশুদ্ধ চিত্ত অধ্যুপেক্ষা করে, শমথ প্রতিপন্নকে অধ্যুপেক্ষা করে, এই যে একত্ব উপস্থান অধ্যুপেক্ষা করে—এই উপেক্ষা ব্রূহণ প্রথম ধ্যানের মধ্য। মধ্যের এই তিন লক্ষণ। এই জন্য বলা হইয়াছে প্রথম ধ্যান মধ্য-কল্যাণ ও ত্রিলক্ষণ সম্পন্ন।

সম্প্রহর্ষণ প্রথম ধ্যানের পর্য্যবসান। পর্য্যবসানের কতটী লক্ষণ? পর্য্যবসানের চারি লক্ষণ। তত্র জাতধর্ম্মের অনতিবর্ত্তনার্থে সম্প্রহর্ষণ, ইন্দ্রিয় সমূহের একরসার্থে সম্প্রহর্ষণ, তদুপযোগী বীর্য্যবাহনার্থে সম্প্রহর্ষণ, আসেবনার্থে সম্প্রহর্ষণ, এই সম্প্রহর্ষণ প্রথম ধ্যানের পর্য্যবসান। পর্য্যবসানের এই চারি লক্ষণ। তাই কথিত হইয়া থাকে প্রথম ধ্যানের পর্য্যবসান কল্যাণ এবং চারি লক্ষণ সম্পন্ন।

তত্র প্রতিপদা-বিশুদ্ধি সসম্ভারিক উপচার, উপেক্ষানুব্রূহনা অর্পণা, ও সম্প্রহর্ষণ প্রত্যবেক্ষণ বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করে। যেহেতু একত্বগত চিত্ত প্রতিপদা-বিশুদ্ধি-প্রাপ্ত, উপেক্ষানুবর্দ্ধিত ও জ্ঞান-দ্বারা সম্প্রহর্ষিত বলিয়া পালিতে উক্ত, সেই হেতু প্রতিপদা বিশুদ্ধি। অর্পণার মধ্যেই আগত বশে তত্র-মধ্যস্থ উপেক্ষার কৃত্যবশে উপেক্ষানুব্রূহণ ও ধর্ম্ম সমূহের অনতিবর্ত্তনাদি-

* পালির অনুবাদ পরের কয়টী লাইন। এইখানে পালি উদ্ধৃত হইল না।

ভাব সাধন দ্বারা (পর্য্যবদাপক) বিশুদ্ধ কারক জ্ঞানের কৃত্য নিষ্পত্তিবশে সম্প্রহর্ষণ ও বেদিতব্য। কি প্রকারে? যে বারে অর্পণা উৎপন্ন হয় সেই সময়ে নিবারণ সঙ্খ্যাত যে ক্লেশগণ সেই ধ্যানের পরিপন্থ তাহা হইতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ বলিয়া আবর্জ্জন-বিরহিত হইয়া মধ্যম শমথ নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়। মধ্যম শমথ নিমিত্ত সমপ্রবর্ত্ত অর্পণা সমাধি মাত্র।

তদনন্তর পূর্ব্বচিত্ত (গোত্রভূ) এক সন্ততি পরিণাম ন্যায়ে তথাত্ব (অর্পণা সমাধিবশে সমাধিস্থভাব) উপগমন করিতে করিতে (প্রাপ্ত হইতে হইতে) মধ্যম শমথ নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয় বলা যায়। এইরূপে প্রতিপন্নহেতু তথাত্ব উপগমন দ্বারা তত্র প্রষ্কন্দন করে (লম্ফ প্রদান করে) বলা হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্বচিত্তে (গোত্রভূচিত্তে) বিদ্যমানাকার নিষ্পাদিকা (সেই চিত্তে বিদ্যমান পরিপন্থ-বিশুদ্ধি মধ্যমশমথ প্রতিপত্তি প্রস্কন্দনাকার নিষ্পাদিকা) প্রথম ধ্যানের উৎপত্তিক্ষণেই আগমন বশে প্রতিপদা বিশুদ্ধি জ্ঞাতব্যা। এইরূপ বিশুদ্ধ চিত্তের পুনঃ বিশোধেতব্যাভাববশতঃ বিশোধনে ব্যাপার (চেষ্টা) না করিয়া বিশুদ্ধ চিত্ত অধ্যুপেক্ষা করে। শমথভাব উপগমন দ্বারা শমথ প্রতিপন্ন চিত্তের সমাধানে ব্যাপার না করিয়া সমথ প্রতিপন্ন চিত্ত অধ্যুপেক্ষা করে। শমথ প্রতিপন্নহেতু ইহার ক্লেশ-সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া একত্বের দ্বারা উপস্থাপিত চিত্তের পুনঃ একত্ব উপস্থাপনে ব্যাপার না করিলে একত্ব উপস্থাপন অধ্যুপেক্ষা করে বলা যায়। এইরূপে তত্রমধ্যস্থতা উপেক্ষা দ্বারা কৃত্যবশে উপেক্ষানুব্রূহনা বিদিতব্য।

এইরূপ উপেক্ষানুব্রূহিত ধ্যান-চিত্তে জাত সমাধিপ্রজ্ঞা-সংখ্যাত যে সকল যুগনদ্ধ (যুগে বদ্ধ) ধর্ম্ম পরস্পর অনতিবর্ত্তমান হইয়া প্রবর্ত্তিত, শ্রদ্ধাদি যে সকল ইন্দ্রিয় নানা ক্লেশ হইতে বিমুক্ত বলিয়া বিমুক্তি রসের (কৃত্যের) সহিত এক রস যুক্ত হইয়া প্রবর্ত্তিত, তাহাদের অনতিবর্ত্তন-একরসভাবের (অনুচ্ছবিক) অনুরূপ তদুপগ যে বীর্য্য যোগী প্রবর্ত্তিত করে তাহা, আর ইহার সেইক্ষণে (ভবাঙ্গক্ষণে) প্রবর্ত্তিত আসেবনা এই সকলই 'আকার'। যেহেতু জ্ঞান দ্বারা সংক্লেশ-ব্যবদান সমূহে সেই সেই আদিনব ও আনিসংশ দেখিয়া তথা তথা সম্প্রহর্ষিত, বিশোধিত ও পর্য্যবদাপিত বলিয়া নিষ্পন্ন সেই

হেতু ধর্ম্মসমূহের অনতিবর্ত্তনাদিভাব-সাধন দ্বারা পর্য্যবদাপক জ্ঞানের কৃত্য নিষ্পত্তিবশে সম্প্রহর্ষণা জ্ঞাতব্য বলিয়া উক্ত।

তত্র যেহেতু উপেক্ষাবশে জ্ঞান প্রাকট হয়—যথা বলা হইয়াছে তথা প্রগৃহীত চিত্ত সুন্দররূপে (সাধুকং) উপেক্ষা বশে অধ্যুপেক্ষা করে, প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অধিকমাত্রা হইয়া থাকে। উপেক্ষাবশে (নানাত্ব) নানাপ্রকার ক্লেশ হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়। বিমোক্ষবশে ও প্রজ্ঞাবশে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অধিকমাত্রা হইয়া থাকে। সে সকল ধর্ম্ম বিমুক্ত বলিয়া একরস (এককৃত্য বা কার্য্য) যুক্ত হইয়া থাকে। একরসার্থে (এক কৃত্যার্থে) ভাবনা, সেই হেতু জ্ঞানকৃত্যভূত সম্প্রহর্ষণা পর্য্যবসান বলিয়া উক্ত।

ইদানীং "পৃথিবীকৃৎস্ন প্রথমধ্যান অধিগত হয়," এই বাক্যে গণনা পূর্ব্বতা প্রথম, প্রথম উৎপন্ন বলিয়াও প্রথম। আলম্বন উপনিধ্যান করে অথবা প্রত্যনিক (নিবারণাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) ঝাপন অর্থাৎ দগ্ধকরে বলিয়া ধ্যান। পৃথিবীমণ্ডল সকল (সমস্ত) অর্থে পৃথিবী-কৃৎস্ন বলিয়া উক্ত হয়। তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রতিলব্ধ নিমিত্তও পৃথিবীকৃৎস্ন, নিমিত্তে প্রতিলব্ধ ধ্যানও (পৃথিবী কৃৎস্ন)। তত্র এই অর্থে ধ্যান পৃথিবীকৃৎস্ন বলিয়া জ্ঞাতব্য। সেই কারণে উক্ত "পৃথিবী-কৃৎস্ন প্রথমধ্যান অধিগত হয়।"

এইরূপে ইহা অধিগত হইলে সেই যোগী কর্ত্তৃক বালবেধী বা সুদের মত আকার সমূহ পরিগৃহীতব্য। যেমন কুশল ধনুর্গ্রাহী (ধনুর্ধারী) বালবেধের জন্য কর্ম্ম করন্ত যে বারে বাল বিদ্ধ করে, সেইবারে আক্রান্ত পদ সমূহের (বিদ্ধ করিবার সময় স্থাপিত পদদ্বয়ের), ধনুদণ্ডের, জ্যা ও শরের আকার পরিগ্রহণ করে (মনে মনে ধারণা করে)—আমি এইরূপে দাঁড়াইয়া এইরূপ ধনুদণ্ড, এইরূপ জ্যা, এইরূপ শর গ্রহণ করিয়া বাল বিদ্ধ করিয়াছি। সে সেই হইতে সেইরূপে সেই সকল আকার সম্পাদন করিতে করিতে নির্ভুলে বাল বিদ্ধ করে। সেইরূপ যোগী কর্ত্তৃক ও—আমি এইরূপ ভোজন করিয়া, এইরূপ পুদ্গল সেবন করিয়া, এইরূপ শয়নাসনে এইরূপ ঈর্য্যাপথ-দ্বারা, এই কালে, ইহা অধিগত হইয়াছি—এইরূপ চিন্তা করিয়া ভোজন সপ্রায়াদি আকার সমূহ পরিগৃহীতব্য। এইরূপে সে তাহা (নূতন সমাধি) নষ্ট হইলেও সে সকল আকার সম্পাদন করিয়া পুনঃ উৎপাদন

করিতে, অপ্রগুণ বা প্রগুণ করস্ত পুনঃ পুনঃ অর্পণা করিতে সক্ষম হইবে।

আরও যথা কুশল সুদ কর্ত্তাকে পরিবেশন করিতে করিতে কর্ত্তা যাহা যাহা রুচির সহিত ভোগ করে তাহা দেখিয়া (লক্ষ্য করিয়া) সেই হইতে তাহাকে তাদৃশ (দ্রব্য) প্রস্তুত করিয়া দিয়া লাভের ভাগী হইয়া থাকে, সেইরূপ এই ব্যক্তিও অধিগত-ক্ষণে ভোজনাদি আকার সকল গ্রহণ করিয়া সে সকল সম্পাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ অর্পণার লাভী হইয়া থাকে। সেই কারণে তৎকর্ত্তৃক বালবেধীর মত ও সুদের মত আকার সমূহ পরিগৃহীতব্য। ভগবান কর্ত্তৃকও ইহা উক্ত :—যেমন, হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত, ব্যক্ত, কুশল সুদ রাজা বা রাজমহামাত্যগণকে নানাপ্রকার রসাল সূপ সমূহ—শ্রেষ্ঠ অম্ল, তিক্ত, কটু, মধুর, ক্ষারিক, অক্ষারিক, লবণিক ও অলবণিক দিয়া প্রত্যুপস্থান (সেবা) করে। হে ভিক্ষুগণ, সে পণ্ডিত, ব্যক্ত, কুশল সুদ স্বকীয় ভর্ত্তার নিমিত্ত (রুচি পূর্ব্বক ভোজন সঙ্কেত) উদ্‌গ্রহণ (শিক্ষা) করে—অগ্ন আমার ভর্ত্তার এই সুপেয্য রুচি হইতেছে, এইটী অভিহরণ (এইটী গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ) করিতেছেন, ইহার অনেক গ্রহণ করিতেছেন, অথবা ইহার প্রশংসা করিতেছেন, অগ্ন আমার ভর্ত্তার অম্লসুপেয্য রুচিকর হইয়াছে, অম্ল গ্রহণ জন্য আজ হস্ত প্রসারণ করিতেছেন, অম্লই বেশী গ্রহণ করিতেছেন, অম্লেরই প্রশংসা করিতেছেন…পে…অলবণিকের প্রশংসা করিতেছেন। হে ভিক্ষুগণ, সেই পণ্ডিত, ব্যক্ত, কুশল সুদ আচ্ছাদনের লাভী, বেতনের লাভী, ও উপহারের লাভী হইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? কারণ সে, হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত, ব্যক্ত, কুশল সুদ স্বকীয় ভর্ত্তার নিমিত্ত (রুচি) উদ্‌গ্রহণ করে। সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, ইহ কোন কোন পণ্ডিত, ব্যক্ত, কুশল ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করে…পে…বেদনা সমূহে বেদনা…চিত্তে চিত্তা… ধর্ম্মসমূহে ধর্ম্মানুদর্শী হইয়া বিহার করে, আতাপী (বীর্য্যবান্‌), সম্প্রজ্ঞানী, স্মৃতিমান হইয়া, লোকে অবিধ্যা ও দৌর্ম্মনস্য দূর করিয়া (বিহার করে)।

ধর্ম্ম সমূহে ধর্ম্মানুদর্শী হইয়া বিহরন্ত তাহার চিত্ত সমাধিস্থ হয়, উপক্লেশ সমূহ প্রহীন হয়। সে সেই নিমিত্ত উদ্‌গ্রহণ করে। হে ভিক্ষুগণ, সে পণ্ডিত, ব্যক্ত, কুশল ভিক্ষু দৃষ্টধর্ম্ম সুখবিহারের (প্রত্যক্ষ সুখের) ও স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানের

লাভী হইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? কারণ সে, হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত, ব্যক্ত, কুশল ভিক্ষু স্বকীয় চিত্তের নিমিত্ত উদ্গ্রহণ করে। নিমিত্তগ্রহণ দ্বারা সে সকল আকার সম্পাদন করাতে ইহার অর্পণামাত্র উৎপন্ন হয়। চিরস্থায়ী (সমাধি) হয় না। সমাধির পরিপন্থী ধর্ম্ম সমূহের সুবিশুদ্ধি হইতে চিরস্থায়ী (সমাধি) হইয়া থাকে।

যে ভিক্ষু কামাদিনবপ্রত্যবেক্ষণাদি দ্বারা কামচ্ছন্দ সম্পূর্ণ বিক্ষম্ভন (ধ্বংস) না করিয়া, কায়প্রশ্রব্ধি বশে কায়বেদনা সম্পূর্ণ উপশান্ত না করিয়া, আরম্ভ ধাতু (বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ নিমিত্ত ও আলোক সংজ্ঞাদি) মনসিকারাদি বশে স্ত্যান-মিদ্ধ সম্পূর্ণ দমন (প্রতিবিনোদন) না করিয়া, শমথ নিমিত্ত মনসসিকারাদি বশে ঔদ্ধত্য কুকৃত্য সম্পূর্ণ সমূহত না করিয়া, অন্য সমাধিপরিপন্থী ধর্ম্ম সমূহকে বিশুদ্ধ না করিয়া, ধ্যান সমাপর্জ্জন করে সে অবিশোধিত আশয়ে (গর্ত্তে, ছিদ্রে) প্রবিষ্ট ভ্রমর সদৃশ ও অবিশুদ্ধ (উদ্যানে) বাগানে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় ক্ষিপ্র (শীঘ্র) নিষ্ক্রান্ত হয়। যে নাকি সমাধিপরিপন্থী ধর্ম্ম সমূহ সম্পূর্ণ বিশোধিত করিয়া ধ্যান সমাপর্জ্জন করে সে সুবিশুদ্ধ আশয়ে (গর্ত্তে, ছিদ্রে) প্রবিষ্ট ভ্রমর সদৃশ ও সুপরিশুদ্ধ উদ্যানে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় সমস্ত দিবস সমাপত্তির মধ্যে থাকে। সেই কারণে প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—

কামেসু ছন্দং পটিঘং বিনোদয়ে,
উদ্ধচ্চমিদ্ধং বিচিকিচ্ছপঞ্চমং,
বিবেকপামোজ্জকরেন চেতসা,
রাজা ব সুদ্ধন্তগতো তহিং রমেতি।

কামছন্দ, প্রতিঘ (ব্যাপাদ), ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য, স্ত্যানমিদ্ধ ও বিচিকিৎসা এই পাঁচ নিবারণ বিনোদন করিয়া বিবেকজ প্রীতি-প্রামোদ্যকর চিত্তে সুপরিশুদ্ধান্ত উদ্যানে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় সেই ধ্যানে রমণ করা উচিত (ধ্যান সুখ ভোগ করা উচিত)।

সেই কারণে চিরস্থিতিকামী ভিক্ষু কর্ত্তৃক পরিপন্থীকধর্ম্ম সমূহ বিশোধন করিয়া ধ্যান সমাপর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। সমাধিভাবনার বৈপুল্যের জন্য যথা লব্ধ প্রতিভাগ নিমিত্ত বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য। তাহার বর্দ্ধনভূমি দুইটী— উপচার বা অর্পণা। উপচার প্রাপ্ত হইয়া তাহা বর্দ্ধন করা উচিত, অর্পণা

প্রাপ্ত হইয়াও (বর্দ্ধন করা উচিত), একস্থানে অবশ্যই বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য। তাই উক্ত হইয়াছে—যথালব্ধ প্রতিভাগ নিমিত্ত বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

তত্র এই বর্দ্ধন নয় (ক্রম) :—সেই যোগীকর্ত্তৃক সেই নিমিত্ত পাত্রবর্দ্ধন, পুববর্দ্ধন, ভক্তবর্দ্ধন, লতাবর্দ্ধন, দুস্যবর্দ্ধন (কাপরবর্দ্ধন) যোগের দ্বারা না বাড়াইয়া যেমন কর্ষক (কৃষক) কর্ষিতব্য স্থান লাঙ্গল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া পরিচ্ছেদাভ্যন্তরে কর্ষণ করে ; যথা বা ভিক্ষুগণ সীমা বন্ধন করিতে করিতে প্রথমে নিমিত্ত (চিহ্ন) সমূহ লক্ষ্য করিয়া পরে বন্ধন করে, সেইরূপ সেই যথালব্ধ নিমিত্তের অনুক্রমে একাঙ্গুল, দ্বি অঙ্গুল, ত্রি অঙ্গুল, চারি অঙ্গুল, মাত্র মনদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া সে পরিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য। অপরিচ্ছিন্ন করিয়া বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য নহে। তারপর বিঘত, হস্ত, প্রমুখ, পরিবেণ—বিহার সীমাদির ও গ্রাম-নিগম-জনপদ-রাজ্য-সমুদ্র-সীমার পরিচ্ছেদ বশে বর্দ্ধন করিতে করিতে চক্রবাল পরিচ্ছেদ বা তাহা হইতে অধিক পরিচ্ছেদ করিয়া বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য। যেমন হংসপোতক (হাঁসের ছানা) পক্ষ উঠিবার কাল হইতে পরিত্র পরিত্র (অল্প অল্প) প্রদেশ (স্থান) উৎপতন দ্বারা (উড়িয়া) পরিচয় (অভ্যাস) করিয়া অনুক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্য সন্তিকে গমন করে, সেইরূপ ভিক্ষু উক্ত নয়ে নিমিত্ত পরিচ্ছেদ করিয়া বর্দ্ধন করিতে করিতে চক্রবাল সীমা পর্য্যন্ত, তাহা হইতেও বা অধিক বর্দ্ধন করে। অথ ইহার সেই নিমিত্ত বর্দ্ধিত বর্দ্ধিত স্থানে পৃথিবীতে উচ্চ নীচ স্থান, নদী-বিদুর্গ (নদীস্রোতে কৃত খাদ) ও অসমতল পর্ব্বত প্রদেশ সমূহে শঙ্কুশত সমভ্যাহত বৃষভচর্ম্ম সদৃশ হইয়া থাকে। প্রাপ্ত প্রথমধ্যান আদিকর্ম্মিকের (নূতন ধ্যানীর) সমাপর্জ্জন বহুল (ঘন ঘন ধ্যান সমাপর্জ্জনকারী) হওয়া উচিত, প্রত্যবেক্ষণ বহুল হওয়া উচিত নহে। প্রত্যবেক্ষণ বহুল যোগীর ধ্যানাঙ্গ সমূহ স্থূল ও দুর্ব্বল হইয়া উপস্থিত হয়। অথ ইহার সেই সকল এইরূপে উপস্থিত বলিয়া উপর ধ্যান প্রাপ্তির জন্য উৎসাহের প্রত্যয়তা জন্মে না। সে অপ্রগুণ ধ্যানে (অনভ্যস্ত ধ্যানে) ঔৎসুক্যমান হইয়া (উৎসাহ করিয়া) প্রথমধ্যান হইতেও পতিত হয়। সে দ্বিতীয় (ধ্যান) পাইতে সক্ষম হয় না। সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন—যেমন, হে ভিক্ষুগণ, পার্ব্বত্যা বালা অব্যক্তা অক্ষেত্রজ্ঞা, বিসম পর্ব্বতে বিচরণে অকুশলা গাভীর যদি এমন ইচ্ছা হয় :—

আমি অগত পূর্ব্ব দিশায় যাইব, অখাদিত পূর্ব্ব তৃণ সমূহ খাইব, অপীত পূর্ব্ব পানীয় সমূহ পান করিব, তবে সে পূর্ব্ব পাদ সুপ্রতিষ্ঠিত না করিয়া যদি পশ্চাৎপাদ উঠায় তবে সে অগতপূর্ব্ব দিশায়ও যাইতে পারিবেনা, অখাদিত পূর্ব্ব তৃণ সমূহও খাইতে পাইবে না, আর অপীতপূর্ব্ব পানীয়ও পান করিতে পাইবেনা। আর যে প্রদেশে দাঁড়াইয়া তাহার এইরূপ মনে হইয়াছিল "আমি অগত পূর্ব্ব দিশায় যাইব ও…পানীয় সমূহ পান করিব" সেই প্রদেশে ও নিরাপদে (স্বস্তিতে) ফিরিতে পাইবেনা। তাহার কারণ কি ?—হে ভিক্ষুগণ, সে পার্ব্বতীয়া বালা অব্যক্তা অক্ষেত্রজ্ঞা গাভী বিসম পর্ব্বতে বিচরণে অকুশলা সেইরূপই। হে ভিক্ষুগণ, ইহ কোন কোন ভিক্ষু বাল অব্যক্ত অক্ষেত্রজ্ঞ, "কামসমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া …পে…প্রথম ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া (উৎপাদন করিয়া) বিহার করিতে" অকুশল। সে সেই নিমিত্ত সেবন করে না, ভাবনা করে না, বহুল (বৃদ্ধি) করে না, সুন্দররূপে অধিষ্ঠান করে না। তাহার এইরূপ মনে হয় "বিতর্ক-বিচারের উপশম হেতু… … … … … দ্বিতীয় ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া আমার বিহার করা উচিত নহে কি ?" সে বিতর্ক-বিচারের উপশম হইতে … … … দ্বিতীয় ধ্যান উৎপাদন করিয়া বিহার করিতে সমর্থ হয় না। তাহার এইরূপ মনে হয় "কাম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া … … … প্রথম ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া আমার বিহার করা উচিত নহে কি ?" সে কাম সমূহ হইতে … … … প্রথম ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহার করিতে সক্ষম নহে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে উভয় হইতে ভ্রষ্ট ও উভয় হইতে পরিহীন ভিক্ষু। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সে পার্ব্বতীয়া বালা অব্যক্তা অক্ষেত্রজ্ঞা, বিসম পর্ব্বতে বিচরণ করিতে অকুশলা গাভী। সে কারণে এই ভিক্ষুর আদৌ প্রথম ধ্যানে পঞ্চ প্রকারে সুঅভ্যস্থ ও বশী হওয়া কর্ত্তব্য।

তত্র এই পঞ্চ বশী :—আবর্জ্জনা বশী, সমাপর্জ্জনা বশী, অধিষ্ঠান বশী, উত্থান বশী, প্রত্যবেক্ষণ বশী।

প্রথম ধ্যান যত্র ইচ্ছা, যদা ইচ্ছা (বা যে ধ্যানাঙ্গ ইচ্ছা) ও যতক্ষণ ইচ্ছা, আবর্জ্জন করে। আবর্জ্জনে ভুল বা বিলম্ব নাই। ইহা আবর্জ্জনাবশী।

প্রথম ধ্যান যত্র ইচ্ছা, যদা ইচ্ছা, …… সমাপর্জ্জন করে। সমাপর্জ্জনে

ভুল বা বিলম্ব নাই। ইহা সমাপর্জ্জনবশী। এইরূপে অপর বশীগুলিও বিস্তার করা কর্ত্তব্য।

এই স্থানের এই অর্থ প্রকাশ না ঃ—প্রথম ধ্যান হইতে উত্থান করিয়া প্রথম বিতর্ক আবর্জ্জন করিতে করিতে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ করিয়া উৎপন্ন আবর্জ্জনার অনন্তর বিতর্ক আলম্বন করিয়া চারি পাঁচ জবন (চিত্ত) উৎপন্ন হয়। তারপর দুই ভবাঙ্গ, তারপর পুনঃ বিচার আলম্বন আবর্জ্জন করিয়া উক্ত নয়ে জবন সকল (উৎপন্ন হয়)। এইরূপে পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ সমূহে যদা নিরন্তর চিত্ত প্রেরণ করিতে সক্ষম হয় তখন ইহার আবর্জ্জনা-বশী সিদ্ধ হয়।

এই মস্তক-প্রাপ্ত বশী ভগবানের যমক প্রাতিহার্য্যেই লাভ হয়। অন্যের এইরূপ কালে ও ইহার পর শীঘ্রতর আবর্জ্জনা-বশী নাই। আয়ুষ্মান মহা মোগ্‌গল্লানের নন্দোপনন্দ নাগরাজা দমন সময়ের মত শীঘ্র সমাপর্জ্জন-সমর্থতা সমাপর্জ্জনবশী। অপ্‌সরা মাত্র (আঙ্গুলের তুরী) বা দশ অপ্‌সরা মাত্র ক্ষণংস্থাপন-সমর্থতা অধিষ্ঠানবশী। তথৈব লঘু (শীঘ্র) উত্থিত হইবার সমর্থতা উত্থানবশী।

তদুভয় দর্শনার্থ বুদ্ধরক্ষিত স্থবিরের বস্তু বলা উচিত।—সে আয়ুষ্মান উপসম্পদার সময় হইতে অষ্টবার্ষিক হইয়া (আট বৎসর বয়স্ক হইয়া) থেরম্বথলে মহারোহণগুত্তথেরের রোগ সময়ে সেবা শুশ্রূষা করিতে আগত ত্রিশ হাজার ঋদ্ধিমান ভিক্ষুগণের মধ্যে উপবিষ্ট "স্থবিরকে যাউ প্রতিগ্রহণ করাইয়া স্থিত উপস্থায়ক নাগ রাজাকে গ্রহণ করিব" মনে করিয়া আকাশ হইতে বেগে পতনশীল সুপর্ণরাজাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পর্ব্বত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নাগরাজাকে বাহুতে ধরিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। সুপর্ণ রাজা পর্ব্বতে প্রহার দিয়া পলায়ন করিল। মহাস্থবির বলিলেন—যদি আবুসো, রক্ষিত না হইত (থাকিত) সকলেই নিন্দনীয় হইতাম। আবর্জ্জনাবশী হইতেই প্রত্যক্ষণাবেশী উক্ত। অত্র আবর্জ্জনানন্তর প্রত্যবেক্ষণ জবন সমূহ।

এই পঞ্চ বশীতে চিহ্নবশী (পরিচিত ও অভ্যস্থ বশী) প্রগুণ (অভ্যস্থ) প্রথম ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া এই সমাপত্তি আসন্ন-নিবারণ প্রত্যর্থিকা ও বিতর্ক বিচারের স্থূলত্ব হেতু দুর্ব্বলাঙ্গ বলিয়া তত্র দোষ দেখিয়া, দ্বিতীয় ধ্যান শান্তভাবে মনসিকার করতঃ প্রথম ধ্যানে কামনা লইয়া দ্বিতীয় ধ্যান অধি-

গমের জন্য যোগ কর্ত্তব্য। অথ যদা প্রথম ধ্যান হইতে উঠিয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হইয়া ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করাতে বিতর্ক বিচার স্থূলভাবে উপস্থিত হয়, প্রীতিসুখ ও চিত্তৈকাগ্রতা ও শান্তভাবে উপস্থিত হয়, তদা স্থূলাঙ্গ পরিত্যাগ করণার্থ ও শান্তাঙ্গ প্রতিলাভার্থ সেই নিমিত্ত "পৃথিবী পৃথিবী পুনঃ পুনঃ মনে করাতে "ইদানীং দ্বিতীয় ধ্যান সম্পাদিত হইবে" (এই চিন্তাতে)—ভবাঙ্গ উচ্ছেদ করিয়া সেই পৃথিবী কৃৎস্নকে আলম্বন করতঃ মনোদ্বার আবর্জ্জন (চিত্ত) উৎপন্ন হয়। তারপর সেই আলম্বনে চারি বা পাঁচ জবন (চিত্ত) উৎপন্ন হয়। তাহাদের অবসানে একটা দ্বিতীয় ধ্যানিক রূপাবচর, অবশিষ্ট উক্তপ্রকার কামাবচরই।

এই পর্য্যন্ত বিতর্ক বিচারের উপশমহেতু আধ্যাত্মিক সম্প্রসাধন চিত্তের একাগ্রভাব অবিতর্ক-অবিচার-সমাধিজ-প্রীতিসুখ দ্বিতীয় ধ্যান উপসম্পাদন (প্রাপ্ত) করিয়া বিহার করে। এইরূপে ইহাদ্বারা দুই অঙ্গ বিপ্রহীন, তিন অঙ্গ সমন্নাগত, ত্রিবিধ কল্যাণ, দশ লক্ষণ-সম্পন্ন পৃথিবী কৃৎস্ন দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত হয়।

তত্র "বিতক্কবিচারানং বূপসমা"—বিতর্ক বিচারের উপশম হেতু—বিতর্ক ও বিচার এই দুয়ের উপশম বা সমতিক্রম হেতু। দ্বিতীয় ধ্যানক্ষণে অঙ্গপ্রাদুর্ভাব হেতু বলিয়া উক্ত হয়। তত্র দ্বিতীয় ধ্যানে যদিও সকল প্রথমধ্যান-ধর্ম্ম নাই, —প্রথমধ্যানে স্পর্শাদি অন্য,এইখানে (দ্বিতীয়ধ্যানে) অন্য—তথাপি স্থূল অঙ্গের সমতিক্রম হেতু প্রথমধ্যান হইতে পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ধ্যানাদির অধিগম হইয়া থাকে দীপনার্থ বিতর্ক বিচারের উপশম হেতু বলা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাতব্য।

অজ্ঝত্তং—অধ্যাত্ম—এইখানে নিজ অধ্যাত্ম অধিপ্রেত। কিন্তু বিভঙ্গে 'অধ্যাত্ম প্রত্যাত্ম' এই পর্য্যন্ত উক্ত। যে হেতু নিজ অধ্যাত্ম অভিপ্রেত সে হেতু নিজের মধ্যে জাত, নিজ শরীরে নিবর্ত্ত (উৎপন্ন) এইখানে এই অর্থ।

"সম্পসাদনং"—সম্প্রসাদন বলে শ্রদ্ধাকে। সম্প্রসাদন যোগহেতু ধ্যানও সম্প্রসাদন, নীলবর্ণ যোগে নীলবস্ত্র সদৃশ। যেহেতু বা সেই ধ্যান সম্প্রসাদন-সমন্নাগত বলিয়া চিত্তের বিতর্ক বিচার ক্ষোভ-উপশমন দ্বারা সম্প্রসাদন করে, সে হেতু সম্প্রসাদন বলিয়া উক্ত। এই অর্থ বিকল্পে "সম্পসাদনং চেতসো" চিত্তের সম্প্রসাদন এইরূপ পদ-সম্বন্ধ জ্ঞাতব্য। পূর্ব্ব অর্থ বিকল্পে এই

"চেতসো" শব্দ 'একোদিভাবেন' শব্দের সহিত যোগ কর্ত্তব্য।

তত্র এই অর্থ যোজনা—একাকী উদিত হয় বলিয়া একোদি, বিতর্ক বিচার দ্বারা অধ্যারূঢ় নহে বলিয়া অগ্র অর্থাৎশ্রেষ্ঠ হইয়া উদিত হয় এই অর্থ। শ্রেষ্ঠই লোকে 'একো' (এক) বলিয়া কথিত হয়। বিতর্ক বিচার-বিরহিত বা এক অসহায় হইয়া বলিয়াও বলা উচিত। অথবা সম্প্রযুপ্রধর্ম্মসমূহকে উদয় করায় বলিয়া উদি, উঠায় এই অর্থ। শ্রেষ্ঠার্থে সে "একো" ও "উদি" চলিয়া একোদি। সমাধির ইহা অধিবচন। অতএব এই একোদি ভাবনা করে, বৃদ্ধি করে বলিয়া এই দ্বিতীয় ধ্যান 'একোদিভাব'।

যেহেতু সেই যে একোদি ইহা চিত্তের, প্রাণীর নহে, জীবের নহে, সেহেতু এইরূপ চিত্তের একোদিভাব বলিয়া উক্ত। এই শ্রদ্ধা প্রথমধ্যানেও নাই কি? আর এই একোদি নামক সমাধিও (প্রথম ধ্যানেও আছে না কি?) অথ কেন ইহাই চিত্তের সম্প্রসাদন একোদিভাব বলিয়া উক্ত? বলা হয়—ঐ প্রথম ধ্যান বিতর্ক বিচার ক্ষোভে বীচি তরঙ্গ সমাকুল জল সদৃশ, সুপ্রসন্ন নহে, তাই শ্রদ্ধা থাকিলেও সম্প্রসাদন বলিয়া উক্ত নহে। সুপ্রসন্ন নহে বলিয়া অত্র সমাধিও সুপ্রাকট নহে। তাই একোদিভাব বলিয়াও উক্ত নহে। এই ধ্যানে বিতর্ক-বিচার-প্রতিবন্ধকাভাবে অবকাশ প্রাপ্তা শ্রদ্ধা বলবতী। বলবতী শ্রদ্ধা-সহায় প্রতিলাভ দ্বারাই সমাধি প্রাকট। তাই ইহা বলা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাতব্য। বিভঙ্গে কিন্তু "সম্প্রসাদন অর্থ যে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাকরণ, অবকল্পনা, অভিপ্রসাদ। চিত্তের একোদিভাব অর্থ চিত্তের স্থিতি— — —সম্যক সমাধি" এই পর্য্যন্ত উক্ত। এইরূপ উক্ত হইলেও তাহার সহিত এই অর্থ বর্ণনার বিরোধ হয় না। অপিচ "তাহার সহিত মিলে, সমান হয়" এইরূপ জ্ঞাতব্য।

"অবিতক্কং অবিচারং"—অবিতর্ক অবিচার—ভাবনা দ্বারা প্রহীন হেতু ইহাতে বা ইহার বিতর্ক নাই বলিয়া অবিতর্ক। এই নয়েই অবিচার। বিভঙ্গেও উক্ত হইয়াছে—এই বিতর্ক ও এই বিচার শান্ত, শমিত, উপশান্ত, অস্তগত, অভ্যস্তগত, অর্পিত, ব্যর্পিত, শোষিত, বিশোষিত, ব্যন্তিকত। তাই বলা হয় অবিতর্ক, অবিচার।

এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—'বিতর্ক বিচারের উপশম বশতঃ' এই বাক্য

দ্বারা এই অর্থ সিদ্ধ। অথচ অবিতর্ক অবিচার বলিয়া পুনঃ কেন বলা হইল? বলা হইতেছে:—ইহা দ্বারা এই অর্থ সিদ্ধ, কিন্তু ইহা তদর্থদীপক নহে। বলি নাই যে স্থূল অঙ্গের সমতিক্রম হেতু প্রথমধ্যান হইতে পরের দ্বিতীয় ধ্যানাদির সমধিগম হয় বলিয়া প্রদর্শনার্থ "বিতর্ক বিচারের উপশম হে"তু বলা হইয়াছে। অপিচ বিতর্ক বিচারের উপশম বশতঃ ইহা সম্প্রসাদন ক্লেশকালুষ্য নহে। বিতর্ক বিচারের উপশম হেতু একোদিভাব, নিবারণ প্রহান বশতঃ উপচার-ধ্যান ও অঙ্গ প্রাদুর্ভাব বশত প্রথম ধ্যান সদৃশ নহে। এইরূপে সম্প্রসাদন-একোদিভাবের হেতু পরিদীপক এই বচন। তথা বিতর্ক বিচারের উপশম হেতু এই অবিতর্ক অবিচার, তৃতীয় চতুর্থ ধ্যান সমূহের মত নহে। চক্ষু বিজ্ঞানাদির মত অভাব বশতঃ। এই, রূপে অবিতর্ক অবিচার ভাবের হেতু পরিদীপক, বিতর্ক বিচারের অভাব মাত্র পরিদীপক নহে। বিতর্ক বিচার অভাব মাত্র পরিদীপকই "অবিতর্ক অবিচার" এই বাক্য। সেই হেতু পূর্ব্বটী বলিয়াও বক্তব্যই।

সমাধিজং—সমাধিজ—প্রথম ধ্যান সমাধি হইতে বা সম্প্রযুক্ত সমাধি হইতে জাত এই অর্থ। তত্র যদিও প্রথমটাও সম্প্রযুক্ত সমাধি হইতে জাত, তথাপি ইহাই সমাধি বলিয়া কথিত হইবার উপযুক্ত। বিতর্ক বিচারক্ষোভ বিরহ বশতঃ অত্যন্ত অচলত্বহেতু ও সুপ্রসন্নহেতু ইহার প্রশংসা করনার্থ ইহাকে সমাধিজ বলিয়া উক্ত।

পীতিসুখং—প্রীতিসুখ—উপরে উক্ত নয়ে।

দুতিয়ং—দ্বিতীয়—গণনানুপূর্ব্বতা দ্বিতীয়। দ্বিতীয় বারে উৎপন্ন বলিয়াও দ্বিতীয়। ইহা দ্বিতীয়বারে সমাপর্জ্জন করে বলিয়াও দ্বিতীয়। দুই অঙ্গ বিপ্রহীন তিন অঙ্গ সমন্নাগত বলিয়া যে বলা হইয়াছে তত্র বিতর্ক বিচারের প্রহান বশে দুই অঙ্গ বিপ্রহীনতা জ্ঞাতব্যা। যথা প্রথম ধ্যানের উপচার ক্ষণে নিবারণ সমূহ প্রহীন হয়, ইহার বিতর্কবিচার সেইরূপ নহে। অর্পণা ক্ষণেই তাহারা ব্যতীত ইহা উৎপন্ন হয়। তাই তাহারা ইহার প্রহানাঙ্গ বলিয়া উক্ত হয়।

প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা এই তিনের উৎপত্তি বশে তিন অঙ্গ সমন্নাগততা জ্ঞাতব্যা। সেইহেতু 'বিভঙ্গে' যে বলা হইয়াছে "ধ্যান অর্থ সম্প্র-সাদ, প্রীতিসুখ ও চিত্তের একাগ্রতা," তাহা সপরিষ্কার (আবশ্যকীয় ধর্ম্মসহ) ধ্যান

দর্শাইতে পর্য্যায়ে উক্ত। সম্প্রসাদন ব্যতীত নিষ্পর্য্যায়ে উপনিধ্যান লক্ষণ-প্রাপ্ত অঙ্গ সমূহ বশে ইহা তিন অঙ্গিকই হইয়া থাকে। যথা বলা হইয়াছে সেই সময়ে যে তিন অঙ্গিক ধ্যান হইয়া থাকে তাহা কি? প্রীতি, সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা। অবশেষ প্রথম ধ্যানে উক্ত মতেই।

এইরূপে অধিগত সেই ধ্যানে উক্তনয়েই পঞ্চ আকারে 'চিন্নবসী' হইয়া প্রগুণ-দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া"এই সমাপত্তি আসন্ন বিতর্কবিচার প্রত্যর্থিক, তত্র যে প্রীতি তাহা চিত্তের উদ্‌বিলাবিত (সন্তোষ, আনন্দ)" এই অর্থদ্বারা ইহা স্থূল বলিয়া দেখায়। উক্ত প্রীতি স্থূল ও দুর্ব্বলাঙ্গ বলিয়া তাহাতে দোষ দেখিয়া, তৃতীয় ধ্যান শান্তভাবে মনসি করাতে, দ্বিতীয় ধ্যানে (নিকন্তি) ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া তৃতীয়ধ্যান অধিগমের জন্য যোগ করা কর্ত্তব্য। অথ যখন দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী ইহার ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করাতে প্রীতি স্থূল বোধ হয়, সুখ ও একাগ্রতা শান্তভাবে উপস্থিত হয়, তখন স্থূলাঙ্গ প্রহান জন্য ও শান্তাঙ্গ প্রতিলাভের জন্য সেই নিমিত্ত "পৃথিবী, পৃথিবী" পুনঃ পুনঃ মনসি করাতে "ইদানীং তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হইবে" চিন্তায় ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ করিয়া সেই পৃথিবী-কৃৎস্ন আলম্বন করিয়া মনোদ্বার আবর্জ্জন উৎপন্ন হয়। তারপর সেই আরম্মনে চারি বা পঞ্চ জবন (চিত্ত) উৎপন্ন হয়। তাহাদের অবসানে এক রূপাবচর তৃতীয় ধ্যানিক (চিত্ত) অবশিষ্ট উক্তনয়েই কামাবচর (চিত্ত)।

এইপর্য্যন্ত "প্রীতির বিরাগবশতঃ উপেক্ষক হইয়া বিহার করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হইয়া কায়ের দ্বারা সুখও প্রতিসংবেদন (অনুভব) করে, যাহাকে আর্য্যগণ—উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী বলেন—যেই তৃতীয় ধ্যান উপসম্পাদন (প্রাপ্ত) করিয়া বিহার করে।" এইরূপে ইহাদ্বারা একাঙ্গ বিপ্রহীন, দুই অঙ্গ সমন্নাগত, ত্রিবিধ কল্যাণ, দশলক্ষণ সম্পন্ন পৃথিবী-কৃৎস্ন তৃতীয় ধ্যান অধিগত হইয়া থাকে।

তত্র "পীতিয়া চ বিরাগা"—প্রীতিরও বিরাগ বশতঃ—বিরাগ অর্থ উক্ত প্রকার প্রীতির জুগুপ্‌সা বা সমতিক্রম। উভয়ের মধ্যে 'চ' শব্দ সম্পিণ্ডনার্থ। তাহা উপশম বা বিতর্ক বিচারের উপশম সম্পিণ্ডন করে। তত্র যখন উপশমই সম্পিণ্ডন করে, তখন "পীতিয়া চ বিরাগা কিঞ্চ ভীয়ো বূপসমা

ব্যতি" এইরূপ যোজনা জ্ঞাতব্য। এই যোজনায় বিরাগ জুগুপ্সনার্থ হইয়া থাকে। সেইহেতু "প্রীতির জুগুপ্সা ও উপশম হইতে" এই অর্থ দ্রষ্টব্য। যদা বিতর্ক-বিচার-উপশম সম্পিণ্ডন করে তখন "পীতিয়া চ বিরাগা কিঞ্চ ভীয্যো বিতক্ক বিচারানঞ্চ বুপসমাতি" এই যোজনা জ্ঞাতব্য। এই যোজনার বিরাগ-সমতিক্রমণ অর্থ হইয়া থাকে। তাই 'প্রীতির ও সমতিক্রম বশতঃ, বিচারেরও উপশম হেতু' এই অর্থ দ্রষ্টব্য। এই বিতর্ক বিচার দ্বিতীয় ধ্যানে আপনিই উপশান্ত। কিন্তু এই ধ্যানের মার্গপরিদীপনার্থ ও প্রশংসা করনার্থ ইহা উক্ত। বিতর্ক বিচারের উপশম হেতু বলিলে ইহা বুঝা যায়। বিতর্ক-বিচার-উপশম এই ধ্যানের মার্গ নহে কি ?

'যথা তৃতীয় আর্য্যমার্গে অপ্রহীন সৎকায়দৃষ্টি আদি পঞ্চ ওরম্ভাগীয় সংযোজনের প্রহাণ বশতঃ, এইরূপে প্রহাণ বলিলে বর্ণভণন (প্রশংসা করণ) হয়। তাহা অধিগমের জন্য উৎসুক ব্যক্তিদের উৎসাহ জনক। সেইরূপ এইখানেও অউপশান্ত বিতর্ক বিচারের উপশম বলিলে বর্ণভণন (প্রশংসা) হয়। সে কারণে এই অর্থ উক্ত—"প্রীতির সমতিক্রম বশতঃ এবং বিতর্ক বিচারের উপশম হেতু।"

উপেক্ষক (হইয়া) বিহার করে—এইস্থলে উপপত্তি হইতে ইক্ষণ করে, দেখে বলিয়া উপেক্ষা। সমান দেখে, অপক্ষপাতী হইয়া দেখে এই অর্থ। সেই বিশদ, বিপুল, শক্তি-সম্পন্ন উপেক্ষা দ্বারা সমন্নাগত বলিয়া তৃতীয় ধ্যান-সমঙ্গী (পুদ্গল) উপেক্ষক বলিয়া উক্ত হয়।

উপেক্ষা দশ প্রকার (আছে);—ষড়ঙ্গ উপেক্ষা, ব্রহ্মবিহার-উপেক্ষা, বোধ্যঙ্গ-উপেক্ষা, বীর্য্য-উপেক্ষা, সংস্কার-উপেক্ষা, বেদনা-উপেক্ষা, বিদর্শন-উপেক্ষা, তত্রমধ্যস্থ-উপেক্ষা, ধ্যান-উপেক্ষা, ও পারিশুদ্ধি-উপেক্ষা।

তত্র "ইহ ক্ষীণাশ্রব ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিয়া সুমনঃ (সন্তুষ্ট) ও হয় না, দুর্মনঃ (দুঃখিত) ও হয় না ; স্মৃতি মান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হইয়া বিহার করে" এইস্থলে আগতা ক্ষীণাশ্রবের ছয়দ্বারে ইষ্টানিষ্ট-ষড়ালম্বনাপাথে পরিশুদ্ধ-প্রকৃতি-ভাব বশতঃ পরিত্যাগ-আকার-ভূতা (পরিত্যাগ করণে প্রস্তুত) যে উপেক্ষা ইহা ষড়ঙ্গ-উপেক্ষা।

"উপেক্ষা সহাগত চিত্তের দ্বারা এক দিসা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে"

এইস্থলে আগতা প্রাণী সমূহে মধ্যস্থাকার যে ভূতা উপেক্ষা ইহা ব্রহ্মবিহার-উপেক্ষা।

"বিবেক-নিশ্রিত উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে" এই স্থলে আগত সহজাত ধর্ম্ম সমূহের প্রতি মধ্যস্থাকার-ভূতা যে উপেক্ষা ইহা বোধ্যঙ্গ-উপেক্ষা।

"কালে কালে উপেক্ষা নিমিত্ত মনসি করে" এই স্থানে আগতা অনত্যারব্ধনা অর্থাৎ শিথিল বীর্য্য সংখ্যাতা যে উপেক্ষা ইহা বীর্য্য-উপেক্ষা।

"কয়টী সংস্কার-উপেক্ষা সমাধি বশে উৎপন্ন হয়? কয়টী সংস্কার-উপেক্ষা বিদর্শনবশে উৎপন্ন হয়? অষ্ট সংস্কার-উপেক্ষা সমাধি বশে উৎপন্ন হয়। দশ সংস্কার-উপেক্ষা বিদর্শনা বশে উৎপন্ন হয়" এইরূপে আগতা নিবারণাদি প্রতিসংখ্যা সংস্তিষ্ঠনা গ্রহণে মধ্যস্থভূতা যে উপেক্ষা ইহা সংস্কার-উপেক্ষা।

"যেই সময়ে উপেক্ষা সহাগত কামাবচর কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়" এই স্থলে আগতা অদুঃখ-অসুখ-সংজ্ঞিতা যে উপেক্ষা ইহা বেদনা-উপেক্ষা।

"যদর্থে ভূত তাহা পরিত্যাগ করে, উপেক্ষা প্রতিলাভ করে" এইরূপে আগতা বিচিননে (বাছিয়া লওয়ার) মধ্যস্থভূতা যে উপেক্ষা তাহা বিদর্শনা-উপেক্ষা।

আর ছন্দাদির মধ্যে আগতা, সহজাত ধর্ম্ম সমূহের সমবাহিতভূতা যে উপেক্ষা ইহা তত্রমধ্যস্থ-উপেক্ষা।

"উপেক্ষক হইয়া বিহার করে" এই স্থলে আগতা সেই অগ্র সুখে ও অপক্ষপাত-জননী যে উপেক্ষা ইহা ধ্যান-উপেক্ষা।

'উপেক্ষা স্মৃতি-পারিশুদ্ধি চতুর্থধ্যান' এই স্থলে আগতা সর্ব্বপ্রত্যনিক পরিশুদ্ধা প্রত্যনিক উপশমনে অব্যাপার-ভূতা যে উপেক্ষা ইহা পারিশুদ্ধি-উপেক্ষা।

তত্র ষড়ঙ্গ-উপেক্ষা, ব্রহ্মবিহার-উপেক্ষা, বোধ্যঙ্গ-উপেক্ষা, তত্রমধ্যস্থ উপেক্ষা, ধ্যান-উপেক্ষা, পারিশুদ্ধি-উপেক্ষা, অর্থতঃ একা' তত্রমধ্যস্থ উপেক্ষাই হয়। সেই সেই অবস্থাভেদে কিন্তু ইহার এই ভেদ—একই সত্ত্বের কুমার, যুবা, স্থবির,সেনাপতি, রাজাদিবশে-ভেদ সদৃশ। তাই তাহাদের যত্র ষড়ঙ্গ-উপেক্ষা তত্র বোধ্যঙ্গ-উপেক্ষাদি নাই; যত্র বোধ্যঙ্গ-উপেক্ষা তত্র ষড়ঙ্গ-উপেক্ষা হয় না বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহাদের যেমন অর্থতঃ একভাব,

সেরূপ সংস্কার-উপেক্ষা ও বিদর্শন-উপেক্ষা দ্বয়েরও একভাব। সেই প্রজ্ঞাই কৃত্যবশে দুইভাগে ভিন্ন। যেমন সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রবিষ্টসর্পকে অজপদদণ্ড গ্রহণ করিয়া পর্য্যেষণ কারী ব্যক্তির তাহাকে তুষের গোলায় নিপন্ন দেখিয়া ইহা সর্প কিনা অবলোকন করিতে করিতে সোবর্ত্তিকত্রয় দর্শনে নির্ব্বেমতিক (নিঃসন্দেহ) হইয়া "সর্প কিম্বা সর্প নহে" বাছিতে মধ্যস্থতা হয় সেইরূপ আরব্ধবিদর্শকের বিদর্শনা জ্ঞানে লক্ষণত্রয় দৃষ্টে সংস্কার সমূহের অনিত্য ভাবাদি বাছিয়া লইতে (বিচিননে) মধ্যস্থতা (উৎপন্ন) হয়। সেইরূপ আরব্ধ বিদর্শকের বিদর্শনা-জ্ঞান দ্বারা লক্ষণত্রয় দৃষ্ট হইলে সংস্কারসমূহের অনিত্য ভাবাদি বিচিননে যে মধ্যস্থতা উৎপন্ন হয় ইহাই বিদর্শন-উপেক্ষা।

যেমন সে পুরুষের অজপদদণ্ডদ্বারা সর্পকে গাঢ়ভাবে গ্রহণকরিয়া-"এই সর্পকে হিংসা না করিয়া, নিজকেও ইহাদ্বারা অদংশিত করিয়া (দংশন না করাইয়া) মুক্ত করিয়া দিব নাকি" ভাবিয়া মুক্ত করিবার উপায় পর্য্যেষণ করিতে করিতে গ্রহণে মধ্যস্থতা হইয়া থাকে, সেইরূপ লক্ষণত্রয়ের দৃষ্টত্ব হেতু তিন ভবকে আদীপ্তের মত দর্শন করাতে সংস্কারগ্রহণে যে মধ্যস্থতা—ইহা সংস্কার উপেক্ষা। অতএব বিদর্শন-উপেক্ষা সিদ্ধা হইলে সংস্কার-উপেক্ষাও সিদ্ধা হইয়া থাকে। বাছন ও গ্রহণে মধ্যস্থতা সংখ্যাত কৃত্যদ্বারা (কার্য্যদ্বারা) ইহা দুইভাগে বিভক্ত।

বীর্য্য-উপেক্ষা ও বেদনা-উপেক্ষা পরস্পর এবং অপর উপেক্ষা সমূহ অর্থতঃ পরস্পর ভিন্ন। এই সকল উপেক্ষার মধ্যে ধ্যান-উপেক্ষাই এইখানে অভিপ্রেতা। মধ্যস্থতা ইহার লক্ষণ, অনাভোগ (প্রণীত সুখেও অনিচ্ছা) রস, অব্যাপার (নিরুদ্যম) প্রত্যুপস্থান (ফল), প্রীতিবিরাগ পদস্থান (আসন্নকারণ)।

অত্র বলাহইয়াছে—ইহা অর্থতঃ তত্রমধ্যস্থ-উপেক্ষাই নহে কি? প্রথম দ্বিতীয় ধ্যানেও ইহা আছে। তাই তত্রও "উপেক্ষক হইয়া বিহার করে" এই রূপ বলা উচিত ছিল। কেন তাহা বলা হইল না? অপরিব্যক্ত কৃত্য বলিয়া (কার্য্যে পরিব্যক্ত নহে)। বিতর্কাদি দ্বারা অভিভূত বলিয়া তত্র তাহার কার্য্য অপরিব্যক্ত। এইখানে, কিন্তু ইহা বিতর্ক-বিচার-প্রীতিদ্বারা অনভিভূত বলিয়া, উৎক্ষিপ্তশির সদৃশ হইয়া পরিব্যক্ত কৃত্যজাত। তাই উক্ত হইয়াছে।

"উপেক্‌খকো চ বিহরতীতি"—"উপেক্ষক হইয়া বিহার করে" ইহার সর্ব্বপ্রকার অর্থবর্ণনা শেষ।

"ইদানি সতো চ সম্পজানোতি" (ইদানীং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী)—অত্র স্মরণ করে বলিয়া স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানে বলিয়া সম্প্রজ্ঞান। পুদ্‌গল কর্ত্তৃক "স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান" উক্ত। তত্র স্মরণ লক্ষণা স্মৃতি, অবিস্মৃত হওন ইহার রস, আরক্ষা প্রত্যুপস্থান। অসম্মোহ সম্প্রজ্ঞানের লক্ষণ, তীরণ রস (কার্য্য), প্রবিচয় প্রত্যুপস্থান।

তত্র এই স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান পূর্ব্ব ধ্যানসমূহেও আছে বটে কিন্তু বিস্মৃত ও অসম্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপচার মাত্রও উৎপন্ন হয় না, কোথায় অর্পণা? সে সকল ধ্যান স্থূল বলিয়া ভূমিতে পুরুষের গতির ন্যায় চিত্তের গতি সুখযুক্ত হইয়া থাকে। তত্র স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানকৃত্য অব্যক্ত। স্থূলাঙ্গ প্রহান দ্বারা এই ধ্যানের সূক্ষ্মত্বহেতু ক্ষুর ধারাতে পুরুষের গতির মত স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানকৃত্য পরিগৃহীতাই চিত্তের গতি ইচ্ছিতব্যা বলিয়া এইখানে উক্ত। অধিক কি? যেমন ধেনুপায়ী বৎস ধেনু হইতে অপনীত হইয়া রক্ষিত হইলে পুনঃ ধেনুর নিকটে যায়, সেরূপ এই তৃতীয়ধ্যান-সুখ প্রীতি হইতে অপনীত ও স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান রূপ আরক্ষাদ্বারা আরক্ষিত হইয়া পুনঃ প্রীতি প্রাপ্ত হয়, প্রীতিসম্প্রযুক্তই হইয়া থাকে। সুখেতে সত্ত্বগণ আসক্ত হয়। ইহাও অতি মধুর সুখ, তারপর সুখের অভাবহেতু সতিসম্প্রজ্ঞানানুভাব দ্বারা অত্র সুখে আসক্তি হয়, অন্যথা নহে" এই অর্থবিশেষ দেখাইতেও ইহা এইখানে উক্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

"ইদানি সুখঞ্চ কায়েন পটিসংবেদেতি"—সুখ ও কায় দ্বারা অনুভব করে—অত্র যদিও তৃতীয়ধ্যানসমঙ্গী ব্যক্তির সুখপ্রতিসংবেদনাভোগ নাই, এইরূপ হইলেও যেহেতু তাহার নামকায় দ্বারা সম্প্রযুক্ত যে সুখ বা নামকায়সম্প্রযুক্ত যে সুখ যেহেতু তাহা হইতে (সমুস্থাপিত) সমুত্থিত অতি প্রণীত রূপ দ্বারা রূপকায় স্পৃষ্ট, যাহার স্পর্শের দরুণ ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া সুখ প্রতিসংবেদন করে (অনুভবকরে), তাই এই অর্থ দর্শাইবার জন্য "সুখ ও কায় দ্বারা প্রতিসংবেদন করে" বলিয়া বলা হইয়াছে।

"ইদানি যং তং অরিয়া আচিক্‌খন্তি উপেকখকো সতিমা সুখবিহারী"তি

অত্র যেই ধ্যানহেতু, যেই ধ্যানকারণে, সেই তৃতীয়ধ্যানসমঙ্গী পুদ্গলকে বুদ্ধাদি আর্য্যগণ বলেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপ্ত করেন, প্রস্থাপন করেন, বিবরণ করেন, বিভাগকরে, পরিষ্কার করেন, সরলকরেন, প্রকাশ করেন, প্রশংসা করেন এই অর্থ। কিরূপ বলেন? উপেক্ষক ও স্মৃতিমান, সুখবিহারী বলিয়া। "সেই তৃতীয় ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া (প্রাপ্ত হইয়া) বিহার করে" এইরূপ অত্র যোজনা জ্ঞাতব্য।

কেন তাঁহারা তাহাকে এইরূপে প্রশংসা করেন? প্রশংসার্হ বলিয়া। যেহেতু এই যোগী অতিমধুর সুখে সুখপারমীপ্রাপ্ত তৃতীয় ধ্যানেও উপেক্ষক, তাহাতে যে সুখাভিসঙ্গ আছে তাহাদ্বারা আকর্ষিত হয় না, যেমন প্রীতি উৎপন্ন না হয় এইরূপ উপস্থিত স্মৃতিতে স্মৃতিমান, যেহেতু আর্য্যকান্ত, আর্য্যজন সেবিত ও অসংক্লিষ্ট সুখ নামকায়দ্বারা প্রতিসংবেদন করে (অনুভব করে), তাই প্রশংসার্হ হইয়া থাকে। অতএব প্রশংসার্হ বলিয়া আর্য্যগণ এইরূপ প্রশংসাহেতুভূত গুণে প্রকাশ করিতে করিতে "উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী" বলিয়া প্রশংসা করেন ইহাই জ্ঞাতব্য।

তৃতীয়—গণনা পূর্ব্বতা তৃতীয়। ইহা তৃতীয় বারে সমাপর্জ্জন করে বলিয়া তৃতীয়। এই যে বলা হইয়াছে "একাঙ্গ বিপ্রহীন, দুই অঙ্গ সমন্নাগত" অত্র প্রীতির প্রহান বশে একাঙ্গ বিপ্রহীনতা জ্ঞাতব্য। দ্বিতীয় ধ্যানের বিতর্ক বিচারের ন্যায় ইহা অর্পণা ক্ষণেই প্রহীন হয়। তাই ইহাকে এই ধ্যানের প্রহানাঙ্গ বলে।

সুখ-চিত্তৈকাগ্রতা এই দুইয়ের উৎপত্তি বশে দুই অঙ্গ সমন্নাগততা জ্ঞাতব্য। তাই বিভঙ্গে যে উক্ত হইয়াছে ধ্যান অর্থ উপেক্ষা-স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান, সুখ চিত্তের একাগ্রতা, তাহা সপরিষ্কার ধ্যান দর্শাইতে পর্য্যায়ে উক্ত। উপেক্ষা স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান ব্যতীত নিষ্পর্য্যায়ে উপনিধ্যানলক্ষণপ্রাপ্ত অঙ্গ সমূহ বশে দুই আঙ্গিকই ইহা হইয়া থাকে। যথা বলা হইয়াছে সেই সময়ে যে দুই আঙ্গিক ধ্যান হইয়া থাকে কাহা কিরূপ? সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা। অবশেষ প্রথম ধ্যানে উক্ত নয়েই জ্ঞাতব্য।

এইরূপে তাহা অধিগত হইলে উক্ত নয়ে পঞ্চ আকারে চিন্নবশী হইয়া প্রগুণ তৃতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া এই সমাপত্তি আসন্ন প্রীতিপ্রত্যর্থিকা,

ইহাতে সুখ চিত্তের আভোগ (ভোগ্য) এই বাক্যে ইহার স্থূলত্ব দেখা যায়। এইরূপ উক্ত সুখের স্থূলত্ব ও অঙ্গদুর্ব্বলত্বে দোষ দেখিয়া চতুর্থ ধ্যান শান্তভাবে মনে করিয়া তৃতীয় ধ্যানে নিকন্তি (ইচ্ছা) গ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্থ ধ্যান অধিগমের জন্য যোগকরা কর্ত্তব্য। অনন্তর যখন তৃতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞ (হওয়ায়) ইহার চৈতসিক সৌমনস্য সংখ্যাত সুখ স্থূলভাবে উপস্থিত হয় এবং উপেক্ষা-বেদনা ও চিত্তৈকাগ্রতা শান্তভাবে উপস্থিত হয়, তখন ইহার স্থূলাঙ্গ প্রহাণার্থ ও শান্তাঙ্গ প্রতিলাভার্থ সেই নিমিত্ত 'পৃথিবী পৃথিবী' বলিয়া পুনঃ পুনঃ মনে মনে আবৃত্তি করাতে ইদানীং চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন হইবে বলিয়া ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ করিয়া সেই পৃথিবী-কৃৎস্ন আলম্বন করিয়া মনোদ্বার আবর্জ্জন উৎপন্ন হয়, তারপর সেই আলম্বনে চারি বা পাঁচ জবন উৎপন্ন হয়। তাহাদের এক রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানিক, শেষ উক্ত প্রকার কামাবচর (চিত্ত)।

ইহাই বিশেষ—যেহেতু সুখ-বেদনা অদুঃখাসুখ-বেদনার আসেবন প্রত্যয়-রূপে প্রত্যয় হয় না, এবং চতুর্থ ধ্যানে অদুঃখাসুখ-বেদনা দ্বারা উৎপন্ন হওয়া উচিত, সেহেতু সে সকল উপেক্ষা-বেদনা-সম্প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপেক্ষা সম্প্রযুক্ত বলিয়া প্রীতিও এখানে পরিহীন হয়।

এই পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি সুখের প্রহাণ বশতঃ, দুঃখেরও প্রহাণহেতু, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের অস্তগমনহেতু অদুঃখ-অসুখ-উপেক্ষা-স্মৃতি পারিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহার করে। এইরূপে ইহাদ্বারা একাঙ্গ বিপ্রহীন, দুই অঙ্গ সমন্নাগত, ত্রিবিধ কল্যাণ, দশলক্ষণসম্পন্ন পৃথিবী-কৃৎস্ন চতুর্থ ধ্যান অধিগত হইয়া থাকে।

তত্র 'সুখের প্রহাণ বশতঃ, দুঃখের ও প্রহাণ বশতঃ' অর্থ "কায়িক সুখ ও কায়িক দুঃখ প্রহাণ বশতঃ"। পূর্ব্বেই—তাহাও পূর্ব্বেই, চতুর্থ ধ্যানক্ষণে নহে।" "সৌমনস্য দৌর্ম্মনস্যের অস্তগমন বশতঃ" চৈতসিক সুখ ও চৈতসিক দুঃখ এই দুইয়ের পূর্ব্বেই অস্তগমন বশতঃ, প্রহীন বশতঃ, প্রহাণ হেতু এইরূপ উক্ত হয়।

কদা তাহাদের প্রহাণ হয়? চারি ধ্যানের উপচার-ক্ষণে। সৌমনস্য কেবল চতুর্থ ধ্যানের উপচারক্ষণেই প্রহীন হয়। দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-সুখ প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় ধ্যানের উপচার-ক্ষণে, এইরূপে ইহাদের প্রহাণক্রমে অ-উক্ত

(অকথিত) গুলিরও। 'ইন্দ্রিয়-বিভঙ্গেও' ইন্দ্রিয় সমূহের উদ্দেশ ক্রমেই এই খানে উক্ত সুখ-দুঃখ-সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্য সমূহের প্রহাণ জ্ঞাতব্য।

কিন্তু যদি ইহারা সেই সেই ধ্যানের উপচার-ক্ষণেই প্রহীন হয়, তবে কেন "কুত্র উৎপন্ন দুঃখেন্দ্রিয় অপরিশেষ নিরুদ্ধ হয়? ইহ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া···পে···প্রথম ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহার করে, এইখানেই উৎপন্ন দুঃখেন্দ্রিয় অপরিশেষ নিরুদ্ধ হয়। কোথায় উৎপন্ন দৌর্ম্মনস্যেন্দ্রিয়···সুখেন্দ্রিয়···সৌমনস্যেন্দ্রিয় অপরিশেষ নিরুদ্ধ হয়? ইহ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সুখের প্রহাণ বশতঃ···পে···চতুর্থ ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহার করে, অত্র উৎপন্ন সৌমনস্যেন্দ্রিয় অপরিশেষ নিরুদ্ধ হয়" এইরূপে ধ্যান সমূহে নিরোধ উক্ত? অতিশয় নিরোধহেতু। ইহাদের অতিশয় নিরোধও প্রথম ধ্যানাদিতে নিরোধ নয়, উপচার ক্ষণেও নিরোধ অতিশয় নিরোধ নহে। তথা নানাবর্জ্জনে প্রথম ধ্যানোপচারে নিরুদ্ধ দুঃখেন্দ্রিয়ের ডাঁশ মশকাদি সংস্পর্শে বা বিষম আসন উপপাত দ্বারাও উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু অর্পণার মধ্যে নহে। উপচারে নিরুদ্ধ হইলেও প্রতিপক্ষদ্বারা অবিহত বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয় না। অর্পণার মধ্যে প্রীতিস্ফুরণ দ্বারা সমস্ত কায় সুখাবক্রান্ত হয়, এবং সুখাবক্রান্ত দুঃখেন্দ্রিয় প্রতিপক্ষের দ্বারা বিহত বলিয়া সুষ্ঠু (সম্পূর্ণ) নিরুদ্ধ হয়।

নানাবর্জ্জনেই দ্বিতীয় ধ্যানউপচারে প্রহীনদৌর্ম্মনস্যেন্দ্রিয়েরও (যোগীর ও) যেহেতু বিতর্কবিচার-প্রত্যয়জাত কায়ক্লেশ ও চিত্তোপঘাত সত্ত্বে ও উৎপন্ন হয়; বিতর্ক বিচারাভাবে উৎপন্ন হয় না। বিতর্কবিচারাভাবে যত্র উৎপন্ন হয়, তত্র দ্বিতীয় ধ্যান-উপচারে বিতর্ক-বিচার অপ্রহীন। তত্র ইহার উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যয় প্রহীন বলিয়া দ্বিতীয় ধ্যানে নহে, তথা তৃতীয় ধ্যান-উপচারে প্রহীন সুখেন্দ্রিয়ের (যোগীর) প্রীতি-সমুত্থাপিত প্রণীত-রূপ-স্ফুট-কায়ের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় ধ্যানে নহে। তৃতীয়ধ্যানেই সুখের প্রত্যয়ভূত প্রীতি সর্ব্বপ্রকারে নিরুদ্ধা হয়। তথা চতুর্থধ্যান-উপচারে প্রহীনসৌমনস্যেন্দ্রিয়ের (যোগীর) আসন্ন বলিয়া অর্পণাপ্রাপ্ত উপেক্ষার অভাবে সম্যক অতিক্রান্ত নহে বলিয়া উৎপত্তি আছে, কিন্তু চতুর্থ ধ্যানে নহে। সেই হেতু অত্র উৎপন্ন দুঃখেন্দ্রিয় অপরিশেষ নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তত্র তত্র 'অপরিশেষ' শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

অত্র বলা হইয়াছে—অথ এইরূপে সেই সেই ধ্যানের উপচারে প্রহীনা এই সকল বেদনা এইখানে কেন সমাহৃতা? সুখগ্রহণার্থ। এই যে "অদুঃখ-অসুখ" এই স্থানে অদুঃখ-অসুখ-বেদনা উক্ত তাহা সূক্ষ্ম এবং দুর্বিজ্ঞেয়। সুখে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না (পারা যায় না)। তাই যেমন দুষ্ট গরু যাহাকে যেমন তেমন ভাবে কাছে গিয়া ধরা যায় না তাহাকে সুখে ধরিবার জন্য গোপ এক ব্রজে সকল গরু একত্র করে। পরে একএকটী বাহির করিয়া একটার পর একটা হিসাবে আগত দুষ্ট গরু দেখিয়া "এই সে, তাহাকে ধর" বলিয়া ধরায়, সেইরূপ ভগবান সুখগ্রহণার্থ সমস্ত (বেদনা) এইখানে সমাহরণ করিয়াছেন। এইরূপে সমাহৃত এই সকল (বেদনা) দর্শাইয়া যাহা সুখ নহে, দুঃখ নহে, সৌমনস্য নহে, দৌর্ম্মনস্য নহে তাহা অদুখ-অসুখ-বেদনা বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করাইতে পারা যায়।

অপিচ অদুঃখ-অসুখ-চিত্ত-বিমুক্তির প্রত্যয় দর্শনার্থ ইহারা উক্ত হইয়াছে জ্ঞাতব্য। সুখ-দুঃখ-প্রহাণাদি তাহার প্রত্যয়। যথা বলা হইয়াছে—আবুসো, অদুঃখ-অসুখ-চিত্ত-বিমুক্তি সম্প্রাপ্তির চারি প্রত্যয় (আছে)। ইহ, আবুসো, ভিক্ষু সুখের প্রহাণ বশতঃ…পে…চতুর্থ ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহার করে। আবুসো, অদুঃখ-অসুখ-চিত্ত-বিমুক্তি সম্প্রাপ্তির এই চারি প্রত্যয়।

যথা অন্যত্র প্রহীনা সৎকায়-দৃষ্টি আদি তৃতীয় মার্গের বর্ণ ভণনার্থ (প্রশংসার্থ) তত্র প্রহীন বলিয়া উক্ত, সেইরূপ এই ধ্যানের বর্ণভণনার্থ তাহারা এইখানে কথিত বলিয়া জ্ঞাতব্য। প্রত্যয়ঘাত দ্বারা অথবা অত্র রাগদ্বেষ সমুহের অতিদূর ভাব দর্শাইতেও ইহারা উক্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহাদের মধ্যে সুখ সৌমনস্যের প্রত্যয়, সৌমনস্য রাগের, দুঃখ দৌর্ম্মনস্যের ও দৌর্ম্মনস্য দ্বেষের। সুখাদিঘাত দ্বারা রাগদ্বেষ সপ্রত্যয় হত বলিয়া অতিদূরে (থাকে) হয়। অদুঃখ-অসুখ,—দুঃখাভাবে অদুঃখ, সুখাভাবে অসুখ। ইহা দ্বারা অত্র দুঃখ-সুখ-প্রতিপক্ষভূত তৃতীয় বেদনা দীপন (প্রকাশ) করিতেছে। দুঃখ সুখাভাব মাত্র নহে। তৃতীয় বেদনা বলে অদুঃখ-অসুখকে, উপেক্ষা বলিয়াও উক্ত হয়। ইষ্টানিষ্ট-বিপরীতানুভবন ইহার লক্ষণ, মধ্যস্থতা রস, অবিভূততা প্রত্যুপস্থান, সুখনিরোধ পদস্থান বলিয়া জ্ঞাতব্য।

উপেক্খা-সতি-পারি-সুদ্ধিং—উপেক্ষাস্মৃতিপারিশুদ্ধি—উপেক্ষা-জনিতা

স্মৃতির পারিশুদ্ধি। এই ধ্যানে স্মৃতি সুপরিশুদ্ধা, আর সেই স্মৃতির যে পারিশুদ্ধি তাহা উপেক্ষাদ্বারা কৃতা, অন্য দ্বারা নহে। তাই ইহা উপেক্ষা-স্মৃতি-পারিশুদ্ধি বলিয়া উক্ত। "বিভঙ্গে" ও উক্ত—এই স্মৃতি এই উপেক্ষা দ্বারা বিশদা হইয়া থাকে, পরিশুদ্ধা, পর্য্যবদাতা, তাই বলা হইয়া থাকে উপেক্ষা-স্মৃতি-পারিশুদ্ধি। যে উপেক্ষা দ্বারা অত্র স্মৃতির পারিশুদ্ধি হয়, তাহা অর্থতঃ তত্রমধ্যস্থতা বলিয়া জ্ঞাতব্যা। কেবল সেই স্মৃতি দ্বারা যে পরিশুদ্ধ এমন নহে। অপিচ সমস্ত সম্প্রযুক্ত ধর্ম্মদ্বারাও (পরিশুদ্ধ), স্মৃতিশীর্ষে (স্মৃতিকে প্রধান করিয়া) দেশনা উক্তা (করা হইয়াছে)।

তত্র উপেক্ষা যদিও নীচের তিন ধ্যানেও বিদ্যমান আছে, তথাপি দিবা সূর্য্য প্রভাবাভিভবহেতু, নিজের ও সৌম্যভাব বশতঃ উপকারকভাবে সভাগ (অবিরোধী, উপযোগী) রাত্রির অলাভহেতু দিবা বিদ্যমান চন্দ্রলেখা যেমন অপরিশুদ্ধ ও অপর্য্যবদাত হয়, সেইরূপ এই তত্রমধ্যস্থ-উপেক্ষা-চন্দ্রলেখা বিতর্কাদি প্রত্যনিক ধর্ম্মতেজাভিভবহেতু সভাগা উপেক্ষা-বেদনারূপ রাত্রির অপ্রতিলাভহেতু প্রথমাদি ধ্যানভেদসমূহে বিদ্যমানা হইলেও অপরিশুদ্ধা থাকে। তাহা অপরিশুদ্ধ বলিয়া দিবায় অপরিশুদ্ধ চন্দ্রলেখার প্রভার মত সহ-জাত স্মৃতি আদি অপরিশুদ্ধা হইয়া থাকে। তাই তাহাদের একটীও উপেক্ষা-স্মৃতি-পারিশুদ্ধি বলিয়া উক্ত হয় নাই। এইখানে কিন্তু বিতর্কাদি প্রত্যনিক ধর্ম্মতেজাভিভবাভাবহেতু ও সভাগা উপেক্ষা-বেদনারূপ রাত্রির প্রতিলাভহেতু তত্রমধ্যস্থ উপেক্ষা-চন্দ্রলেখা অতিপরিশুদ্ধা। তাহার পারিশুদ্ধিহেতু পরিশুদ্ধ চন্দ্রলেখা-প্রভাসদৃশ সহজাতা স্মৃতি আদি পরিশুদ্ধা ও পর্য্যবদাতা হইয়া থাকে। তাই ইহাই উপেক্ষা-স্মৃতি-পারিশুদ্ধি বলিয়া উক্ত ইহা জ্ঞাতব্যা।

চতুত্থং—চতুর্থ—গণনাপূর্ব্বতা চতুর্থ। ইহা চতুর্থবারে সমাপর্জ্জন করে বলিয়া চতুর্থ। আর যে বলা হইয়াছে একাঙ্গ বিপ্রহীন, দুই অঙ্গ সমন্নাগত, তত্র সৌমনস্য প্রহাণবশে একাঙ্গ বিপ্রহীনতা বেদিতব্যা (জ্ঞাতব্যা)। সেই সৌমনস্যও এক বীথিতে পূর্ব্ব জবন সমূহেই প্রহীন হয়। তাই এই ধ্যানের ইহা প্রহাণাঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। উপেক্ষা বেদনা ও চিত্তের একাগ্রতা এই দুইয়ের উৎপত্তিবশে দুই অঙ্গ সমন্নাগততা বেদিতব্যা (জ্ঞাতব্যা)। অবশেষ প্রথম ধ্যানে উক্তমতেই। ইহাই আদৌ চতুর্থ ধ্যানে নয় (ক্রম)।

পঞ্চকধ্যান নিবর্ত্তক (উৎপাদক) যোগী কর্ত্তৃক প্রগুণ প্রথম ধ্যান হইতে উঠিয়া এই সমাপত্তি আসন্ন-নিবারণ-প্রত্যর্থিকা বিতর্কের স্থূলত্বহেতু অঙ্গ দুর্ব্বলা বলিয়া চতুর্থে দোষ দেখিয়া দ্বিতীয় ধ্যান শান্তভাবে মনসিকার পূর্ব্বক প্রথম ধ্যানে নিকন্তি (ইচ্ছা) গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় অধিগমে যোগ কর্ত্তব্য।

অথ প্রথম ধ্যান হইতে উঠিয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞ যোগীর ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে যথন বিতর্কমাত্র স্থূলতঃ উপস্থিত হয়, বিচারাদি শান্তভাবে (উপস্থিত হয়) তখন স্থূলাঙ্গ প্রহাণার্থ ও শান্তাঙ্গ প্রতিলাভার্থ সেই নিমিত্ত 'পৃথিবী, পৃথিবী' বলিয়া পুনঃ পুনঃ মনে আবৃত্তি করাতে উক্ত নয়েই দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়। তাহার বিতর্কমাত্রই প্রহাণাঙ্গ, বিচারাদি চারি সমন্নাগতাঙ্গ। শেষ উক্ত প্রকারই। এইরূপে তাহা অধিগত হইলে উক্ত নয়েই পঞ্চ আকারে "চিন্নবসী" হইয়া প্রগুণ দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া এই সমাপত্তি আসন্ন বিতর্ক-প্রত্যর্থিক ও বিচারের স্থূলত্ব হেতু অঙ্গ-দুর্ব্বল হওয়ায় তত্র দোষ দেখিয়া তৃতীয় ধ্যান শান্তভাবে (মনসি করিয়া) মনে করিয়া দ্বিতীয় ধ্যানে নিকন্তি (ইচ্ছা) গ্রহণ করিয়া তৃতীয় অধিগমের জন্য যোগ কর্ত্তব্য।

অথ যদা দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞ ইহার (যোগীর) ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে বিচারমাত্র স্থূলতঃ উপস্থিত হয়, প্রীতি আদি শান্ততঃ তদা ইহার স্থূলাঙ্গ প্রহাণার্থ ও শান্তাঙ্গ প্রতিলাভার্থ সেই নিমিত্ত "পৃথিবী, পৃথিবী" বলিয়া পুনঃ পুনঃ মনে মনে আবৃত্তি করাতে উক্ত নয়েই তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়। তাহার বিচার মাত্রই প্রহাণাঙ্গ। চতুষ্ক নয়ের দ্বিতীয় ধ্যানের ন্যায় প্রীতি আদি তিন সমন্নাগতাঙ্গ। শেষ উক্ত প্রকারই।

অতএব চতুষ্ক নয়ের দ্বিতীয় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পঞ্চকনয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়। যে সকল তত্র তৃতীয় চতুর্থ সেই সকল এই খানে চতুর্থ ও পঞ্চম হয়। প্রথম প্রথমই।

সাধুজন প্রামোদ্যার্থ কৃত
বিশুদ্ধি মার্গে
সমাধি ভাবনাধিকারে পৃথিবী-কৃৎস্ন নামক
চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শেষ-কৃৎস্ন-নির্দ্দেশ।

২। আপ্-কৃৎস্ন।

ইদানীং পৃথিবী-কৃৎস্নানন্তরে আপ্-কৃৎস্নের বিস্তারকথা (বলা) হইতেছে। যেরূপ পৃথিবী-কৃৎস্ন, সেইরূপ আপ্-কৃৎস্ন ভাবনাকামীর সুখ-উপবিষ্ট হইয়া আপে (জলে) নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। কৃতে বা অকৃতে ইত্যাদি সমস্ত বিস্তার কর্ত্তব্য।

যথা এইখানে সেইরূপ সর্ব্বত্র। ইহার এত কথাও না বলিয়া বিশেষ মাত্র বলিব। ইহ চুলসিবথেরের ন্যায় পূর্ব্বকৃতাধিকার পুণ্যবানের অকৃত আপে—পুষ্করিণী, তড়াগ, লোনী বা সমুদ্রে—নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। সেই আয়ুষ্মানের লাভ-সৎকার পরিত্যাগ করিয়া বিবিক্ত (একাকী) হইয়া বাস করিবে ভাবিয়া মহাতীর্থে নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক জম্বুদ্বীপে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মহাসমুদ্র অবলোকন করাতে তৎপ্রতিভাগ কৃৎস্ন-নিমিত্ত উৎপন্ন হইল।

চারি কৃৎস্ন-দোষ পরিহরণকারী (পরিত্যাগ কারী) অকৃতাধিকারী যোগী কর্ত্তৃক নীল, পীত, লোহিত, অবদাত ও শ্বেতবর্ণ সমূহের অন্যতর বর্ণের আপ্ গ্রহণ না করিয়া, ভূমি অসম্প্রাপ্ত আকাশে শুদ্ধ বস্ত্রের দ্বারা গৃহীত যে উদক অথবা অন্য তথারূপ বিপ্রসন্ন অনাবিল জল দ্বারা পাত্র বা কুণ্ডিকা কাণায় কাণায় পূর্ণ করিয়া বিহার প্রত্যন্তে উক্তপ্রকার প্রতিচ্ছন্ন অবকাশে স্থাপন পূর্ব্বক সুখাসনে উপবেশন করিয়া বর্ণ প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। লক্ষণ মনে করা কর্ত্তব্য নহে, সবর্ণই নিশ্রয় করিয়া উৎসদ বশে প্রজ্ঞপ্তি ধর্ম্মে চিত্ত স্থাপন করিয়া "অম্বু, উদক, বারি, সলিল" ইত্যাদি 'আপ্' নাম সমূহের প্রাকট নাম বশেই 'আপ্ আপ্' বলিয়া ভাবনা করা উচিত। তাহার এইরূপে ভাবনা করাতে অনুক্রমে উক্ত নয়েই নিমিত্তদ্বয় উৎপন্ন হয়। এইখানে উৎগ্রহ-নিমিত্ত যেন চলিতেছে এইরূপ বোধ হয়। যদি ফেন-বুদ্বুদমিশ্রিত উদক

হয়, তাদৃশই উপস্থিত হয়। কৃৎস্নদোষ দেখা যায়। প্রতিভাগ-নিমিত্ত আকাশে স্থাপিত মণিতালবৃন্ত সদৃশ ও মণিময়াদর্শমণ্ডল সদৃশ পরিস্পন্দিত হইয়া উপস্থিত হয়। সে তাহার (নিমিত্তের) উপস্থিতি সহই উপচারধ্যান এবং উক্ত নয়েই চতুর্থ ও পঞ্চমধ্যান প্রাপ্ত হয়।

৩। তেজ-কৃৎস্ন।

তেজ-কৃৎস্ন ভাবনাকামী কর্ত্তৃক তেজেতে নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। তত্র কৃতাধিকার পুণ্যবানের (যোগীর) অকৃতে নিমিত্ত গ্রহণকরন্ত দীপশিখা, চুলা, পাত্র-পোড়ানস্থান বা দাবদাহের যত্র কুত্রচিৎ অগ্নিজ্বালা অবলোকন কারীর চিত্তগুত্তথেরের সদৃশ (যেমন হইয়াছিল তেমন) নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। কিন্তু অপর কর্ত্তৃক (অকৃত অধিকার কর্ত্তৃক) (কৃৎস্ন মণ্ডল) করা উচিত। তত্র ইহা করণ-বিধান :—স্নিগ্ধ সারদারু চিড়িয়া শুকাইয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ প্রতিরূপ বৃক্ষমূল বা মণ্ডপে গিয়া পাত্র পোড়ানাকারে রাশি করিয়া জ্বালিবে। চাটাই বা চর্ম্ম বা পাটীতে বিঘত চারি অঙ্গুল প্রমাণ ছিদ্র কর্ত্তব্য। তাহা সামনে রাখিয়া উক্ত নয়েই বসিয়া নীচের তৃণকাষ্ঠ বা উপরের ধুমশিখা মনে না করিয়া মধ্যের ঘন অগ্নিজ্বালায় নিমিত্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীল বা পীত ইত্যাদি বশে বর্ণ প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য, উষ্ণত্ব বশে লক্ষণ মনে করা কর্ত্তব্য নহে। সবর্ণই নিশ্রয় করিয়া উৎসদবশে প্রজ্ঞাপ্তি ধর্ম্মে চিত্ত স্থাপন করিয়া "পাবক, কৃষ্ণবর্ত্তনি, জাতবেদ, হুতাসন" ইত্যাদি অগ্নির নাম সমূহের প্রাকট নাম বশেই 'তেজ, তেজ', বলিয়া ভাবনা কর্ত্তব্য। তাহার এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে অনুক্রমে উক্ত নয়েই নিমিত্তদ্বয় উৎপন্ন হয়। তত্র উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত জ্বালা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পতন সদৃশ হইয়া উপস্থিত হয়।

অকৃতে গ্রহণকারীর কৃৎস্ন-দোষ দেখা যায়। অলাত (কাষ্ঠ) খণ্ড, বা অঙ্গারপিণ্ড বা ছাই বা ধূম উপস্থিত হয়। প্রতিভাগ-নিমিত্ত নিশ্চল, আকাশে স্থাপিত রক্ত-কম্বল-খণ্ড সদৃশ, সুবর্ণ তালবৃন্ত সদৃশ বা কাঞ্চন স্তম্ভের মত উপস্থিত হয়। সে তাহার উপস্থানের সঙ্গেই উপচার ধ্যান এবং উক্ত নয়েই চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান প্রাপ্ত হয়।

৪। বায়ু-কৃৎস্ন।

বায়ু-কৃৎস্ন ভাবনাকামী (যোগী) কর্ত্তৃক বায়ুতেই নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। তাহাও দৃষ্টবশে বা স্পর্শিত বশে গৃহীতব্য। অট্‌ঠকথা সমূহে উক্ত হইয়াছে—বায়ু-কৃৎস্ন উদ্‌গ্রহণকারী বায়ুতে নিমিত্ত গ্রহণ করে—ইক্ষুর অগ্রের চলন সম্যক্ চলন উপলক্ষ্য করে, বেণুর অগ্র বা বৃক্ষের অগ্র বা কেশের অগ্রের চলন, সম্যক্ চলন উপলক্ষ্য করে, কায়েতে স্পৃষ্টও বা উপলক্ষ্য করে। সেই কারণে স্থির শীর্ষে স্থিত ঘনপত্রবিশিষ্ট ইক্ষু বা বেণু বা বৃক্ষ বা চারি অঙ্গুল প্রমাণ ঘনকেশযুক্ত পুরুষের মস্তক বাতদ্বারা প্রহারিত হইতেছে দেখিয়া, এই বায়ু এই স্থানে প্রহার করিতেছে বলিয়া স্মৃতি স্থাপন করিয়া, আর যে বায়ু বাতায়নপথে বা ভিত্তিছিদ্র দ্বারা প্রবেশ করিয়া ইহার কায়প্রদেশে প্রহার করে, তত্র স্মৃতি স্থাপন করিয়া "বাত, মরুৎ, অনিলাদি" বাত নামের প্রাকট নামবশে "বায়ু, বায়ু" বলিয়া ভাবনা কর্ত্তব্য।

এই ধ্যানে উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত উনন হইতে অবতারিত (নামান) পায়সের উষ্ণবর্ত্তী সদৃশ চলন্ত হইয়া উপস্থিত হয়। প্রতিভাগ-নিমিত্ত সন্নিসান্ন ও নিশ্চল হয়। শেষ উক্তনয়েই বেদিতব্য।

৫। নীল-কৃৎস্ন।

তদন্তর (যোগী) নীলকৃৎস্ন উদ্‌গ্রহণ করিতে গিয়া নীল বর্ণের পুষ্পে, বস্ত্রে বা বর্ণধাতুতে নিমিত্ত গ্রহণ করে এই বাক্য হইতে (নিশ্চয় করা যায় যে) কৃতাধিকার পুণ্যবানের তথারূপ মালা বা ফুলের চারা, পূজাস্থানে পুষ্পস্তূপ, নীলবস্ত্র বা নীল মণির অন্যতর (কিছু) দেখিয়া নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। অপর যোগী কর্ত্তৃক নীলউৎপল-গিরিকর্ণিকাদি পুষ্পসমূহ গ্রহণ করিয়া কেসর বা বোঁটা যেন দেখা না যায় চঙ্গোটক বা করণ্ড পটলপত্রদ্বারা কাণায় কাণায় পূর্ণ করিয়া স্থাপন করা উচিত। অথবা নীলবর্ণের বস্ত্রদ্বারা ভাণ্ড (বোচকা) বাঁধিয়া পূর্ণকরা উচিত, ইহার কাণা ভেরীতল সদৃশ বাধা উচিত, কংসনীল, পলাশনীল ও অঞ্জননীলাদির অন্যতর ধাতুদ্বারা পৃথিবী-কৃৎস্নে উক্ত নয়ে স্থাবর বা ভিত্তিতে কৃৎস্ন-মণ্ডল করিয়া বি-সভাগ (অন্যরূপ) বর্ণদ্বারা

পরিচ্ছেদ কর্ত্তব্য। তারপর পৃথিবী-কৃৎস্নে উক্ত নয়ে 'নীল, নীল' বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

এই ধ্যানে ও উদ্‌গ্রহ-নিমিত্তে কৃৎস্নদোষ দেখাযায়, কেসর, বৃন্ত ও পত্রান্তরিকাদি উপস্থিত হয়। প্রতিভাগ-নিমিত্ত কৃৎস্ন মণ্ডল হইতে মুক্ত হইয়া আকাশে মনিতালবৃন্ত সদৃশ উপস্থিত হয়। শেষ উক্তনয়েই জ্ঞাতব্য।

৬। পীত-কৃৎস্ন।

পীত-কৃৎস্নেও এই নয় (নিয়ম, ক্রম)। উক্ত হইয়াছে—'পীত-কৃৎস্ন উদ্‌গ্রহণ করিতে গিয়া (যোগী) পীতবর্ণের পুষ্পে, বস্ত্রে বা বর্ণধাতুতে নিমিত্ত গ্রহণ করে' এই বাক্য হইতে (বুঝা যায় যে) কৃতাধিকার পুণ্যবানের তথারূপ (পীত) মালা বা ফুলের চারা, পূজাস্থানে পুষ্পস্তূপ, নীলবস্ত্র বা নীলমণির অন্যতর (কিছু) দেখিয়া চিত্তগুত্তথেরের যেমন নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। সেই আয়ুষ্মানের চিত্রল পর্ব্বতে পত্রাঙ্গ পুষ্পদ্বারা কৃত আসনপূজা দেখিতে দেখিতে দর্শন মাত্রেই আসনপ্রমাণ নিমিত্ত উৎপন্ন হইল। অপর (অকৃতাধিকার, অপুণ্যবান) যোগী কর্ত্তৃক কর্ণিকার পুষ্পাদি বা পীতবর্ণ বস্ত্র বা ধাতুদ্বারা নীল-কৃৎস্নে উক্ত নয়েই কৃৎস্ন করিয়া 'পীত, পীত' মনসিকার (ধ্যান) প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট তাদৃশই।

৭। লোহিত-কৃৎস্ন।

লোহিত কৃৎস্নেও এই নয়। ইহা উক্ত হইয়াছে:—'লোহিত-কৃৎস্ন উৎগ্রহণ করিতে গিয়া (যোগী) লোহিতবর্ণের পুষ্পে, বস্ত্রে বা বর্ণধাতুতে নিমিত্ত গ্রহণ করে' এই বাক্য হইতে (বুঝা যায় যে) কৃতাধিকার পুণ্যবানের তথারূপ (লোহিত) মালা বা ফুলের চারা, পুষ্পাস্তরণ, লোহিত বস্ত্র বা মণিধাতু সমূহের অন্যতম দেখিয়া নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। অপর যোগী কর্ত্তৃক জয়সুমন-বন্ধু-আজীবক-রক্তকরণ্ডক আদি পুষ্প, রক্তবস্ত্র বা ধাতুদ্বারা নীলকৃৎস্নে উক্তমতে কৃৎস্ন প্রস্তুত করিয়া 'লোহিত, লোহিত," মনসিকার উৎপাদন কর্ত্তব্য। শেষ তাদৃশই।

৮। অবদাত-কৃৎস্ন।

অবদাত-কৃৎস্নে ও'অবদাত-কৃৎস্ন উদ্‌গ্রহণ করিতে গিয়া (যোগী) অবদাত

(শুভ্র) পুষ্পে, বস্ত্রে, বা বর্ণধাতুতে নিমিত্ত গ্রহণ করে এই বাক্য' হইতে (বুঝা যায় যে) কৃতাধিকার পুণ্যবানের তথারূপ অবদাত (শুভ্র) মালা বা ফুলের চারা, বার্ষিক-সুমনাদি-পুষ্পসংস্তরণ. কুমুদ-পদ্ম-রাশি, অবদাত বস্ত্র বা ধাতু সমূহের অন্যতম দেখিয়া নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। ত্রপুমণ্ডল (গোলাকার দস্তা), রজতমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল সমূহেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপর যোগী কর্তৃক উক্তপ্রকার অবদাত পুষ্প, অবদাত বস্ত্র বা ধাতুদ্বারা নীলকৃৎস্নে উক্ত নয়েই কৃৎস্ন করিয়া "অবদাত (শুভ্র)' অবদাত (শুভ্র)" মনসিকার উৎপাদন কর্ত্তব্য। শেষ তাদৃশই।

৯। আলোক-কৃৎস্ন।

আলোক-কৃৎস্নে কিন্তু 'আলোক-কৃৎস্ন উদ্‌গ্রহণ কারী (যোগী) ভিত্তি-ছিদ্রে, তালছিদ্রে বা বাতায়নপথে আগত আলোকে নিমিত্ত গ্রহণ করে' বাক্য হইতে (বুঝা যায়) কৃতাধিকার পুণ্যবানের ভিত্তি ছিদ্রাদির অন্যতরের ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক বা চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া ভূমিতে বা ভিত্তিতে যে মণ্ডল উৎপাদন করে, ঘনপর্ণবৃক্ষশাখান্তর-পথে বা ঘনশাখা-মণ্ডপান্তর দ্বারা বাহির হইয়া ভূমিতেই যে মণ্ডল উৎপাদন করে তাহা দেখিয়া নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। অপর যোগীর উক্ত প্রকার অবভাস মণ্ডল "অবভাস, অবভাস" বা "আলোক, আলোক" ভাবনা কর্ত্তব্য। তথা অসমর্থ হইলে ঘটে দীপ জ্বালিয়া, ঘটের মুখ বন্ধ করিয়া, ঘটে ছিদ্র করিয়া ভিত্তিমুখে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। সেই ছিদ্রদিয়া দীপালোক নির্গত হইয়া ভিত্তিতে মণ্ডল করে। আলোক, আলোক বলিয়া তাহা ভাবনা করিবে। অপর যোগীকর্ত্তৃক ইহা চিরস্থায়ী হয়।

এই কৃৎস্নে উদ্‌গ্রহনিমিত্ত ভিত্তি বা ভূমিতে উত্থিত মণ্ডল সদৃশই হইয়া থাকে। প্রতিভাগ-নিমিত্ত ঘন বিপ্রসন্ন আলোকপুঞ্জ সদৃশ। শেষ তাদৃশই।

১০। পরিচ্ছিন্নাকাশ-কৃৎস্ন।

পরিচ্ছিন্নাকাশ-কৃৎস্নে ও 'আকাশ-কৃৎস্ন উদ্‌গ্রহণ কারী ভিত্তিছিদ্র বা তাল ছিদ্রে বা বাতায়ন পথে নিমিত্ত গ্রহণকরে' এই বাক্য হইতে (এই বুঝা যায় যে) কৃতাধিকার পুণ্যবানের ভিত্তিছিদ্রাদির অন্যতম দেখিয়া নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

অপর যোগী কর্ত্তৃক সুচ্ছন্ন মণ্ডপে বা চর্ম্ম-কট-সাৱাদির বা অন্যতম এক বিঘত-চারি-আঙ্গুল প্রমাণ ছিদ্র করিয়া সেই ভিত্তিছিদ্রাদি (ভেদ) "ছিদ্র" "আকাশ, আকাশ" ভাবনা করা কর্ত্তব্য। এই ভাবনায় উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত ভিত্তি আদির ছিদ্র সদৃশই হইয়া থাকে। বাড়াইলেও বাড়েনা। প্রতিভাগনিমিত্ত আকাশ মণ্ডল হইয়া উপস্থিত হয়। বাড়াইলেও বাড়ে। শেষ পৃথিবী-কৃৎস্নে উক্ত নয়ে জ্ঞাতব্য।

ইতি কসিনানি দসবলো দস যানি অবোচ সব্বধম্মদসো;
রূপাবচরম্মি চতুক্ক-পঞ্চকজ্ঝান-হেতুনি।
এবং তানি চ সেসঞ্চ ভাবনানয়ং ইমং বিদিত্বান;
তেস্বেব অয়ং ভীয্যো পকিণ্ণককথাপি বিঞ্ঞেয্যা।

সর্ব্বধর্ম্ম-দর্শী দশবল রূপাবচর চতুষ্ক পঞ্চক ধ্যানহেতু যে দশ কৃৎস্ন বলিয়াছেন সেই সব এবং অবশিষ্ট ভাবনাক্রম (নয়) জ্ঞাত হইয়া সেই সকলেরই অধিক প্রকীর্ণক কথা (নানাকথা) বিশেষ জানা উচিত।

এই সকল ভাবনায় পৃথিবী-কৃৎস্ন বশে "এক হইয়া অনেক হয়" ইত্যাদি, আকাশে বা উদকে পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া পায়ে গমন, দাঁড়ান ও উপবেশনাদি করণ, পরিত্ত বা অপ্রমাণ নয়ে অভিভবায়তন প্রতিলাভ ইত্যাদি সিদ্ধ হয়।

আপ্ কৃৎস্নবশে পৃথিবীতে উন্মজ্জন-নিমজ্জন (ডুবদেওয়া ও উঠা), উদকবৃষ্টি সম্পাদন, নদীসমুদ্রাদি নির্ম্মাণ, পৃথিবী-পর্ব্বত-প্রাসাদাদি কাঁপান ইত্যাদি সিদ্ধ হয়।

তেজকৃৎস্নবশে ধূমকরণ, প্রজ্বলিত করণ, অঙ্গারবৃষ্টি সম্পাদন, তেজের দ্বারা তেজ গ্রহণ, যাহা ইচ্ছা করে তাহা দহন সমর্থতা, দিব্য চক্ষুদ্বারা রূপদর্শনার্থ আলোককরণ, পরিনির্ব্বাণ সময়ে তেজধাতুদ্বারা শরীর দাহ করণ ইত্যাদি সিদ্ধ হয়।

বায়ু-কৃৎস্নের দ্বারা বায়ুর গতিতে গমন, বাতবৃষ্টি সমুৎপাদন, ইত্যাদি সিদ্ধ হয়।

নীল-কৃৎস্নবশে নীলরূপ নির্ম্মাণ, অন্ধকার করণ, সুবর্ণ-দুর্ব্বর্ণ নয়ে অভিভবায়তন প্রতিলাভ, ও শুভবিমোক্ষাধিগম ইত্যাদি সিদ্ধ হয়।

পীত-কৃৎস্নবশে পীতরূপ নির্ম্মাণ, সুবর্ণ বলিয়া অধিমুর্চ্চনা (সুবর্ণ করণ, (সোণার প্রাসাদাদি করণ), উক্ত নয়ে অভিভবায়তন প্রতিলাভ, শুভবিমোক্ষাধিগম ইত্যাদি ঋদ্ধি লাভ হয়।

লোহিত-কৃৎস্নবশে লোহিতক রূপ নির্ম্মাণ, উক্ত নয়ে অভিভবায়তন প্রতিলাভ, শুভবিমোক্ষাধিগম ইত্যাদি ঋদ্ধি লাভ হয়।

অবদাত-কৃৎস্নবশে অবদাতরূপ নির্ম্মাণ, স্ত্যানমিদ্ধের দূরভাব করণ অন্ধকারবিধমন, দিব্যচক্ষুদ্বারা রূপদর্শনার্থ আলোককরণ ইত্যাদি ঋদ্ধি লাভ হয়।

আলোক-কৃৎস্ন বশে সপ্রভারূপ নির্ম্মাণ, স্ত্যানমিদ্ধের দূরভাব করণ, অন্ধকার বিধমন, দিব্য চক্ষুদ্বারা রূপদর্শনার্থ আলোককরণ ইত্যাদি ঋদ্ধি লাভ হয়।

আকাশ-কৃৎস্নবশে প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃতকরণ, পৃথিবী ও পর্ব্বতাদির মধ্যদিয়া আকাশনির্ম্মাণ করিয়া ঈর্য্যাপথকল্পনা (গমনাগমনাদি) এই প্রকারের ঋদ্ধি লাভ হয়।

সকলই উর্দ্ধ, অধঃ, তির্যগ্, অদ্বয়, অপ্রমাণ প্রভেদ লাভ করে। উক্ত হইয়াছে—এক ব্যক্তি উর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যগ্, অদ্বয় ও অপ্রমাণ পৃথিবী কৃৎস্ন জানে। তত্র উর্দ্ধ—উপরে গগনতলাভিমুখ, অধঃ—নীচে ভূমিতলাভিমুখ, তির্য্যক্—ক্ষেত্র মণ্ডল সদৃশ চারিদিকে পরিচ্ছিন্দিত। কেহ উর্দ্ধ দিকে কৃৎস্ন বাড়ায়, কেহ অধঃ, কেহ চারিদিকে, অথবা সেই কারণে এইরূপে প্রসারিত করে। যথা—দিব্য চক্ষুদ্বারা রূপদর্শনকামী আলোক প্রসারিত করে। তাই বলা হইয়াছে উর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্। অদ্বয়—একের অন্যভাব অনুপগমনার্থ ইহা বলা হইয়াছে। যথা—উদকে প্রবিষ্টের সর্ব্বদিক উদকই থাকে, অন্য কিছুনহে; সেইরূপ পৃথিবী-কৃৎস্ন ভাবনাকারীর পৃথিবী-কৃৎস্নই হইয়া থাকে। তাহার অন্য কৃৎস্ন ভেদ নাই। এই নয় সর্ব্বত্র। অপ্রমাণ—তাহার স্ফুরণ-অপ্রমাণ বশে ইহা উক্ত। তাই চিত্ত দ্বারা স্ফুরণ করিলে সকলই স্ফুরণ করে। এই ইহার আদি, এই ইহার মধ্য বলিয়া প্রমাণ গ্রহণ করেনা।

যে সকল সত্ত্ব কর্ম্মাবরণসমন্নাগত, ক্লেশাবরণ-সমন্নাগত, অথবা বিপাকাবরণ-সমন্নাগত, অশ্রদ্ধ, অচ্ছন্দিক, দুষ্প্রজ্ঞ, কুশল ধর্ম্মসমূহে সম্যক্ত ও নিয়াম অবক্রম করিতে অভব্য বলিয়া উক্ত তাহাদের একেরও এককৃৎস্নেও

ভাবনা উৎপন্ন হয় না। তত্র কর্ম্মাবরণ-সমন্নাগত—আনন্তরিক কর্ম্ম-সমঙ্গী। ক্লেশাবরণ-সমন্নাগত—নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিক, উভয়তঃ ব্যঞ্জনক (স্ত্রী ও পুরুষের উভয় লিঙ্গযুক্ত) ও পণ্ডক (নপুংসক)। বিপাকাবরণ-সমন্নাগত—অহেতুক-দ্বিহেতুক-প্রতিসন্ধিক। অশ্রদ্ধ—বুদ্ধাদির প্রতি শ্রদ্ধাবিরহিত। অচ্ছন্দিক—অপ্রত্যনিক প্রতিপদার প্রতি ছন্দবিরহিত। দুষ্প্রজ্ঞ—লৌকীয়লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি বিরহিত। কুশলধর্ম্মসমূহে নিয়াম ও সম্মত্ত অবক্রম করিতে অভব্য—কুশল ধর্ম্ম সমূহে নিয়াম সংখ্যাত ও সম্মত সংখ্যাত আর্য্যামার্গ অবক্রম করিতে অভব্য এই অর্থ। কেবল কৃৎস্নেই নহে, অন্য কর্ম্মস্থান সমূহেও একটীরও ভাবনা সিদ্ধ হয় না। তাই বিগত বিপাকাবরণ কুলপুত্র কর্ত্তৃক কর্ম্মাবরণ ও ক্লেশাবরণ দূর হইতে পরিবর্জ্জন করিয়া, সদ্ধর্ম্মশ্রবণ-সৎপুরুষ-উপনিশ্রয়াদি দ্বারা শ্রদ্ধা, ছন্দ ও প্রজ্ঞা বর্দ্ধন করিয়া কর্ম্মস্থানানুযোগে যোগ করণীয়।

সাধুজন-প্রমোদার্থে কৃত
বিশুদ্ধি-মার্গে সমাধি-ভাবনাধিকারে
শেষ-কৃৎস্ন-নির্দ্দেশ নামক
পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৬। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অশুভ কর্ম্ম-স্থান-নির্দ্দেশ।

কৃৎস্নানন্তর উদ্দিষ্ট উদ্ধমিতক, বিনীলক, বিপুব্বক, বিচ্ছিদ্রক, বিকৃথাদিতক, বিক্ষিপ্তক, হতবিক্ষিপ্তক, লোহিতক,পুলুবক, অস্থিক এই দশ অবিজ্ঞানক অশুভের মধ্যে ভস্ত্রার মত বায়ুদ্বারা মৃত্যুর পর যথানুক্রমে সমুদ্গত স্থনভাবে স্ফীতিবশতঃ উদ্ধমিত। উদ্ধমিতই উদ্ধমিতক, প্রতিকুলহেতু কুৎসিৎ উদ্ধমিত বলিয়া উদ্ধমিতক (ফোলা)। তথারূপ শবশরীরের এই অধিবচন।

বিনীল বলে বিপরিভিন্ন নীলবর্ণকে। বিনীলই বিনীলক। প্রতিকুল বশতঃ কুৎসিত বিনীল বলিয়া বিনীলক। মাংস উৎসদ স্থান সমূহে রক্তবর্ণের, পুঁযসঞ্চিত স্থান সকলে শ্বেতবর্ণের, বহু পরিমাণে নীলবর্ণের ও নীলস্থানে নীলসাটকপরিহিত শবশরীরের এই অধিবচন।

পরিভিন্ন স্থান সমূহে বিস্যন্দমান-পুঁয বিপুঁয। বিপুঁযই বিপুঁযক। অথবা প্রতিকূল বশতঃ কুৎসিৎ বিপুঁয বিপুঁযক। তথারূপ শরীরেরই এই অধিবচন।

বিচ্ছিদ্র বলে দ্বিধা ছেদন দ্বারা অপবারিত। বিচ্ছিদ্রই বিচ্ছিদ্রক। প্রতিকূল বশতঃ কুৎসিৎ বিচ্ছিদ্র বিচ্ছিদ্রক। বিমধ্যে ছিন্ন শবশরীরের এই অধিবচন।

এইখানে সেইখানে বিবিধাকারে কুক্কুরশৃগালাদি দ্বারা খাদিত বিকৃথাদিত। অথবা প্রতিকুল বশতঃ কুৎসিৎ বিকৃথাদিত বিকৃথাদিতক। তথারূপ শবশরীরের এই অধিবচন।

বিবিধ ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্তই বিক্ষিপ্তক। অন্যত্র হস্ত, আর একস্থানে পা, অপরস্থানে শির এইরূপে তত্র তত্র ক্ষিপ্ত শবশরীরের এই অধিবচন।

তাহা হত এবং পূর্ব্বনয়ে বিক্ষিপ্তক হতবিক্ষিপ্তক। কাকপদাকারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ শস্ত্র দ্বারা হনন করিয়া উক্ত নয়ে বিক্ষিপ্ত শবশরীরের এই অধিবচন।

লোহিত (রক্ত) বিক্ষেপ করে, ইতস্ততঃ ধারাকারে পতিত হয় বলিয়া লোহিতক। ধারাকারে পতিত লোহিত মক্ষিত শবশরীরের এই অধিবচন।

"পুলুবা" বলে ক্রিমিসমূহকে। পুলুব সমূহকে বিকীর্ণ করে বলিয়া পুলুবক। ক্রিমি পরিপূর্ণ শবশরীরের এই অধিবচন।

অস্থিই অস্থিক, প্রতিকূল বশতঃ কুৎসিৎ অস্থি বলিয়া অস্থিক। অস্থিশৃঙ্খল এবং একাস্থিকেরও এই অধিবচন।

এই সকল উদ্ধমিতকাদি নিশ্রয় (অবলম্বন) করিয়া উৎপন্ন নিমিত্ত সমূহের ও নিমিত্ত সমূহে প্রতিলব্ধ ধ্যান সমূহেরও এই নাম।

তত্র উদ্ধমিতক শরীরে উদ্ধমিতক নিমিত্ত উৎপাদন করিয়া উদ্ধমিতক সংখ্যাত ধ্যান ভাবনাকামী যোগী কর্ত্তৃক পৃথিবী কৃৎস্নে উক্তনয়েই উক্তপ্রকার আচার্য্য সন্তিকে গিয়া কর্ম্মস্থান উদ্‌গ্রহণ কর্ত্তব্য। সেই কারণে ইহাকে কর্ম্মস্থান শিক্ষাদাতা কর্ত্তৃক অশুভনিমিত্তার্থ গমনবিধান, চারিদিকে নিমিত্তোপলক্ষণ, একাদশ প্রকারে নিমিত্তগ্রাহ (নিমিত্ত গ্রহণ), গতাগত মার্গ প্রত্যবেক্ষণ ইত্যাদি অর্পণাবিধান পর্য্যাবসান পর্য্যন্ত সমস্ত বলা উচিত। তাহারও সমস্ত সাধু (ভালরূপে) উদ্‌গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বে উক্ত প্রকার শয়নাসনে উপগমন করিয়া উদ্ধমিতক নিমিত্ত পর্য্যেষণ করিয়া বিহার কর্ত্তব্য।

এইরূপ বিহারকারীরও অমুক গ্রামদ্বারে, অটবীমুখে, পন্থে, পর্ব্বতপাদে বৃক্ষমূলে বা শ্মশানে উদ্ধমিতক শরীর নিক্ষিপ্ত বলিয়া (যাহারা বলে তাহাদের) সংবাদ প্রদান কারীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অতীর্থে লম্ফপ্রদানকারীর মত যাওয়া উচিত নহে। কেন? এই অশুভ বালমৃগাধিষ্ঠিত বা অমনুষ্যাধিষ্ঠিতও হইয়া থাকে। তত্র ইহার জীবিতান্তরায়ও হইতে পারে। গমনমার্গও গ্রামদ্বারে, স্নানতীর্থে বা কর্ষিত ভূমির নিকটে (কৃষিক্ষেত্রের ধারে) হইতে পারে। বি-সভাগ রূপ চক্ষুপথে আসিতে পারে, সেই উদ্ধমিতক শরীরও বি-সভাগ হইতে পারে। পুরুষের স্ত্রী-শরীর, স্ত্রীর পুরুষ-শরীর বিসভাগ। সেই মৃত শরীর অধুনামৃত হইলে শুভভাবে উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার ব্রহ্মচর্য্যান্তরায়ও হইতে পারে।

কিন্তু যদি মাদৃশ ব্যক্তির ইহা ভারী নহে, এইরূপ নিজে নিজে তর্ক করে তবে তর্ক করিতে করিতে গন্তব্য। যাইবার সময় সংঘস্থবির বা অন্যতর অভিজ্ঞাত (প্রসিদ্ধ) ভিক্ষুকে বলিয়া গন্তব্য। কেন? যদি শ্মশানে অমনুষ্য সিংহ-ব্যাঘ্রাদির রূপ-শব্দাদি-অনিষ্টালম্বনাভিভূত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কম্পিত হয়, ভুক্ত আহার ও পক্বাশয়ে না থাকিয়া বমি হইবার উপক্রম করে, অথবা অন্য কোন আবাধ হইয়া

থাকে তবে সে সংঘস্থবির বা অভিজ্ঞাত ভিক্ষু তাহার পাত্রচীবর বিহারে রক্ষা করিবে এবং শ্রামণেরদের পাঠাইয়া সেই ভিক্ষুর শুশ্রূষা করাইবে।

অপিচ শ্মশান নিরাশঙ্ক স্থান মনে করিয়া কৃতকর্ম্ম বা অকৃতকর্ম্ম চোরগণ আসিয়া থাকে। তাহারা মানুষদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ভিক্ষুর সমীপে ভাণ্ড ছাড়িয়া পলায়ন করে। মানুষেরা চোরাই মালসহ চোর দেখিয়েছি বলিয়া ভিক্ষুকে ধরিয়া নির্য্যাতন করে। অথ সে (অভিজ্ঞাত) ভিক্ষু "ইহাকে নির্য্যাতন করিও না, আমাকে বলিয়া সে এই কর্ম্মের জন্য সেখানে গিয়াছে" বলিয়া মানুষদের বুঝাইয়া ইহার সুখ বিধান করিবে। বলিয়া গমনে এই সকল আনিশংস (উপকার)। তাই উক্ত প্রকার ভিক্ষুকে বলিয়া অশুভ নিমিত্ত দর্শনে সঞ্জাতাভিলাষ ভিক্ষুর যেমন ক্ষত্রিয় অভিষেক-স্থানে, যজমান যজ্ঞশালায়, বা অধনী নিধি স্থানে প্রীতিসৌমনস্যপূর্ণ হৃদয়ে গমন করে সেইরূপ প্রীতি ও সৌমনস্য উৎপাদন করিয়া অট্‌ঠকথা সমূহে উক্ত বিধিমতে গন্তব্য। উদ্ধমিতক অশুভ নিমিত্ত উদ্‌গ্রহণকারী ভিক্ষু অবিস্মৃতা উপস্থিতা স্মৃতিদ্বারা, অন্তর্গত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা, অবহির্গত মানস দ্বারা, গতমার্গ প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে একাকী অদ্বিতীয় গমন করে। যে প্রদেশে উদ্ধমিতক অশুভ নিমিত্ত নিক্ষিপ্ত হয় সেই প্রদেশে পাষাণ, বল্মীক, বৃক্ষ, গাছ, বা লতা সনিমিত্ত করে, সালম্বন করে, সনিমিত্ত সালম্বন করিয়া সে উদ্ধমিতক অশুভনিমিত্ত স্বভাবভাবতঃ উপলক্ষ্য করে। বর্ণতঃ, লিঙ্গতঃ, সংস্থানতঃ (আকারতঃ), দিশাতঃ, অবকাশতঃ, পরিচ্ছেদতঃ, সন্ধিতঃ, বিবরতঃ, নিম্নতঃ, স্থলতঃ, চতুর্দ্দিকতঃ, সে সেই নিমিত্ত সুগৃহীত করে, সুউপধারিত উপধারণ করে, সুব্যবস্থাপিত ব্যবস্থাপন করে। সে সেই নিমিত্ত সুগৃহীত করিয়া, সুউপধারিত উপধারণ করিয়া, সুব্যবস্থাপিত ব্যবস্থাপন করিয়া উপস্থিতা অবিস্মৃতা স্মৃতিদ্বারা, অন্তর্গত (দমিত) ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা ও অবহির্গত মানস দ্বারা গতাগত মার্গ প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে একাকী অদ্বিতীয় গমন করে (প্রত্যাগমন করে), সে চংক্রমণ করিতেও তদ্ভাগীয়ই চংক্রমণ অধিষ্ঠান করে, বসিতেও তদ্ভাগীয় আসনই প্রজ্ঞাপ্ত করে। চতুর্দ্দিকতঃ নিমিত্তোপলক্ষণার কি প্রয়োজন, কি আনিশংস? নিমিত্তোপলক্ষণা অসম্মোহার্থা ও অসম্মোহানিশংসা। একাদশ প্রকারে নিমিত্ত গ্রাহ (গ্রহণ) কি প্রয়োজনীয় ও কি আনিশংস উৎপাদক? একাদশ প্রকারে নিমিত্তগ্রাহ উপনিবন্ধনার্থ ও উপনিবন্ধন আনিশংস উৎপাদক।

গতাগতমার্গ প্রত্যবেক্ষণার কি প্রয়োজন ও কি আনিশংস? গতাগত মার্গ প্রত্যবেক্ষণা বীথি-প্রতিপাদনার্থা ও বীথি-সম্প্রতিপাদনানিশংসযুক্তা।

সে আনিশংসদর্শী ও রতনসংজ্ঞী হইয়া মনসিকার উপস্থাপন করিয়া, প্রিয়জ্ঞান করতঃ সেই আলম্বনে চিত্ত উপনিবন্ধন করে "নিশ্চয়ই এই প্রতিপদা দ্বারা জরামরণ হইতে পরিমুক্ত হইব।" সে কাম সমূহ হইতে বিবিক্ত ··প্রথমধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহার করে। তাহার রূপাবচর প্রথমধ্যান, দিব্য বিহার ও ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়া-বস্তু অধিগত (লাভ) হইয়া থাকে।

তাই যে চিত্তসংযমনার্থ সীবথিক (শ্মশান) দর্শন করিতে যায় সে ঘণ্টা বাজাইয়া লোক সন্নিপাত করাইয়া যাউক। কর্ম্মস্থান প্রধান (প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া ধারণা) করিয়া গমন করিবার সময় একাকী অদ্বিতীয় মূল-কর্ম্মস্থান বিসর্জ্জন না করিয়া তাহা মনে করিতে করিতে কুকুরাদি পরিশ্রয় বিনোদনার্থ কত্তরদণ্ড বা যষ্টি লইয়া সুপ্রতিষ্ঠিতভাব সম্পাদন দ্বারা অবিস্মৃত-স্মৃতি হইয়া মনচ্ছষ্ঠইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্গতভাব সম্পাদন হেতু অবহির্গত-মানস হইয়া গন্তব্য। বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়েই "অমুকদিকে, অমুকদ্বারে" নিষ্ক্রান্ত হইলাম বলিয়া দ্বার লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তারপর যে মার্গে গমন করে সেই মার্গ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য।—"এই মার্গ পূর্ব্বদিকে গিয়াছে, পশ্চিম·········উত্তর·········দক্ষিণ দিশাভিমুখে বা বিদিশাভিমুখে গিয়াছে। এইস্থানে বামদিকে গিয়াছে, এই স্থানে বল্মীক, এইখানে বৃক্ষ, এই খানে গাছ, এইখানে লতা এইরূপে গমনমার্গ ব্যবস্থাপন করিতে করিতে নিমিত্তস্থানে গন্তব্য। বায়ুর প্রতিকূলে যাওয়া অনুচিত। বায়ুর প্রতিকূলে যাইতে যাইতে পচাগন্ধ ঘ্রাণ প্রহার করিয়া (নাকে প্রবেশ করিয়া) মস্তিষ্ক সংক্ষোভিত করিতে পারে। আহার ছাড়াইতেও পারে (বমি করাইতে পারে), ঈদৃশ পচাস্থানে আসিয়াছি মনে করিয়া বিপ্রতিসার (ঘৃণাজনিত অনুতাপ) জন্মাইতে পারে। সেই কারণে প্রতিকুল বায়ু বর্জ্জন করিয়া অনুকুল বায়ুতে যাওয়া উচিত। যদি অনুকুল বায়ুবিশিষ্টমার্গে যাইতে পারা যায় না, পথে পর্ব্বত, প্রপাত, পাষাণ, বতি (ঘেড়া), কণ্টকস্থান, উদক বা কর্দ্দম থাকে তবে চীবর কর্ণদ্বারা নাক বন্ধ করিয়া যাওয়া উচিত। ইহা তাহার গমনব্রত।

এইরূপে গমনকারী কর্ত্তৃক প্রথমেই অশুভ নিমিত্ত অবলোকন কর্ত্তব্য নহে।

দিশা ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। যে দিকে স্থিত হইলে আলম্বন বিভূত হইয়া উপস্থিত হয় না, চিত্ত ও কর্ম্মনীয় হয় না, তাহা বর্জ্জন করিয়া যত্র স্থিত হইলে আলম্বন ও বিভূত হইয়া উপস্থিত হয়, চিত্ত ও কর্ম্মনীয় হইয়া থাকে তত্র থাকা কর্ত্তব্য। প্রতিকূলানুকল বায়ু পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। প্রতিকূলবায়ুতে স্থিতের পচাগন্ধে উৎ-কণ্ঠিত চিত্ত বিধাবিত হয়। তত্র যদি অমনুষ্য থাকে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অনুকুল বায়ুতে স্থিতের অনর্থ করে। তাই ঈষৎ সরিয়া নাতি-অনুবায়ুতে স্থিত হইবে। এইরূপ স্থিত হইলেও নাতিদূরে, নাত্যাসন্নে, পায়ের দিকে বা মাথার দিকে থাকা উচিত নহে। অতিদূরে স্থিতের আলম্বন অবিভূত হইয়া থাকে, অত্যাসন্নে ভয় উৎপন্ন হয়। পায়ের দিকে বা মাথার দিকে স্থিতের সমস্ত অশুভ সমান দেখা যায় না, তাই নাতিদূরে, নাত্যাসন্নে অবলোকনকারীর সুবিধাস্থানে শরীর-মধ্যভাগে স্থিত হওয়া উচিত।

এইরূপে স্থিত হইয়া "সেই প্রদেশে পাষাণ.........পে.........বা লতা সনিমিত্ত করে" এই বাক্যে উক্ত প্রকারে সনিমিত্ত উপলক্ষ্য করা উচিত। তত্র ইহাই উপলক্ষণ বিধান—যদি সেই নিমিত্তের চারিদিকে (সমন্তাৎ) চক্ষুপথে পাষাণ থাকে সেই পাষাণ উচ্চ বা নীচ, ক্ষুদ্র বা মহন্ত (বৃহৎ), তাম্রবর্ণ বা কাল বা শ্বেত, দীর্ঘ বা পরিমণ্ডল (গোলাকার) এই ভাবে ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। তারপর এই অবকাশে (স্থানে) এই পাষাণ, এই অশুভ নিমিত্ত, এই অশুভ নিমিত্ত এই পাষাণ এইরূপ দেখা (লক্ষ্য করা) উচিত। যদি বল্মীক থাকে তাহাও উচ্চ বা নীচ, ক্ষুদ্র বা মহন্ত (বৃহৎ), তাম্রবর্ণ বা কাল, শ্বেত, দীর্ঘ বা পরিমণ্ডল এই ভাবে ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। তাঁরপর এই অবকাশে ঐ বল্মীক,এই অশুভ নিমিত্ত এইরূপ লক্ষ্য করা (দেখা) উচিত। যদি বৃক্ষ হয় সেও অশ্বত্থ বা নিগ্রোধ, কচ্ছক বা কপিথ, উচ্চ কি নীচ, ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কাল বা শ্বেত ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। তারপর এই অবকাশে এই বৃক্ষ আর এই অশুভ নিমিত্ত এইরূপে লক্ষ্য করা উচিত। যদি গচ্ছ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ) থাকে তাহাও সিন্দি, করমন্দ, কনবীর বা কুরণ্ডক, উচ্চ কি নীচ, ক্ষুদ্র বা মহন্ত ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। তারপর এই অবকাশে ঐ গচ্ছ, আর এই অশুভ নিমিত্ত বলিয়া লক্ষ্য করিবে। যদি লতা থাকে তাহাও এইরূপে লক্ষ্য করা উচিত—লাবু কি কুষ্মাণ্ড, শ্যামা কি কালবল্লী, কি পূঁতিলতা এই

ভাবে ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। তারপর এই অবকাশে এই লতা আর এই অশুভ নিমিত্ত, এই অশুভ নিমিত্ত আর এই লতা বলিয়া লক্ষ্য করা উচিত। আর যে বলা হইয়াছে "সনিমিত্ত করে, সালম্বন করে" তাহা ইহারই অন্তর্গত। পুনঃ পুনঃ ব্যবস্থাপন করিলে সনিমিত্ত করে বলা হয়; আর ঐ পাষাণ এই অশুভ নিমিত্ত, এই অশুভ নিমিত্ত ঐ পাষাণ এইরূপে দুই দুই সংক্ষেপ করিয়া ব্যবস্থাপন করিলে সালম্বন করা হয় বলা যায়।

'এইরূপে সনিমিত্ত ও সালম্বন করিয়া পুনঃ স্বভাবতঃ ব্যবস্থাপন করে' উক্ত বলিয়া যে ইহার স্বভাবভাব অনন্য সাধারণ আত্মনীয় উদ্ধমিতকভাব তাহা মনে কর্ত্তব্য। 'বণিত' অর্থ উদ্ধমিতক এইরূপে স্বভাবে ও সরসে ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য এই অর্থ।

এইরূপে ব্যবস্থাপন করিয়া বর্ণতঃ লিঙ্গতঃ সংস্থানতঃ দিশাতঃ অবকাশতঃ ও পরিচ্ছেদতঃ এই ছয় প্রকারে নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। কিরূপ? সেই যোগী কর্ত্তৃক এই শরীর কালের, অবদাতের (গৌরবর্ণের) বা মাগুর বর্ণের এই রূপে বর্ণতঃ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। লিঙ্গতঃ—স্ত্রীলিঙ্গ কি পুরুষলিঙ্গ ব্যবস্থাপন না করিয়া প্রথম বয়সে বা মধ্যম বয়সে বা শেষ বয়সে স্থিতের এই শরীর এই ভাবে ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। সংস্থানতঃ—উদ্ধমিতকের সংস্থানবশে ইহা ইহার শিরঃ-সংস্থান, ইহা গ্রীবা-সংস্থান, ইহা ইহার হস্তসংস্থান, ইহা ইহার উদর-সংস্থান, ইহা নাভিসংস্থান, ইহা কটিসংস্থান, ইহা উরু-সংস্থান, ইহা জঙ্ঘা-সংস্থান, ইহা পদ-সংস্থান বলিয়া ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। দিশাতঃ—এই শরীরের দুই দিশা; নাভির অধঃ নীচ দিশা, উর্দ্ধ উপর দিশা বলিয়া ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। অথবা আমি এই দিশায় স্থিত, আর অশুভ নিমিত্ত অমুক দিশায় বলিয়া ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। অবকাশতঃ—এই অবকাশে হস্তদ্বয়, এই খানে পাদদ্বয়, এইখানে শীর্ষ, এই স্থলে মধ্যমকায় স্থিত বলিয়া ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। অথবা আমি এই অবকাশে স্থিত আর অশুভ নিমিত্ত অমুক স্থানে বলিয়া ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। পরিচ্ছেদতঃ—এই শরীর অধঃদিকে পাদতল দ্বারা, উপরে কেশমস্তক দ্বারা, তির্য্যকভাবে ত্বকদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এইরূপে পরিচ্ছিন্ন স্থান দ্বাত্রিংশ কুণপ পূর্ণ বলিয়া ও ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। অথবা এই ইহার হস্ত পরিচ্ছেদ, এই

ইহার পাদপরিচ্ছেদ, এই ইহার শির পরিচ্ছেদ, এই ইহার মধ্যম কায়-পরিচ্ছেদ বলিয়া ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য।

অথবা যতদূর স্থান গ্রহণ করে ততদূর এই ঈদৃশ উদ্ধমিতক এই ভাবে ও পরিচ্ছেদ কর্ত্তব্য। পুরুষের স্ত্রী-শরীর, স্ত্রীর পুরুষ-শরীর উপযোগী নহে। বিসভাগে শরীরে আলম্বন উপস্থিত হয় না, বিস্পন্দের প্রত্যয় হইয়া থাকে। "স্ত্রী উৎঘাটিতা (উৎভ্রাণিতা, পচা) হইলেও পুরুষের চিত্ত গ্রহণ করিয়া স্থিত হয়" বলিয়া মধ্যম অর্থ কথায় (মজ্‌ঝিম অট্‌ঠ কথা) উক্ত। তাই সভাগ শরীরেই এইরূপ ছয় প্রকারে নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। যিনি নাকি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের সন্তিকে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়াছেন, ধুতাঙ্গ পরিহরণ করিয়াছেন, মহাভূত পরিমর্দ্দিত করিয়াছেন, সংস্কার পরিগ্রহণ করিয়াছেন, নামরূপ ব্যবস্থাপন...সত্বসংজ্ঞা উৎঘাটন..., শ্রমণধর্ম্ম..., ব্রহ্মচর্য্য বাস সমাপন...ভাবনা কর্ম্ম সমাধান করিয়াছেন সেই সবীজ, জ্ঞানোত্তর, অপগতক্লেশ কুলপুত্রের (তাহার) অবলোকিত অবলোকিত স্থানেই প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। যদি এইরূপে উৎপন্ন না হয়, তবে উক্তরূপ ছয় প্রকারে নিমিত্ত গ্রহণ করিলে উৎপন্ন হয়, যাহার এইরূপেও উৎপন্ন না হয় তাহার সন্ধিতঃ, নিম্নতঃ, স্থলতঃ, চতুর্দ্দিকতঃ এই পাঁচ প্রকারে পুনঃ নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য।

তত্র সন্ধিতঃ—অশীতিশত সন্ধিতঃ। উদ্ধমিতকে কিরূপে অশীতিশত সন্ধি ব্যবস্থাপন করিবে? তাই ইহাকর্ত্তৃক তিন দক্ষিণ-হস্ত-সন্ধি, তিন-বাম হস্ত-সন্ধি, তিন দক্ষিণ-পাদ-সন্ধি, তিন বামপাদ-সন্ধি, এক গ্রীবা-সন্ধি, এক কটি-সন্ধি, মোট চতুর্দ্দশ মহাসন্ধি বশে সন্ধিতঃ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য।

বিবরতঃ—বিবর অর্থ, হস্ত-অন্তর, পাদান্তর, উদর-অন্তর, কর্ণ-অন্তর এইভাবে বিবরতঃ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য।

নিম্নতঃ—এই শরীরে অক্ষিকূপ, মুখগহ্বর বা গলনালী নিম্নস্থান বলিয়া ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। অথবা আমি নিম্নে স্থিত, শরীর উন্নতে এইভাবে ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য।

স্থলতঃ—শরীরে যে উন্নতস্থান জানু বা উরঃ বা ললাট তাহা ব্যবস্থা...। অথবা আমি স্থলে (উন্নতে, উচ্চে) স্থিত, শরীর নিম্নে.....

সমন্তা—চারিদিকে—সর্ব্ব শরীর চারিদিকে ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। সকল শরীরে জ্ঞান চালাইয়া যে স্থান বিভূত হইয়া উপস্থিত হয় তত্র "উদ্ধ-মিতক, উদ্ধমিতক" বলিয়া চিত্ত স্থাপন কর্ত্তব্য। যদি এইরূপে উপস্থিত না হয় তবে উদর পর্য্যন্ত অতিরিক্ত উদ্ধমিতক হয়, তত্র, "উদ্ধমিতক, উদ্ধমিতক" বলিয়া চিত্ত স্থাপন কর্ত্তব্য।

ইদানীং "সে সেই নিমিত্ত সুগৃহীত করে" ইত্যাদির এই বিনিশ্চয় কথা। সেই যোগী কর্ত্তৃক সেই শরীরে যথোক্ত নিমিত্ত গ্রাহবশে সুষ্ঠু (ভালরূপে) নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আবর্জ্জন কর্ত্তব্য। যিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ করেন তাঁহার ভালরূপে উপধারণ ও ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। শরীর হইতে নাতিদূর নাত্যাসন্ন প্রদেশে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া অবলোকন করিয়া নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। "উদ্ধমিতক প্রতিকূল, উদ্ধমিতক প্রতিকূল" বলিয়া শতবার কি সহস্রবার উন্মীলন করিয়া অবলোকন কর্ত্তব্য। নিমীলন করিয়া আবর্জ্জন কর্ত্তব্য। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত সুগৃহীত হয়।

কখন সুগৃহীত হয়? যখন উন্মীলন করিয়া অবলোকন করাতে এবং নিমীলন করিয়া আবর্জ্জন করাতে এক সদৃশ (একরূপ) হইয়া আপাথে আসে (একই প্রকারে চক্ষুতে ভাসিয়া উঠে), তখন সুগৃহীত হইয়া থাকে। সে সেই নিমিত্ত এইরূপে সুগৃহীত করিয়া, সুউপধারিত উপধারণ করিয়া, সুব্যবস্থিত ব্যবস্থাপন করিয়া, যদি তত্রৈব ভাবনার পর্য্যবসান পাইতে সক্ষম না হয় তবে তাহার আগমন কালে উক্ত নয়ে একাকী অদ্বিতীয় সেই কর্ম্মস্থান মনে মনে আবৃত্তি করিয়া,স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া,অন্তর্গত-ইন্দ্রিয়-সমূহ ও অবহির্গত মানস সহিত শয়নাসনে গমন উচিত। শ্মশান হইতে নিষ্ক্রান্তির সময়ই আগমন মার্গ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য ঃ—যেই মার্গে নিষ্ক্রান্ত হইলাম সেই মার্গ পূর্ব্বদি-শাভিমুখে গিয়াছে, পশ্চিম,······উত্তর······দক্ষিণ দিশাভিমুখে গিয়াছে, বা বিদিশাভিমুখে গিয়াছে। এই স্থানে বামদিকে গিয়াছে, এই স্থানে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, এই স্থানে পাষাণ, এই স্থানে বল্মীক, এই স্থানে বৃক্ষ, এই স্থানে গাছ, এই স্থানে লতা, এইরূপে আগমন মার্গ ব্যবস্থাপন করিয়া আগত হইলে, চংক্রমণ সময়েও তদ্‌ভাগীয় (তদনুরূপ) চংক্রম অধিষ্ঠান

কর্ত্তব্য অশুভনিমিত্তদিশাভিমুখে ভূমিপ্রদেশে চংক্রমণ কর্ত্তব্য এই অর্থ। বসিতে হইলে আসনও তদ্‌ভাগীয়ই প্রজ্ঞাপিত করা উচিত।

যদি সেই দিশায় সোন্ড (গর্ত্ত), প্রপাত, বৃক্ষ, বতি (ঘেড়া), বা কলল (জল, কর্দ্দম) হয়, সেই দিশাভিমুখে ভূমিপ্রদেশে চংক্রমণ করিতে সক্ষম না হয়, অনবকাশ বশতঃ আসন প্রজ্ঞাপন করিতেও সক্ষম না হয়, সেই দিশা অবলোকন না করিয়া অবকাশানুরূপ স্থানে চংক্রমণ করা ও নিসীদন করা (বসা) উচিত। কিন্তু চিত্ত সেই দিশাভিমুখেই করা উচিত।

ইদানীং চতুর্দ্দিকে নিমেত্তোপলক্ষণা কি প্রয়োজনীয়া? এই প্রশ্নের "অসম্মোহার্থ" এই বিসর্জ্জনে (উত্তরে) এই অভিপ্রায়—যাহার অবেলায় উদ্ধমিতক নিমিত্তস্থানে গিয়া চতুর্দ্দিকস্থ নিমিত্তোপলক্ষণ করিয়া নিমিত্ত গ্রহণার্থ চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক অবলোকন করিতেই সে মৃতশরীর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে (স্থিত সদৃশ), যেন হাত বাড়াইয়া ধরিতেছে, যেন অনুগমন করিতেছে এইরূপ উপস্থিত হয়, সে সেই বীভৎস ভৈরবালম্বন দেখিয়া বিক্ষিপ্ত-চিত্ত উন্মত্ত সদৃশ হয়, ভয় স্তম্ভিতত্ব বা লোমহর্ষণ প্রাপ্ত হয়। পালিতে বলা হইয়াছে—বিভক্ত অষ্টত্রিংশালম্বনের মধ্যে এইরূপ ভৈরবালম্বন নাই। এই কর্ম্ম স্থানে ধ্যানবিভ্রান্তক হইয়া থাকে। কি কারণে? কর্ম্ম স্থানের অতিভৈরবত্বহেতু। তাই সেই যোগী সংস্তম্ভন করিয়া (বিগত পরিত্রাস-কম্পন-হেতু নিশ্চল হইয়া) স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া "মৃতশরীর উঠিয়া অনুবন্ধনক (অনুগমনক) নাই, যদি তাহার সমীপে স্থিত পাষাণ বা লতা আগমন করে তবে সে মৃত শরীর ও আগমন করিবে। যেমন সে পাষাণ বা লতা আসে না, সেইরূপ শরীর ও আসে না। ইহা তোমার উপস্থানাকার সংজ্ঞাজ সংজ্ঞাসম্ভব, কর্ম্মস্থান অদ্য তোমার উপস্থিত। "ভয় নাই হে ভিক্ষু" বলিয়া ত্রাস বিনোদন করিয়া হাস (সন্তোষ) উৎপাদন করিয়া সেই নিমিত্তে চিত্ত সঞ্চারণ কর্ত্তব্য। এইরূপে বিশেষ অধিগম করে।

এই সম্বন্ধে ইহা উক্ত—চতুর্দ্দিকে নিমিত্তোপলক্ষণা অসম্মোহার্থ। একাদশ বিধ নিমিত্ত-গ্রাহ সম্পাদন করিয়া কর্ম্ম-স্থান উপনিবন্ধন করে। তাহার চক্ষু দ্বয় উন্মীলন করিয়া অবলোকনহেতু উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। তাহাতে (উদগ্রহ-নিমিত্তে) মানস সঞ্চারণ করিলে প্রতিভাগ-নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

তাহাতে (প্রতিভাগ-নিমিত্ত) মানসসঞ্চারণ করিলে অর্পণা প্রাপ্ত হয়। অর্পণায় স্থিত হইয়া বিদর্শন বর্দ্ধন করতঃ অর্হত্ব সাক্ষাৎ করে। তাই উক্ত হইয়াছ একাদশবিধ নিমিত্ত গ্রাহ উপনিবন্ধনার্থ।

'গতাগত মার্গ প্রত্যবেক্ষণা বীথি সম্প্রতিপাদনার্থা' অত্র গতমার্গ ও আগত মার্গের যে প্রত্যবেক্ষণা উক্ত তাহা কর্ম্ম-স্থান-বীথির সম্প্রতিপাদনার্থা এই অর্থ। যদি এই ভিক্ষুকে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া আসিতে পথিমধ্যে কেহ "ভন্তে, অদ্য কতমী (তিথি) বা দিবস" জিজ্ঞাসা করে, অথবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, বা প্রতি সম্থার করে, আমি কর্ম্মস্থানিক এই ভাবিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইয়া যাওয়া উচিত নহে। দিবস বলা উচিত। প্রশ্ন বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য। যদি জানিনা বলিতে হয় তবে ধার্ম্মিক প্রতিসন্থার কর্ত্তব্য। তাহার এইরূপ করিতে উদ্গৃহীত তরুণ নিমিত্ত নষ্ট হয়। তাহা নষ্ট হইলেও দিবস জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়। প্রশ্ন না জানিলে জানিনা বলিয়া বক্তব্য। জানিলে অবশ্যই বলা উচিত। প্রতিসন্থারও কর্ত্তব্য। আগন্তক প্রতিসন্থার কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট চৈত্যাঙ্গন-ব্রত, বোধি-অঙ্গন-ব্রত উপোসথাগার ব্রত, ভোজন শালা, যন্ত্রাগার-আচার্য্য-উপাধ্যায়-আগন্তক-গমিকব্রতাদি সমস্ত খন্ধকব্রতসমূহ পূর্ণ করিতেই হয়। তাহার এই সকল পূর্ণ করিতেও সে তরুণ নিমিত্ত নষ্ট হয়, পুনঃ গিয়া "নিমিত্ত গ্রহণ করিব" বলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেও অমনুষ্য কর্ত্তৃক বা বালমৃগ দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া শ্মশানে যাইতে সক্ষম হয় না। নিমিত্তও অন্তর্ধান করে, উদ্ধমিতক ও এক বা দুই দিবস থাকিয়া বিনীল-কাদিভাব প্রাপ্ত হয়। সকল কর্ম্মস্থানের মধ্যে ইহার সমান দুলভ কর্ম্মস্থান নাই। তাই এইরূপে নিমিত্ত নষ্ট হইলে সেই ভিক্ষু কর্ত্তৃক রাত্রিস্থানে বা দিবাস্থানে বসিয়া "আমি এই দ্বারে বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অমুক দিশাভিমুখে মার্গ ধরিয়া অমুক স্থানে বাস গ্রহণ করিয়াছিলাম (বাম দিকে ফিরিয়া ছিলাম), অমুকস্থানে বল্মীকবৃক্ষগচ্ছলতার অন্যতম, সেই আমি সেই মার্গে গিয়া অমুক স্থানে অশুভ দেখিয়াছিলাম। তত্র অমুকদিশাভিমুখে থাকিয়া এইরূপ অশুভ নিমিত্ত উদ্গ্রহণ পুর্ব্বক অমুক দিশায় শ্মশান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। এইরূপ মার্গে এই এই (কাজ) করিয়া আসিয়া এই খানে উপবিষ্ট, এই বলিয়া পর্য্যঙ্কাসনে

(পদ্মাসনে) উপবেশনের স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত গতাগত মার্গ প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য।

এইরূপ প্রত্যবেক্ষণ করাতে তাহার সেই নিমিত্ত প্রাকট হয়, সম্মুখে নিক্ষিপ্তের মত উপস্থিত হয় (মনে হয়)। কর্ম্মস্থান পূর্ব্বাকারেই বীথিতে পতিত হয় (বীথিপ্রতিপন্ন হয়)। তাই উক্ত হইয়াছে গতাগত মার্গ প্রত্য বেক্ষণা বীথি-সম্প্রতিপাদনার্থ।

"ইদানীং আনিশংসদর্শী রত্নসংজ্ঞী হইয়া চিত্তাকার উপস্থাপন করিয়া (মনোযোগ দিয়া), প্রিয়জ্ঞান করতঃ সেই আলম্বনে চিত্ত উপনিবন্ধন করে" অত্র উদ্ধমিতক প্রতিকূলে মানস সঞ্চারণ করতঃ ধ্যান উৎপাদন করিয়া ধ্যান পদ স্থান (ফল, বিপাক) বিদর্শন বাড়াইয়া (বর্দ্ধন করিয়া) নিশ্চয়ই এই প্রতি পদা (মার্গ) দ্বারা জরামরণ হইতে পরিমুক্ত হইব এইরূপ আনিশংসদর্শী হওয়া উচিত। যথা দুর্গত (দরিদ্র) পুরুষ মহার্ঘ মণিরত্ন লাভ করিয়া আমি দুর্লভ দ্রব্যই লাভ করিয়াছি ভাবিয়া সেই রত্নে রত্নসংজ্ঞী হইয়া (রত্ন বলিয়া ধারণা জন্মাইয়া) তারপ্রতি গুরুত্ব জন্মাইয়া বিপুলপ্রেমে অতি প্রিয়জ্ঞানে রক্ষা করে, সেইরূপ আমি এই দুর্লভ কর্ম্মস্থান লাভ করিয়াছি, ইহা দুর্গতের মহার্ঘ মণিরত্ন সদৃশ। চারিধাতু কর্ম্মস্থানিক নিজের চারি মহাভূত পরি গ্রহণ করে, আনাপান-কর্ম্মস্থানিক নিজের নাসিকার বায়ু পরিগ্রহণ করে, এই কৃৎস্ন-কর্ম্ম-স্থানিক কৃৎস্ন করিয়া যথাসুখে ভাবনা করে, এইরূপ অপর কর্ম্ম স্থানগুলি সুলভ। এই কর্ম্মস্থান এক বা দুই দিবস থাকে। তারপর বিনীল-কাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা হইতে দুর্লভতর নাই। এই জন্য তাহার প্রতি রত্নসংজ্ঞা হইয়া চিত্তাকার (মনোযোগ উপস্থাপন করিয়া অতি প্রিয়জ্ঞানে সেই নিমিত্ত রক্ষা কর্ত্তব্য।

রাত্রিস্থানে (রাত্রিতে বাসস্থান) দিবাস্থানে (দিবাবিহারস্থান) ও উদ্ধ-মতিক প্রতিকূল" বলিয়া অত্র পুনঃ পুনঃ চিত্ত উপনিবন্ধন কর্ত্তব্য, পুনঃ পুনঃ সেই নিমিত্ত আবর্জ্জন কর্ত্তব্য, মনসি কর্ত্তব্য, তর্কাহত বিতর্কাহত কর্ত্তব্য। এইরূপ করাতে প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। তত্র ইহা নিমিত্ত দ্বয়ের প্রভেদ, উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত বিরূপ-বীভৎস-ভৈরব দর্শন হইয়া উপস্থিত হয়।

প্রতিভাগ নিমিত্ত কিন্তু, প্রচুর পরিমাণ (প্রয়োজনানুরূপ) ভোজন

করিয়া নিপন্ন (শায়িত) উলঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুরুষের ন্যায়। তাহার প্রতিভাগ নিমিত্ত প্রতিলাভ-সমকালেই বহির্দ্ধা (বাহিরের) কাম সমূহের বিষ্কম্ভন বশে কামচ্ছন্দ প্রহীন হয়, ইহার, লোহিত প্রহাণদ্বারা পুঁষের মত অনুনয় প্রহাণ দ্বারা ব্যাপাদও প্রহীন হয়। তথা আরব্ধ বীর্য্যতায় স্ত্যানমিদ্ধ, অবি-প্রতিসারকর শান্তধর্ম্মানুযোগ বশে ঔদ্ধত্য কুকৃত্য, অধিগত বিশেষের প্রত্যক্ষ-তায় প্রতিপত্তি-দেশক শাস্তার প্রতি, প্রতিপত্তি ও প্রতিপত্তিফলে বিচিকিৎসা-প্রহীন হয়। এইরূপে পঞ্চ নিবারণ প্রহীন হয়। সেই নিমিত্তই চিত্তের অভিনিরোপণ লক্ষণ বিতর্ক, নিমিত্তানুমর্দ্দন-কৃত্য-সাধনকারী বিচার, প্রতিলব্ধবিশেষাধিগম প্রত্যয়া প্রীতি, প্রীতি যুক্ত মনের প্রশ্রব্ধি সম্ভবতঃ প্রশ্রব্ধি নিমিত্ত সুখ, ও সুখিতের চিত্তসমাধি সম্ভবতঃ সুখনিমিত্ত একাগ্রতা, এই ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। এইরূপে ইহার প্রথমধ্যান প্রতিবিম্বভূত উপচার ধ্যানও তৎক্ষণাৎ (নিবর্ত্তিত হয়) উৎপন্ন হয়। ইহার পর যাবৎ প্রথম-ধ্যানের অর্পণা ও বশীপ্রাপ্তি তাবৎ সমস্ত পৃথিবী কৃৎস্নে উক্ত নয়েই জ্ঞাতব্য।

ইহার পর বিনীলকাদিনিমিত্তে যে "উদ্ধমিতক অসুভ-নিমিত্তং উগ্‌গণ্হন্তো একো অদুতিয়ো গচ্ছতি উপট্‌ঠিতায় সতিযাতি" আদিনয়ে গমনাদি লক্ষণ উক্ত, সেই সকল বিনীলক অশুভ নিমিত্ত উদ্‌গ্রহণ করিতে কিম্বা বিপুঁযক অশুভ নিমিত্ত উদ্‌গ্রহণ করিতে সেই সেই অশুভ নিমিত্ত বশে তত্র তত্র উদ্ধমিতক পদ মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত নয়েই সবিনিশ্চয় অভিপ্রায় জ্ঞাতব্য। (অর্থাৎ বিনীলক অশুভ নিমিত্ত ভাবনা করিবার সময় উদ্ধমিতক পদ মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া 'বিনীলক' পদ যোগ করিবে। অন্য অশুভ নিমিত্ত ভাবনার সময়েও সেই সেই পদ যোগ করিবে।)

কিন্তু ইহাই বিশেষ—বিনীলকে "বিনীলক প্রতিকূল, বিনীলক প্রতিকূল" বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। উদ্‌গ্রহ-নিমিত্তও অত্র কবর, কবরবর্ণ (ফুটা ফুটা) হইয়া উপস্থিত হয়। প্রতিভাগ-নিমিত্ত উৎসদ বশে উপস্থিত হয়। বিপুঁযকে (বিপুব্বকে) "বিপুঁযক প্রতিকূল, বিপুঁযক প্রতিকূল" বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত অত্র ধারাকারে পতনের ন্যায় উপস্থিত হয়। প্রতিভাগ-নিমিত্ত নিশ্চল সংনিষণ্ণ হইয়া উপস্থিত হয়। বিচ্ছিদ্রক—যুদ্ধ মণ্ডলে বা চোরাটবীতে বা শ্মশানে যত্র রাজগণ চোরগণকে

ছেদন করায়, অথবা অরণ্যে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-ছিন্ন-পুরুষস্থানে লাভ করা যায়। তাই তথারূপ স্থানে গিয়া যদি নানা দিশায় পতিত ও একাবর্জ্জনে আপাথে আসে তবে কুশল (ভাল)। যদি না আসে, স্বয়ং হস্তদ্বারা পরামর্ষণ করা উচিত নহে। পরামর্ষণ করিলে বিশ্বাস পাইয়া থাকে (ঘৃণারভাব দূর হয়)। তাই আরামিক বা শ্রমণোদ্দেশ বা অন্য কাহারও দ্বারা একস্থানে করান উচিত। লাভ না লইলে (না পাইলে) ভ্রমণদণ্ড বা দণ্ডদ্বারা একাঙ্গুল অন্তর করিয়া কাছে নেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে কাছে গিয়া 'বিচ্ছিদ্রক প্রতিকূল, বিচ্ছিদ্রক প্রতিকূল' বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। তত্র উদ্‌গ্রহনিমিত্ত মধ্যছিদ্র সদৃশ উপস্থিত হয়, প্রতিভাগনিমিত্ত কিন্তু পরিপূর্ণ হইয়া উপস্থিত হয়।

বিখাদিতকে—'বিখাদিতক প্রতিকূল, বিখাদিতক প্রতিকূল," বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। উদ্‌গ্রহনিমিত্ত অত্র স্থানে স্থানে খাদিত সদৃশই উপস্থিত হয়, প্রতিভাগনিমিত্ত কিন্তু পরিপূর্ণ হইয়া উপস্থিত হয়।

বিক্ষিপ্তকেও—বিছিদ্রকে উক্ত নয়েই অঙ্গুল অঙ্গুল অন্তর করাইয়া বা করিয়া "বিক্ষিপ্তক প্রতিকূল, বিক্ষিপ্ত প্রতিকূল" বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। অত্র উদ্‌গ্রহনিমিত্ত প্রাকটান্তর হইয়া উপস্থিত হয়, প্রতিভাগনিমিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উপস্থিত হয়।

হতবিক্ষিপ্তকও—বিচ্ছিদ্রকে উক্তপ্রকার স্থান সমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই কারণে তত্র গমন করিয়া উক্ত নয়েই অঙ্গুল অঙ্গুল অন্তর করাইয়া বা করিয়া "হতবিক্ষিপ্তক প্রতিকূল, হতবিক্ষিপ্তক প্রতিকূল" বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। এই ভাবনায় উদ্‌গ্রহনিমিত্ত দৃশ্যমান প্রহারমুখ সদৃশ হইয়া থাকে। প্রতিভাগ-নিমিত্ত পরিপূর্ণ হইয়াই উপস্থিত হয়।

লোহিতক—যুদ্ধমণ্ডলাদিতে লব্ধপ্রহার ব্যক্তিগণের হস্ত পদাদি ছিন্ন হইলে, গণ্ড-পীড়কাদি ভাঙ্গিলে তাহার মুখ হইতে পতন কালে পাওয়া যায়, তাই তাহা দেখিয়া "লোহিতক প্রতিকূল, লোহিতক প্রতিকূল" বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। অত্র উদ্‌গ্রহনিমিত্ত কৃতপ্রহৃত রক্তপটাকা চলমানাকার সদৃশ উপস্থিত হয়। প্রতিভাগনিমিত্ত কিন্তু সন্নিষণ্ণ হইয়া উপস্থিত হয়।

পুলুবক—দুই তিন দিন অত্যয়ে (গতে) মৃত শরীর হইতে নবব্রণমুখ হইতে কৃমিরাশি নির্গমন কালে হইয়া থাকে। অপিচ তাহা শুন-শৃগাল-মনুষ্য-গো-মহিষ হস্তী-অশ্ব-অজগবাদির শরীর প্রমাণ হইয়া শালিভক্তরাশি সদৃশ স্থিত হয়। তাহাদের যে কোনটীতে "পুলুবক প্রতিকূল, পুলুবক প্রতিকূল" বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। চূলপিণ্ডপাতিক তিস্সথেরের কালদীঘ বাপীর ভিতরে মৃতহস্তীতে নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। এই ভাবনায় উদ্গ্রহ-নিমিত্ত চলমান হইয়া উপস্থিত হয়। প্রতিভাগ-নিমিত্ত শালিভক্ত-পিণ্ড সদৃশ সন্নিসিন্ন হইয়া উপস্থিত হয়।

অস্থিক—"সে দেখে শরীর শ্মশানে নিক্ষিপ্ত অস্থিশৃঙ্খলিক, সমাংস-লোহিত, স্নায়ুসম্বদ্ধ" ইত্যাদি নয়ে নানা প্রকারে উক্ত। তাই যত্র তাহা নিক্ষিপ্ত হয় তত্র পূর্ব্ব নয়েই গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে পাষাণাদি বশে সনিমিত্ত ও সালম্বন করিয়া "ইহা অস্থি" বলিয়া স্বভাব ভাবতঃ উপলক্ষ্য করিয়া বর্ণাদিবশে একাদশ আকারে নিমিত্ত উদ্গ্রহণ কর্ত্তব্য।

কিন্তু তাহা বর্ণতঃ শ্বেত বলিয়া অবলোকনকারীর উপস্থিত হয় না। অবদাত কৃৎস্ন সম্ভেদ হইয়া থাকে। তাই 'অস্থিক" বলিয়া প্রতিকূল বশেই অবলোকন কর্ত্তব্য। এইখানে লিঙ্গ হস্তাদির নাম, সেই হেতু হস্তপদশীর্ষ-উদর-বাহু-কটি-উরু-জঙ্ঘা বশে লিঙ্গতঃ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। দীর্ঘ-হ্রস্ব-বর্ত্ত-চৌকোস-ক্ষুদ্রক-মহন্ত বশে সংস্থানতঃ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। দিশাবকাশ উক্ত নয়েই। সেই সেই অস্থির পর্য্যন্ত বশে পরিচ্ছেদ ব্যবস্থাপন করিয়া যাহাই এইখানে প্রাকট হইয়া উপস্থিত হয় তাহা গ্রহণ করিয়া অর্পণা প্রাপ্তব্য। সেই অস্থিরও নিম্নস্থান এবং স্থলস্থান বশে নিম্নতঃ ও স্থলতঃ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। আমি নিম্নে স্থিত, অস্থি স্থলে, অথবা আমি স্থলে, অস্থি নিম্নে, বলিয়া প্রদেশ বশে ও ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। দুই অস্থির ঘর্ষিত ঘর্ষিত স্থান (সংযোগ স্থল) বশে সন্ধিতঃ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। অস্থিগুলিরই অন্তর বশে বিবরাবিবরতঃ ব্যবস্থাপন……সর্ব্বত্রই জ্ঞান সঞ্চারণ করিয়া "এই স্থানে এই অস্থি" বলিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যবস্থাপন…। এইরূপেও নিমিত্ত উপস্থিত না হইলে ললাট অস্থিতে চিত্ত সংস্থাপন কর্ত্তব্য। যথা অত্র তথা একাদশ প্রকারে নিমিত্ত গ্রহণ ইহার পূর্ব্ব পুলুবকাদিতে যোগ্যমান বশে সংলক্ষ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ম্ম

স্থান সকল অস্থিশৃঙ্খল বা একৈক অস্থিতে সম্পাদিত হয় (উৎপন্ন হয়)। তাই তাহাদের যত্র কুত্রচিৎ একাদশ প্রকারে নিমিত্ত উদ্‌গ্রহণ করিয়া "অস্থিক প্রতিকুল, অস্থিক প্রতিকুল" বলিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। এই ভাবনায় উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত ও প্রতিভাগ-নিমিত্ত যে একই প্রকার হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত তাহা একই অস্থিতে যুক্ত (প্রযুক্ত)। অস্থি শৃঙ্খলিকায় উদ্‌গ্রহনিমিত্তে—দৃশ্যমানবিবরতা, প্রতিভাগ-নিমিত্তে পরিপূর্ণভাব যুক্ত (প্রযুক্ত) হয়। একাস্থিকেও উদ্‌গ্রহনিমিত্ত বীভৎস ও ভয়ানক হওয়া উচিত। প্রতিভাগ-নিমিত্ত প্রীতিসৌমনস্যজনক উপচার আবহন করে বলিয়া। এই অবকাশে যাহা অট্‌ঠকথাসমূহে উক্ত তাহা দ্বার দিয়া উক্ত (দ্বার সরূপ করিয়া কথিত)। তথাই—চারি প্রকার ব্রহ্ম বিহারে ও দশ প্রকার অশুভে প্রতিভাগ নিমিত্ত নাই। ব্রহ্মবিহার সমূহে সীমা সম্ভেদই নিমিত্ত। দশ অশুভে নির্ব্বিকল্প প্রতিকুল ভাবেই দৃষ্টে নিমিত্ত হইয়া থাকে বলিয়া পুনঃ এই স্থলে অনন্তরেই দ্বিবিধ নিমিত্ত ঃ—উদ্‌গ্রহনিমিত্ত ও প্রতিভাগ-নিমিত্ত।

উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত বিরূপ, বীভৎস ও ভয়ানক হইয়া উপস্থিত হয় ইত্যাদি উক্ত। তাই যাহা বিচার করিয়া বলিলাম তাহাই এই স্থলে যুক্ত। অপিচ মহাতিস্‌সথেরের দন্তাস্থি মাত্র অবলোকনে সকল স্ত্রী শরীরের অস্থি সংঘাতভাবে (রাশীকৃত) উপস্থানাদি অত্র নিদর্শন।

ইতি অসুভানি সুভগুণো দসসতলোচনেন থুতকিত্তি,
যানি অবোচ দসবলো একেকজ্ঝানহেতুনি।
এবং তানি চ তেসং চ ভাবনানযমিমং বিদিত্বান,
তেস্বেব অযং ভীয্যো পকিণ্ণককথাপি বিঞ্ঞেয্যা।

এই সকলের যত্র কুত্রচিৎ অধিগতধ্যান, সুবিক্ষম্ভিত রাগহেতু বীতরাগ সদৃশ নির্লোলুপচার হইয়া থাকে। এইরূপ হইলেও এই যে অশুভপ্রভেদ উক্ত, তাহা শরীর-স্বভাব-প্রাপ্তি-বশে এবং রাগচরিত ভেদবশে জ্ঞাতব্য। শবশরীরই প্রতিকুলভাব আপদ্যমান উদ্ধমিতক স্বভাবপ্রাপ্ত হয়, অথবা বিনীলকাদির অন্ত-তর স্বভাবপ্রাপ্ত হয়। অতএব যাদৃশ যাদৃশ লাভ করিতে সক্ষম হয় তাদৃশে তাদৃশে "উদ্ধমিতক-প্রতিকুল, বিনীলক-প্রতিকুল" এইরূপ নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্যই। এইরূপে শরীরস্বভাব-প্রাপ্তিবশে দশধা অশুভ প্রভেদ উক্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

বিশেষতঃ অত্র উদ্ধমিতক শরীরসংস্থান-বিপত্তি-প্রকাশনহেতু সংস্থান রাগীর সপ্রায়, বিনীলক ছবিরাগ (সৌন্দর্য্য) বিপত্তিপ্রকাশনহেতু শরীর বর্ণ রাগীর সপ্রায়, বিপুঁযক কায়বর্ণ-প্রতিবদ্ধ তুর্গন্ধভাবের প্রকাশক বলিয়া মাল্যাগন্ধাদি বশে সমুত্থাপিত শরীরগন্ধ রাগীর সপ্রায়, বিচ্ছিদ্রক অন্তরের (ভিতরের) সুসীরভাব (সচ্ছিদ্রভাব) প্রকাশন হেতু শরীরের ঘনভাবরাগী (স্থূলত্ব কামীর) সপ্রায়,বিকৃথাদিতক মাংস-উপচয়-সম্পত্তি-বিনাশ-প্রকাশনহেতু স্তনাদি শরীর প্রদেশ সমূহে মাংস উপচয়রাগীর সপ্রায়, বিক্ষিপ্তক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিক্ষেপ প্রকাশনহেতু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-লীলারাগীর সপ্রায়, হতবিক্ষিপ্তক শরীর-সংঘাত ভেদ--বিকার--প্রকাশনহেতু শরীর--সংঘাত--সম্পত্তিরাগীর সপ্রায়, লোহিতক লোহিতমক্ষিত--প্রতিকূল--ভাবপ্রকাশনহেতু অলঙ্কারজনিত শোভারাগীর সপ্রায়, পুলুবক কায়ের অনেক কৃমিকুল-সাধারণ-ভাব-প্রকাশনহেতু কায়ে মমত্ব রাগীর সপ্রায়, অস্থিক শরীরের অস্থিসমূহের প্রতিকুল-ভাব-প্রকাশন হেতু দন্ত-সম্পত্তিরাগীর সপ্রায়। এইরূপ রাগচরিত ভেদ বশে ও দশপ্রকার অশুভ-প্রভেদ উক্ত বলিয়া (জ্ঞাতব্য) বেদিতব্য।

যেহেতু এই দশবিধ অশুভে--যেমন অপরিসংস্থিতজলা শীঘ্রস্রোতা নদীতে অরিত্র বলে নৌকা স্থির থাকে, অরিত্র বিনা স্থির রাখিতে সক্ষম নহে তেমনই আলম্বনের দুর্ব্বলত্ব বশতঃ বিতর্কবলেই চিত্ত একাগ্র হইয়া থাকে,বিতর্ক বিনা স্থির রাখিতে সক্ষম নয়। তাই এই অশুভে প্রথমধ্যানই হইয়া থাকে, দ্বিতীয়াদি হয় না।

ইদানীং আমি বহু বেতন লাভ করিব এই পুরস্কারদর্শী পুষ্পছাড়কের (গর্ভমল নিক্ষেপকের) গুথরাশিতেও উৎসন্ন ব্যাধিদুঃখ-রোগীর বমনবিরেচন প্রবর্ত্তিতে যেমন প্রীতি সৌমনস্য উৎপন্ন হয়,সেইরূপ এই প্রতিকুল আলম্বনে—এই প্রতিপদা দ্বারা আমি নিশ্চয়ই জরামরণ হইতে মুক্ত হইব পরিমুক্ত হইব এইরূপ আনিশংস দর্শন ও নিবারণসন্তাপ প্রহাণদ্বারা প্রীতিসৌমনস্য উৎপন্ন হয়।

এই দশ প্রকার অশুভ লক্ষণতঃ একই প্রকার। এই দশবিধির লক্ষণ অশুচি-দুর্গন্ধ-জুগুপ্সাপ্রতিকূলভাব। এই লক্ষণদ্বারা তাহা কেবল মৃতশরীরে নহে, চেতিয়, পর্ব্বতবাসী মহতিস্সথেরের মত দন্তাস্থি দর্শীদের এবং

হস্তীস্কন্ধগত রাজাকে অবলোকনকারী সংঘরক্‌খিতথেরের উপস্থাপক শ্রামণেরের ন্যায় জীবমান শরীরে ও উপস্থিত হয়। যথৈব মৃতশরীর অথৈব জীবমানক শরীরও অশুভই। অত্র অশুভ লক্ষণ আগন্তুক অলঙ্কারদ্বারা প্রতিচ্ছন্ন বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত হয় না (দেখা যায় না)। প্রকৃতিতে (স্বভাবতঃ) এই শরীর (অতিরেক) ত্রিশত অস্থিকসমুচ্ছয় (তিনশত অস্থির সমষ্টি), অশীতি শত সন্ধি-সংঘটিত, নবশত স্নায়ুনিবদ্ধ, নবশত মাংসপেসী অনুলিপ্ত, আর্দ্র মনুষ্যচর্ম্ম-পর্য্যবনদ্ধ, ছবিদ্বারা প্রতিচ্ছন্ন, ছিদ্রাবচ্ছিদ্র মেদক থালিকা সদৃশ নিত্য উদ্‌ঘৃত-প্রগ্‌ঘৃত, কৃমিসংঘনিসেবিত, রোগ সমূহের আয়তন, দুঃখধর্ম্ম সমূহের বস্তুপরিভিন্ন পুরাণগণ্ড সদৃশ নবব্রণমুখ হইতে সতত বিস্যন্দন, যাহার উভয় অক্ষি হইতে অক্ষিগুথক প্রগ্‌ঘৃত হয়, কর্ণবিল হইতে কর্ণগুথক, নাসাপুট হইতে সিথণী, (সিঙ্‌ঘাণিকা), মুখ হইতে আহার-পিত্তশ্লেষ্মা-রুধিররাশি, অধঃদ্বার দ্বারা উচ্চারপ্রস্রাব, নবনবতি সহস্র লোমকূপ হইতে অশুচি স্বেদযুস প্রগ্‌ঘৃত হয়, নীল মক্ষিকাদি সম্পরিবারিত করে, যাহাকে দন্তকাষ্ঠ মুখ-ধৌতকরণ-শীর্ষম্রক্ষণ-স্নান-নিবাসন-পারুপণাদি দ্বারা প্রতিজাগৃত নাকরিয়া (সেবিত) যেমনি জাত তেমন পৌরষ (কর্কশ)-বিপ্রকীর্ণ কেশ হইয়া গ্রামে গ্রামে বিচরণ কারী রাজা ও পুষ্পছাড়ক চণ্ডালাদির অন্যতম ও সমশরীর প্রতিকূলতায় নির্বিশেষ (সমান) হইয়া থাকে, সেইরূপ অশুচি দুর্গন্ধ-জুগুপ্‌সা প্রতিকূলতায় রাজার বা চণ্ডালের শরীরে বিমাত্রা (বিশেষ, প্রভেদ) নাই।

দন্তকাষ্ঠ মুখধোবনাদি দ্বারা দন্তমলাদি প্রমার্জ্জন করিয়া (মাজিয়া) নানা বস্ত্রদ্বারা হ্রী বিনাশ (কোপন)-স্থান প্রতিচ্ছাদন করিয়া, নানা বর্ণের সুরভি বিলেপন দ্বারা বিলেপিত করিয়া, পুষ্পাভরণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া "আমি, আমার" বলিয়া গৃহিতব্যকার প্রাপ্ত করে। তার পর এই আগন্তুক অলঙ্কারে প্রতিচ্ছন্ন বলিয়া ইহার যথাবসর অশুভ লক্ষণ অসঞ্জানন্ত পুরুষেরা স্ত্রীসমূহে স্ত্রীসমূহ পুরুষেতে রতি করে। পরমার্থতঃ এই শরীরে রঞ্জিতব্যক যুক্ত স্থান অনুমাত্রও নাই। তথা কেশ-লোম-নখ-দন্ত-খেল-সিখনী-উচ্চার প্রস্রাবাদির এক ভাগও (ক্রোষ্টাস) শরীর হইতে বাহিরে পড়িলে সত্ত্বগণ ছুঁইতেও ইচ্ছা করে না। অথচ দেখিয়া দুঃখিত হয়, সরাইয়া ফেলায়, ঘৃণা করে।

যাহা যাহা অত্র অবশেষ থাকে তাহা তাহাই প্রতিকূল হইলেও অবিদ্যা-অন্ধকার পর্য্যবনদ্ধ আত্মস্নেহরাগরক্ত সত্ত্বগণ আত্মাকে ইষ্ট, কান্ত, নিত্য, ও সুখ বলিয়া গ্রহণ করে। তাহারা এইরূপ গ্রহণ করিয়া অটবীতে কিংশুখবৃক্ষ দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অপতিত পুষ্পকে ইহা মাংসপেশী মনে করিয়া বিহন্যমান (দুঃখপ্রাপ্ত) জরশৃগাল (বৃদ্ধ শৃগাল) সমানত্ব (সমাবস্থা) প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে...

যথা হি পুপ্‌ফিতং দিস্বা, সিঙ্গালো কিংসুকং বনে,
মংসরুক্‌খো ময়া লদ্ধো! ইতি গন্ত্বান বেগসা।
পতিতং পতিতং পুপ্‌ফং, ডংসিত্বা অতিলোলুপো,
নয়িদং মংসং অদুং মংসং যং রুক্‌খস্মিন্তি গন্তুতি।

যেমন শৃগাল বনে কিংশুক পুষ্পিত দেখিয়া আমি মাংস-বৃক্ষ লাভ করিয়াছি বলিয়া বেগে গিয়া অতি লোলুপতা বশতঃ পতিত পতিত পুষ্প দংশন করে এবং ইহা মাংস নহে, (অমুকটী মাংস) যাহা বৃক্ষে আছে তাহাই মাংস বলিয়া মনে করে।

কোট্‌ঠাসং পতিতং যেব অসুভন্তি তথা বুধো,
অগহেত্বান, গহেত্বা, সরিরট্‌ঠম্পিনং তথা।
ইমং হি সুভতো কায়ং গহেত্বা তত্থ মুচ্ছিতা,
বালা করোন্তা পাপানি, দুক্‌খা ন পরিমুচ্চরে।
তস্মা পস্‌সেয্য মেধাবী জীবতো বা মতস্‌স বা,
সভাবং পূতিকায়স্‌স সুভভাবেন বজ্জিতং।

শরীরের অংশ (কেশাদি) পতিত হইলে বুধ যেমন অশুভ বলিয়া গ্রহণ করেন সেরূপ শরীরস্থ থাকিলেও অশুভ বলিয়া মনে করেন। এই কায় শুভ বলিয়া গ্রহণ করিয়া বালগণ পাপকর্ম্ম সমূহ করিতে করিতে দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না। সেই কারণে মেধাবী জীবিত বা মৃতের পুঁতি কায়ের স্বভাব: শুভভাব-বর্জ্জিত দেখিবে।

তাই উক্ত হইয়াছে :--

দুগ্‌গন্ধো অসুচিকাযো কুণপো উক্কুরূপমো,
নিন্দিতো চক্‌খুভূতেহি কায়ো বালাভিনন্দিতো।
অল্লচম্মপটিচ্ছন্নো নবদ্বারো মহাবণো,
সমন্ততো পগ্‌ঘরতি, অসুচি পূতিগন্ধিয়ো।
সচে ইমস্‌স কায়স্‌স অন্তো বহিরকো সিয়া,
দণ্ডং নুন গহেত্বান কাকে সোণে নিবারয়েতি?

এই অশুচিকায় দুর্গন্ধ বাহ্যকূপ সদৃশ কুণপ। চক্ষুষ্মান কর্ত্তৃক এই কায় নিন্দিত, কিন্তু বালগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত।

এইকায় আর্দ্রচর্ম্ম প্রতিচ্ছন্ন, নবদ্বার বিশিষ্ট মহাব্রণ। ইহার চারিদিক দিয়া অশুচি পূতিগন্ধ নির্গত হয়।

যদি এই কায়ের অন্তর বা বাহির থাকিত তবে দণ্ড গ্রহণ করিয়া ইহা কাক ও কুকুর তাড়াইত নাকি?

সেই হেতু উত্তর-মনুষ্য-ধর্ম্ম লাভে সমর্থ (দব্বজাতিকেন) ভিক্ষুকর্ত্তৃক জীবমান শরীরই হউক বা মৃত শরীরই হউক যত্র যত্র অশুভাকার দৃষ্ট হয় তত্র তত্রৈব নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া কর্ম্মস্থানকে অর্পণা প্রাপ্ত করাইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ছয় অনুস্মৃতি নির্দ্দেশ।

অশুভান্তর উদ্দিষ্ট দশ অনুস্মৃতির মধ্যে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় বলিয়া স্মৃতিই অনুস্মৃতি। প্রবর্ত্তিতব্য স্থানেই প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত কুলপুত্রের অনুরূপা স্মৃতিও অনুস্মৃতি।

(১) বুদ্ধকে আলম্বন করিয়া উৎপন্না অনুস্মৃতি বুদ্ধানুস্মৃতি। বুদ্ধ-গুণালম্বনা স্মৃতির এই অধিবচন। (২) ধর্ম্মকে আলম্বন করিয়া উৎপন্না অনুস্মৃতি ধর্ম্মানুস্মৃতি। স্বাখ্যাতাদি ধর্ম্ম গুণালম্বণা স্মৃতির এই অধিবচন। (৩) সঙ্ঘকে আলম্বন করিয়া উৎপন্না অনুস্মৃতি সঙ্ঘানুস্মৃতি। সুপ্রতিপন্নতাদি সঙ্ঘগুণালম্বনা স্মৃতির এই অধিবচন। (৪) শীলকে আলম্বন······শীলানুস্মৃতি। অখণ্ডতাদি শীলগুণালম্বনা······। (৫) ত্যাগ······ত্যাগানুস্মৃতি। মুক্তত্যাগাদি····· ত্যাগগুণা······। (৬) দেবতাকে······দেবতানুস্মৃতি। দেবতাকে সাক্ষী স্থানে স্থাপন করিয়া নিজের শ্রদ্ধাদি গুণালম্বনা······। (৭) মরণ অবলম্বন ·····মরণানুস্মৃতি। জীবিতেন্দ্রিয় উচ্ছেদালম্বনা······। (৮) কেশাদিভেদ রূপকায়গতা, কায়ে বা গতা কায়গতা, কায়গতা যাহা, স্মৃতিও তাহা, কায়গতস্মৃতি বলিয়া বক্তব্যে হ্রস্ব না করিয়া কায়গতা স্মৃতি বলিয়া উক্তা। কেশাদিকায়াংশনিমিত্তালম্বনা স্মৃতির······। (৯) আনা-পান······আনাপানস্মৃতি। আশ্বাস-প্রশ্বাস নিমিত্তালম্বনা······স্মৃতির এই অধিবচন। (১০) উপশম অবলম্বন করিয়া উৎপন্না অনুস্মৃতি উপশমানুস্মৃতি। সর্ব্বদুঃখ উপশমালম্বনা স্মৃতির এই অধিবচন।

বুদ্ধানুস্মৃতি।

অতএব এই দশ অনুস্মৃতির মধ্যে আদৌ বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকামী অবেত্য প্রসাদ-সমন্নাগত যোগীর প্রতিরূপ শয়নাসনে নির্জ্জন স্থানে গিয়া একাগ্রচিত্তে —“ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো

লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সত্থা দেব-মনুস্সানং বুদ্ধো ভগবাতি" এইরূপে বুদ্ধ ভগবানের গুণসমূহ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য। অত্র এই অনুস্মরণ-নয় (ক্রম)— সো ভগবা ইতিপি অরহং, ইতিপি সম্মাসম্বুদ্ধো,......পে......ইতিপি ভগবাতি" অনুস্মরণ করে।" "এই এই কারণদ্বারা" উক্ত হয়।

তত্র "অরি সমূহের আরক(দূর)বলিয়া, অরসমূহও হত বলিয়া, প্রত্যয়াদির অর্হনীয় (যোগ্য) বলিয়া, পাপকরণে রহাভাব বশতঃ এইসকল কারণে আদৌ সেই ভগবান 'অর্হন'বলিয়া অনুস্মরণ করে। তিনি সর্ব্বক্লেশ হইতে 'আরকে'; সুবিদূর বিদূরে স্থিত তিনি মার্গদ্বারা বাসনাসহ ক্লেশসমূহকে বিধ্বংসিত করিয়াছেন বলিয়া অর্হন্ ঃ—

সো ততো আরকা নাম যস্স যেনাসমঙ্গীতা,
অসমঙ্গী চ দোসেহি নাথো তেনারহং মতোতি।

যাহার যে বস্তুর সহিত অসমঙ্গীতা সেই বস্তু হইতে 'আরকে' (দূরে) বলিয়া, দোষসমূহের অসমঙ্গী বলিয়া নাথ অর্হন্ নামে খ্যাত।

সেই সকল ক্লেশ-অরি এই মার্গদ্বারা হত বলিয়া অরিগণের হতহেতুও অর্হন্ ঃ—

যস্মা রাগাদি সংখাতা সব্বেপি অরয়ো হতা,
পঞ্ঞাসত্থেন নাথেন, তস্মাপি অরহং মতোতি।

যেহেতু রাগাদি সংখ্যাত সর্ব্ব অরিগণ প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা নাথ কর্ত্তৃক হত, সেই কারণে তিনি অর্হন্ বলিয়া খ্যাত।

আর যে এই অবিদ্যাভবতৃষ্ণাময় নাভি, পুণ্যাদি অভিসংস্কার অর, জরামরণ নেমি, আশ্রবসমুদয়ময় অক্ষদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ত্রিভবরথে সমাযোজিত অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত সংসারচক্র, তাহার সকল অর বোধিমণ্ডে বীর্য্যপাদের দ্বারা শীলরূপ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধাহস্ত দ্বারা কর্ম্মক্ষয়কর জ্ঞানপরশু গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব অর হত বলিয়া অরসমূহ হতহেতু ও অর্হন্। অথ সংসার-চক্র অর্থ অনমৃতাগ্র সংসারবর্ত্ত। মূলবলিয়া অবিদ্যা তাহার নাভি, পর্য্যবসান-বলিয়া জরামরণ নেমি, অবিদ্যামূল ও জরামরণ পর্য্যন্ত শেষ বলিয়া অবশেষ সংস্কারাদি দশ ধর্ম্ম অর।

তত্র দুঃখাদিতে অজ্ঞান অবিদ্যা। কামভবে অবিদ্যা কামভবে সংস্কারসমূহের প্রত্যয় হইয়া থাকে। রূপভবে অবিদ্যা রূপভবে সংস্কার সমূহের প্রত্যয় হইয়া থাকে। অরূপভবে অবিদ্যা অরূপভবে সংস্কার সমূহের প্রত্যয় হইয়া থাকে। কামভবে সংস্কারসমূহ কামভবে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের প্রত্যয় হয়। অপরগুলিতেও এই নয় (ক্রম)। কামভবে প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান কামভবে নাম-রূপের প্রত্যয় হয়। তথা রূপভবে। অরূপভবে নামেরই প্রত্যয় হয়। কামভবে নামরূপ কামভবে ষড়ায়তনের প্রত্যয় হয়। রূপভবে নামরূপ রূপভবে তিন আয়তনের প্রত্যয় হয়। অরূপভবে নাম অরূপভবে এক আয়তনের প্রত্যয় হয়। কামভবে ষড়ায়তন কামভবে ছয়বিধ স্পর্শের প্রত্যয় হয়। রূপভবে তিন আয়তন রূপভবে তিন স্পর্শের প্রত্যয় হয়। অরূপভবে মনায়তন অরূপভবে এক স্পর্শের প্রত্যয় হয়। কামভবে ছয় স্পর্শ কামভবে ছয় বেদনার প্রত্যয় হয়। রূপভবে তিন স্পর্শ তত্রৈব তিন, অপরূপভাবে এক ও তত্রৈব এক বেদনার প্রত্যয় হয়। কাবভবে ছয়বেদনা কামভবে ছয় তৃষ্ণাকায়ের প্রত্যয় হয়। রূপভবে তিন তত্রৈব তিন, অরূপভবে একা বেদনা ও অরূপভবে এক তৃষ্ণাকায়ের প্রত্যয় হয়। তত্র তত্র সে সে তৃষ্ণা সে সে উপাদানের, উপাদানাদি ভবাদির (প্রত্যয় হয়), কিরূপে? ইহ "কেহ কেহ কাম সমূহ পরিভোগ করিব" মনে-করিয়া কামোপাদানে প্রত্যয়বশতঃ কায়দ্বারা (দুশ্চরিত চরে) দুরাচার (পাপ) করে, বাক্যে দুরাচার করে, মনদ্বারা দুরাচার করে এবং দুশ্চরিতের (দুরাচার) হেতু অপায়ে উৎপন্ন হয়। তত্র ইহার উৎপত্তি-হেতুভূত কর্ম্ম কর্ম্মভব, কর্ম্মনিবর্ত্ত স্কন্ধ সমূহ উৎপত্তিভব। স্কন্ধ সমূহের নিবর্ত্তি (উৎপত্তি) জাতি, পরিপাক জরা, ভেদ মরণ।

অপর (ব্যক্তি) স্বর্গসম্পত্তি অনুভব করিব বলিয়া তথৈব সুচরিত চরে (সদাচার করে, পুণ্যকরে)। সুচরিতপরিপূর্ণহেতু স্বর্গে উৎপন্ন হয়। তত্র ইহার উৎপত্তিহেতুভূত কর্ম্ম কর্ম্মভব ইত্যাদি সেই নয়ই (ক্রমই)।

অপর ও ব্রহ্মলোকসম্পত্তি অনুভব করিব (মনে করিয়া) কাম-উপাদান প্রত্যয়বশতঃ মৈত্রী ভাবনা করে, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ভাবনা করে, ভাবনা

পরিপূর্ণত্বহেতু ব্রহ্মলোকে নিবর্ত্তিত হয় (উৎপন্ন হয়)। তত্র ইহার নিবর্ত্তি-হেতুভূত কর্ম্ম কর্ম্মভব। ইত্যাদি সেই নয়ই (ক্রমই)।

অপর ও অপররূপভবে সম্পত্তি অনুভবকরিব (মনে করিয়া) তথৈব আকাশানন্তায়তনাদি সমাপত্তি (ধ্যান) ভাবনা করে। ভাবনাপরিপূর্ণহেতু তত্র তত্র নিবর্ত্তন করে। তত্র ইহার নিবর্ত্তি-হেতুভূত কর্ম্ম কর্ম্মভব। কর্ম্মনিবর্ত্তিত (কর্ম্মোৎপন্ন) স্কন্ধ সমূহ উৎপত্তিভব। স্কন্ধ সমূহের নিবর্ত্তি জাতি, পরিপাক জরা, ভেদ মরণ।

এইরূপে এই অবিদ্যা হেতু, সংস্কার সমূহ হেতু সমুৎপন্ন। ইহারা উভয়ই হেতু-সমুৎপন্ন বলিয়া প্রত্যয়-পরিগ্রহে (গ্রহণে) প্রজ্ঞা ধর্ম্মস্থিতি-জ্ঞান। অতীত কালে (পালি—অদ্ধানং) ও অনাগত কালে অবিদ্যা হেতু, সংস্কার সমূহ হেতু-সমুৎপন্ন ; এই উভয়ই হেতু-সমুৎপন্ন বলিয়া প্রত্যয়-পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্ম্মস্থিতি-জ্ঞান। এইরূপে (নয়ে) সর্ব্বপদ বিস্তার কর্ত্তব্য (ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য)।

তত্র অবিদ্যা-সংস্কার এক সংক্ষেপ, বিজ্ঞান নামরূপ-ষড়ায়তন স্পর্শ-বেদনা এক, তৃষ্ণা-উপাদান ভব আর এক সংক্ষেপ। জাতি-জরা মরণ অপর এক সংক্ষেপ। পূর্ব্ব সংক্ষেপ অতীত অদ্ধা, দুই মধ্যম সংক্ষেপ প্রত্যুৎপন্ন, জাতি-জরা-মরণ অনাগত অদ্ধা। অবিদ্যা-সংস্কার গ্রহণ দ্বারা অত্র তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব গৃহীতই হইয়া থাকে। এই পঞ্চধর্ম্ম অতীতে কর্ম্মাবর্ত্ত, বিজ্ঞানাদি পঞ্চ বর্ত্তমান (এতরহি-এতর্হি) বিপাকাবর্ত্ত। তৃষ্ণা-উপাদান-ভব গ্রহণে অবিদ্যা-সংস্কার গৃহীত হইয়া থাকে। এই পঞ্চ ধর্ম্ম বর্ত্তমান কর্ম্মাবর্ত্ত। জাতি-জরা-মরণাপদেশে বিজ্ঞানাদি নির্দ্দিষ্ট বলিয়া এই পঞ্চ ধর্ম্ম আয়তি (ভবিষ্যৎ) বিপাকাবর্ত্ত। অতএব তাহারা আকারে বিংশতিবিধ হয়। সংস্কার ও বিজ্ঞানের অন্তরে (মধ্যে) এক সন্ধি। বেদনা ও তৃষ্ণার অন্তরে (মধ্যে) এক, ভব ও জাতির মধ্যে এক। এইরূপে ভগবান এই চারি সংক্ষেপ, তিন অদ্ধা (কাল), বিংশতি আকার ত্রিসন্ধি, বিশিষ্ট প্রতীত্য সমুৎপাদ সর্ব্বকারে (সকল প্রকারে) জানেন, দেখেন, জ্ঞাত আছেন, প্রতিবিদ্ধ করেন। তাহা জ্ঞানার্থে জ্ঞান, প্রজানার্থে প্রজ্ঞা। তাই বলা হয়—প্রত্যয়-পরিগ্রহে প্রজ্ঞা ধর্ম্মস্থিতি-জ্ঞান। এই ধর্ম্মস্থিতি-জ্ঞান দ্বারা ভগবান সেই সকল ধর্ম্ম যথাভূত জ্ঞাত হইয়া সে সকলে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া, বিরাগ প্রাপ্ত হইয়া, বিমুক্ত হইয়া এই সংসার চক্রের

উক্তপ্রকার অরগুলি হনন করিয়াছিলেন, বিধ্বংস করিয়াছিলেন। এইরূপেও অর সমূহের হতহেতু অর্হন্--

অরা সংসারচক্কস্স হতা ঞাণাসিনা যতো,
লোকনাথেন তেনেস অরহন্তি পবুচ্চতি।

যেহেতু লোকনাথ কর্ত্তৃক জ্ঞানাসিদ্বারা সংসারচক্রের অরসমূহ হত সেহেতু তিনি অর্হন বলিয়া কথিত (প্র+উচ্চতি) হয়।

অগ্রদাক্ষিণেয়্য বলিয়া চীবরাদি প্রত্যয় সমূহ (অরহতি=অর্হতি) (লাভের উপযুক্ত)অর্হণীয় হয়, পূজা বিশেষ লাভেরও উপযুক্ত হয়,সেই কারণেই তথাগত উৎপন্ন হইলে যে কোন মহাশক্তিশালী দেবমনুষ্যগণ অন্যত্র (অন্যকে) পূজা করে না। তথা ব্রহ্মা সহম্পতি সুমেরুপ্রমাণ রত্নদামদ্বারা তথাগতকে পূজা করিয়াছিলেন। যথাবল (যথাশক্তি) অন্য দেবমনুষ্যগণ ও বিম্বিসার-কোশলাদি (পূজা করিয়াছিলেন)। পরিনিব্বুত ভগবানের উদ্দেশ্যে ছয় নবুতি (৯৬) কোটী ধন বিসর্জ্জন (ব্যয়) করিয়া অশোক মহারাজা সকল জম্বুদ্বীপে ৮৪ (চুরাশি) সহস্র বিহার প্রতিস্থাপন করিয়াছিলেন। অন্য লোকদের পূজাবিশেষের আর কি কথা ? এইরূপে প্রত্যয়াদির (অরহত্তা) (অর্হনীয় বলিয়া) উপযুক্ত বলিয়া অর্হন্—

পূজাবিসেসং সহ পচ্চযেহি
যস্মা অয়ং অরহতি লোকনাথো,
অত্থানুরূপং অরহন্তি লোকে ;
তস্মা জিনো অরহতি নামমেতং ॥

এই লোকনাথ প্রত্যয় সকল সহ পূজাবিশেষ যেহেতু 'অরহতি' (অর্হতি-লাভের উপযুক্ত হয়), আর লোকে অন্বর্থ নামই এইটী, সেইকারণে জিন এই নাম 'অরহতি' (অর্হতি) এই নামের উপযুক্ত।

যেমন লোকে কোন কোন পণ্ডিতমানী বালগণ অশ্লোক ভয়ে (অকীর্ত্তি ভয়ে) 'রহো' (গোপনে) পাপ করিয়া থাকে, তেমন ইনি কখনও করেন না বলিয়া পাপকরণে 'রহাভাবতো' (গোপনীয়ের অভাবহেতু) অর্হন্ :—

যস্মা নত্থি রহোনাম পাপকম্মেসু তাদিনো,
রহাভাবেন তেনেস অরহং ইতি বিস্সুতো।

তাদৃশ গুণসম্পন্ন ভগবানের পাপকর্ম্ম সমূহে কিছু রাহো (গোপন) নাই, 'রহ' অভাবে তিনি অরহং (অর্হন্) বলিয়া বিশ্রুত।

এইরূপ সর্ব্বথাও—

আরকত্তা হতত্তা চ কিলেসারিন সো মুনি,
হত সংসারচক্কারো পচ্চয়াদীনচারহো।
ন রহো করোতি পাপানি, অরহং তেন বুচ্চতীতি।

ক্লেশ-অরি সমূহ হইতে আরকহেতু (দূরে বলিয়া), এবং তাহাদের (হত করিয়াছেন বলিয়া) সংসার চক্রের অরসমূহ হত করিয়াছেন, প্রত্যয়াদির ও অর্হনীয় (উপযুক্ত), রহ (গোপনে) পাপ করেন না সে কারণে সে মুনি অরহং (অর্হন্) বলিয়া উক্ত হন।

সম্যকরূপে ও নিজে সর্ব্বধর্ম্ম বুঝিয়াছেন বলিয়া সম্যক সম্বুদ্ধ। তথা ইনি সর্ব্বধর্ম্মে সম্যক সম্বুদ্ধ, অভিজ্ঞাতব্য ধর্ম্মসমূহ অভিজ্ঞাত হইয়াছেন, বলিয়া বুদ্ধ। পরিজ্ঞাতব্য ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত, পরিত্যজ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্ব-অক্ষিকর্ত্তব্য ধর্ম্ম স্ব-অক্ষি করিয়াছেন, ভাবিতব্য ধর্ম্ম ভাবনা করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ। সেই কারণে বলা হইয়াছে—

অভিঞ্ঞেয়্যং অভিঞ্ঞাতং, ভাবেতব্বঞ্চ ভাবিতং,
পহাতব্বং পহীনম্মে, তস্মা বুদ্ধোস্মি ব্রাহ্মণাতি।

আমার অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত, ভাবিতব্য ভাবিত ও প্রহাতব্য প্রহীন তাই হে ব্রাহ্মণ, আমি বুদ্ধ।

অপিচ চক্ষু দুঃখ-সত্য, তাহার মূলকারণভাবে তৎসমুত্থাপিকা পূর্ব্বতৃষ্ণা সমুদয়-সত্য, উভয়ের অপ্রবর্ত্তি নিরোধসত্য, নিরোধ-প্রজাননা প্রতিপদা মার্গসত্য, এইরূপ একৈক পদ উদ্ধার দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মে সম্যক ও স্বয়ং বুদ্ধ। শ্রোত-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায় মনে ও এই নয়।

এই নয়ে রূপাদি ছয় আয়তন, চক্ষু বিজ্ঞানাদি ছ বিজ্ঞান কায়া, চক্ষু সংস্পর্শাদি ছয় স্পর্শ, চক্ষু সংস্পর্শজাদি ছয় বেদনা, রূপ সজ্ঞাদি ছয় সজ্ঞা,

রূপসঞ্চেতনাদি ছয় চেতনা, রূপ-তৃষ্ণাদি ছয় তৃষ্ণাকায়া, রূপ-বিতর্কাদি ছয় বিতর্ক, রূপ-বিচারাদি ছয় বিচার, রূপস্কন্ধাদি পঞ্চ স্কন্ধ, দশ কৃৎস্ন, দশ অনুস্মৃতি, উদ্ধমিতক সংজ্ঞাদি দশ সংজ্ঞা, কেশাদি দ্বাত্রিংশাকার, দ্বাদশায়তন, অষ্টাদশ ধাতু, কামভবাদি নব ভব, প্রথমাদি চারি ধ্যান, মৈত্রী ভাবনাদি চারি অপ্রমেয়, চারি অরূপ সমাপত্তি, প্রতিলোম বশে জরামরণাদি, অনুলোম বশে অবিদ্যাদি ও প্রতীত্যসমুৎপাদাঙ্গ সমূহ যোগ কর্ত্তব্য।

তত্র এই একপদ যোজনা:—জরামরণ দুঃখসত্য, জাতি সমুদয়সত্য, উভয়ের নিঃসরণ নিরোধসত্য, নিরোধ-প্রজাননা প্রতিপদা মার্গ-সত্য। এইরূপ একৈক পদ উদ্ধার দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মে সম্যক ও স্বয়ং বুদ্ধ, অনুবুদ্ধ, প্রতিবুদ্ধ। তাই উক্ত—সম্যক ও স্বয়ং সর্ব্বধর্ম্মে বুদ্ধ বলিয়া সম্যক সম্বুদ্ধ।

বিদ্যাসমূহ ও চরণ দ্বারা সম্পন্নবলিয়া বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন। তত্র বিদ্যা অর্থ তিন বিদ্যা, অষ্টবিদ্যাও। তিন বিদ্যা "ভয়ভেরব সুত্তে" উক্তমতে (নয়ে) বেদিতব্য। অষ্ট বিদ্যা "অম্বট্‌ঠসুত্তে" উক্ত নয়ে বেদিতব্য। তত্র বিদর্শনা জ্ঞান ও মনোময়ঋদ্ধি ছয় অভিজ্ঞা সহ পরিগ্রহণ করিয়া অষ্টবিদ্যা উক্ত।

চরণ অর্থ—শীলসংবর, ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বারতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগর্য্যানুযোগ, সপ্ত সদ্ধর্ম্ম, চারি রূপাবচরধ্যান এই পঞ্চদশ ধর্ম্ম বেদিতব্য। এই পঞ্চদশ ধর্ম্ম 'চরণ' বলিয়া উক্ত হয়, কারণ এইসকল দ্বারা আর্য্যশ্রাবক চরতি (চরে=চলে), গচ্ছতি (গমন করে) অমৃত দিশায় (নির্ব্বাণদিকে)। (যেহেতু আর্য্যশ্রাবক এই সকল ধর্ম্মদ্বারা অমৃত দিশায় চরে, চলে বা গমন করে সেই হেতু এই পঞ্চদশ ধর্ম্ম চরণ বলিয়া কথিত হয়।) যথা বলা হইয়াছে "ইহ মহানাম আর্য্যশ্রাবক শীলবান হইয়া থাকে" সমস্ত "মজ্ঝিম-পণ্ণাসকে" উক্ত নয়েই বেদিতব্য। ভগবান এই সকল বিদ্যাদ্বারা আর এই চরণ দ্বারা সমন্নাগত। তাই বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন বলিয়া উক্ত হন।

তত্র বিদ্যা-সম্পদা ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা পূর্ণ করিয়া স্থিতা, চরণ-সম্পদা মহাকারুনিকতা (পূর্ণ করিয়া স্থিতা)। সর্ব্বজ্ঞতায় সর্ব্বসত্ত্বের অর্থানর্থ জ্ঞাত হইয়া, মহাকারুণিকতায় অনর্থ পরিবর্জ্জন করিয়া অর্থে নিয়োজিত করে। যেহেতু তিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন তাই তাঁহার শ্রাবকগণ সুপ্রতিপন্ন (সুমার্গগামী)

হইয়া থাকেন। বিদ্যাচরণবিপন্নগণের শ্রাবক আত্মতাপী (নিজকে তাপ প্রদানকারী) প্রভৃতির ন্যায় দুঃপ্রতিপন্ন (কুমার্গগামী) হন না।

শোভন গমন বলিয়া, সুন্দরস্থানে গত হইয়াছেন বলিয়া, সম্যক গত হইয়াছেন বলিয়া ও সম্যক গদী বলিয়া সুগত। গমনই গত বলিয়া উক্ত হয় ভগবানের তাহাও (গমন ও) শোভন, পরিশুদ্ধ, অনবদ্য। তাহা কি? আর্য্যমার্গ। তিনি এই গমন দ্বারা নির্লিপ্ত হইয়া ক্ষেম দিশায় (নির্ব্বাণে) গত বলিয়া, শোভন গমন বলিয়া সুগত। সেই সেই মার্গে ক্লেশ সমূহ প্রহীন করিয়া পুন অপ্রত্যাগমন করতঃ সম্যক গত। উক্ত হইয়াছে—স্রোতাপত্তিমার্গে যে সকল ক্লেশ প্রহীন সেই সকল ক্লেশে পুনঃ আসে না, ফিরিয়া আসে না, প্রত্যাগমন করেনা বলিয়া সুগত......পে......অর্হত্ব মার্গে যে সকল ক্লেশ প্রহীন সেই সকল ক্লেশ পুনঃ আসে না, ফিরিয়া আসে না, প্রত্যাগমন করে না বলিয়া সুগত।

অথবা সম্যকগত; দীপঙ্কর-পাদমূল হইতে বোধিমণ্ড পর্য্যন্ত সমত্রিংশ পারমী পূরিকা সম্যক প্রতিপত্তি দ্বারা সর্ব্বলোকের হিতসুখই করত শাশ্বত ও উচ্ছেদ, কামসুখ ও আত্মক্লেশ এই সকল অন্ত গমন না করিয়া গত বলিয়া সম্যকগতহেতু সুগত। ইনি সম্যক 'গদতি' যুক্ত স্থানে যুক্ত বচন ভাষন করেন (বলেন) বলিয়া সম্যকগদী বলিয়া সুগত। তত্র এই "সাধকসুত্রং" (সাধকসূত্র):—যে বাক্য তথাগত জানেন যে, অভূত, অসত্য, অনর্থ-সংহিত, তাহাও পরের অপ্রিয়, অমনাপ, তথাগত সে বাক্য বলেন না। আর যে বাক্য ভূত, সত্য, অনর্থসংহিত, কিন্তু পরের অপ্রিয়, অমনাপ বলিয়া তথাগত জানেন, সেই বাক্যও তথাগত বলেন না। আর যে বাক্য তথাগত জানেন ভূত, সত্য, অর্থ সংহিত, কিন্তু পরের অপ্রিয় ও অমনাপ, তত্র তথাগত সেই বাক্য বলিতে কালজ্ঞ হয়েন (সময় বুঝিয়া কথা বলেন)। যে বাক্য অভূত, অসত্য, অনর্থসংহিত, অথচ তাহা পরের প্রিয়, মনাপ বলিয়া তথাগত জানেন সেবাক্যও তথাগত বলেন না। যে বাক্য ভূত, সত্য, অনর্থসংহিত, পরের ও প্রিয় মনাপ বলিয়া তথাগত জানেন সেবাক্যও তথাগত বলেন না। যে বাক্য ভূত, সত্য, অর্থসংহিত, পরের ও

প্রিয় মনাপ বলিয়া তথাগত জানেন, তত্র তিনি সেই বাক্য বলিতে কালজ্ঞ হয়েন। তাই এইরূপে সম্যক গদী বলিয়া সুগত বেদিতব্য।

সর্ব্বথা বিদিত লোক বলিয়া লোকবিদূ। সেই ভগবান স্বভাবতঃ, সমুদয়তঃ (উৎপত্তিতঃ), নিরোধতঃ ও নিরোধোপায়তঃ সর্ব্বথা লোক বিদিত হইয়াছিলেন, জানিয়াছিলেন ও প্রতিবোধ করিয়াছিলেন। যথা বলা হইয়াছে:—যত্র আবুসো জন্ম হয় না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, সে লোকের গমনদ্বারা অন্ত জ্ঞাতব্য, দ্রষ্টব্য, প্রাপ্তব্য বলিয়া আমি বলিনা। আবুসো, লোকের অন্ত না পাইয়া আমি দুঃখের অন্তক্রিয়াও বলিনা। অপিচ আবুসো, আমি এই ব্যামমাত্র স-সংজ্ঞী স-মনক (মনযুক্ত) কলেবরে লোক, লোক-সমুদয় (লোকের উৎপত্তি), লোকনিরোধ, ও লোকনিরোধ-গামিনী প্রতিপদাও প্রজ্ঞাপন করি (নির্দ্দেশ করি)।

গমনেন ন পত্তুবেব্য লোকস্সন্তো কুদাচনং

ন চ অপ্পত্বা লোকন্তং দুক্খা অত্থি পমোচনং।

গমনদ্বারা লোকের অন্ত কখনও প্রাপ্তব্য নহে। লোকান্ত না পাইয়া দুঃখ হইতে প্রমোচন (মুক্তি) নাই।

তস্মা হবে লোকবিদূ সুমেধো

লোকন্তগূ বুসিত-ব্রহ্মচরিয়ো;

লোকস্স অন্তং সমিতাবী ঞত্বা

নাসিংসতি লোকমিমং পরঞ্চাতি।

সেই কারণে লোকবিৎ সুমেধ লোকান্তগ, ব্রহ্মচর্য্য-পালক, সমিতবান (পাপ-শমনকারী) বুদ্ধ এই লোক ও পর লোক (আশীংসন করেন না) ইচ্ছা করেন না।

অপি চ তিন লোক—সংস্কারলোক, সত্ত্বলোক, আকাশলোক। তত্র এক লোক বেদিতব্য "সর্ব্বসত্ত্ব আহারস্থিতিক" এইস্থানে আগত (লোক) সংস্কারলোক বলিয়া বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য)। "শাশ্বত লোক বা অশাশ্বত লোক" বলিয়া আগতস্থানে সত্ত্বলোক।

যাবতা চন্দিমসুরিয়া পরিহরন্তি দিসা ভন্তি বিরোচনা

তাব সহস্সধা লোকো এত্থ তে বত্ততি বসোতি॥

এই শ্লোকে আগতস্থানে অবকাশলোক। তাহাও ভগবান সর্ব্বথা বিদিত হইয়াছিলেন।

যেইরূপ ইহাঁর—এক লোক—সর্ব্বেসত্ত্ব আহারস্থিতিক। দুই লোক—নাম ও রূপ। তিন লোক—তিন বেদনা। চারি লোক—চারি আহার। পঞ্চ লোক—পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ। ছয় লোক—ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন সমূহ। সপ্ত লোক—সপ্ত বিজ্ঞান স্থিতি। অষ্ট লোক—অষ্ট লোকধর্ম্ম। নব লোক—নব সত্ত্বাবাস। দশ লোক—দশ আয়তন। দ্বাদশ লোক—দ্বাদশ আয়তন। অষ্টাদশ লোক—অষ্টাদশ ধাতু—এই সংস্কার লোক সর্ব্বথা বিদিত।

যেহেতু ইনি সর্ব্বসত্ত্বের আশয় জানেন, অনুশয় জানেন, চরিত জানেন, অধিমুক্তি জানেন ; অল্প রজাক্ষ, মহারজাক্ষ, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়, মৃদু ইন্দ্রিয়, স্বাকার, দুরাকার, সুবিজ্ঞাপ্য, দুর্বিজ্ঞাপ্য, ভব্য ও অভব্য সত্ত্বগণকেও জানেন, সেই হেতু ইনি সত্ত্বলোকও সর্ব্বথা বিদিত।

যথা সত্ত্বলোক তথা অবকাশ লোক ও (ইনি জানেন)। তথা ইনি এক চক্রবাল যাহা আয়ামতঃ (দৈর্ঘ্যে) ও বিস্তারতঃ ১২০৩৪৫০ যোজন।

পরিক্ষেপত :—

সব্বং সত সহস্সানি ছত্তিংস পরিমণ্ডলং
দসঞ্চেব সহস্সানি অড্ঢুড্ঢানি সতানি চ

চক্রবালের পরিধি-৩৬১০১৫০ যোজন (ছত্রিশ লক্ষ দশ হাজার একশত পঞ্চাশ (মোট)।

তত্র

দুবে সতসহস্সানি চত্তারি নহুতানি চ ;
এত্তকং বহলত্তেন সংখাতায়ং বসুন্ধরা।

এই বসুন্ধরা দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার যোজন (ঘন যোজন) পরিমিত।

তাহারই সংধারক (ধারণকারী)

চত্তারি সতসহস্সানি অট্ঠেব নহুতানি চ
এত্তকং বহলত্তেন জলং বাতে পতিট্ঠিতং ॥

চারি লক্ষ আশী হাজার যোজন (ঘন যোজন) জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। তাহার অর্থাৎ জলের সন্ধারক—

নবসত সহস্সানি মালুতো নভমুগ্গতো,
সট্ঠিঞ্চেব সহস্সানি এসা লোকসস্ সন্ঠিতি

নয় লক্ষ ষাট হাজার ৯৬০০০০ যোজন (ঘন যোজন) মরুৎ (বায়ু) আকাশে উদ্গত। ইহাই লোকের সংস্থিতি।

এইরূপ সংস্থিতে অত্র যোজন সমূহের—

চতুরাসীতি সহস্সানি অজ্ঝোগাল্হো মহণ্ণবে
অচ্চুগ্গতো তাবদেব সিনেরু পব্বতুত্তমো।

চুরাশি হাজার সহস্র যোজন মহার্ণবে নিমজ্জিত, সেই পরিমাণ উচ্চে উত্থিত পর্ব্বতোত্তম সিনেরু (সুমেরু)।

ততো উপড্ঢেন পমাণেন যথাক্কমং
অজ্ঝোগাল্হোগ্গতা দিব্বা নানারতন-বিচিত্তা,
যুগন্ধরো ইসধরো করবিকো সুদস্সনো
নেমিধরো বিনতকো অস্সকণ্ণো গিরিব্রহা।
এতে সত্ত মহা সেলা সিনেরুস্স সমন্ততো,
মহারাজানং আবাসা দেবযক্খনিসেবিতা।

তার পর উপার্দ্ধ প্রমাণে যথাক্রমে নিমজ্জিত ও উদ্গত দিব্য নানারত্ন-বিচিত্র যুগন্ধর, ঈশধর, করবিক, সুদর্শন, নেমিধর, বিনতকও অশ্বকর্ণ মহা-গিরি বর্ত্তমান। এই সপ্তমহাশৈল সিনেরু পর্ব্বতের চারিদিকে (অবস্থিত) এবং মহারাজগণের আবাস ও দেবযক্ষ নিসেবিত।

যোজনানং সতানুচ্চো হিমবা পঞ্চ পব্বতো,
যোজনানং সহস্সানি তিনি আয়ামবিত্থতো,
চতুরাসীতি সহস্সেহি কূটেহি পটিমণ্ডিতো,

হিমবন্ত পর্ব্বত পঞ্চ শত যোজন উচ্চ, তিনসহস্র যোজন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮৪০০০ কূট (শৃঙ্গ) দ্বারা প্রতিমণ্ডিত (অলঙ্কৃত)।

তিপঞ্চ যোজনক্খন্ধপরিক্খেপা নগহ্বয়া
পঞ্ঞাস যোজনক্খন্ধ-সাখাযামা সমন্ততো।

সতযোজন-বিত্থিন্না তাবদেব চ উগ্‌গতা
জম্বু, যস্‌সানুভাবেন জম্বুদীপো পকাসিতো।

ত্রিপঞ্চ (১৫) যোজন স্কন্ধের পরিধি, উচ্চতা ৫০ যোজন, শাখার পরিধি ৫০ যোজন বিশিষ্ট বৃক্ষই জম্বুবৃক্ষ। তাহা শতযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন উচ্চ। সেই জম্বুবৃক্ষের আনুভাবে জম্বুদীপ প্রকাশিত (জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত আমাদের ভূভাগ)।

এই জম্বুর যে পরিমাণ অসুরগণের চিত্রপাটলীর, গরুড়গণের শিম্বলী বৃক্ষের, অপর গোযানের কদম্বের, উত্তর কুরুর কল্পবৃক্ষের, পূর্ব্ব বিদেহের শিরীষের, তাবতিংসের (ত্রয়ত্রিংশের) পারিচ্ছত্রকেরও সেই পরিমাণ। যেই কারণে পোরাণগণ (প্রাচীন পণ্ডিতগণ) বলিয়াছেনঃ---

পাটলী, সিম্বলী, জম্বু, দেবানং পরিচ্ছত্তকো,
কদম্বো, কপ্পরুক্‌খো চ সিরীসেন ভবতি সত্তমং।

পাটলী, শিম্বলী, জম্বু, দেবগণের পরিছত্রক, কদম্ব, কল্পবৃক্ষ, ও শিরীষ সপ্তম বৃক্ষ।

দ্বে অসীতি সহস্‌সানি অজ্‌ঝোগাল্‌হোমহণ্ণবে,
অচ্চুগ্‌গতো তাবদেব চক্কবালসিলুচ্চযো,
পরিক্‌খিপিত্বা তং সব্বং লোকধাতুং অয়ং ঠিতো।

চক্রবাল পর্ব্বতের ৮২০০০ যোজন মহার্ণবে মগ্ন, সেই পরিমাণ উচ্চে স্থিত। ইহাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত লোকধাতু স্থিত।

তত্র চন্দ্রমণ্ডল ৪৯ যোজন, সূর্য্য মণ্ডল ৫০ যোজন, তাবতিংসভবন (ত্রয়ত্রিংশভবন) দশসহস্র যোজন। তথা অসুরভবন, অবীচি মহানিরয়, এবং জম্বুদ্বীপ। অপরগোযান সত সহস্র যোজন, তথা পূর্ব্ববিদেহ। উত্তরকুরু অষ্ট সহস্র যোজন। একৈক মহাদ্বীপ (অত্র) পঞ্চশত পঞ্চশত পরিত্র (ক্ষুদ্র) দ্বীপপরিবার (বিশিষ্ট)। তৎসমস্ত এক চক্রবাল। একলোকধাতু। তদনন্তর লোকান্তরীয় নিরয় সমূহ। এইরূপ চক্রবাল অনন্ত, লোকধাতু অনন্ত; ভগবান অনন্ত বুদ্ধজ্ঞানে এইসকল বিদিত হইয়াছিলেন, জ্ঞাত হইয়াছিলেন, প্রতিবোধ করিয়াছিলেন (প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন)। এইরূপে অবকাশ

লোকও সর্ব্বথা ইঁহার বিদিত। সর্ব্বথা বিদিতলোকহেতু (ভগবান) লোকবিদ্।

নিজের গুণ হইতে বিশিষ্টতর কাহারও অভাব বশতঃ ইহাঁর উত্তর নাস্তি বলিয়া অনুত্তর। তথা ইনি শীলগুণে সর্ব্বলোক অভিভব (অতিক্রম) করেন, সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তি-বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন গুণে ও। শীলগুণে ও অসম, অসমসম, অপ্রতিম, অপ্রতিভাগ, অপ্রতিপুদ্গল ... ... পে ... ... বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন গুণেও। যথা বলা হইয়াছে—"আমি সদেবলোকে, সমারক ... ... পে ... ... সদেব-মনুষ্য-প্রজাগণের মধ্যে আমা হইতে শীলসম্পন্নতর" ইত্যাদি বিস্তার "অগ্গপসাদ সুত্তাদিতে" আছে। "আমার আচার্য্য নাই" ইত্যাদি গাথাও বিস্তার কর্ত্তব্য।

পুরুষ-দম্যে "সারেতীতি" পুরুষদম্য সারথী। দমন করে, বিনীত করে বলিয়া উক্ত হয়। তত্র পুরুষদম্য অর্থ—দমনের উপযুক্ত তির্য্যক পুরুষ (পশ্বাদি), মনুষ্য-পুরুষ ও অমনুষ্য-পুরুষ। তথা হি ভগবান কর্ত্তৃক তির্য্যকপুরুষও—অজ-পাল নাগরাজ, চুলোদর, মহোদর, অগ্নিশিখ, ধুমশিখ, আরবাল নাগরাজ, ধন-পালক হস্তী ইত্যাদি দমিত, নির্ব্বিষীকৃত, শরণ সমূহে ও শীল সমূহে প্রতিষ্ঠাপিত। মনুষ্যপুরুষ দিগের মধ্যে—সচ্চক নিগণ্ঠপুত্ত, অম্বট্ঠ-মানব, পোক্খর সাতি, সোণদণ্ড, কূটদণ্ডাদি; অমনুষ্য-পুরুষ,—আলবক, শূচীলোম, খরলোম যক্ষ, সক্কদেবরাজাদি দমিত, বিনীত, বিচিত্র-বিনয় উপায় দ্বারা (দমিত ও বিনীত)।

"হে কেসি, আমি দম্য পুরুষকে স্নেহেতেও বিনীত করি, পৌরুষ (কর্কশ বাক্য, ব্যবহার) দ্বারাও বিনীত করি, স্নেহপৌরুষদ্বারাও বিনীত করি" এই সূত্রও এইখানে বিস্তার কর্ত্তব্য।

অপিচ ভগবান বিশুদ্ধ-শীলী, প্রথম ধ্যানী স্রোতাপন্নাদিকে উত্তরমার্গপ্রতিপদা উপদেশ করিয়া দান্তকেও দমন করেন। "অথবা অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথী" তি একই অর্থপদ। ভগবান তথা পুরুষদম্যকে দমন করেন (সারেন)। যথা এক পর্য্যঙ্কে নিসন্ন (ব্যক্তিগণ) অষ্ট দিশায় অলগ্নমান ধাবন করে (দৌড়ে)। সেইহেতু অনুত্তর পুরুষদম্য সারথী বলিয়া উক্ত হন। "হে ভিক্ষুগণ, হস্তীদম্য সারিত (বিনীত) একই দিশায় দৌড়ে" এই সূত্রও এইখানে বিস্তার কর্ত্তব্য।

দৃষ্ট-ধর্ম্মিক ও সম্পরায়িক পরমার্থ সমূহ যথাহ´ (যথোপযুক্ত) অনুশাসন করেন বলিয়া শাস্তা (সখা) অপিচ সার্থ সমূহ সদৃশ বলিয়া সার্থ (সখা), ভগবান সার্থবাহ। যথা সার্থবাহ সার্থ সমূহকে কান্তার পার করে, চোর কান্তার পার করে, বাল কান্তার (যক্ষাদি পূর্ণ কান্তার), দুর্ভিক্ষ কান্তার, নিরুদক কান্তার পার করে, তীর্ণ করে, উত্তীর্ণ করে, নিস্তীর্ণ করে, প্রতীর্ণ করে, ক্ষেমান্ত ভূমি (নিরাপদ স্থান)প্রাপ্ত করায়, সেইরূপ ভগবান সার্থ সার্থবাহ সার্থ সমূহকে কান্তার পার করে, জাতি কান্তার পার করে ইত্যাদি 'নিদ্দেস নয়ে' অত্র অর্থ বেদিতব্য।

দেবমনুষ্যগণের—দেবগণের ও মনুষ্যগণের, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছেদবশে ও ভব্য-পুদ্‌গল-পরিচ্ছেদবশে ইহা উক্ত। কিন্তু ভগবান তির্য্যকযোনী প্রাপ্ত প্রাণিগণেরও অনুশাসনি প্রদানদ্বারা শাস্তাই। তাহারাও ভগবানের ধর্ম্মশ্রবণদ্বারা উপনিশ্রয়-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেই উপনিশ্রয় সম্পত্তিদ্বারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় আত্মভাবে মার্গফলভাগী হইয়া থাকে। মণ্ডুক দেবপুত্রাদি অত্র নিদর্শন (দৃষ্টান্ত)। ভগবান গগ্‌গরার পুষ্করিণী তীরে চম্পানগর বাসীদের ধর্ম্মদেশনা করিবার সময়ে এক মণ্ডুক ভগবানের স্বরে নিমিত্ত গ্রহণ করিল। তথায় এক বৎসপালক (গোপালক) দণ্ডে ভরদিয়া দাঁড়াইতে গিয়া তাহার শীর্ষে (মাথায়) অজ্ঞাতসারে দণ্ডাগ্র স্থাপন করিয়া দাঁড়াইল। সে মণ্ডুক তৎক্ষণাৎ কাল করিয়া (মরিয়া) তাবতিংস ভবনে দ্বাদশ যোজনিক কনকবিমানে সুপ্ত-প্রবুদ্ধ সদৃশ (নিদ্রোত্থিতের মত) নিবর্ত্তন করিল (উৎপন্ন হইল)। তত্র অপ্‌সরা-সংঘ পরিবৃত নিজকে দেখিয়া সে বলিল "অরে! আমিও এইখানে নিবর্ত্তিত (উৎপন্ন) ? "কি কর্ম্ম আমি করিয়াছিলাম" চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের স্বরে নিমিত্ত গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিল না। সেই তৎক্ষণাৎ বিমানসহ আসিয়া ভগবানের পায়ে বন্দনা করিল। ভগবান জানন্ত ও জিজ্ঞাসা করিলেন—

কো মে, বন্দতি পাদানি, ইদ্ধিয়া যসসা জলং
অভিক্কন্তেন বণ্ণেন সব্বা ওভাসয়ং দিসাতি ?

ঋদ্ধি ও যশের দ্বারা শোভিত হইয়া এবং সুন্দরবর্ণে (অভিক্রান্ত) সকল দিক অবভাসিত করিয়া কে আমার পাদদ্বয় বন্দনা করিতেছে ?

মণ্ডুকোহং পুরে আসিং উদকে বারিগোচরো,
তব ধম্মং সুনন্তস্স অবধি বচ্ছপালকোতি ?

আমি পূর্ব্বে বারিগোচর (জলচর) মণ্ডুক উদকে ছিলাম (বাস করিতাম)। যখন আপনার ধর্ম্ম শুনিতেছিলাম তখন বৎসপালক আমাকে মারিয়া ফেলিল।

ভগবান তাহাকে ধর্ম্মদেশনা করিলেন। চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্ম্মাভিসময় (ধর্ম্মপ্রতিলাভ) হইল। দেবপুত্র ও স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মৃদুহাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন (প্রক্রান্ত হইলেন)।

যাহা কিছু জ্ঞেয় আছে তৎসমস্তেরই বুদ্ধ বলিয়া বিমোক্ষান্তিক জ্ঞানবশে বুদ্ধ। যেহেতু চারি সত্য নিজেও বুঝিয়াছিলেন, অন্য প্রাণিগণকে বুঝাইয়াছিলেন, সেই হেতু এইপ্রকার কারণ সমূহ দ্বারা বুদ্ধ। এই অর্থ বিজ্ঞাপনার্থ "সত্য সমূহ বুঝিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ, প্রজাগণকে বোধেতা (বোধকারী) বলিয়া বুদ্ধ" এইরূপে প্রবর্ত্তিত সমস্ত "নিদ্দেসনযো" বা "পটিসম্ভিদানয়ো" বিস্তার কর্ত্তব্য।

ভগবান এই শব্দ ইহাঁর গুণবিশিষ্ট-সর্ব্ব-সত্ত্বোত্তম-গুরুগৌরবাধিবচন (বিশিষ্ট গুণ বশতঃ সর্ব্বসত্ত্বের উত্তম গুরু-গৌরব অধিবচন বা নাম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।)

সেই কারণে পোরাণা (প্রাচীনগণ) বলিয়াছেন :-

ভগবাতি বচনং সেট্‌ঠং, ভগবাতি বচনুত্তমং,
গুরু গারবযুত্তো সো ভগবা তেন বুচ্চতীতি ॥

'ভগবান" শ্রেষ্ঠ বচন, 'ভগবান' উত্তম বচন, তিনি গুরুগৌরব যুক্ত। সেইহেতু ভগবান বলিয়া উক্ত হন।

নাম চারিপ্রকার :—আবস্থিক, লিঙ্গিক, নৈমিত্তিক ও অধিত্য সমুৎপন্ন। লৌকীয় ব্যবহারে যদৃচ্ছা নামকে অধিত্য-সমুৎপন্ন বলাহয়। (অর্থহীন যথেচ্ছা কৃত নাম)। তত্র বচ্ছো, দম্মো, বলিবদ্দো ইত্যাদি আবস্থিক। দণ্ডী, শিখী, পরী ইত্যাদি লিঙ্গিক। তেবিজ্জো, ছলভিঞ্ঞো আদি নৈমিত্তিক। সিরিবড্‌ঢকো, ধনবড্‌ঢকো আদি বচনার্থ অপেক্ষা না করিয়া প্রবর্ত্তিত নাম অধিত্যসমুৎপন্ন। এই "ভগবান" নাম নৈমিত্তিক। ইহা মহামায়া, শুদ্ধোদন-মহারাজা, অশীতি জ্ঞাতি সহস্র, শক্র-সন্তুষিতাদি দেবতা বিশেষদ্বারা কৃত

নহে। ধর্ম্মসেনাপতি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—ভগবান এই নাম মাতাকর্ত্তৃক কৃত নহে,...পে...ইহা বুদ্ধ ভগবান গণের বিমোক্ষান্তিক, বোধিবৃক্ষমূলে সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞানের প্রতিলাভের সহিত স্বক্ষিক (প্রত্যক্ষসিদ্ধা) প্রজ্ঞাপ্তি এই "ভগবান" শব্দ। যে সকল গুণে এই নাম নৈমিত্তিক সে সকল গুণ প্রকাশনার্থ এই গাথা বলেন :—

ভগী ভজী ভাগী বিভত্তবা ইতি
অকাসি ভগ্গন্তি গরূতি ভাগ্যবা।
বহূহি ঞায়েহি সুভাবিতত্তনো,
ভবন্তগো সো ভগবাতি বুচ্চতীতি।

ভগী, ভজী, ভাগী, বিভক্তবান (ভগ্ন করিয়াছেন), গুরু, ভাগ্যবান, বহু নয়ে (বহু প্রকারে) সুভাবিতাত্ম,, ভবান্তগ বলিয়াও তিনি ভগবান নামে উক্ত হন। ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়াও ভগবান।

[ঐশ্বর্য্যাদি ভেদে ভগ ইঁহার আছে বলিয়া ভগী। ঐশ্বর্য্য,ধর্ম্ম,যশঃ শ্রী,কাম ও প্রযত্ন (বীর্য্য) ভগ নামে কথিত হয়। এই সকল ভগ আছে বলিয়া ভগবান ভগী। ধর্ম্মরত্ন বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া ভজী। চারিস্মৃত্যুপস্থান, চারি ধ্যান, সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মাদি বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া বিভক্তবান। রাগাদি পাপধর্ম্ম সমূহ ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়া ভগবান। গুরু বা পূজনীয়। ভাগ্যবান কুশলবান। কায় ভাবনাদি না না প্রকার ভাবনাক্রমে ভাবিতাত্ম।]

নিদ্দেসে উক্ত নয়েই সেই সেই পদের অর্থ দ্রষ্টব্য। এইটী অপর নয়—

ভাগ্যবা ভগ্গবা যুত্তো, ভবেহি চ বিভত্তবা,
ভত্তবা বন্তগমনো ভবেসু ভগবা ততো তি।

তত্র "বর্ণাগম" "বর্ণবিপর্য্যয়" আদি নিরুক্তি লক্ষণ গ্রহণ করিয়া অথবা শব্দ নয়ে 'পিসোদরাদি' প্রক্ষেপ-লক্ষণ গ্রহণ করিয়া যেহেতু লৌকীয়-লোকোত্তর সুখাভিনিবর্ত্তক দানশীলাদি পারপ্রাপ্ত ভাগ্য ইঁহার আছে সেই হেতু ভাগ্যবান বলিয়া বক্তব্যে ভগবা বলিয়া উক্তহয় জ্ঞাতব্য। যেহেতু লোভ-দ্বেষ-মোহ-বিপরীতমনসিকার অহ্রীক অনৌত্তাপ্য ক্রোধ উপনাহ ম্রক্ষ পলাস ঈর্ষা মাৎসর্য্য মায়া শাঠ্যে স্বব্ধতা সারম্ভ মানাতিমান মদ প্রমাদ তৃষ্ণা অবিদ্যা ত্রিবিধাকুশল-মূল দুশ্চরিত সংক্লেশ-মল বিষম-সংজ্ঞা বিতর্কপ্রপঞ্চ,

চতুর্ব্বিধ বিপরীত এষণ আশ্রব গ্রন্থ ওঘ যোগ অগতি তৃষ্ণা-উপাদান, পঞ্চ চিত্ত-খিল বিনিবন্ধ-নিবারণাভিনন্দন, ছয়বিবাদ-মূল তৃষ্ণাকায়া, সপ্তানুশয়, অষ্টমিথ্যাত্ব, নবতৃষ্ণামূলক, দশ অকুশল কর্ম্মপথ, দ্বাষষ্ঠি দৃষ্টিগত, অষ্টশত তৃষ্ণাবিচরিত প্রভেদ, সর্ব্বদরথ বা পরিদাহ-ক্লেশ, শতসহস্র সংক্ষেপতঃ অথবা ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কার দেবপুত্র, মৃত্যু এই পঞ্চ মারকে ভঙ্গ করিয়াছিলেন। সেইহেতু এই সকল পরিশ্রয়ের ভঙ্গহেতু ভগ্‌গবা তি বক্তব্যে ভগবান বলিয়া কথিত হয়। এইখানেও বলা হইয়াছে—

ভগ্‌গরাগো ভগ্‌গদোসো, ভগ্‌গমোহো অনাসবো,

ভগ্‌গাস্‌স পাপকা ধম্মা, ভগবা তেন বুচ্চতীতি ॥

ভগ্নরাগ, ভগ্নদ্বেষ, ভগ্নমোহ, অনাশ্রব এবং ইঁহার পাপক ধর্ম্ম সমূহ ভগ্ন, তাই তিনি ভগবান বলিয়া উক্ত হন।

ভাগ্যবত্তায় সে শতপুণ্যলক্ষণ-ধারীর রূপকায়সম্পত্তি দীপিতা হয়, ভগ্নদ্বেষতায় ধর্ম্মকায়-সম্পত্তি (দীপিতা হয়)। তথা লৌকিক পরীক্ষক গণের বহুমতভাব, গৃহস্থ-প্রব্রজিতগণ কর্ত্তৃক অভিগমনীয়তা, সেই অভিগতগণের কায়চিত্ত-দুঃখাপনয়নে প্রতিবলভাব; আমিষদান-ধর্ম্মদান দ্বারা উপকারিতা, লৌকিকলোকোত্তর সুখেও সংযোজন সমর্থতা দীপিতা হইতেছে। যেহেতু লোকে ঐশ্বর্য্য ধর্ম্ম যশঃ শ্রী কাম প্রযত্ন (বীর্য্য) এই ছয় ধর্ম্মে ভগশব্দ প্রবর্ত্তিত হয়, ইঁহার স্বকীয়চিত্তে পরম ঐশ্বর্য্য অথবা অণিমা, লঘিমাদি লৌকিকসম্মত সর্ব্বকারপরিপূর্ণতা আছে, তাহা লোকোত্তর ধর্ম্ম, লোকত্রয়ব্যাপিত যথাভূত গুণাধিগত অতিশয় পরিশুদ্ধ যশঃ, রূপকায়দর্শন ব্যাপৃত জন-নয়ন-মন-প্রসাদ-জনন সমর্থতা সর্ব্বাকারপরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গশ্রী, আত্মহিত বা পরহিত যাহা যাহা ইঁহার দ্বারা ইচ্ছিত প্রার্থিত তাহা তথৈব অভিনিষ্পন্ন বলিয়া ইচ্ছিত-নিষ্পত্তিসংজ্ঞিত কাম, সর্ব্বলোক গুরুভারপ্রাপ্তিহেতু-ভূত সম্যক ব্যায়াম সংখ্যাত প্রযত্ন ও আছে, সেই কারণে এই সকল ভগ সমূহ দ্বারা যুক্ত বলিয়া ভগসমূহ ইঁহার আছে এই অর্থে ইনি ভগবান নামে উক্ত হন। যেহেতু কুশলাদি ভেদে সর্ব্বধর্ম্মে বা স্কন্ধ আয়তন ধাতু সত্য ইন্দ্রিয় প্রতীত্য সমুৎপাদাদি কুশলাদি ধর্ম্মে পীড়নসংখ্যাত বিপরি-নামার্থে দুঃখ আর্য্যসত্য, আয়ূহন-নিদান-সংযোগ-পলিবোধার্থে সমুদয়,

নিঃসরণ-বিবেক-সংখ্যাত অমৃতার্থে নিরোধ, নিয়্যানিক হেতু দর্শনাধিপত্যার্থে মার্গ বিভক্তবান, বিভাগকরিয়া, বিবরণ করিয়া দেশিত বলিয়া উক্ত হয়। সেই কারণে বিভক্তবান বলিয়া বক্তব্যে ভগবা নামে উক্ত হন। যেহেতু ইনি দিব্য-ব্রহ্ম-আর্য্যবিহার, কায়-চিত্ত-উপধি-বিবেক, শূন্যতা-অপ্রণিহিত,-অনিমিত্ত বিমোক্ষ এবং অপরও লৌকিক-লোকোত্তর উক্তরমনুষ্যধর্ম্ম ভজন করিয়াছিলেন, সেবাকরিয়া ছিলেন, বহুল করিয়াছিলেন, সেই হেতু ভক্তবান্ বক্তব্যে ভগবান্ বলিয়া উক্ত হন। যে হেতু তিন ভবে তৃষ্ণাসংখ্যাত গমন ইঁহাকর্ত্তৃক বন্ত (বমিত), সেই হেতু ভবসমূহে বন্তগমন বলিয়া বক্তব্যে ভব শব্দ হইতে ভ কার, গমন শব্দ হইতে গ কার, ও বন্ত শব্দ হইতে বকার দীর্ঘস্বরান্ত করিয়া আদায় করিয়া (লইয়া) ভগবা বলিয়া উক্ত হন' যেমন লোকে মে হনর খর মালা বলিয়া বক্তব্য স্থানে 'মেখলা' বলে।

এইরূপে এই এই কারণে সেই ভগবান অর্হন্‌..... ... ..পে........এই এই কারণে ভগবান বলিয়া বুদ্ধ গুণ সমূহ অনুস্মরণ করিতে করিতে সেই যোগীব সে সময়ে চিত্ত রাগাভিভূত হয় না, দ্বেষাভিভূত হয় না, মোহাভিভূতও হয় না,। সেই সময়ে তাহার চিত্ত তথাগতকে লক্ষ্য করিয়া ঋজুগত (সরল) হইয়া থাকে। অতএব ইহার এইরূপে রাগাদি কর্ত্তৃক অভিভবনের অভাবে বিক্ষম্ভিত-নিবারণ কর্ম্মস্থানাভিমুখতায় ঋজুগত চিত্তের বুদ্ধগুণ সমূহের দিকে নত (পক্ষপাতী) বিতর্ক ও বিচার প্রবর্ত্তিত হয়, বুদ্ধগুণ সমূহ অনুবিতর্ক করিতে অনুবিচরণ করিতে প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিযুক্তমনের প্রীতিহেতুতে উৎপন্ন প্রশ্রব্ধিদ্বারা কায়চিত্তদরথ (দরদ, শারীরিক-মানসিক বেদনা) প্রতিপ্রশ্রব্ধ হয়; প্রশ্রব্ধদরথ (উপশান্ত বেদনা) ব্যক্তির কায়িক ও চৈতসিক সুখ উৎপন্ন হয়; সুখীর বুদ্ধ গুণালম্বন হইয়া চিত্ত সমাহিত হয়। এইরূপে অনুক্রমে একক্ষণে ধ্যানাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধগুণ সমূহের গম্ভীরতা বশতঃ নানাপ্রকারগুণানুস্মরণাবিমুক্ততায় বা অর্পণা প্রাপ্ত না হইয়া উপচার প্রাপ্ত ধ্যান হইয়া থাকে। সেই ধ্যান বুদ্ধ গুণানুস্মরণ বশে উৎপন্ন বলিয়া বুদ্ধানুস্মৃতি এই সংখ্যা প্রাপ্ত (আখ্যাপ্রাপ্ত) হয়। এই বুদ্ধানুস্মৃতি

ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব হইয়া থাকে, সপ্রতিশ্রয় (আশ্রয় যুক্ত

বুদ্ধাশ্রিত, ভক্তিমান) হইয়া থাকে, শ্রদ্ধা-বৈপুল্য, স্মৃতি-বৈপুল্য, প্রজ্ঞাবৈপুল্য ও পুণ্য-বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। প্রীতি প্রামোদ্যবহুল হইয়া থাকে, ভয়-ভৈরব সহকারী ও দুঃখাধিবাসন সমর্থ (দুঃখ সহকরণ সমর্থ) হইয়া থাকে, বুদ্ধের সহিত সংবাস-সজ্ঞা প্রতিলাভ করে, বুদ্ধগুণানুস্মৃতি দ্বারা অধ্যবসিত (পূর্ণ) ইহার শরীর চৈত্যঘরের মত পূজার্হ হইয়া থাকে। বুদ্ধ ভূমিতে চিত্ত নমিত হয়। ব্যতিক্রমিতব্য-বস্তু সমাযোগে ও ইহার সম্মুখে শাস্তাকে দর্শনের ন্যায় হ্রী-ঔত্তাপ্য প্রত্যুপস্থিত হয়। উত্তর (অধিক) প্রতিবিদ্ধ (অধিক জ্ঞান বা উন্নতি লাভ) না করিয়া সুগতি পরায়ণ (স্বর্গ পরায়ণ) হইয়া থাকে।

তস্মা হবে অপ্পমাদং কয়িরাথ সুমেধসো
এবং মহানুভাবায় বুদ্ধানুস্সতিয়া সদাতি।

হে সুমেধ, সেই কারণে এই রূপ মহানুভাবসম্পন্ন বুদ্ধানু-স্মৃতি প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা অপ্রমাদ কর (অপ্রমত্ত ভাবে চেষ্টা কর)

২। ধর্ম্মানুস্মৃতি।

ধর্ম্মানুস্মৃতি ভাবনা করিতে ইচ্ছুক (ব্যক্তি) কর্ত্তৃক গুপ্তস্থানে গিয়া ধ্যানশীল হইয়া "স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্ঠিকো অকালিকো এহিপস্সিকো ওপনয়িকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহীতি" এইরূপে পর্য্যাপ্তি ধর্ম্ম ও নব বিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম সমূহ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

স্বাক্খাতো—এই পদে পর্য্যাপ্তি ধর্ম্ম সংগৃহীত হইতেছে। অপর পদ সমূহদ্বারা লোকোত্তর ধর্ম্মই। অত্র আদৌ পর্য্যাপ্তি ধর্ম্ম—আদি-মধ্য-পর্য্যবসান কল্যাণ বলিয়া এবং স্বার্থ সব্যঞ্জন-কেবল-পরিপূর্ণ-পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যা প্রকাশ করে বলি স্বাক্খাতো (স্বাখ্যাত) (সু+আখ্যাত=সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত)। ভগবান যে এক গাথা ও দেশনা করেন তাহা সর্ব্বপ্রকারে ভদ্র (সুন্দর) বলিয়া প্রথম পাদ দ্বারা ধর্ম্মের আদি কল্যাণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ দ্বারা মধ্যকল্যাণ, শেষ পাদ দ্বারা পর্য্যবসান কল্যাণ। একানুসন্ধিক সুত্র নিদান দ্বারা আদি কল্যাণ, নিগমন দ্বারা পর্য্যবসান কল্যাণ, অবশেষ (অংশ) দ্বারা মধ্য কল্যাণ। নানানুসন্ধিক প্রথম অনুসন্ধি দ্বারা আদি কল্যাণ, শেষ অনুসন্ধি দ্বারা পর্য্যবসান কল্যাণ, অবশেষ (অংশ

মধ্য কল্যাণ। অপিচ নিদান ও উৎপত্তি সহ বলিয়া আদিকল্যাণ; বিনীতব্য গণের অনুরূপ, অর্থের অবিপরীততা ও হেতু উদাহরণ যুক্ত বলিয়া মধ্য কল্যাণ; শ্রোতাগণের শ্রদ্ধাপ্রতিলাভ-জনন ও নিগমন দ্বারা পর্য্যবসান কল্যাণ। সকল শাসন-ধর্ম্মও নিজের অর্থভূত শীলদ্বারা আদিকল্যাণ, শমথ-বিদর্শন-মার্গফল দ্বারা মধ্য কল্যাণ, নির্ব্বাণ দ্বারা পর্য্যবসান কল্যাণ। অথবা শীল-সমাধি দ্বারা আদি-কল্যাণ, বিদর্শন-মার্গ দ্বারা মধ্য কল্যাণ, ফল নির্ব্বাণ দ্বারা পর্য্যবসান কল্যাণ। বুদ্ধ-সুবোধিতায় আদিকল্যাণ, ধর্ম্ম-সুধর্ম্মতায় মধ্য কল্যাণ, সংঘ-সুপ্রতিপত্তি দ্বারা পর্য্যবসান কল্যাণ। তাহা শুনিয়া তথার্থ প্রতিপন্ন (ব্যক্তি) কর্ত্তৃক অধিগন্তব্য অভিসম্বোধি দ্বারা আদি কল্যাণ, প্রত্যেক-বোধি দ্বারা মধ্য কল্যাণ, শ্রাবক-বোধি দ্বারা পর্য্যাবসান কল্যাণ। ইহা (এই ধর্ম্ম) শুনিতে শুনিতে নিবারণ বিক্ষম্ভিত (দমিত) হয় বলিয়া শ্রবণ দ্বারা ও কল্যাণ আবহন (আনয়ন) করে। এই কারণে আদিকল্যাণ। আর ইহা প্রতিপালন করিতে করিতে শমথবিদর্শন-সুখ আবহন করে বলিয়া প্রতিপত্তিদ্বারা ও কল্যাণ আনয়ন করে। এই কারণে মধ্য কল্যাণ। তথা প্রতিপন্ন ধর্ম্ম ও প্রতিপত্তি ফল শেষ হইলে তাদিভাব আবহন করে বলিয়া প্রতিপত্তিফল দ্বারা ও কল্যাণ আবহন করে। এই কারণে পর্য্যবসান কল্যাণ। এইরূপে আদি-মধ্য-পর্য্যবসান কল্যাণ বলিয়া স্বাখ্যাত। ভগবান ধর্ম্মদেশনা করিতে করিতে যে শাসন-ব্রহ্মচর্য্য ও মার্গ-ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন, নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করেন, তাহা যথার্থরূপ অর্থসম্পত্তি দ্বারা সার্থ, ব্যঞ্জন সম্পত্তি দ্বারা সব্যঞ্জন।

সংকাশন-প্রকাশন-বিবরণ-বিভাজন-উত্তানিকরণ-প্রজ্ঞাপ্তি-অর্থপদ-সমাযোগ হেতু সার্থ, অক্ষর-পদ-ব্যঞ্জনাকার-নিরুক্তি-নির্দ্দেশ-সম্পত্তি হেতু সব্যঞ্জন। অর্থ গম্ভীরতা ও প্রতিবেদ গম্ভীরতা বশতঃ সার্থ, ধর্ম্মগম্ভীরতা ও দেশনা গম্ভীরতা বশতঃ সব্যঞ্জন। অর্থ-প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা বিষয় হেতু সার্থ, ধর্ম্ম-নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা বিষয় হেতু সব্যঞ্জন। পণ্ডিত বেদনীয় ও কুশলান্বেষীজন প্রসাদক বলিয়া সার্থ, শ্রদ্ধেয় বলিয়া লৌকিকজন প্রসাদক হেতু সব্যঞ্জন। গম্ভীরাভিপ্রায় বলিয়া সার্থ, উত্তান পদ বলিয়া সব্যঞ্জন।

উপনেতব্য অর্থাৎ প্রক্ষিপিতব্য ব্যবদান (মল) ও অকথিত স্থানের অভাব বলিয়া সকল পরিপূর্ণ ভাবে কেবল পরিপূর্ণ (সর্ব্বাঙ্গপরিপূর্ণ)।

অপনেতব্যর (বিষয়ের) অভাবহেতু নির্দ্দেশভাবে পরিশুদ্ধ। অপিচ প্রতি-পত্তির অধিগম-ব্যক্তি হেতু (১) সার্থ। পর্য্যপ্তির আগমব্যক্তি হেতু সব্যঞ্জন।

শীলাদি পঞ্চধর্ম্মস্কন্ধযুক্ত বলিয়া কেবল পরিপূর্ণ।

নিরুপক্লেশ, নিস্তারণার্থ প্রবর্ত্তিত ও লোকামিষ নিরপেক্ষ বলিয়া পরিশুদ্ধ।

এইরূপে সার্থ-সব্যঞ্জন-কেবলপুরিপূর্ণ-পরিশুদ্ধ-ব্রহ্মচর্য্য-প্রকাশন হেতু স্বাখ্যাত।

অর্থ বিপর্য্যাসাভাব বলিয়া সুষ্ঠু আখ্যাত স্বাখ্যাত। যথা অন্যতীর্থীকগণের ধর্ম্মের অর্থ বিপর্য্যাস হইয়া থাকে, যে সকল ধর্ম্ম অন্তরায়কর বলিয়া উক্ত, সে সকল অন্তরায়িক নহে, আর যে সকল ধর্ম্ম নিয়্যানিক (নির্ব্বাণ প্রাপক) বলিয়া উক্ত সে সকল ধর্ম্ম নিয়্যানিক নহে বলিয়া (সে সকল) ধর্ম্ম (দুঃ+আখ্যাত) দুরাখ্যাত-ই হয়। কিন্তু ভগবানের ধর্ম্মের সেরূপ অর্থ বিপর্য্যাস হয় না। এই সকল ধর্ম্ম অন্তরায়িক, এই সকল ধর্ম্ম নিয়্যানিক বলিয়া উক্ত ধর্ম্ম সমূহ তথাভাব অ তক্রম করে না বলিয়া (পরিয়ত্তি) পয্যপ্তি ধর্ম্ম স্বাখ্যাত।

লোকোত্তর ধর্ম্ম নির্ব্বাণানুরূপ প্রতিপত্তি এবং প্রতিপদানুরূপ নির্ব্বাণের আখ্যাত হেতু স্বাখ্যাত।

যথা বলা হইয়াছে:—সেই ভগবান কর্ত্তৃক শ্রাবকগণকে নির্ব্বাণগামিনী প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত। নির্ব্বাণ ও প্রতিপদা সংসন্দন করে (অনুরূপ হয়, মিলে)। যেমন গঙ্গোদক যমুনোদকের সহিত সংসন্দন করে, সমান হয়, সেইরূপ সেই ভগবান কর্ত্তৃক শ্রাবকগণকে নির্ব্বাণ গামিনী প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত, নির্ব্বাণ ও প্রতিপদা সংসন্দন করে।

অত্র আর্য্যমার্গ অন্তদ্বয় উপগমন না করিয়া মধ্যম প্রতিপদা বলিয়া আখ্যাত। তাই স্বাখ্যাত। শ্রামণ্য ফল সমূহ প্রতিপ্রশ্রব্ধক্লেশ বলিয়া প্রতিপ্রশ্রব্ধক্লেশ নামে আখ্যাত। তাই স্বাখ্যাত। নির্ব্বাণ শাশ্বতামৃত-ত্রাণ-লেণাদি স্বভাব বলিয়া শাশ্বতাদি স্বভাব বশে আখ্যাত। তাই স্বাখ্যাত। এইরূপে লোকোত্তর ধর্ম্ম ও স্বাখ্যাত।

সান্দিট্ঠিকো—সন্দৃষ্টিক—অত্র আর্য্যমার্গ আদৌ নিজের শরীরে রাগাদির অভাব করন্ত (আর্য্যপুদ্গল) কর্ত্তৃক স্বয়ং দ্রষ্টব্য বলিয়া সন্দৃষ্টিক। যথা বলা

(১) সত্ত্য প্রতিবেধদ্বারা অধিগম-ব্যক্তি-সম্ভব হেতু সার্থ। কপিল মতাদির ন্যায় তুচ্ছ, নিরর্থক না হইয়া অর্থ-সম্পন্ন। (মহাটীকা)

হইয়াছে :—হে ব্রাহ্মণ, রক্ত, রাগাভিভূত, রাগপর্য্যাদত্তচিত্ত (ব্যক্তি) আত্ম-ব্যাবাধ জন্যও চিন্তা করে, পরব্যাবাধ জন্যও চিন্তা করে, উভয় ব্যাবাধজন্যও চিন্তা করে, চৈতসিক দুঃখ ও দৌর্ম্মনস্য প্রতিসংবেদন করে। রাগ প্রহীন হইলে আত্ম ব্যাবাধ জন্যও চিন্তা করে না, পর ব্যাবাধ জন্যও চিন্তা করে না, উভয় ব্যাবাধ জন্য ও চিন্তা করে না, চৈতসিক দুঃখ ও দৌর্ম্মনস্য প্রতিসংবেদন করে না। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপে ধর্ম্ম সন্দৃষ্টিক হইয়া থাকে।

অপিচ নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম যৎকর্তৃক অধিগত হয় তৎকর্তৃক পরশ্রদ্ধা দ্বারা গন্তব্য ত্যাগ করিয়া প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং দ্রষ্টব্য বলিয়া সন্দৃষ্টিক।

অথবা প্রশস্তা দৃষ্টি সন্দৃষ্টি। সন্দৃষ্টি দ্বারা জয় লাভ করে বলিয়া সন্দৃষ্টিক। সেইরূপ এইখানে আর্য্যমার্গ সম্প্রযুক্তা, আর্য্যফল কারণ ভূতা, নির্ব্বাণ বিষয়ীভূতা সন্দৃষ্টি দ্বারা ক্লেশ সমূহ জয় করে। তাই যথা রথদ্বারা জয় করে বলিয়া রথিকো সেইরূপ নববিধ লোকাত্তর ধর্ম্ম সন্দৃষ্টি দ্বারা জয় করে বলিয়া সন্দৃষ্টিক।

অথবা দৃষ্ট বলে দর্শনকে। দৃষ্টই সন্দৃষ্ট, অর্থাৎ সন্দর্শন। সন্দৃষ্ট যোগ্য বলিয়া সন্দৃষ্টিক। লোকোত্তর ধর্ম্মই ভাবনাভিসময় বশে ও স্ব-অক্ষিক্রিয়াভিসময় বশে দৃশ্যমান (অবস্থাতে) বর্ত্তভয় নিবর্ত্তন করে। সেই কারণে যথা বস্ত্রযোগ্য (পাওয়ার উপযুক্ত) বলিয়া বস্ত্রিক, সেইরূপ সন্দৃষ্ট-যোগ্য বলিয়া সন্দৃষ্টিক।

নিজের ফলদান সম্বন্ধে ইহার কাল নাই বলিয়া অকাল। অকালই অকালিক। পঞ্চাহ বা সপ্তাহ ভেদে কালক্ষেপণ করিয়া ফল দেয় না। নিজের প্রবর্ত্তি-সমানন্তরে (সময়েই) ফলদ বলিয়া উক্ত হয়।

অথবা নিজের ফলদানে প্রকৃষ্ট কালপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কালিক। কে সে? লৌকিক কুশলধর্ম্ম। এইটী সমানন্তর ফলহেতু কালিক নহে বলিয়া অকালিক। মার্গ সম্বন্ধে ইহা বলা হইয়াছে।

"এস, দেখ এই ধর্ম্ম" এইরূপে প্রবর্ত্তিত এস দেখ-বিধির যোগ্য বলিয়া "এহিপস্সিক" [এস-দেখ(-বলা)র-যোগ্য]। কেন ইহা সেই বিধির যোগ্য? বিদ্যমানত্ব হেতু ও পরিশুদ্ধত্ব হেতু। রিক্ত মুষ্টিতে হিরণ্য বা সুবর্ণ আছে বলিয়াও "এস, ইহা দেখ" বলিয়া বলিতে সক্ষম নহে। কেন? অবিদ্যমানত্বহেতু। গু বা মূত্র বিদ্যমান থাকিলে ও মনোজ্ঞভাব প্রকাশন দ্বারা চিত্তসংপ্রহর্ষণার্থ "এস, ইহা দেখ" বলিয়া বলিতে সক্ষম নহে। অপিচ (তাহা) তৃণ বা পত্রসমূহ

দ্বারা প্রতিচ্ছাদিতব্য হইয়া থাকে। কেন? অপরিশুদ্ধ বলিয়া। কিন্তু এই নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম স্বভাবতঃই বিদ্যমান, বিগতবলাহক আকাশে সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ, ও পাণ্ডু কম্বলে নিক্ষিপ্ত জাতমণির ন্যায় পরিশুদ্ধ। সেই কারণে বিদ্যমানত্ব ও পরিশুদ্ধত্ব হেতু এস-দেখ-বিধির যোগ্য বলিয়া "এহি পস্সিক" [এস-দেখ(-বলা)র-যোগ্য]।

উপনেতব্য বলিয়া ঔপনয়িক। অত্র এই বিনিশ্চয়:—উপনয়ন=উপনয়। আদীপ্ত চেল (বস্ত্র) বা শীর্ষ অধ্যুপেক্ষা করিয়া ভাবনা বশে নিজের চিত্তে উপনয়ন যোগ্য বলিয়া উপনয়িক। ইহা সংস্কৃত লোকোত্তর ধর্ম্মে খাটে। অসংস্কৃতে নিজের চিত্তদ্বারা উপনয়ন-যোগ্য বলিয়া উপনয়িক। স্ব-অক্ষিক্রিয়া বশে অল্লীয়ন (আসক্তি) পাওয়ার যোগ্য এই অর্থ।

অথবা নির্ব্বাণ উপনয়ন করে বলিয়া আর্য্য মার্গ উপনেয়্য। স্ব-অক্ষি কর্ত্তব্য উপনেতব্য বলিয়া ফল-নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম উপনেয়্য, উপনেয্যই ঔপনেয্যিক।

পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি—প্রত্যাত্ম বেদিতব্য বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক—উদ্‌ঘটিতজ্ঞাদি বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নিজে নিজে বেদিতব্য—আমা কর্ত্তৃক মার্গ ভাবিত, ফল অধিগত, নিরোধ স্ব-অক্ষিকৃত (সাক্ষাৎ কৃত)। উপাধ্যায় কর্ত্তৃক মার্গ ভাবিত হইলে স্বার্দ্ধ বিহারীর (শিষ্যের) ক্লেশ সমূহ প্রহীন হয় না। তাঁহার ফল সমাপত্তিতে তাহারও ফাসু বিহার হয় না। তৎকর্ত্তৃক স্ব-অক্ষিকৃত (স্বাক্ষাৎকৃত) নির্ব্বাণও স্ব-অক্ষি করে না। তাই ইহা পরের শীর্ষে আভরণ সদৃশ দ্রষ্টব্য নহে। নিজের চিত্তেই দ্রষ্টব্য। বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক অনুভব কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হয়। ইহা কিন্তু বালগণের অবিষয়।

অপিচ এই ধর্ম্ম স্বাখ্যাত। কেন? সন্দৃষ্টিক বলিয়া, সন্দৃষ্টিক অকালিক বলিয়া, অকালিক 'এস দেখ-(বলা)র যোগ্য' বলিয়া। যে 'এস-দেখ-(বলা)র যোগ্য' সেই ঔপনয়িক হইয়া থাকে। এইরূপে স্বাখ্যাতাদি ভেদ-বিশিষ্ট ধর্ম্ম-গুণ সমূহ অনুস্মরণ করাতে সেই সময়ে তাহার চিত্ত রাগ-বশীভূত হয় না, দ্বেষ···পে... মোহ-বশীভূত হয় না। ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া তাহার চিত্ত ঋজু-গত (ঋজুতাপ্রাপ্ত) হয়। পূর্ব্ব প্রকারেই বিষ্কম্ভিত-নিবারণ-চিত্ত ব্যক্তির একক্ষণেই ধ্যানাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মগুণ সমূহের গম্ভীরতায় বা নানাপ্রকার গুণানুস্মরণাধিমুক্তি দরুণ অর্পণা প্রাপ্ত না হইয়া উপচার প্রাপ্ত ধ্যান হইয়া থাকে। সেই ধ্যান

ধর্ম্মগুণানুস্মরণ বশে উৎপন্ন বলিয়া ধর্ম্মানুস্মৃতি নামে কথিত হয় (সংখ্যা প্রাপ্ত হয়)।

এই ধর্ম্মানুস্মৃতি অনুযুক্ত ভিক্ষু এইরূপ ঔপনেয়িক ধর্ম্মের দেশক এই কারণ-সম্পন্ন (গুণ যুক্ত) শাস্তা ভগবান অতীতে ও দেখিনা, এখনও দেখিনা। এইরূপে ধর্ম্ম গুণ দর্শনে শাস্তার প্রতি ভক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল, ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, শ্রদ্ধাদির বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, প্রীতি প্রামোদ্য বহুল হইয়া থাকে, ভয়-ভৈরব-সহনক্ষম ও দুঃখাধিবাসন সমর্থ হইয়া থাকে, ধর্ম্মের সহিত সংবাস-সংজ্ঞা প্রতিলাভ করে, ধর্ম্ম-গুণানুস্মৃতি দ্বারা অধ্যুষিত বলিয়া ইহার শরীরও চৈত্যগৃহ সদৃশ পূজার্হ হইয়া থাকে। অনুত্তর ধর্ম্মাধিগমের জন্য চিত্ত নত হয়, ব্যতিক্রমিতব্য-বস্তু সমাযোগে ও ইহার ধর্ম্ম-সুধর্ম্মতা সমনুস্মরণ করাতে হ্রী ও ঔত্যাপ্য প্রত্যুপস্থিত হয়। অধিক জ্ঞাত না হইয়া সুগতিপরায়ণ হইয়া থাকে।

তস্মা হবে অপ্পমাদং কয়িরাথ সুমেধসো,
এবং মহানুভাবায় ধম্মানুস্সতিয়া সদাতি।

সেইহেতু সুমেধ ব্যক্তি এইরূপ মহানুভাবসম্পন্ন ধর্ম্মানুস্মৃতির জন্য সদা অপ্রমাদ কর অর্থাৎ অপ্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মানুস্মৃতি ভাবনা কর।

৩। সংঘানুস্মৃতি।

সংঘানুস্মৃতি ভাবনাকামীরও নির্জ্জন স্থানে গিয়া ধ্যানস্থ হইয়া "সুপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো, সামিচিপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো; যদিদং—চত্তারি পুরিস-যুগানি, অট্ঠ পুরিস-পুগ্গলা, এস ভগবতো সাবক-সংঘো; আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলী-করণীয়ো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি, এইরূপে আর্য্য-সংঘ-গুণ-সমূহ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

তত্র "সুপটিপন্নো" অর্থ সুষ্ঠু প্রতিপন্ন; সম্যক প্রতিপদা, অনিবর্ত্তি প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অপ্রত্যনীক প্রতিপদা, ধর্ম্মানুধর্ম্ম-প্রতিপদা প্রাতপন্ন বলিয়া উক্ত হয়।

ভগবানের অববাদানুশাসনী সংকৃত্য (ভক্তির সহিত) শুনে বলিয়া শ্রাবক। শ্রাবকগণের সংঘ শ্রাবক-সংঘ (সাবক-সংঘো)। শীল-দৃষ্টি-সামান্ততায় সংঘাতভাব আপন্ন শ্রাবক-সমূহ এই অর্থ।

যেহেতু সে সম্যক প্রতিপদা ঋজু (উজু) অবঙ্কা অকুটিলা অজিহ্মা আর্য্য ও ন্যায় বলিয়া উক্ত হয়, অনুচ্ছবিক হেতু (অনুরূপ বশতঃ) সামিচী (সমীচীন ?) বলিয়া ও সংখ্যা প্রাপ্ত (কথিত), সেইহেতু তৎপ্রতিপন্ন আর্য্য-সংঘ ঋজুপ্রতিপন্ন (উজুপটিপন্ন), ন্যায়প্রতিপন্ন (ঞায়পটিপন্ন) ও সামীচীপ্রতিপন্ন (সামিচি-পটিপন্ন) বলিয়া ও উক্ত। অত্রও যাঁহারা মার্গস্থ তাঁহারা সম্যকপ্রতিপত্তি-সমাঙ্গীতায় সুপ্রতিপন্ন। যাঁহারা ফলস্থ তাঁহারা সম্যক প্রতিপদা দ্বারা অধিগন্তব্য অধিগত বলিয়া অতীত প্রতিপদা সম্বন্ধেই সুপ্রতিপন্ন। যাঁহারা ফলস্থ তাঁহারা সম্যক প্রতিপদা দ্বারা অধিগন্তব্য অধিগত বলিয়া অতীত প্রতিপদা সম্বন্ধেই সুপ্রতিপন্ন বলিয়া জ্ঞাতব্য। মধ্যম প্রতিপদা দ্বারা অন্তদ্বয় উপগমন না করিয়া প্রতিপন্নহেতু কায়-বাক্য-মন-বঙ্ককুটিল-জিহ্ম-দোষ প্রহানের জন্য প্রতিপন্ন বলিয়া ও ঋজুপ্রতিপন্ন। ন্যায় বলে নির্ব্বাণ। তদর্থে প্রতিপন্ন বলিয়া ন্যায় প্রতিপন্ন। যথা প্রতিপন্ন হইলে সামীচী কর্ম্মার্হ হইয়া থাকে তথা প্রতিপন্ন বলিয়া সামীচী-প্রতিপন্ন।

"যদিদন্"তি—যে সকল, এই সকল, যথা।

"চত্তারি পুরিসযুগানি"তি—যুগল বশে প্রথম মার্গস্থ ও ফলস্থ এই এক যুগল। এইরূপে চারি পুরুষ যুগল (আছে)।

"অট্ঠপুরিসপুগ্‌গলাতি"—পুরুষ-পুদ্‌গল বশে প্রথম মার্গস্থ এক ও ফলস্থ এক। এইরূপে অষ্টই পুরুষ=পুদ্‌গল হইয়া থাকে। অত্র ও পুরুষ বা পুদ্‌গল এই পদদ্বয় একার্থবাচক। বিনেয্য বশে ইহা উক্ত।

"এস ভগবতো সাবক-সংঘো"তি যুগবশে যে চারি পুরুষ যুগ, প্রত্যেক হিসাবে অষ্ট পুরুষ-পুদ্‌গল ভগবানের এই শ্রাবক-সংঘ।

আহুনেয়্যোতি ইত্যাদিতে (আহুনেয্য) আনিয়া হুনিতব্য বলিয়া আহুন, দূর হইতেও আনিয়া শীলবানকে দাতব্য এই অর্থ। *চারি প্রকার প্রত্যয়েরই এই অধিবচন (নাম)। মহাফল করে বলিয়া সেই আহুন প্রতিগ্রহণ করিতে যুক্ত (যোগ্য) বলিয়া আহুনেয্য (আহুনেয়্যো)। অথবা দূর হইতে ও

আগমন করিয়া সর্ব্বসাপতেয্য (সম্পত্তি) ও অত্র হুনিতব্য বলিয়া আহবনীয়। অথবা শক্রাদির আহবন পাইবার যোগ্য বলিয়া আহবনীয়। যথা ব্রাহ্মণগণের আহবনীয় অগ্নি, যাহাতে হোম করিলে মহা ফলদায়ক হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস (লব্ধি)। যদি হোমের মহাফলদায়কত্ব হেতু আহবনীয় হয়, তবে সংঘই আহবনীয়। সংঘে হোম করিলে মহাফল হইয়া থাকে। যথা বলা হইয়াছে—

যো চ বস্‌সতং জন্তু অগ্‌গি পরিচরে বনে,
একঞ্চে ভাবিতত্তানং, মুহুত্তমপি পূজয়ে ;
সা যেব পূজনা সেয্যো, যঞ্চে বস্‌সসতং হুতন্তি।

যে ব্যক্তি বনে শত বর্ষ অগ্নিতে হোম করে তাহার সেই শতবর্ষব্যাপী হোম অপেক্ষা এক জন ভাবিতাত্ম (বিশুদ্ধচিত্ত) অর্হতের মুহূর্ত্ত মাত্র পূজাও শ্রেষ্ঠ।

নিকায়ান্তরের এই আহবনীয় পদ ও এইখানের আহুনেয্য পদ অর্থতঃ এক। ব্যঞ্জনতঃ কিঞ্চিন্মাত্র নানা (প্রভেদ)। এই হেতু আহুনেয্য।

"পাহুনেয্যো"'তি অত্র প্রাহুন বলে দিক্‌বিদিক হইতে আগত প্রিয় মনাপ জ্ঞাতি মিত্রগণের জন্য সৎকার পূর্ব্বক প্রস্তুত আগন্তুক-দান। তথারূপ প্রাহুনক ব্যতীত তাহা সংঘকেই দেওয়া উচিত। সংঘ ও তাহা প্রতিগ্রহণ করিতে যোগ্য। সংঘ সদৃশ প্রাহুনক নাই। সেইরূপ ইহা এক বুদ্ধান্তরে ও দেখা যাইতেছে এবং অব্যবকীর্ণ ও বটে।

প্রিয়মনাপত্বকর ধর্ম্ম সমূহদ্বারা সমন্নাগত বলিয়া প্রাহুন ইঁহাকে দেওয়া উচিত, আর ইনিও প্রাহুন গ্রহণ করিতে যোগ্য। এই হেতু প্রাহুনেয্য। যাহাদের পালিতে 'প্রাহবনীয়' বলে তাহাদের মধ্যে সংঘই পূর্ব্ব-কারের যোগ্য। তাই সর্ব্বপ্রথমে আনিয়া অত্র হুনিতব্য (হোতব্য) বলিয়া প্রাহবনীয়। সর্ব্বপ্রকারেই আহবন পাওয়ার যোগ্য বলিয়াও প্রাহবনীয়। এই সে সংঘ সেই অর্থেই এখানে "পাহুনেয্য" (প্রাহুনেয্য) বলিয়া কথিত।

দক্‌খিণাতি—দক্ষিণা—পরলোক শ্রদ্ধা করিয়া দাতব্য দানকে দক্ষিণা বলে। সে দক্ষিণার উপযুক্ত, দক্ষিণার হিত, যেহেতু মহাফলকরণতায় তাহাকে বিশুদ্ধ করে বলিয়া দাক্ষিণেয্য।

উভয় হস্ত শিরে প্রতিস্থাপন করে বলিয়া সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক ক্রিয়মান অঞ্জলিকর্ম্মের অর্হনীয় বলিয়া অঞ্জলীকরণীয়।

অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্‌সাতি—অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র লোকের—সর্ব্ব-লোকের অসদৃশ পুণ্যবর্দ্ধন স্থান। যথা রাজার বা আমাত্যের শালি বা যব সমূহের বর্দ্ধন স্থান রাজার শালিক্ষেত্র বা যবক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ সংঘ সর্ব্বলোকের পুণ্য সমূহের বর্দ্ধন স্থান' সংঘকে আশ্রয় (নিরাশ্রয়) করিয়া লোকের নানাপ্রকার হিত-সুখ সংবর্ত্তনিক পুণ্যসমূহ বৃদ্ধি হয়। তাই সংঘ "লোকের অনুত্তর পুণ্য-ক্ষেত্র"।

এইরূপে সুপ্রতিপন্নতাদিভেদে সংঘগুণে অনুস্মরণ করাতে সেই সময়ে চিত্ত রাগপর্য্যুত্থিত (রাগভিভূত) হয় না, দ্বেষ.........পে ....মোহ-পর্য্যু ত (মোহাভিভূত) চিত্ত (উৎপন্ন) হয় না। তাহার চিত্ত সংঘকে আলম্বন করিয়া ঋজুগত (সরল) হয়। এবং পূর্ব্ব নয়েই বিক্ষম্ভিত-নিবারণের একক্ষণে ধ্যানাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। সংঘ-গুণ সকল গম্ভীর বলিয়া, বা নানাপ্রকার গুণানু স্মরণাধিমুক্ততায় অর্পণা প্রাপ্ত না হইয়া উপচারমাত্র ধ্যান হইয়া থাকে। সেই ধ্যান সংঘ-গুণানুস্মরণ বশে উৎপন্ন বলিয়া সংঘানুস্মৃতি সংখ্যা (নাম) প্রাপ্ত হয়।

এই সংঘানুস্মৃতি অনুযুক্ত ভিক্ষু সংঘের প্রতি ভক্তিমান ও নির্ভরশীল হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবৈপুল্য প্রাপ্ত হয় (অধিগত হয়), ও প্রীতি-প্রামোদ্যবহুল হইয়া থাকে। ভয়-ভৈরব সহন-ক্ষম ও দুখাধিবাসনসমর্থ হয়। সংঘের সহিত সংবাস-সংজ্ঞা প্রতিলাভ করে। সংঘানুস্মৃতি দ্বারা অধ্যুষিত ইহার শরীর সন্নিপতিত ভিক্ষুসংঘ উপোসথাগার সদৃশ পূজার্হ হইয়া থাকে। সংঘগুণাধিগমের জন্য চিত্ত নমিত হয়। সংঘকে সম্মুখে দেখার ন্যায় ব্যতিক্রমিতব্য বস্তু সমাযোগে হ্রী এবং ঔত্তাপ্য প্রত্যুপস্থিত হয়। অধিক প্রতিবিদ্ধ না হইয়া (জ্ঞান লাভ না করিয়া) সুগতি পরায়ণ হয়।

তস্মা হবে অপ্‌পমাদং কযিরাথ সুমেধসো,

এবং মহানুভাবায় সংঘানুস্‌সতিয়া সদাতি।

এই হেতু হে সুমেধ, এইরূপ মহানুভাব সংঘানুস্মৃতি ধ্যানের জন্য সর্ব্বদা অপ্রমাদ কর।

• ইহা সংঘানুস্মৃতির মুখ্য বিস্তারকথা।

৪। শীলানুস্মৃতি।

শীলানুস্মৃতি (১)........

অহো আমার শীল সমূহ অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, ভুজিস্ব, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, অপরামৃষ্ট, সমাধি-সংবর্ত্তনিক এইরূপে অখণ্ডাদি-গুণ বশে নিজের শীল সমূহ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য। সে সকল (অনুস্মরণ কালীন) গৃহস্থ কর্ত্তৃক গৃহস্থ-শীল সমূহ ও প্রব্রাজিত কর্ত্তৃক প্রব্রজিত শীল সমূহ (অনুস্মরণ কর্ত্তব্য)। গৃহস্থ শীলই হউক বা প্রব্রজিত শীলই হউক পর্য্যন্তে ছিন্ন শাটক সদৃশ, যাহাদের আদিতে বা অন্তে একটীও ভিন্ন নহে, তাহারা খণ্ড নহে বলিয়া অখণ্ড।

যাহাদের বিমধ্যে একটী ও ভিন্ন নহে, যেই সকল মধ্যে বিনিবিদ্ধ শাটক সদৃশ ছিদ্র (যুক্ত) নহে বলিয়া অচ্ছিদ্র।

যাহাদের পর্য্যায়ক্রমে দুই বা তিনটা ভিন্ন নহে, সেই সকল পৃষ্ঠে বা কুক্ষিতে উত্থিত দীর্ঘ-বর্ত্তুলাদি আকারের বি-সভাগবর্ণ বিশিষ্ট উত্থিত নীলরক্তাদির অন্যতর শরীর বর্ণ বিশিষ্টা গাভীর ন্যায় শবল নহে বলিয়া অশবল।

যে সকল মাঝে মাঝে ভিন্ন নহে, সেই সকল বি-সভাগ বিন্দু-বিচিত্র গাভীর ন্যায় কল্মাষ নহে বলিয়া অকল্মাষ।

সকল শীলই অবিশেষভাবে সপ্তবিধ মৈথুন সংযোগে ও ক্রোধোপনাহাদি পাপধর্ম্ম দ্বারা অনুপহত বলিয়া অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ।

সেই সকলকেই তৃষ্ণার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ভুজিস্বভাব করণ দ্বারা (স্বাধীনত্ব প্রদান দ্বারা) ভুজিস্ব।

বুদ্ধাদি বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত বলিয়া বিজ্ঞপ্রসংসিত। তৃষ্ণা-দৃষ্টি দ্বারা অপরামৃষ্ট বলিয়া, অথবা "তোমার শীল সমূহে এই দোষ" এইরূপে কেহ পরামৃষ্ট করিতে অসমর্থ বলিয়া 'অপরামৃষ্ট'।

উপচার সমাধি, অর্পণা সমাধি, মার্গসমাধি বা ফলসমাধি সংবর্ত্তন করে বলিয়া সমাধি-সংবর্ত্তনিক।

এইরূপ অখণ্ডাদি-গুণ, বশে নিজের শীলসমূহ অনুস্মরণ করাতে............ শীল আলম্বন করিয়া চিত্ত ঋজুগত (সরল) হয়। ... ...

(১) ইহার পর ১ পংক্তি "বুদ্ধানুস্মৃতি" ও "ধর্ম্মানুস্মৃতি" ভাবনার ১ম পংক্তির মত।

... ...। শীলগুণ সমূহ গম্ভীর বলিয়া... ...ধ্যান হইয়া থাকে। সেই ধ্যান সংঘ-গুণানুস্মরণ বশে উৎপন্ন বলিয়া সংঘানুস্মৃতি সংখ্যা (নাম) প্রাপ্ত হয়।

এই শীলানুস্মৃতি অনুযুক্ত ভিক্ষু শিক্ষায় ভক্তিমান হয়, সভাগবৃত্তি, প্রতিসন্থারে অপ্রমত্ত; আত্মানুবাদাদি ভয়-বিরহিত, ও অনুমাত্র বদ্যে (দোষে) ভয়দর্শী হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাদিতে বিপুলত্ব প্রাপ্ত হয়, প্রীতিপ্রামোদ্য বহুল হয়। অধিক··· ··· ··· ··· ·· ·· সুগতি পরায়ণ হইয়া থাকে।

তস্মা··· ... ...

... ... ···সীলানুস্‌সতিয়া সদাতি।

ইহা শীলানুস্মৃতির মুখ্য বিস্তার কথা।

৫। ত্যাগানুস্মৃতি।

ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনাকামীর স্বভাবতঃ ত্যাগাধিমুক্ত ও নিত্য প্রবর্ত্তিত দান-সংবিভাগরত হওয়া উচিত। অথবা ভাবনা আরম্ভকালীন "এই হইতে প্রতিগ্রাহক পাইলে (বিদ্যমানে) অন্ততঃ একগ্রাস (আলোপ) মাত্রও দান না দিয়া খাইবনা" এই বলিয়া সমাদান করিয়া সেই দিবস গুণবিশিষ্ট প্রতিগ্রাহক গণকে যথাশক্তি যথাবল দান দিবে এবং তত্র নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে ধ্যানস্থ হইয়া "আমার সুলাভ যে আমি মাৎসর্য্য মলপর্য্যুত্থিত প্রজাগণের মধ্যে বিগত মাৎসর্য্য-মল চিত্তে বিহার করি এবং মুক্তত্যাগ, প্রায়াতপাণী, বিসর্জ্জনরত যাচযোগ ও দানসংবিভাগরত হইয়া বিহার কর"। এইরূপ বিগতমলমাৎসর্য্যাদি গুণবশে নিজের ত্যাগ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

তত্র "লাভা বত মে" তি আমার নিশ্চয়ই লাভ যে "এই আয়ু দান করিয়া দিব্য ও মানুষিক আয়ুর ভাগী হয়, দাতা প্রিয় হয়, তাহাকে অনেকে ভজনা করে, সতের ধর্ম্ম অনুক্রম (অনুকরণ) করিয়া দানরত (ব্যক্তি) প্রিয় হইয়া থাকে" ইত্যাদি নয়ে (প্রকারে) ভগবান কর্ত্তৃক দায়কের লাভ সংবর্ণিত। আমি অবশ্যই তাহার ভাগী এই অভিপ্রায়।

"সুলদ্ধং বত মে"তি আমাকর্ত্তৃক যে এই শাসন বা মনুষ্যত্বলব্ধ তাহা আমার সুলব্ধ। কেন? যোহং মচ্ছেরমলপরিযুট্ঠিতায় পজায়···পে···দানসংবিভাগরতোতি।

তত্র "মচ্ছেরমলপরিযুট্ঠিতায়"তি মাৎসর্য্য-মল-পরির্থ্যুত্থিতায়, মাৎসর্য্যমল দ্বারা অভিভূতায়। "পজায়া"তি—প্রজায়—প্রজায়ন (প্রজনন) বশে সত্ত্বগণ প্রজা বলিয়া উক্ত হয়। তাই নিজের সম্পত্তি সমূহের পরসাধারণ ভাব অসহন"দ্বারা চিত্তের প্রভাস্বর ভাব দূষক কৃষ্ণধর্ম্মসমূহের অন্যতর মাৎসর্য্যমলদ্বারা অভিভূত সত্ত্বগণের মধ্যে এই অত্র অর্থ।

"বিগত-মল-মচ্ছেরেনা"তি—বিগত-মল-মাৎসর্য্য দ্বারা—অন্য রাগদ্বেষাদি মল সমূহের বা মাৎসর্য্যের বিগতত্ব হেতু বিগতমল-মাৎসর্য্য দ্বারা।

"চেতসা বিহরামী"তি—যথা—উক্তপ্রকার চিত্ত হইয়া বাস করি এই অর্থ।

"মুত্তচাগো"তি—মুক্তত্যাগ—বিসৃষ্টত্যাগ।

"পয়তপাণী"তি—পরিশুদ্ধ হস্ত। সৎকৃত্য স্বহস্তে দেয়ধর্ম্ম দিতে সদা ধৌতহস্তই বলিয়া উক্ত হয়।

"বোস্সগ্গরতো"তি বিসর্জ্জন, বিসর্গ, পরিত্যাগ এই অর্থ।

"যাচযোগো"তি পরে যাহা যাহা যাচ্ঞা করে তাহা তাহা দান করাতে যাচযোগ এই অর্থ।

"দানসংবিভাগরতো"তি দানে ও সংবিভাগে রত। আমি দান ও দিয়া থাকি, নিজের পরিভোগ্য বস্তু ও সংবিভাগ করি। এই উভয়ে রত আছি। এইরূপে অনুস্মরণ করে এই অর্থ।

এইরূপে বিগত মল-মাৎসর্য্যাদি-গুণ বশে নিজের ত্যাগ অনুস্মরণ করাতে··· ··· ··· ধ্যানাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয়।

ত্যাগগুণসকল গম্ভীর··· ··· ···ধ্যানাঙ্গ হইয়া থাকে। সেইধ্যান ত্যাগ গুণানুস্মরণ··· ··· ···ত্যাগানু স্মৃতি··· ···।

এই ত্যাগানুস্মৃতি অনুযুক্ত ভিক্ষু অধিকমাত্রায় ত্যাগাধিমুক্ত হয়; অলাভাধ্যাশয়, মৈত্রীর অনুলোমকারী, বিশারদ ও প্রীতিপ্রামোদ্য বহুলও হইয়া থাকে।

অধিক ··· ··· ··· সুগতিপরায়ণ হয়।

তস্মা ··· ··· ·· ··· ···

··· · ··· চাগানুস্সতিয়া সদাতি।

ইহা ত্যাগানুস্মৃতির মুখ্য বিস্তার কথা।

৬। দেবতানুস্মৃতি।

দেবতানুস্মৃতি ভাবনাকামীর আর্য্যমার্গ বশে সমুদাগত (উৎপন্ন) শ্রদ্ধাদি গুণসমন্নাগত হওয়া উচিত। তারপর নির্জ্জন স্থানে ধ্যানস্থ হইয়া চতুর্ম্মহারাজিক দেবতাগণ আছেন, ত্রয়ত্রিংশ দেবগণ আছেন, যামদেবগণ, তুষিতদেবগণ, নির্ম্মাণ রতিদেবগণ, পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িকা দেবগণ এবং তাঁহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতারাও আছেন। যথারূপা শ্রদ্ধাদ্বারা সমন্নাগত হইয়া সে সকল দেবতারা এখান হইতে চ্যুত হইয়া তত্র উৎপন্ন, আমার ও তথারূপা শ্রদ্ধা সংবিদ্যমান আছে। যথারূপ শীল ... ... শ্রুতি ... ... ত্যাগ ... ... যথারূপ প্রজ্ঞাদ্বারা সমন্নাগত হইয়া সে সকল দেবতারা এখান হইতে চ্যুত হইয়া তত্র উৎপন্ন আমার ও তথারূপা প্রজ্ঞা সংবিদ্যমান আছে। এইরূপে দেবতাগণকে স্বাক্ষীস্থানে স্থাপন করিয়া নিজের শ্রদ্ধাদি গুণ সমূহ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

সূত্রে ও "হে মহানাম, সে সময়ে আর্য্য শ্রাবক নিজের ও সেই সকল দেতাদের শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করে, সে সময়ে চিত্ত রাগপর্য্যুত্থিত হয় না" বলিয়া উক্ত। যদি ও (এইরূপ) উক্ত (হইয়াছে), তাহা স্বাক্ষীস্থানে স্থাপন যোগ্য দেবতাগণের শ্রদ্ধাদি গুণ সমূহের সহিত নিজের গুণ সমূহের সমানত্ব দীপনার্থ উক্ত বলিয়া বেদিতব্য। "অট্ঠকথায়" উক্ত হইয়াছে যে দেবতাদের স্বাক্ষীস্থানে স্থাপন করিয়া নিজের গুণ সমূহ অনুস্মরণ করে বলিয়া দৃঢ় করিয়া উক্ত। সেই হেতু পূর্ব্বভাগে দেবতাদিগের গুণ সমূহ অনুস্মরণ করিয়া পরে নিজের সংবিদ্যমান শ্রদ্ধাদি গুণ সমূহের অনুস্মরণ করাতে ... ... ধ্যানাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধাদি গুণ সমূহের গম্ভীরতায়... ... ধ্যান হইয়া থাকে। সেই ধ্যান দেবতাদিগের গুণ সদৃশ শ্রদ্ধাদি গুণানুস্মরণ বশে দেবতানুস্মৃতি এই নাম প্রাপ্ত হয়।

এই দেবতানুস্মৃতি অনুযুক্ত ভিক্ষু দেবতাদিগের প্রিয় ও মনাপ হইয়া থাকেন, অধিক মাত্রায় শ্রদ্ধাবৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, প্রীতি প্রামোদ্যবহুল হইয়া থাকে অধিক ... ... সুগতিপরায়ণ হয়।

তস্মা ... ...

... ... দেবতানুস্সতিয়া সদাতি।

ইহা দেবতানুস্মৃতির বিস্তার কথা।

কিন্তু ইহাদের বিস্তার দেশনায় যে " সেই সময়ে ইহার চিত্ত তথাগতকে আলম্বন করিয়া ঋজুগত হইয়া থাকে" ইত্যাদি বলিয়া "হে মহানাম, ঋজুগতচিত্ত আর্য্যশ্রাবক অর্থবেদ লাভকরে, ধর্ম্মবেদ লাভকরে, ধর্ম্মোপসংহিত প্রামোদ্য লাভকরে ; প্রমোদিতের প্রীতি জন্মে" বলিয়া উক্ত।

তত্র "ইতিপি সো ভগবা" ইত্যাদির অর্থ আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন তুষ্টি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে অর্থবেদ লাভকরে। পালি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন তুষ্টি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ধর্ম্মবেদ লাভকরে। উভয় বশে ধর্ম্মোপসংহিত প্রামোদ্য লাভ করে বলিয়া উক্ত ইহা জ্ঞাতব্য।

দেবতানুস্মৃতিতে যে বলা হইয়াছে "দেবতাকে আলম্বন করিয়া" তাহা পূর্ব্বে ভাগে দেবতাকে আলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত চিত্ত বশে, দেবতা সদৃশ বা দেবতা ভাব নিষ্পাদক গুণ সমূহ অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত চিত্ত বশে উক্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

এই ছয় অনুস্মৃতি আর্য্য শ্রাবকগণের ইদ্ধ (সিদ্ধ) হয়। তাঁহাদেরই বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ গুণ সমূহ প্রাকট হইয়া থাকে। তাঁহারাই অখণ্ডাদি গুণ বিশিষ্ট শীল সমূহ, বিগত মলমাৎসর্য্য ত্যাগ, ও মহানুভাবসম্পন্ন দেবতাগণের গুণ সদৃশ শ্রদ্ধাদি গুণ সমূহ দ্বারা সমন্নাগত।

মহানাম সুত্তে ও স্রোতপন্নের নিশ্রয় বিহার জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান স্রোতাপন্নের নিশ্রয় বিহার দর্শানের জন্য এই সকল বিস্তার ভাবে বলিয়াছেন।

গেধসুত্তে ও "ইহ, ভিক্ষুগণ, আর্য্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করে" ইতিপি সো ভগবা ... ... পে ... সেই সময়ে ইহার চিত্ত ঋজুগত হইয়া থাকে, গেধ হইতে নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, ও উত্থিত (হইয়া থাকে)। হে ভিক্ষুগণ, ইহ 'গেধ' পঞ্চকাম গুণেরই অধিবচন। হে ভিক্ষুগণ, ইহা ও আলম্বন করিয়া ইহ কোন কোন প্রাণী বিশুদ্ধ হয়। এইরূপে অনুস্মৃতি বশে আর্য্য শ্রাবকের চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া ইহার অধিক পরমার্থ বিশুদ্ধি অধিগমার্থ কথিত।

আয়ুষ্মান মহাকচ্চান (মহা কাত্যায়ন) কর্ত্তৃক দেশিত 'সম্বাধোকাস সুত্তে' ও "আশ্চর্য্য আবুসো, অদ্ভুত আবুসো, সেই ভগবান জ্ঞাতা, দর্শী, অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার করিবার জন্য যে সম্বাধে অবকাশাধিগম অনুবুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য ... পে...তাহা এই ছয় অনুস্মৃতি স্থান। কোন ছয়?

ইহ আর্য্য শ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করে ... ... পে ... ... এইরূপ ইহ কোন কোন সত্ত্ব বিশুদ্ধিধর্ম্মী হইয়া থাকে। এইরূপে আর্যশ্রাবকেরই পরমার্থ বিশুদ্ধিধর্ম্মতায় অবকাশাধিগম বশে কথিত।

উপোসথসুত্তে ও "কিরূপে, হে বিশাখে, আর্য্যোপসথ হইয়া থাকে? হে বিশাখে, উপক্লিষ্ট চিত্তের উপক্রমের দ্বারা পর্যাবদপনা হয় (চেষ্টার দ্বারা বিশুদ্ধি হইয়া থাকে)। হে বিশাখে, কিরূপে উপক্লিষ্ট চিত্তের উপক্রম দ্বারা পর্য্যবদপনা হইয়া থাকে! ইহ, হে বিশাখে, আর্য্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করে ইত্যাদি এইরূপ আর্য্যশ্রাবকেরই উপোসথ উপবাসের (পালনের) দরুণ চিত্তবিশোধন-কর্ম্ম-স্থান বশে উপোসথের মহাফলভাব দর্শনার্থ কথিত।

একাদশ নিপাতে ও হে মহানাম, শ্রদ্ধাবান আরাধক হইয়া থাকে, অশ্রদ্ধাবান নহে, আরব্ধবীর্য্য ... ... উপস্থিতস্মৃতি ... ... সমাধিস্থ ... ... প্রজ্ঞাবান ... ... হে মহানাম, আরাধক হইয়া থাকে, দুপ্রাজ্ঞ নহে। হে মহানাম, তুমি এই পঞ্চধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছয়ধর্ম্মে আরও বেশী ভাবনা করিও। হে মহানাম, ইহ তুমি তথাগতকে অনুস্মরণ করিও "ইতি পি সো ভগবা ... ... পে ... ... বুদ্ধো ভগবাতি। এইরূপ আর্য্যশ্রাবকেরই "সেই আমাদের, ভন্তে, নানাবিহারে বিহার কারিগণের কোন্ বিহারে ইহার বিহার কর্ত্তব্য?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে, বিহার দর্শনার্থ কথিত।

এইরূপ হইলেও পরিশুদ্ধ শীলাদি গুণসম্পন্ন পৃথগ্‌জন কর্ত্তৃকও মনে করা কর্ত্তব্য। অনুস্মরণ বশে ও বুদ্ধাদির গুণ সমূহ অনুস্মরণ করাতেও চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকেই। তাহার আনুভাবে নিবারণ সমূহ বিক্ষম্ভিত করিয়া উদার প্রামোদ্য সম্পন্ন (যোগী) বিদর্শনা আরম্ভ করিয়া অর্হত্ব সাক্ষাৎকার করে। যেমন কতকন্ধবার বাসী ফুস্‌সদেবথের। সেই আয়ুষ্মান নাকি মার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বুদ্ধরূপ দেখিয়া "এইরূপ সরাগ-দ্বেষ-মোহ এইরূপ শোভা পাইতেছেন, সর্ব্বপ্রকারে বীতরাগদ্বেষ-মোহ ভগবান কিরূপ শোভা পাইয়া থাকেন? এইরূপে বুদ্ধালম্বনা প্রীতি প্রতিলাভ করিয়া বিদর্শন বাড়াইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনুস্মৃতি-কর্ম্মস্থান-নির্দ্দেশ।

১। মরণ-স্মৃতি।

ইদানীং ইহার অনন্তর মরণস্মৃতি ভাবনা নির্দ্দেশ অনুপ্রাপ্ত। তত্র মরণ অর্থ একভব পর্য্যাপন্ন জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ। এই যে অর্হৎগণের বর্ত্তদুঃখ সমুচ্ছেদ সংখ্যাত-সমুচ্ছেদ মরণ, সংস্কার সমূহের ক্ষণভঙ্গ সংখ্যাত ক্ষণিক-মরণ ও রুক্ষ মৃত লৌহ মৃত ইত্যাদিতে উক্ত সম্মুতি মরণ, তাহা এইখানে অভিপ্রেত নহে। যাহা এখানে অভিপ্রেত তাহা কাল-মরণ ও অকাল-মরণ ভেদে দ্বিবিধ।

তত্র কালমরণ পুণ্যক্ষয় বা আয়ুক্ষয় বা উভয়ক্ষয় দ্বারা হইয়া থাকে। অকাল মরণ কর্ম্মোপচ্ছেদক কর্ম্ম বশে (হইয়া থাকে)।

তত্র আয়ু-সন্তান-জনক-প্রত্যয়-সম্পত্তি বিদ্যমান সত্ত্বে ও কেবল প্রতি-সন্ধি জনক কর্ম্মের বিপাক বিপক্ক বলিয়া যে মরণ হয়, ইহা পুণ্যক্ষয়ে মরণ। গতি-কালাহারাদি সম্পত্তির অভাবে অদ্য-কাল-পুরুষগণের বর্ষশতমাত্র পরিমাণ সদৃশ আয়ুর ক্ষয়বশে যে মরণ হয়, ইহা আয়ুক্ষয়ে মরণ। দূসীমার-কলাবু রাজাদির ন্যায় সেই ক্ষণেই স্থান হইতে চ্যুত করিতে সমর্থ কর্ম্মের দ্বারা উপচ্ছিন্ন-সন্তান (সত্ত্ব) গণের পূর্ব্বকর্ম্মবশে বা শস্ত্রাহরণাদি উপক্রমের দ্বারা উপচ্ছিদ্যমান (সত্ত্ব) গণের যে মরণ হয় তাহা অকাল-মরণ। তৎসমস্তই উক্ত প্রকারে জীবিতেন্দ্রিয় উপচ্ছেদ (শব্দ) দ্বারা সংগৃহীত।

অতএব জীবিতেন্দ্রিয়োপচ্ছেদ-সংখ্যাত মরণকে স্মরণ মরণস্মৃতি। তাহা ভাবনাকামীর রহস্যস্থানে ধ্যানস্থ হইয়া "মরণ হইবে, জীবিতেন্দ্রিয় উপচ্ছিন্ন হইবে, বা মরণ মরণ" বলিয়া 'উপায়-মনসিকার' (যোনিসো মনসিকার) প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। 'অনুপায় মনসিকার' প্রবর্ত্তন করিলে প্রসূতি মাতার প্রিয়পুত্র মরণানুস্মরণে যেমন, তেমন ইষ্টজন-মরণানুস্মরণে শোক উৎপন্ন হয়। বৈরিগণের বৈরীমরণানুস্মরণে যেমন প্রামোদ্য জন্মে তেমন অনিষ্ট-জন-মরণানুস্মরণে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়। শবদাহকের মৃতকলেবর দর্শনের ন্যায় মধ্যস্থ-জন-মরণানুস্মরণে

সংবেগ উৎপন্ন হয় না। উৎক্ষিপ্তাসিক বধক দেখিয়া ভীরুকজাতিকের (ভীরুস্বভাবের) ন্যায় নিজের মরণানুস্মরণে সন্ত্রাস উৎপন্ন হয়। এই সকল স্মৃতি-সংবেগ-জ্ঞান-বিরহিতের হইয়া থাকে। সেই কারণে তত্র তত্র হতমৃত-সত্ত্বগণকে অবলোকন করিয়া দৃষ্টপূর্ব্ব-সম্পত্তি মৃত সত্ত্বগণের মরণ আবর্জ্জন করিয়া স্মৃতি, সংবেগ, ও জ্ঞান যোগ করিয়া "মরণ হইবে" ইত্যাদি ক্রমে মনসিকার প্রবর্ত্তিতব্য। এইরূপে প্রবর্ত্তন করিলে "যোনিসো" প্রবর্ত্তন করে। অর্থাৎ উপায় দ্বারা প্রবর্ত্তন করে। এইরূপে প্রবর্ত্তন করাতেই কাহারও নিবারণ সমূহ বিষ্কম্ভিত হয়, মরণাবলম্বনা স্মৃতি সংস্থিতা হয়, কর্ম্মস্থান উপচার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যাহার ইহাতে না হয়, তৎকর্ত্তৃক (১) বধকপ্রত্যুপস্থানতঃ, (২) সম্পত্তি-বিপত্তিতঃ, (৩) উপসংহরণতঃ, (৪) কায়বহুসাধারণতঃ, (৫) আয়ু-দুর্ব্বলতঃ, (৬) অনিমিত্ততঃ, (৭) অদ্ধা-পরিচ্ছেদতঃ, (৮) ক্ষণ-পরিত্রতঃ এই অষ্ট আকারে মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

তত্র (১) বধক প্রত্যুপস্থানতঃ অর্থ বধক সদৃশ প্রত্যুপস্থানতঃ। 'যথা ইহার শিরচ্ছেদ করিব বলিয়া অসি গ্রহণ করিয়া গ্রীবার চারয়মান বধক প্রত্যু-পস্থিত হয়, এইরূপ মরণও প্রত্যুপস্থিতই' এইরূপে অনুস্মরণ কর্ত্তব্য। কেন? জাতি সহ আগতও জীবন হরণ করে বলিয়া। যথা অহিছত্রক মুকুল মস্তকে পাংশু লইয়াই উদ্গত হয়, সেইরূপ সত্ত্বগণ জরামরণ গ্রহণ করিয়াই জন্মে। তথা তাহাদের প্রতিসন্ধিচিত্ত উৎপাদের অনন্তরই জরা প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে পতিত শীলার ন্যায় সম্প্রযুক্ত স্কন্ধসমূহ সহ ভিন্ন হয়, এইরূপ ক্ষণিক মরণ আদৌ জাতি (জন্ম) সহ আগত। জাতের অবশ্য মরণ বলিয়া এইখানে অভিপ্রেত মরণ ও জাতি সহ আগত। সেই কারণে এই সত্ত্ব জাতকাল হইতে, উত্থিত সূর্য্য যেমন অস্তাভিমুখে যায়, গতাগত স্থান হইতে ঈষৎও নিবর্ত্তিত হয় না, যথা বা পার্ব্বতীয়া শীঘ্রস্রোতা হারহারিনী নদী প্রবাহিত হয়, বহিতে থাকে, ঈষৎ ও নিবর্ত্তিত হয় না, সেইরূপ ঈষৎও অনিবর্ত্তমান মরণাভিমুখেই যায়। তাই উক্ত:—

যং একরত্তিং পঠমং গব্ভে বসতি মানবো,
অব্ভুট্ঠিতো'ব সো যাতি, স গচ্ছং ন নিবত্ততীতি।

মানব (সত্ত্ব) যে প্রথম রাত্রিতে গর্ভে বাস করে সে উত্থিত অভ্রের ন্যায় যাইতেই থাকে, যাইতে যাইতে সে কখনও থামে না।

এইরূপে গমনকারী ইহার গ্রীষ্মাভিতপ্ত কু-নদীর ক্ষয়ের ন্যায়, প্রাতে-আপ রসানুগত-বন্ধন ক্রমফল সমূহের পতন সদৃশ, মুদ্গরাভিতাড়িত মৃত্তিকাভাজন সমূহের ভেদের ন্যায়, সূর্য্য-রশ্মি-সংস্পৃষ্ট উৎস্রাব (শিশির) বিন্দু সমূহের বিধ্বংসন সদৃশ মরণই আসন্ন হয়। তাই বলা হইয়াছে—

অচ্চয়ন্তি অহোরত্তা, জীবিতমুপরুজ্ঝতি,
আয়ু খীয়তি মচ্চানং, কুন্নদীনং ব ওদকং।

অহোরাত্র অতিক্রম হয় বলিয়া জীবন নিরুদ্ধ হয়; যেহেতু জীবন নিরুদ্ধ হয় তাই কুনদীর উদকের ন্যায় প্রাণীদের আয়ুক্ষয় হয়।

ফলানং ইব পক্কানং, পাতো পতনতো ভয়ং,
এবং জাতানং মচ্চানং নিচ্চং মরণতো ভয়ং।

পক্কফল সমূহের যেমন প্রাতে পতনের ভয় সেইরূপ জাতসত্ত্বগণের নিত্য মরণ হইতে ভয়।

যথাপি কুম্ভকারস্স কতং মত্তিকভাজনং,
খুদ্দকঞ্চ মহন্তঞ্চ যং পক্কং যঞ্চ আমকং,
সব্বং ভেদনপরিয়ন্তং এবং মচ্চান জীবিতং।

কুম্ভকারের কৃত মৃত্তিকাভাজন ক্ষুদ্র, বৃহৎ পক্ক, বা কাঁচা সকলই ভেদপর্য্যন্ত (ভাঙ্গাই সকলের পরিণাম), সেইরূপ সত্ত্বগণের জীবন (মৃত্যুতে অবসানশীল)।

উস্সবো ব তিণগ্গম্হি সুরিয়ুগ্গমনম্পতি,
এবমায়ু মনুস্সানং। মা মং, অম্ম, নিবারয়তি।

সূর্য্য উদ্গমনে তৃণাগ্রস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় মানুষের আয়ু। অতএব মা আমাকে বারণ করিওনা।

এইরূপ উৎক্ষিপ্তাসিক বধক সদৃশ, জন্মের সহিত আগত এই মরণ, গ্রীবায় অসি চালক সে বধকসদৃশ জীবন হরণ করে জীবন হরণ করিয়া থামে না। তাই জন্মের সহিত আগত ও জীবন হরণ করে বলিয়া উৎক্ষিপ্তাসিক বধকসদৃশ মরণও প্রত্যুপস্থিত। এইরূপে বধক-প্রত্যুপস্থানতঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

(২) সম্পত্তিবিপত্তিতঃ— ইহ সম্পত্তি যাবৎ বিপত্তি অভিভব না করে তাবৎ শোভা পায়। বিপত্তি অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে এমন সম্পত্তি নাই। তথা—

সকলং মেদিনিং ভুত্বা, দত্বা কোটি সতং সুখী,
অড্‌ঢামলকমত্তস্‌স অন্তে ইস্‌সরতং গতো।
তেনেব দেহবন্ধেন পুঞ্‌ঞম্‌হি খয়মাগতে,
মরণাভিমুখো সোপি অসোকো সোকমাগতোতি।

সমস্তমেদিনী ভোগ করিয়া এবং শতকোটী দান করিয়া সুখী অশোক শেষে অর্দ্ধ-আমলকী মাত্রের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (অর্দ্ধ আমলকীর মালিক হইয়াছিলেন)। পুণ্য ক্ষয় হইলে সেই শরীরেই মরণাভিমুখে গিয়া তিনি (অশোক) শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অপিচ সর্ব্ব আরোগ্য ব্যাধি-পর্য্যবসান, সর্ব্বযৌবন জরা পর্য্যবসান, সর্ব্বজীবন মরণপর্য্যবসান; সর্ব্বলোক-সন্নিবাস জাতির অনুগত, জরা দ্বারা অনুসৃত, ব্যাধি দ্বারা অভিভূত। তাই বলা হইয়াছে :

যথা পি সেলা বিপুলা নভং আহচ্চ পব্বতা
সমন্তা অনুপরিযেয্যুং নিপ্পোথেন্তা চতুদ্দিসা,
এবং জরা চ মচ্চু চ অধিবত্তন্তি পাণিনো।
খত্তিয়ে ব্রাহ্মণে বেস্‌সে সুদ্দে চণ্ডাল-পুক্কুসে,
ন কিঞ্চি পরিবজ্জেতি, সব্বং এবাভিমদ্দতি।
ন তত্থ হত্থীনং ভূমি, ন রথানং ন পত্তিয়া,
ন চাপি মন্ত-যুদ্ধেন সক্কা জেতুং ধনেন বাতি।

যথা বিপুল শৈল পর্ব্বত সকল নভ আহত করিয়া, চতুর্দ্দিক চূর্ণ করিয়া সকল দিকে অনুবিচরণ করিতে পারে সেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীসকলকে অভিভব করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ও পুক্কুস কাহাকে পরিবর্জ্জন করে না, সকলকেই অভিমর্দ্দন করে। তথায় হস্তী, রথ বা পদাতির গন্তব্য ভূমি নাই। মন্ত্রযুদ্ধ বা ধন দ্বারাও মৃত্যুকে জয় করা যায় না।

এইরূপে জীবিতসম্পত্তির মরণবিপত্তিপর্য্যবসানত্ব ব্যবস্থাপন করিয়া সম্পত্তি-বিপত্তিতঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

(৩) উপসংহরণতঃ—পরের সহিত নিজের উপসংহরণ। তত্র সপ্ত প্রকারে উপসংহরণতঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

১। যশঃ মহত্ত্বতঃ, ২। পুণ্যমহত্ত্বতঃ, ৩। ঠামমহত্ত্বতঃ ৪। ঋদ্ধি-মহত্ত্বতঃ ৫। প্রজ্ঞামহত্ত্বতঃ ৬। প্রত্যেকবুদ্ধতঃ ৭। সম্যক-সম্বুদ্ধতঃ। কিরূপ? এই মরণ মহাযশঃ মহাপরিবার সম্পন্নধনবাহন মহাসম্মত-মন্ধাতু মহাসুদস্সন-দল্‌হনেমি—নিমি প্রভৃতির উপরে ও নিরাশঙ্কভাবে পতিত, আমার উপর কি না পড়িবে?

মহাযসা রাজবরা মহাসম্মত আদয়োং
তেচ মচ্চুবসং পত্তা মাদিসেসু কথা ব কাতি।

মহাসম্মত প্রভৃতি মহাযশঃ রাজবরগণ (ছিলেন), তাঁহারা ও মৃত্যুবশ প্রাপ্ত। আর মাদৃশ ব্যক্তির কি কথা?

এইরূপে যশঃ মহত্ত্বতঃ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

পুণ্যমহত্ত্বতঃ কিরূপে?

জোতিকো জটিলো উগ্‌গো মেণ্ডকো অথ পুন্নকো,
এতে চঞ্ঞে চ যে লোকে মহাপুঞ্ঞাতি বিস্‌সুতা,
সব্বে মরণং আপন্না মাদিসেসু কথা ব কাতি।

জোতিক, জটিল, উগ্‌গ, মেণ্ডক এবং পুন্নক ইঁহারা আরও যে সকল ব্যক্তি লোকে মহাপুণ্য বলিয়া বিশ্রুত তাঁহারা সকলে মরণ প্রাপ্ত। মাদৃশ ব্যক্তির কি কথা?

এইরূপে পুণ্যমহত্ত্বতঃ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

ঠাম মহত্ত্বতঃ কিরূপে?

বাসুদেবো বলদেবো ভীমসেনো যুধিট্‌ঠিলো,
চানুরো পিয়দা মল্লো অন্তকস্‌স বসং গতা।
এবং থামবলুপেতা ইতি লোকম্হি বিস্‌সুতা
এতে পি মরণং যাতা, মাদিসেসু কথা ব কাতি।

বাসুদেব, বলদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, চানুর, প্রিয়দা ও মল্ল অন্তকের বশে গিয়াছেন। ঠামবলোপেত বলিয়া লোকে বিশ্রুত ইঁহারাও মরণ প্রাপ্ত, মাদৃশ ব্যক্তির কি কথা?

এইরূপে ঠামমহত্ত্বতঃ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

ঋদ্ধি মহত্ত্বতঃ কিরূপে?

পাদঙ্গুট্ঠকমত্তেন বিজয়ন্তমকম্পয়ি,
যো নামিদ্ধিমতং সেট্ঠো দুতিয়ো অগ্গসাবকো,
সো পি মচ্চুমুখং ঘোরং, মিগো সীহমুখং বিয়,
পবিট্ঠো সহ ইদ্ধীহি, মাদিসেসু কথা ব কাতি।

যিনি ঋদ্ধিমন্ত গণের শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক, যিনি পাদাঙ্গুষ্ঠমাত্র দ্বারা বৈজয়ন্ত কাঁপাইয়াছিলেন, সিংহের মুখে মৃগের ন্যায় তিনিও ঘোর মৃত্যু মুখে ঋদ্ধি সহ প্রবিষ্ট। মাদৃশ ব্যক্তির কি কথা?

এইরূপে ঋদ্ধি মহত্ত্বতঃ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

প্রজ্ঞামহত্ত্বতঃ কিরূপে?

লোকনাথং ঠপেত্বান, যে চঞ্ঞে অত্থি পাণিনো
পঞ্ঞায় সারিপুত্তস্স কলং নাগ্ঘতি সোলসিং,
এবং নাম মহাপঞ্ঞো পঠমো অগ্গসাবকো,
মরণস্স বসং পত্তো, মাদিসেসু কথা ব কাতি?

লোকনাথ ব্যতীত যে সকল প্রাণী আছে তাহারা প্রজ্ঞায় সারিপুত্তের (সারীপুত্রের) ষোলকলার এক কলারও তুল্য নহে। এইরূপ মহাপ্রাজ্ঞ প্রথম অগ্রশাবকও মরণ-বশ-প্রাপ্ত, মাদৃশের কি কথা?

এইরূপে প্রজ্ঞা মহত্ত্বতঃ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

কিরূপে প্রত্যেক্ বুদ্ধতঃ?

যাঁহারা নিজের জ্ঞানবীর্য্যবলে সর্ব্বক্লেশ-শত্রু-নির্ম্মথন করিয়া প্রত্যেকবোধি প্রাপ্ত হইয়া খড়্গবিষাণের ন্যায় স্বয়ম্ভু তাঁহারাও মরণ হইতে মুক্ত নহে, আমি কোথায় মুক্ত হইব?

তং তং নিমিত্তং আগম্ম বীমংসন্তা মহেসয়ো,
সয়ম্ভু ঞানতেজেন, যে পত্তা আসবক্খয়ং,
একচরিয়নিবাসেন, খগ্গসিঙ্গসমূপমা,
তে পি নাতিগতা মচ্চুং মাদিসেসু কথা ব কাতি?

সে সে নিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়া এবং মিমাংসা করিয়া যে মহর্ষিগণ স্বয়ম্ভু জ্ঞানতেজে আসবক্ষয়প্রাপ্ত এবং একচর্য্যা বাসের দরুণ খড়্গবিষাণতুল্য তাঁহারাও মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মাদৃশ ব্যক্তির কি কথা?

এইরূপ প্রত্যেক বুদ্ধতঃ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

সম্যক সম্বুদ্ধতঃ কিরূপে?

যে সেই ভগবান অশীতি অনুব্যঞ্জন-প্রতিমণ্ডিত-দ্বাত্রিংশ-মহাপুরুষ-লক্ষণ-বিচিত্ররূপকায়, সর্বপ্রকার বিশুদ্ধ-শীলস্কন্ধাদি-গুণ-রত্ন-সমিদ্ধ-ধর্ম্মকায়, যশঃ মহত্ত্ব-পুণ্যমহত্ত্ব-ঠামমহত্ত্ব-ঋদ্ধি-মহত্ত্ব-প্রজ্ঞামহত্ত্বের পারগত, অসম, অসমসম, অপ্রতিপুদ্‌গল, অর্হন্, সম্যকসম্বুদ্ধ তিনিও সলিল-বৃষ্টি-নিপাত দ্বারা মহা অগ্নিস্কন্ধ সদৃশ মরণবৃষ্টি নিপাতে সেই ক্ষণে উপশান্ত।

এবং মহানুভাবস্‌স যং নামেতং মহেসিনো,
ন ভয়েন ন লজ্জায় মরণবসমাগতং
নিল্লজ্জং বীতসারজ্জং সব্বসত্তাভিমদ্দনং
তয়িদং মাদিসং সত্তং কথং নাভিভবিস্‌সতি?

এইরূপ মহানুভাবসম্পন্ন মহর্ষির যে মরণ-বশ-প্রাপ্তি তাহা ভয় বা লজ্জায় নহে। লজ্জামুক্ত, বীতভয় ও সর্ব্বসত্ত্বাভিমর্দ্দককেও (বুদ্ধকেও) যদি মৃত্যু অভিভূত করে তবে মাদৃশ সত্ত্বকে অভিভূত করিবেনা এমন কথা কি হইতে পারে?

এইরূপে সম্যক সম্বুদ্ধতঃ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

"তাহার এইরূপে যশঃ মহত্ত্বাদি সম্পন্ন পরের সহিত মরণ সামান্যতায় আমার ও মরণ হইবে" পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাতে কর্ম্মস্থান উপচার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে উপসংহরণতঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

(৪) কায়বহুসাধারণতঃ—এই কায় বহুসাধারণ, অশীতি ক্রিমিকুলের সাধারণ। তত্র ছবিনিশ্রিত প্রাণিগণ ছবি খাইয়া থাকে, চর্ম্মনিশ্রিত (প্রাণিগণ) চর্ম্ম খাইয়া থাকে, মাংসনিশ্রিত (প্রাণীরা) মাংস খাইয়া থাকে, স্নায়ুনিশ্রিতগণ স্নায়ু খাইয়া থাকে, অস্থি নিশ্রিতগণ অস্থি খাইয়া থাকে, মজ্জা নিশ্রিতগণ মজ্জা খাইয়া থাকে, তত্রৈব জন্মে, জীর্ণ হয়, মরে, বাহ্যপ্রস্রাব করে; কায় তাহাদের সূতিকাগৃহ, গ্লানশালা, শ্মশান, বাহ্যকুটী, ও প্রস্রাবদ্রোণী। এই কায়

সেই সকল কৃমিকুলের প্রকোপে মরণ প্রাপ্ত হয়। যথা অশীতি ক্রিমিকুলের তথা আধ্যাত্মিক অনেকশত রোগের, বাহিরেরও অহি বৃশ্চিকাদি মরণপ্রত্যয়ের সাধারণ। যথা চারি মহাপথের সংযোগস্থলে স্থাপিত লক্ষ্যেতে সকলদিক হইতে আগত শর-শক্তি-তোমর-পাষাণাদি নিপতিত হয়, সেইরূপ কায়ে ও সর্ব্বউপদ্রব নিপতিত হয়। এই কায় সেই সকল উপদ্রব নিপাতে মরণ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন—ইহ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দিবস নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাত্রি উপস্থিত হইলে এইরূপ চিন্তা করে—আমার মরণের অনেক প্রত্যয়, অহি আমাকে দংশন করিতে পারে, বৃশ্চিকও আমাকে দংশন করিতে পারে, শতপদী ও আমাকে দংশন করিতে পারে, তাহাতে আমার কালক্রিয়া হইতে পারে, তাহা আমার অন্তরায় হইবে। উপস্খলিত হইয়াও পড়িতে পারি, ভুক্ত ভাতও ব্যাপন্ন হইতে পারে; পিত্ত কুপিত হইতে পারে, শ্লেষ্মাও কুপিত হইতে পারে, শস্ত্রকা (সন্ধিচ্ছেদন বায়ু) বায়ু কুপিত হইতে পারে, তাহাতে আমার কালক্রিয়া হইতে পারে, তাহাতে আমার অন্তরায় হইবে। এইরূপে কায়বহুসারণতঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

(৫) আয়ুদুর্ব্বলতঃ—আয়ু অবল দুর্ব্বল, তথা সত্বগণের জীবন আশ্বাস প্রশ্বাসোপনিবদ্ধ, ঈর্য্যাপথোপনিবদ্ধ, শীতোষ্ণোপনিবদ্ধ, মহাভূতোপনিবদ্ধ ও আহারোপনিবদ্ধ। তাহা এই আশ্বাস-প্রশ্বাসাদির সমপ্রবেশনির্গম লভ্যমান প্রবর্ত্তিত হয়। বাহিরে নিষ্ক্রান্ত নাসিকাবায়ু ভিতরে প্রবেশ না করিলে, প্রবিষ্ট (বায়ু) নিষ্ক্রান্ত না হইলে মৃত হয়। চারি ঈর্য্যাপথের ও সমান প্রবর্ত্তি লভ্যমান (আয়ু) প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু অন্যতরান্যতরের মাত্রাধিক্যে আয়ু-সংস্কার উপচ্ছিন্ন হয়। শীতোষ্ণেরও সম প্রবর্ত্তি লভ্যমান প্রবর্ত্তিত হয়। অতি শীত বা অতি উষ্ণে অভিভূত হইলে (আয়ু) বিপন্ন হয়। মহাভূত সমূহের সমপ্রবর্ত্তি লভ্যমান প্রবর্ত্তিত হয়। পৃথিবী ধাতু বা আপধাতু প্রভৃতির অন্যতরের প্রকোপে বলসম্পন্ন পুদ্গলও প্রস্তব্ধকায় বা অতিসারাদি বশে ক্লিষ্ট পূঁতিকায় বা মহাদাহপরেত বা সন্তিন্নমান-সন্ধিবন্ধন হইয়া জীবনক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কবলিঙ্কার আহারও ঠিক সময়ে লভন্তই জীবন প্রবর্ত্তিত হয়, আহার অলভমানের (আয়ু) পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আয়ুদুর্ব্বলতঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

(৬) অনিমিত্ততঃ—অব্যবস্থানতঃ, পরিচ্ছেদাভাবতঃ এই অর্থ। সত্ত্বগণের—

জীবিতং ব্যাধি কালো চ দেহনিক্‌খেপনং গতি,

পঞ্চেতে জীবলোকস্মিং অনিমিত্তা ন ঞায়রে।

জীবন, ব্যাধি, কাল, দেহনিক্ষেপন ও গতি এই পঞ্চ জীবলোকে অনিমিত্ত, ইহারা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

তত্র প্রথমতঃ জীবন—এতকাল জীবিতব্য, ইহার পর নহে, এইরূপ ব্যবস্থানাভাবতঃ অনিমিত্ত। কললকালেও সত্ত্বগণ মরে, অর্ব্বুদ…ঘন…মাসিক… দ্বৈমাসিক…ত্রৈমাসিক…চাতুর্মাসিক…পাঞ্চমাসিক…দাশমাসিক……কুক্ষি হইতে নির্গমন কালে, তারপর বর্ষশতের মধ্যে ও পরে মরেই।

ব্যাধি ও—এই ব্যাধিদ্বারা সত্ত্বগণ মরে, অন্য বাধিদ্বারা নহে, এইরূপ ব্যবস্থানাভাবতঃ অনিমিত্ত। চক্ষুরোগেও সত্ত্বগণ মরে, শ্রোত্র রোগাদির অন্যতম দ্বারাও।

কাল—এই কালেই মরিতব্য, অন্যকালে নহে, এইরূপ ব্যবস্থানাভাবতঃ অনিমিত্ত, পূর্ব্বাহ্নেও সত্ত্বগণ মরে, মধ্যাহ্নাদির অন্যতমেও (মরে)।

দেহনিক্ষেপণ—ম্রিয়মানগণের দেহ এইখানেই পতিতব্য অন্যত্র নহে, এইরূপ ব্যবস্থানাভাবতঃ অনিমিত্ত। গ্রাম মধ্যে জাত প্রাণীদের দেহ গ্রাম বাহিরে পতিত হয়, গ্রাম বাহিরে জাত প্রাণীদের গ্রামমধ্যে। তথা স্থলজগণের জলে, জলজগণের স্থলে (পতিত হয়)। এইরূপে অনেক প্রকারে বিস্তার কর্ত্তব্য।

গতি—এইখান হইতে চ্যুত হইয়া ঐখানে জন্মগ্রহণ কর্ত্তব্য এইরূপ ব্যবস্থানাভাবতঃ অনিমিত্ত। দেবলোক হইতে চ্যুত মনুষ্যলোকে জাত, মনুষ্যলোক হইতে চ্যুত দেবলোকাদির যত্র কুত্রচিৎ জন্মে। এইরূপে যন্ত্রযুক্ত গরুর ন্যায় গতি পঞ্চকে লোকে সম্পরিবর্ত্তন করে। এইরূপে অনিমিত্ততঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

(৭) অদ্ধাপরিচ্ছেদতঃ—মনুষ্যগণের জীবনের বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ নাই, তথা কালও নাই। যে চির জীবে সে শতবর্ষ, অল্প বা বেশী। তাই ভগবান বলিয়াছেন —হে ভিক্ষুকগণ, মনুষ্যগণের এই আয়ু অল্প, ইহা গমনীয় ও পারলৌকিক। কুশল কর্ত্তব্য, ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়, জাতের অমরণ নাই। যে, হে ভিক্ষুগণ, চির জীবে সে শতবর্ষ, অল্প বা বেশী।

অপ্পমায়ু মনুস্সানং, হিলেয্য নং সুপোরিসো,

চরেয্য আদিত্তসীসো ব, নত্থি মচ্চুস্স নাগমোতি।

মনুষ্যগণের আয়ু অল্প, সুপুরুষ তাহাকে পরিভব করে, আদীপ্তশীর্ষ (প্রজ্বলিত মস্তক) ব্যক্তির ন্যায় সুচরিত আচরণ করে, (কেননা) মৃত্যুর অনাগমন নাই (মৃত্যু অবশ্যই আসে)।

আরও বলা হইয়াছে "ভূতপূর্ব্বে হে ভিক্ষুগণ, অরক নামে শাস্তা ছিলেন ইত্যাদি সপ্ত উপমাসহ সমস্ত অলঙ্কৃত সূত্র (অলঙ্কতং সুত্তং) বিস্তার কর্ত্তব্য। আরও বলা হইয়াছে—হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এইরূপে মরণস্মৃতি ভাবনা করে—আহা যদি আমি রাত্রিদিবা বাঁচি ভগবানের শাসন মনসি করিতে পারি, তবে আমাকর্ত্তৃক বহু কৃত হইবে। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এইরূপে মরণস্মৃতি ভাবনা করে অহো যদি আমি দিবস বাঁচি, ভগবানের শাসন মনসি করিতে পারি, তবে আমাকর্ত্তৃক বহু কৃত হইবে। হে ভিক্ষুগণ,...অহো যদি আমি তদন্তর বাঁচি যদন্তর এক পিণ্ডপাত ভোগকরি...চারি পাঁচ গ্রাস খাইয়া গিলিতে পারি...এই সকল ভিক্ষু প্রমত্ত বিহার করেন বলিয়া কথিত। (তাহারা) আসব ক্ষয়ের জন্য মরণস্মৃতি মন্দ মন্দ ভাবনা করে।

হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এইরূপে মরণস্মৃতি ভাবে "অহো যদি আমি তদন্তর বাঁচি যদন্তর একগ্রাস খাইয়া গিলিতে পারি ভগবানের শাসন মনসি করিতে পারি, আমার বহু কৃত হইবে।......আশ্বাস করিয়া প্রশ্বাস করি, প্রশ্বাস করিয়া আশ্বাস করি......এই সকল ভিক্ষু অপ্রমত্ত বিহার করেন বলিয়া কথিত। আসবক্ষয়ের জন্য তীক্ষ্ণ মরণস্মৃতি ভাবনা করে।

এইরূপ চারি পঞ্চ গ্রাস খাদনমাত্র অবিশ্বাসনীয় পরিত্র জীবনের অদ্ধা (কাল)। এইরূপে অদ্ধাপরিচ্ছেদতঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

(৮) ক্ষণপরিত্রতঃ—পরমার্থতঃ অতিপরিত্র সত্ত্বগণের জীবিতক্ষণ, এক চিত্ত-প্রবর্ত্তিমাত্রই। যথা রথচক্র প্রবর্ত্তমান ও একমাত্র নেমিপ্রদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, স্থির হইলেও এক প্রদেশেই স্থিত, সেইরূপ সত্ত্বগণের জীবন একচিত্তক্ষণিক, সেই চিত্ত নিরুদ্ধ মাত্রে সত্ত্ব নিরুদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়। যথা বলা হইয়াছে—অতীত চিত্তক্ষণে বাঁচিয়াছিল, বাঁচে না, বাঁচিবে না; অনাগত চিত্তগণে বাঁচিয়াছিল না

বাঁচে না, বাঁচিবে; প্রত্যুৎপন্ন চিত্তক্ষণে বাঁচিয়াছিল না, বাঁচে, বাঁচিবে না।

জীবিতং অত্তভাবো চ সুখ-দুক্খা চ কেবলা।

একচিত্ত-সমাযুত্তা লহুসো বত্ততে খণো।

জীবন আত্মভাব, সুখ, দুঃখ কেবল একচিত্ত সমাযুক্ত। ক্ষণ লঘু বর্ত্তন (অল্পমাত্র স্থায়ী হয়) করে।

যে নিরুদ্ধা মরন্তস্‌স তিট্‌ঠমানস্‌স বা ইধ,

সব্বে পি সদিসা খন্ধা গতা অপ্পটিসন্ধিয়া।

মরন্ত ও স্থিতমানের যে সকল স্কন্ধ নিরুদ্ধ তাহারা সকলই সদৃশ এবং অপ্রতিসন্ধিক হইয়াছে (অর্থাৎ আর জোড় লাগিবে না, বিজোড় হইয়া পরিয়াছে)।

অনিবত্তেন ন জাতো পচ্চুপ্পন্নেন জীবতি,

চিত্তভঙ্গা মতো লোকো, পঞ্‌ঞত্তি পরমত্থিয়াতি।

অনুৎপন্ন চিত্তে জন্মে না, প্রত্যুৎপন্নে বাঁচে, চিত্তভঙ্গ হইলে লোকমৃত। পরমার্থতঃ প্রজ্ঞাপ্তি মাত্র (অর্থাৎ তিস্‌স বাঁচে, ফুস্‌স বাঁচে ইত্যাদি পরমার্থতঃ কথামাত্র)।

এইরূপে ক্ষণপরিত্তত্বতঃ মরণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

অতএব এই অষ্ট আকারের অন্যতমের দ্বারা অনুস্মরণ করাতে পুনঃ পুনঃ মনসিকার বশে চিত্ত আসেবন লাভ করে, মরণালম্বনা স্মৃতি সংস্থিতা হয়, নিবারণ সমূহ বিষ্কম্ভিত হয়, ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। আলম্বনের স্বভাবধর্ম্মত্ব হেতু ও সংবেগনীয়ত্ব বশতঃ অর্পণা প্রাপ্ত না হইয়া উপচার প্রাপ্ত ধ্যান হইয়া থাকে। লোকোত্তর ধ্যান, দ্বিতীয় চতুর্থ ও অরূপ ধ্যান সমূহ স্বভাবধর্ম্মে ভাবনাবিশেষদ্বারা অর্পণা পাইয়া থাকে। বিশুদ্ধি-ভাবনানুক্রমবশে লোকোত্তর অর্পণা পাইয়া থাকে, আলম্বনাতিক্রম-ভাবনাবশে আরূপ্য। তত্র অর্পণাপ্রাপ্ত ধ্যানের আলম্বন সমতিক্রমণমাত্র হইয়া থাকে। এইখানে তদুভয়ই নাই। তাই ধ্যান উপচার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সেই স্মৃতি বলে উৎপন্ন বলিয়া মরণস্মৃতি সংখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই মরণস্মৃতি অনুযুক্ত ভিক্ষু সতত অপ্রমত্ত হয়, সর্ব্বভাবে অনভিরতি সংজ্ঞা প্রতিলাভ করে, জীবন-নিকন্তি ত্যাগকরে, পাপগর্হী হয়, অসন্নিধি বহুল, পরিষ্কার

সমূহে বিগত মদমাৎসর্য্য হইয়া থাকে, ইহার অনিত্য সংজ্ঞার সহিত পরিচয় হয়, তদনুসারেই দুঃখ সংজ্ঞা ও অনাত্ম সংজ্ঞা উপস্থিত হয়।

যথা অভাবিত মরণ সত্ত্বগণ, সহসা বালমৃগ-যক্ষ-সর্প-চোর-বধকাভি ভূতের ন্যায়, মরণ সময়ে ভয়, সন্ত্রাস ও সম্মোহ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রাপ্ত না হইয়া অভয় ও অসংমূঢ় হইয়া কাল করে (মরে)। যদি বর্ত্তমান শরীরে অমৃত প্রাপ্ত না হয়, কায়ভেদের পর সুগতি পরায়ণ হইয়া থাকে।

তস্মা··· ··· ··· ···

মরণানুস্সতিয়া সদাতি।

ইহা মরণাস্মৃতির মুখ্য বিস্তার কথা।

২। কায়গতা স্মৃতি।

ইদানী যাহা বুদ্ধোৎপাদভিন্ন প্রবর্ত্তিত হয় না, ও সর্ব্ব তীর্থীয়গণের অবিষয়ীভূত এবং সেই সেই সূত্রান্তে—

হে ভিক্ষুগণ, একধর্ম্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে মহা সংবেগের হেতু হইয়া থাকে, মহান্ অর্থের হেতু হইয়া থাকে, মহান্ যোগক্ষেমের ··· ···, মহতী স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞার ···, মহান্ জ্ঞানদর্শন প্রতিলাভের ··· , দৃষ্ট-ধর্ম্ম-সুখ বিহারের ··· ··· বিদ্যাবিমুক্তি-ফল-স্ব-অক্ষি-ক্রিয়ার হেতু হইয়া থাকে। কোন্ এক ধর্ম্ম ? কায়গতা স্মৃতি ·· ··· হে ভিক্ষুগণ, তাহারা অমৃত পরিভোগ করে, যাহারা কায়গতা স্মৃতি পরিভোগ করে। হে ভিক্ষুগণ, তাহারা অমৃত পরিভোগ করে না, যাহারা কায়গতা স্মৃতি পরিভোগ করে না। অমৃত তাহাদের পরিভুক্ত ··· ··· অপরিভুক্ত ··· ··· পরিহীন ··· ··· অপরিহীন ··· ··· বিরুদ্ধ ··· ··· অবিরুদ্ধ ··· ··· যাহাদের কায়গতা স্মৃতি আরব্ধ। ভগবান এইরূপে নানা প্রকারে প্রশংসা করিয়া,—হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে কায়গতা স্মৃতি ভাবিতা, কিরূপে বহুলীকৃতা হইলে মহাফল ও মহানিশংস হইয়া থাকে ? ইহ, হে ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু অরণ্য-গত বা ইত্যাদি প্রকারে আনাপান-পর্ব্ব, ঈর্য্যাপথ-পর্ব্ব, চারি সম্প্রজ্ঞা-পর্ব্ব, প্রতিকুল মনসিকার-পর্ব্ব, ধাতুমনসিকার-পর্ব্ব, নব সীবথিকপর্ব্ব এই চতুর্দ্দশ পর্ব্ব বশে কায়গতা-স্মৃতি কর্ম্ম-স্থান উদ্দেশ করিয়াছেন, সেই ভাবনানির্দ্দেশ অনুপ্রাপ্ত।

তত্র যেহেতু ঈর্য্যাপথ-পর্ব্ব, চারি সম্প্রজ্ঞা-পর্ব্ব ও ধাতুমনসিকার-পর্ব্ব এই তিন পর্ব্ব বিদর্শন বশে উক্ত। নবসীবথিক-পর্ব্ব বিদর্শন জ্ঞান সমূহেই আদিনবানুদর্শনা বশে উক্ত। আর উদ্ধমিতকাদিতে যে সমাধি ভাবনা সিদ্ধ হয় তাহা অশুভ নির্দ্দেশে প্রকাশিতা।

আনাপানপর্ব্ব ও প্রতিকুল-মনসিকার-পর্ব্ব এই দুই পর্ব্ব সমাধিবশে উক্ত। তাহাদের মধ্যে আনাপান-পর্ব্ব আনাপানস্মৃতিবশে স্বতন্ত্র কর্ম্মস্থানই। আর যাহা পুনঃ চ পর, হে ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু এই কায় পাদতলার উর্দ্ধ, কেশমস্তকের অধঃ ও ত্বক পর্য্যন্ত (ত্বক দ্বারা বেষ্টিত) নানা অশুচিপূর্ণ বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ করে ঃ—এই কায়ে আছে কেশ সমূহ, লোমগুলি ·পে··· মুত্র, এইরূপে মগজ (মস্তিষ্ক), অস্থি-মজ্জা সহ একত্রে সংগ্রহ করিয়া প্রতিকুল মনসিকারবশে দ্বাত্রিংশাকার কর্ম্ম-স্থান দেশিত তাহা এইখানে অভিপ্রেত। অত্র ইহা পালি বর্ণনা পূর্ব্বগামী ভাবনা নির্দ্দেশ ঃ—ইমং এব কায়ং—এই চারি মহা ভৌতিক পূঁতিকায়, উদ্ধং পাদতলা—পাদতল হইতে উপরে, অধো কেসমথকা—কেশাগ্র হইতে নীচে, তচ পরিয়ন্তং—তির্য্যকভাবে ত্বক দ্বারা পরিছিন্ন (ত্বক পরিবেষ্টিত), পুরং নানপ্‌পকারস্‌স অসুচিনো পচ্চবেক্‌খতি—এই শরীর কেশাদি নানা প্রকার অশুচি ভরা বলিয়া দেখে। কি প্রকারে?—আছে এই কায়ে কেশসমূহ······পে......মুত্র।

অত্র অত্থি—সংবিদ্যমান আছে। ইমস্মিং—সেই যে পাদতলার উপরে কেশ মস্তকের অধঃ-ত্বক পরিবেষ্টিত নানা প্রকার অশুচিপূর্ণ বলিয়া উক্ত সেই, কায়ে—শরীরে,ত্বক হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিকে এত বড় 'ব্যামমত্তে কলেবরে',—সর্ব্বাকারে বিচিনন করিতে করিতে (বাছিতে বাছিতে) মুক্তা মণি বা বৈদূর্য্য, বা অগরু বা কুঙ্কুম বা কর্পূর বা বাসচূর্ণাদি (সুগন্ধ চূর্ণাদি) অণুমাত্রও শুচিভাব দেখে না; অথচ পরম দুর্গন্ধ ঘৃণ্য বিশ্রী দর্শন নানা প্রকার কেশলোমাদিভেদে অশুচিই দেখিয়া থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে—অত্থি ইমস্মিং কায়ে কেসা লোমা......পে......মুত্তন্তি। ইহাই এইখানে পদসম্বন্ধতঃ বর্ণনা।

এই কর্ম্মস্থান ভাবনাকামী আদি কর্ম্মিক কুলপুত্র কর্ত্তৃক উক্ত প্রকার কল্যাণ মিত্রের কাছে গিয়া এই কর্ম্মস্থান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যিনি কর্ম্মস্থান

শিক্ষা দিবেন তাঁহার সাত প্রকার উদ্‌গ্রহ কৌশল্য, দশধা মনসিকার কৌশল্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

তত্র বচনদ্বারা, মনদ্বারা, বর্ণতঃ, সংস্থানতঃ, দিশাতঃ, অবকাশতঃ ও পরিচ্ছেদতঃ এই সপ্তধা উদ্‌গ্রহ কৌশল্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রতিকুল-মনসিকার-কর্ম্মস্থান যিনি ত্রৈপিটক তাঁহারও মনসিকার কালে প্রথমে বাক্য-দ্বারা সাধ্যায় (অধ্যয়ন) কর্ত্তব্য। কাহারও সাধ্যায় করিতে করিতেই কর্ম্মস্থান প্রকট হয়। মলয়বাসী মহাদেব স্থবিরের কাছে উদ্‌গৃহীতকর্ম্মস্থান (কর্ম্মস্থান গ্রহণকারী) দুইজন স্থবির ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা কর্ম্মস্থান প্রার্থনা করিলে স্থবির চারি মাসে ইহাই সাধ্যায় (আবৃত্তি) কর বলিয়া "দ্বাত্তিংসাকার পালিং" দিয়া দিলেন। যদিও তাঁহাদের তিন কি চারি নিকায় প্রগুণ (কণ্ঠস্থ) ছিল তথাপি প্রদক্ষিণ-গ্রাহীতাবশতঃ (বাধ্যতা বশতঃ) চারি মাসে "দ্বাত্তিং সাকারং" সাধ্যায় (মনে মনে চিন্তা) করিতে করিতে স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। তাই কর্ম্মস্থান শিক্ষাদাতা আচার্য্য কর্ত্তৃক অন্তেবাসীকে বক্তব্য—প্রথমে বাক্যদ্বারা সাধ্যায় (অধ্যয়ন) কর। সাধ্যায় করিতে ত্বক পঞ্চকাদি পরিচ্ছেদ বিভাগ করিয়া অনুলোম প্রতিলোম বশে সাধ্যায় কর্ত্তব্য।—কেশসমূহ, লোম-গুলি, নখসমূহ, দন্তগুলি, ত্বক পর্য্যন্ত বলিয়া পুনঃ প্রতিলোমভাবে—ত্বক, দন্ত-গুলি, নখসমূহ, লোমগুলি ও কেশসমূহ বলিয়া বক্তব্য। তদন্তর বৃক্কপঞ্চকে—মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক বলিয়া পুনঃ প্রতিলোমভাবে বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস, ত্বক, দন্তগুলি, নখসমূহ, লোমগুলি ও কেশসমূহ বলিয়া বক্তব্য।

তারপর ফুস্‌ফুস্‌ পঞ্চকে—"হৃদয়, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌" পর্য্যন্ত বলিয়া পুনঃ প্রতিলোমভাবে ফুস্‌ফুস্‌, প্লীহা, ক্লোম, যকৃত, হৃদয়, বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস, ত্বক, দন্তসমূহ, নখসমূহ, লোমসমূহ, কেশসমূহ" পর্য্যন্ত বক্তব্য।

তারপর মস্তলুঙ্গ (মগজ) পঞ্চকে—অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ, মস্তলুঙ্গ বলিয়া পুনঃ প্রতিলোমভাবে মস্তলুঙ্গ, করীষ, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌, প্লীহা, ক্লোম, যকৃৎ, হৃদয়, বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস, ত্বক, দন্তসমূহ-নখসমূহ, লোম সকল, কেশ সকল বলিয়া বক্তব্য।

তারপর মেদছক্কে—পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁয, লোহিত (রক্ত), স্বেদ, মেদ বলিয়া পুনঃ প্রতিলোমভাবে মেদ, স্বেদ, লোহিত, পূঁয, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মস্তলুঙ্গ, করীষ, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র, ফুস্ফুস্ (পপাফুস), প্লীহা, ক্লোম, যকৃৎ, হৃদয়, বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস, ত্বক, দন্ত, সকল, নখসমূহ, লোমসমূহ, কেশ সকল বলিয়া বক্তব্য।

তরপর মুত্রছক্কে—পিত্ত,শ্লেষ্মা, পূঁয,লোহিত, স্বেদ, মেদ বলিয়া পুনঃ প্রতি-লোমভাবে—মেদ, স্বেদ, লোহিত, পূঁয, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মস্তলুঙ্গ, করীষ, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র, ফুস্ফুস্, প্লীহা, ক্লোম, যকৃৎ, হৃদয়, বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস, ত্বক, দন্তসকল, নখসমূহ, লোমসমূহ, কেশ সকল বলিয়া বক্তব্য।

এইরূপ শতবার, সহস্রবার, শতসহস্রবার বাক্যদ্বারা সাধ্যায় (আবৃত্তি) কর্ত্তব্য। বাক্যদ্বারা সাধ্যায় করিলে কর্ম্মস্থানতন্ত্রী প্রগুণা (কণ্ঠস্থ) হয়, চিত্ত ইতঃস্ততঃ ধাবিত হয় না। ভাগসমূহ হস্তশৃঙ্খলিকা সদৃশ বা বৃতিপাদপংক্তি সদৃশ প্রাকট হইয়া থাকে।

যেমন বাক্যদ্বারা তেমন মনের দ্বারা সাধ্যায় (আবৃত্তি) কর্ত্তব্য। বাক্যদ্বারা সাধ্যায় মনের দ্বারা সাধ্যায়ের প্রত্যয় হয়। মনের দ্বারা সাধ্যায় লক্ষণ প্রতিবেধের (জাননের) প্রত্যয় হয়।

বর্ণতঃ—কেশাদির বর্ণ ব্যবস্থাপন কত্তব্য। সংস্থানতঃ তাহাদেরই সংস্থান ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। দিশাতঃ—এই শরীরে নাভি হইতে উপরে (উর্দ্ধে) উপরিমা দিশা, অধঃ (নীচে) অধঃদিশা, তাই এই কোট্টাস (ভাগ) এই দিশায় আছে বলিয়া দিশা ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। অবকাশতঃ—এই ভাগ (কোট্টাস) এই অবকাশে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপে সেই সেই ভাগের অবকাশ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। পরিচ্ছেদতঃ—সভাগ পরিচ্ছেদ ও বি-সভাগ পরিচ্ছেদ এই দুই পরিচ্ছেদ। তত্র এই কোট্টাস (ভাগ) নীচে, উপরে ও পার্শ্বে (তির্য্যক) ইহাদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, এইরূপে সভাগ পরিচ্ছেদ জ্ঞাতব্য। কেশ-সমূহ লোমসমূহ নয়, লোমসমূহও কেশসমূহ নয় ইত্যাদি প্রকারে অমিশ্রকৃত-বশে বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কর্ত্তব্য।

এইরূপে সপ্তধা উদ্‌গ্রহকৌশল্য (কুশলতা) শিক্ষাদাতা কর্ত্তৃক এই কর্ম্মস্থান অমুক সূত্রে প্রতিকূল বসে কথিত, অমুক সূত্রে ধাতুবশে কথিত,

জানিয়া শিক্ষাদান কর্ত্তব্য। ইহা "মহাসতিপট্ঠানে" প্রতিকূল বশে কথিত, মহাহত্থিপাদোপম, মহারাহুলোবাদ, ধাতুবিভঙ্গাদিতে ধাতুবশে কথিত। যাহার বর্ণতঃ উপস্থিত হয় তাহার সম্বন্ধে চারিধ্যান "কায়গতাসতিসুত্তে" বিভক্ত হইয়াছে। তত্র (যাহা) ধাতুবশে কথিত (তাহা) বিদর্শন কর্ম্মস্থান হইয়া থাকে, (যাহা) প্রতিকূল বশে কথিত (তাহা) শমথ কর্ম্মস্থান, তাহাই এইখানে শমথ কর্ম্মস্থানই। এইরূপ সপ্তধা উদ্‌গ্রহকৌশল্য শিক্ষাদিয়া অনুপূর্ব্বতঃ, নাতিশীঘ্রতঃ, নাতিশনৈঃ, বিক্ষেপ প্রতিবাহনতঃ, প্রজ্ঞাপ্তি সমতিক্রমণতঃ, অনুপূর্ব্বমুঞ্চনতঃ, অর্পণাতঃ, ও তিন সূত্রান্ত এই দশধা মনসিকার কৌশল্য শিক্ষাদান কর্ত্তব্য।

তত্র অনুপূর্ব্বতঃ—ইহা সাধ্যায় করণ হইতে আরম্ভ করিয়া অনুপ্রতিপাটী (একটার পর একটা) মনসি কর্ত্তব্য, একটা অন্তর একটা নহে। যেমন অকুশল পুরুষ দ্বাত্রিংশপদ (ধাপ) নিশ্রেণী (সিঁড়ি) একটা পদ (ধাপ) বাদ দিয়া আর একটায় উঠিতে গিয়া ক্লান্তকায় হইয়া পতিত হয়, আরোহণ সম্পাদন করিতে পারে না, সেইরূপ একটার পর একটা মনসি করিয়া ভাবনা-সম্পত্তি বশে অধিগন্তব্য আস্বাদের অনধিগম (অপ্রাপ্তি) বশতঃ যোগী ক্লান্তচিত্ত হইয়া পতিত হয়, ভাবনা সম্পাদন করিতে পারে না। অনুপূর্ব্বতঃ মনসি করিতে গিয়াও নাতিশীঘ্র মনসি কর্ত্তব্য। অতিশীঘ্র করিলে যথা তিন যোজন মার্গ গমন করিতে আরম্ভ করিয়া অবক্রমণ ও বিসর্জ্জন লক্ষ্য না করিয়া শীঘ্রগতিতে শতবার ও গমনাগমনকারী পুরুষের মার্গ (অর্দ্ধা) পরিক্ষয় হইলেও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই যাইতে হয় সেইরূপ কেবল কর্ম্মস্থান পর্য্যবসান পাইয়া থাকে। কিন্তু অবিভূত হইয়া থাকে, বিশেষ আনয়ন করে না। তাই অতিশীঘ্র মনসি কর্ত্তব্য নহে।

যেমন নাতিশীঘ্র তেমন নাতি শনৈঃ (নাতিধীরে) মনসি কর্ত্তব্য। অতিধীরে মনসি করিলে একই দিবসে তিন যোজন মার্গ গমনেচ্ছু ব্যক্তি অন্তরামার্গে (পথিমধ্যে) বৃক্ষপর্ব্বত তড়াগাদিতে বিলম্ব করিলে মার্গ পরিক্ষয় হয় না, দুই তিন দিবসে মার্গ শেষ করিতে হয়। সেই-রূপই কর্ম্মস্থান পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয় না, বিশেষাধিগমের প্রত্যয় হয় না।

বিক্ষেপ প্রতিবাহনতঃ—কর্ম্মস্থান বিসর্জ্জন করিয়া বাহিরের নানা

আরম্মনে (আলম্বনে) চিত্তের বিক্ষেপ প্রতিবাহন কর্ত্তব্য। প্রতিবাহন না করিলে (বিক্ষেপ বারণ না করিলে) যেমন এক পদিক প্রপাতমার্গ-প্রতিপন্ন পুরুষের অবক্রমণপদ লক্ষ্য না করিয়া ইতস্ততঃ বিলোকন করাতে পদক্ষেপ ভুল হয় (পদবার বিরুদ্ধ হয়), তারপর সে শতপুরুষ গভীর প্রপাতে পতিতব্য হইয়া থাকে (পড়িয়া থাকে), সেইরূপ বাহিরে বিক্ষেপ থাকিলে কর্ম্মস্থান পরিহীন হয়, পরিধ্বংস হয়। সেইহেতু বিক্ষেপ প্রতিবাহন দ্বারা মনসি কর্ত্তব্য।

প্রজ্ঞাপ্তি সমতিক্রমণতঃ—যে এই কেশ সমূহ, লোমসমূহ আদিকা প্রজ্ঞাপ্তি, তাহা অতিক্রম করিয়া প্রতিকূল বলিয়া চিত্তস্থাপন কর্ত্তব্য। যথা উদক দুর্লভকালে মানুষেরা অরণ্যে কূপ দেখিয়া তত্র তালপত্রাদি কিছু সংজ্ঞা (চিহ্ন) বাঁধিয়া সেই সংজ্ঞাদ্বারা গিয়া স্নান করে ও পান করে। যখন তাহাদের অভিসঞ্চরণ দ্বারা আগতাগত পথ প্রাকট হয় (সুপরিচিত হয়) তখন সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছামাত্রই গিয়া স্নান করে ও পান করে। সেইরূপ পূর্ব্বভাগে কেশ সকল, লোমসমূহ বলিয়া প্রজ্ঞাপ্তিবশে মনসি করিলে প্রতিকূলভাব প্রাকট হয়, তখন কেশ সকল, লোমসমূহ ইত্যাদি প্রজ্ঞাপ্তি সমতিক্রম করিয়া প্রতিকূলভাবে চিত্ত স্থাপন কর্ত্তব্য।

অনুপূর্ব্বমুঞ্চনতঃ—যে যে ভাগ উপস্থিত হয়, সেই সেই ভাগ মোচন করিয়া (ত্যাগ করিয়া) অনুপূর্ব্বমুঞ্চনতঃ মনসি কর্ত্তব্য। আদি কর্ম্মিকের 'কেশসকল' মনসি করিতে মনসিকার গিয়া 'মূত্র' এই পর্য্যবসান ভাগে আহত হইয়া স্থিত হয়। 'মূত্র' বলিয়া মনসি করিলে মনসিকার গিয়া কেশ সকল, এই আদি ভাগে আহত হইয়া স্থিত হয়। অথ ইহার মনসি করিতে করিতে কোন ভাগ উপস্থিত হয়, কোন ভাগ উপস্থিত হয় না। তাই যে যে ভাগ উপস্থিত হয় তাহাতেই প্রথমে কর্ম্ম কর্ত্তব্য। দুইটী উপস্থিত হইলে একটী ভাল মতে উপস্থিত হয়। ভাল মতে উপস্থিত পুনঃ পুনঃ মনসি করিয়া অর্পণা উৎপাদন কর্ত্তব্য।

তত্র এই উপমা—যথা দ্বাত্রিংশ তাল বিশিষ্ট তালবনে বাসিন্দা (তালবন-বাসী) মর্কট গ্রহণ করিতে (ধরিতে) ইচ্ছুক লুব্ধক আদিতে স্থিত তালের পর্ণ সরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া চেঁচাইতে থাকে। অথ সে মর্কট প্রতিপাটী

(একটার পর একটা) সেই সেই তালে পড়িয়া শেষ তালে গমন করে। সেই খানে গিয়াও লুব্ধক সেইরূপ করিলে পুনঃ সেই নিয়মে আদি তালে আসে। সে এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাটী গমন করিয়া যে যে স্থানে লুব্ধক চেঁচাইত সেই সেই স্থানে উঠিয়া অনুক্রমে এক তালে নিপতিত হইয়া তাহারই মধ্যে মুকুলতালপর্ণসূচি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়া বিদ্ধমান হইয়াও উঠে না। এইরূপে এই সম্পদ (সার্থকতা) দ্রষ্টব্য।

তত্র এই উপমা সংসন্দন—যথা তালবনে দ্বাত্রিংশ তাল, সেইরূপ এই শরীরে দ্বাত্রিংশ ভাগ। মর্কটের মত চিত্ত, লুব্ধক সদৃশ যোগাচার। মর্কটের দ্বাত্রিংশ তাল সমন্বিত তালবনে নিবাস সদৃশ যোগীর চিত্তের দ্বাত্রিংশ ভাগ বিশিষ্ট কায়ে আরম্মন (আলম্বন) বশে অনুসঞ্চরণ। লুব্ধক কর্ত্তৃক প্রথমে স্থিত তালের পর্ণ শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া চীৎকার করাতে মর্কটের সেই সেই তালে পতিত হইয়া শেষ তালে গমন সদৃশ যোগীর ক্লেশসমূহ বলিয়া মনসিকার আরব্ধ করিলে ক্রমে গিয়া পর্য্যবসান ভাগেই চিত্তের সংস্থান। পুনঃ প্রত্যাগমনেও এই ক্রম। পুনঃ পুনঃ অনুক্রমমান মর্কটের চীৎকার স্থানে উত্থান সদৃশ পুনঃ পুনঃ মনসিকরাতে কোন কোনটী উপস্থিত হইলে অনুপস্থিত বিসর্জ্জন করিয়া উপস্থিত গুলিতে পরিকর্ম্মকরণ। অনুক্রমে এক তালে পড়িয়া তাহার মধ্যে মুকুল-তালপর্ণসূচি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বিদ্ধমান হইলেও মর্কটের অনুত্থান সদৃশ অবসানে দুইটি উপস্থিতের যেটী ভালরূপে উপস্থিত হয় তাহাই পুনঃ পুনঃ মনসি করিয়া অর্পণা উৎপাদন।

অপর উপমা—যথা পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু দ্বাত্রিংশ কুল বিশিষ্ট গ্রাম আশ্রয় করিয়া বাস করিতে করিতে প্রথম গৃহে দুই ভিক্ষা (দুই গৃহে প্রাপ্তব্য ভিক্ষা) লাভ করিয়া পরের এক বাড়ী ত্যাগ করে, পরদিন তিন ভিক্ষা লাভ করিয়া পরের দুই বাড়ী ত্যাগ করে, তৃতীয় দিবসে প্রথম গৃহেই পাত্র পূর্ণ ভিক্ষা লাভ করিয়া আসন শালায় গিয়া পরিভোগ করে। এইরূপ ইহার সম্পদ দ্রষ্টব্য। দ্বাত্রিংশকুলবিশিষ্ট গ্রাম সদৃশ দ্বাত্রিংশাকার। পিণ্ডপাতিক সদৃশ যোগাচার, তাহার সেই গ্রাম আশ্রয় করিয়া বাস সদৃশ যোগীর দ্বাত্রিংশাকার পরিকর্ম্ম করণ। প্রথম গৃহে দুই গৃহের ভিক্ষা লাভ করিয়া পরে একটার বিসর্জ্জন ও দ্বিতীয় দিবসে তিন গৃহের ভিক্ষা লাভ করিয়া পরে

দুইটার বিসর্জ্জন সদৃশ মনসিকার করিতে করিতে অনুপস্থিত বিসর্জ্জন করিয়া উপস্থিত দুই ভাগে পরিকর্ম্ম করণ; তৃতীয় দিবসে প্রথম গৃহেই পাত্রপূর্ণ লাভ করিয়া আসন শালায় বসিয়া পরিভোগ সদৃশ দুইটী উপস্থিতের যেটা ভালরূপে উপস্থিত হয় সেইটীই পুনঃ পুনঃ মনসি করিয়া অর্পণার উৎপাদন।

অর্পণাতঃ—অর্পণাভাগতঃ, কেশাদির এক এক ভাগে অর্পণা হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞাতব্য, ইহাই এখানে অভিপ্রায়।

তিন সূত্রান্ত ও—অধিচিত্ত, শীতিভাব, বোধ্যঙ্গ-কৌশল্য, এই তিনটী সূত্রান্ত বীর্য্য-সমাধি যোজনার্থ জ্ঞাতব্য, এই অত্র অভিপ্রায়।

তত্র হে ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত অনুযুক্ত (যোগী) কর্ত্তৃক তিন নিমিত্ত কালে কালে মনসি কর্ত্তব্য,—কালে কালে সমাধি-নিমিত্ত মনসি কর্ত্তব্য, কালে কালে প্রগ্রাহনিমিত্ত মনসিকর্ত্তব্য, কালে কালে উপেক্ষা-নিমিত্ত মনসি কর্ত্তব্য। যদি হে, ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত অনুযুক্ত ভিক্ষু একান্ত সমাধি নিমিত্তই মনসিকরে তবে সে চিত্ত কৌসীদ্যে সংবর্ত্তিত হইতে পারে, কৌসীদ্যের বশীভূত হইতে পারে। যদি, হে ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত অনুযুক্ত ভিক্ষু একান্ত প্রগ্রাহ নিমিত্তই মনসি করে তবে সেই চিত্ত ঔদ্ধত্যের বশীভূত হইতে পারে......একান্ত উপেক্ষা......সে চিত্ত আসবক্ষয়ের নিমিত্ত সম্যক সমাধি না করিতেও পারে। যে হেতু অধিচিত্ত অনুযুক্ত (সমাধি যুক্ত) ভিক্ষু কালে কালে সমাধি নিমিত্ত, প্রগ্রাহনিমিত্ত ও উপেক্ষা নিমিত্ত মনসি করে সেই হেতু চিত্ত মৃদু, কর্ম্মণ্য ও প্রভাস্বর হয়, প্রভঙ্গু হয় না, আসবক্ষয়ের জন্য সম্যক সমাধি করে।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সুবর্ণকার বা সুবর্ণকার-অন্তেবাসী উল্কা (মুষা) বন্ধন করে (প্রস্তুত করে), উল্কা বন্ধন করিয়া উল্কামুখ আলিম্পন করে (প্রজ্বলিত করে), উল্কামুখ আলিম্পন করিয়া (জ্বালিয়া) সাঁড়াষ দ্বারা জাতরূপা (সোণা) গ্রহণ করিয়া উল্কামুখে প্রক্ষেপ করিয়া কালে কালে অভিধমন করে (ফুঁদেয়). কালে কালে উদক দ্বারা ছিটাদেয়, কালে কালে (কখন কখনও) উপেক্ষা করে। যদি, হে ভিক্ষুগণ, সুবর্ণকার অন্তেবাসী সেই জাতরূপাতে (সোণা) একান্ত অভিধমন করে (ফুঁদেয়) তবে সে জাতরূপা দগ্ধ হইবার কারণ আছে। যদি, হে ভিক্ষুগণ,.........একান্তই জলের ছিটা দেয় তবে সোণা নিবিয়া যাইতে পারে। যদি, হে ভিক্ষুগণ......

একান্তই উপেক্ষা করে তবে সে জাতরূপা সম্যক পরিপক্ক হইবে না। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, সুবর্ণকার বা সুবর্ণকার-অন্তেবাসী সেই জাতরূপা কালে কালে অভিধমন করে, কালে কালে উপেক্ষা করে (আগুনের তাপে সোণা রাখিয়া দেয়) তবে সে সোণা মৃদু, কর্ম্মণীয়, প্রভাস্কর হয়, প্রভঙ্গু (ভঙ্গপ্রবণ) হয় না, কর্ম্মের সম্যক উপযুক্ত হয়। সে সোণা যে যে অলঙ্কারের (পিলন্ধন বিকৃতি) জন্য ইচ্ছা করে—যদি পট্টিকার জন্য, যদি কুণ্ডলার জন্য যদি হারের জন্য, যদি সুবর্ণ মালার জন্য (ইচ্ছা করে), তাহার সেই অর্থ (প্রয়োজন) সিদ্ধ হয়।

ঠিক সেইরূপ, হে ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত অনুযুক্ত ভিক্ষু কর্ত্তৃক ··· পে······ আসব ক্ষয়ের জন্য সম্যক সমাধি করে, আর যেই যেই অভিজ্ঞা দ্বারা স্ব-ক্ষি করণীয় (প্রত্যক্ষ করণীয়) ধর্ম্মে চিত্ত অভিনত করে অভিজ্ঞা দ্বারা স্ব-ক্ষি করিবার জন্য, সেই সেই ধর্ম্মে স্ব-অক্ষিভাবতা প্রাপ্ত হয় পূর্ব্বকারণ থাকিলে। এই সূত্র অধিচিত্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

হে ভিক্ষুগণ, ছয় ধর্ম্মের দ্বারা সমন্নাগত ভিক্ষু অনুত্তর শীতিভাবে (নির্ব্বাণ) স্ব-অক্ষি (সাক্ষাৎ) প্রত্যক্ষ) করিতে ভব্য (সক্ষম)। কোন্ কোন্ ছয়? ইহ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে সময়ে···(১২৮ পৃষ্ঠার (৫), (৪), (৬), ও (৭)······দ্রষ্টব্য) প্রণীতাধিমুক্তিক ও নির্ব্বাণাভিরত হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এই ছয় ধর্ম্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনুত্তর শীতিভাব (নির্ব্বাণ) স্ব-অক্ষি (প্রত্যক্ষ) করিতে সক্ষম। এই সূত্র অনুত্তর শীতিভাব বলিয়া জ্ঞাতব্য।

বোধ্যঙ্গ কৌশল্য ··· ··· ··· অর্পণা কৌশল্য কথায় দেশিত (১৩১ পৃষ্ঠার ১ হইতে ১৫ শ পংক্তি)।

এই সপ্তবিধ উদ্গ্রহ কৌশল্য সুগৃহীত করিয়া, আর এই দশবিধ মনসিকার কৌশল্য সুন্দর রূপে ব্যবস্থাপন করিয়া সেই যোগী কর্ত্তৃক উভয় কৌশল্য বশে কর্ম্মস্থান ভালরূপে উদ্গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যদি ইহার আচার্য্যের (সার্দ্ধ) সহিত একবিহারেই বাসের সুবিধা হয় এইরূপ বিস্তারে না কহাইয়া কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া বিশেষ লাভ করিলে উপর উপর (পরপর) বলান উচিত। অন্যত্র বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে যথা উক্ত বিধিমতে বিস্তার ভাবে বলাইয়া পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন (আবৃত্তি) পূর্ব্বক

সমস্ত গ্রন্থিস্থান (কঠিনস্থান) ছেদন করিয়া পৃথিবী কৃৎস্ন-নির্দ্দেশে উক্ত নয়েই অননুরূপ (সেনাসন) শয়নাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুরূপ বিহারে বাস করতঃ ক্ষুদ্রকপ্রতিবন্ধক উপচ্ছেদ করিয়া প্রতিকুল মনসি কারে পরিকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

পরিকর্ম্মকারী কর্ত্তৃক প্রথমতঃ কেশ সমূহে নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য। কিরূপে? এক বা দুই কেশ ছেদন করিয়া হস্ততলে স্থাপন পূর্ব্বক বর্ণ প্রথমতঃ ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। ছিন্ন স্থানেও কেশ অবলোকন করা উচিত। উদকপাত্রে বা যাগু পাত্রে অবলোকন করা উচিত। কালককালে দেখিয়া কালকা বলিয়া মনসি কর্ত্তব্য। শ্বেতকালে শ্বেত, মিশ্রককালে উৎসদবশে (বেশী সংখ্যা বশে) মনসি কর্ত্তব্য। যেমন কেশ সমূহ তেমন সকল ত্বক পঞ্চক দেখিয়া নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্য।

এইরূপে নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া সকল ভাগে বর্ণ-সংস্থান-দিশা-অবকাশ পরিচ্ছেদ বশে ব্যবস্থাপন করিয়া বর্ণ-সংস্থান-গন্ধ-আশয়-অবকাশ বশে পঞ্চধা প্রতিকুলতা ব্যবস্থাপেতব্য। তত্র এই সর্ব্বভাগে আনুপূর্ব্বীকথা। প্রথমতঃ কেশ প্রাকৃতিক বর্ণে কাল, আর্দ্র অরিষ্টক বর্ণ। সংস্থানতঃ দীর্ঘবর্ত্তী (ধার) যুক্ত তুলাদণ্ড সংস্থান। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত, অবকাশতঃ—উভয় পার্শ্বে কর্ণচূলিকা দ্বারা, পূর্ব্বে (সম্মুখে) ললাটান্তদ্বারা, পশ্চাৎ (দিকে) গলাবেষ্টনীর (গলবাটক) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। শীর্ষের (মস্তকের) কটাহ-(খুলি) বেষ্টনী আর্দ্রচর্ম্ম কেশসমূহের অবকাশ। পরিচ্ছেদতঃ কেশ সমূহ শীর্ষবেষ্টন-চর্ম্মে ব্রীহির (ধান্যের) অগ্রমাত্র প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত, অধঃ নিজের মূলতল দ্বারা, উপরি আকাশ দ্বারা, তির্য্যক পরস্পর-পরিচ্ছিন্ন, দুই কেশ একত্রে নাই, ইহা সভাগ শরিচ্ছেদ। কেশসকল লোম সমূহ নহে, লোমসমূহ কেশ নহে, এইরূপে অবশেষ একত্রিংশ ভাগের সহিত অমিশ্রীকৃত। কেশ সকল প্রত্যেকে এক এক ভাগ-ইহা বিসভাগ পরিচ্ছেদ। ইহা কেশ সমূহের বর্ণাদিতঃ ব্যবস্থাপন।

ইহাই তাহাদের বর্ণাদিবশে পঞ্চধা প্রতিকুলতঃ ব্যবস্থাপন—কেশ সমূহ বর্ণতঃ প্রতিকুল, মনোজ্ঞ যাউ পাত্রে বা ভক্তপাত্রে কেশবর্ণের, কিছু দেখিয়া ইহা কেশমিশ্রিত, সরাইয়া লও বলিয়া ঘৃণা করে। এইরূপ কেশসমূহ বর্ণতঃ

প্রতিকুল, রাত্রে ভোজন সময়ে কেশাকারের অক্কবাক বা মকচিবাক ছুঁইয়া সেইরূপ ঘৃণা করে, এইরূপ সংস্থানতঃ প্রতিকুল। তেলমাখন-পুষ্পধূমাদি সংস্কার বিরহিত কেশসমূহের গন্ধ পরম ঘৃণ্য হইয়া থাকে। তাহা হইতেও ঘৃণ্যতর অগ্নিতে প্রক্ষেপণ। কেশ সমূহ বর্ণসংস্থানতঃ অপ্রতিকূল হইলেও গন্ধেতে প্রতিকূলই। যেমন দহর কুমারের (শিশু বালকের) বর্চ (বিষ্ঠা) বর্ণতঃ হরিদ্রাবর্ণ, সংস্থানতঃ হরিদ্রাপিণ্ডসংস্থান ও সংস্কারস্থানে (ময়লা নিক্ষেপস্থান) নিক্ষিপ্ত উদ্ধমতিক (স্ফীত) কালসুনখ শরীর সদৃশ, বর্ণতঃ পক্কতালবর্ণ, সংস্থানতঃ উল্‌টাইয়া বিসর্জ্জিত মৃদঙ্গ সংস্থান, দংষ্ট্রা (দাঁত) ও সুমনমুকুল সদৃশ। সুতরাং উভয়ই বর্ণ ও সংস্থানতঃ অপ্রতিকূল, কিন্তু গন্ধে প্রতিকুলই। সেইরূপ কেশ সমূহ ও বর্ণসংস্থানতঃ অপ্রতিকুল, গন্ধে প্রতিকুলই। যথা অশুচিস্থানে গ্রামময়লা-রাশিতে জাত সুপেয়্য পর্ণ সমূহ নাগরিক মনুষ্যগণের ঘৃণ্য ও অপরিভোগ্য হইয়া থাকে, তথা কেশ সমূহও পুঁয-লোহিত-মূত্র-করীষ-পিত্ত-শ্লেষ্মাদির বিপাকে জাতবলিয়া ঘৃণ্য। ইহাই তাহাদের আশয়তঃ প্রাতি-কূল্য। এই কেশ সকল গুথরাশিতে উথিত কর্ণিকার ন্যায় একত্রিংশ ভাগ রাশিতে জাত, তাহারা শ্মশান-সংস্কারস্থানাদিতে জাত শাক সদৃশ, পরিখাদিতে জাত-কমল-কুবলয়াদি পুষ্প সদৃশ অশুচিস্থানে জাতবলিয়া পরম ঘৃণ্য। ইহা তাহাদের অবকাশতঃ প্রাতিকুল্য।

যথা কেশ সমূহের, তথা সর্ব্বভাগের বর্ণ-সংস্থান-গন্ধ-আশয়-অবকাশবশে পঞ্চধা প্রতিকূলতা ব্যবস্থাপেতব্য। বর্ণ-সংস্থান-দিশা-অবকাশ-পরিচ্ছেদ বশে কিন্তু সকলই পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য।

তত্র লোমসমূহ—প্রাকৃতবর্ণতঃ কেশের মত অসংভিন্ন কালক (কালবর্ণ) নহে, কিন্তু কালপিঙ্গল বর্ণ হইয়া থাকে। সংস্থানতঃ অবনতাগ্র, তালমূল সংস্থান। দিশাতঃ দুই দিশায় জাত। অবকাশতঃ কেশ সমূহ প্রতিষ্ঠিত অবকাশ ও হস্তপদ-তল সমূহ ব্যতীত বহুশঃ অবশেষ শরীর বেষ্টন চর্ম্মে জাত। পরিচ্ছেদতঃ শরীর-বেষ্টনচর্ম্মে লিক্ষামাত্র (১২৯৬ অনু) প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত নিজমূলতলদ্বারা নীচে পরিচ্ছিন্ন, আকাশ দ্বারা উপরে, তির্য্যক অন্যান্যের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। দুই লোম একত্রে নাই, ইহা তাহাদের সভাগ পরিচ্ছেদ। বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

নখ সমূহ—বিংশতি নখপত্রের নাম। বর্ণতঃ তাহারা সকলে সাদা। সংস্থানতঃ মৎস্যের শল্কসংস্থান। দিশাতঃ পাদনখসমূহ নীচের দিকে, হস্ত-নখ সমূহ উপর দিকে, এই দুই দিকে জাত। অবকাশতঃ অঙ্গুলী সমূহের অগ্রপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদতঃ দুই দিশায় অঙ্গুলিপ্রাপ্ত মাংস, ভিতর অঙ্গুলিপৃষ্ঠ মাংসদ্বারা, বাহির ও অগ্রে অকাশদ্বারা, তির্য্যক অন্যান্য দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। দুই নখ একত্রে নাই। এই হইল তাহাদের সভাগ পরিচ্ছেদ। বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কিন্তু কেশ সদৃশই।

দন্ত সমূহ—যাহার পরিপূর্ণ দন্ত আছে তাহার দন্তাস্থি মোট দ্বাত্রিংশ (৩২)। তাহারাও বর্ণতঃ শ্বেত। সংস্থানতঃ নানাপ্রকার সংস্থান বিশিষ্ট। তাহাদের নীচের দন্তপালী (পংক্তি) তে মধ্যের চারি দন্ত মৃত্তিকাপিণ্ডে প্রতিপাটী স্থাপিত অলাবুবীজ-সংস্থান। তাহাদের উভয় পার্শ্বে একেকটী এক মূলিক, এক কোটিক, মল্লিক-মুকুল সংস্থান। তারপর এক একটী দুই মূল ও দুই কোটি (অগ্র) বিশিষ্ট। তারপর দুই দুইটা তিন মূল ও তিন কোটী বিশিষ্ট; তারপর দুই দুইটা চারি মূল ও চারি কোটি (অগ্র) বিশিষ্ট। উপরের পালিতেও এই নয় (ক্রম)। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ দুই হনুকাস্থিতে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদতঃ অধঃ হনুকাস্থিতে প্রতিষ্ঠিত নিজ মূলতল দ্বারা, উপরি আকাশ দ্বারা, তির্য্যক অন্যান্য (পরস্পর দ্বারা) পরিচ্ছিন্ন। একত্রে দুই দাঁত নাই। এই তাহাদের সভাগ পরিচ্ছেদ। বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

ত্বক—সকল শরীর বেষ্টন করিয়া স্থিতচর্ম্ম। তাহার উপরের কাল শ্যাম পীতাদি বর্ণ সকল ছবি। তাহা সকল শরীর হইতে আকর্ষণ করিয়া একত্র করিলেও এক বদরিকার আঁটি মাত্র (বড়) হয়। ত্বক বর্ণতঃ শ্বেতই, ইহার সেই শ্বেতভাব অগ্নি-জ্বালাভিঘাত-প্রহরণ দ্বারা বিধ্বংসিত ছবি দ্বারা প্রাকট হইয়া থাকে। সংস্থানতঃ শরীরসংস্থান সদৃশ হইয়া থাকে। ইহাই এইখানে সংক্ষেপ। বিস্তারতঃ—পাদঙ্গুলিত্বক কোষকারক-কোষসংস্থান। পায়ের পিঠের ত্বক পুটবদ্ধ উপাহন সংস্থান। জঙ্ঘাত্বক ভক্তপুটক-তালপর্ণ সংস্থান, উরুত্বক তণ্ডুলভরিত দীর্ঘস্থবিক সংস্থান, নিতম্ব (আনিসদ)ত্বক উদকপূরিত-পটপরিস্রাবণ সংস্থান, পৃষ্ঠত্বক ফলক-বদ্ধ চর্ম্মসংস্থান, কুক্ষিত্বক বীণা-দ্রোণী-কাবনদ্ধ-চর্ম্ম সংস্থান, উরত্বক সমচতুষ্ক-সংস্থান, উভয় বাহুত্বক তূণীরবদ্ধ চর্ম্ম সংস্থান, হস্তের পৃষ্ঠের ত্বক ক্ষুরকোষসংস্থান, বা সাপের খোলস সংস্থান, হস্তাঙ্গুলি-

ত্বক কুঞ্চিকাকোষকসংস্থান, গ্রীবাত্বক গলকঞ্চুকসংস্থান, মুখত্বক ছিদ্রাবছিদ্র-কীটকুলাবক-সংস্থান, শীর্ষত্বক পাত্রস্থবিক সংস্থান।

ত্বকপরিগ্রাহক (ত্বক্ধ্যানী) যোগাবচর কর্ত্তৃক উপর ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরমুখে জ্ঞান প্রেরণ পূর্ব্বক প্রথমে মুখ বেষ্টন করিয়া স্থিত চর্ম্ম ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। তারপর ললাটাস্থিচর্ম্ম, তারপর স্থবিকায় (থলিয়ায়) প্রক্ষিপ্ত পাত্রের ও স্থবিকার মধ্যে হস্ত সদৃশ শীর্ষাস্থি ও শীর্ষ চর্ম্মের অন্তরে (মধ্যে) জ্ঞান প্রেরণ পুর্ব্বক অস্থির সহিত চর্ম্মের একাবদ্ধভাব বিয়োগ করিয়া শীর্ষচর্ম্ম ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য। তারপর স্কন্ধচর্ম্ম, তারপর অনুলোম প্রতিলোম ভাবে দক্ষিণ হস্তচর্ম্ম। অথ সেই নিয়মে বামহস্ত চর্ম্ম, তারপর পৃষ্ঠচর্ম্ম ব্যবস্থাপন করিয়া অনুলোম ও প্রতিলোমে দক্ষিণপাদচর্ম্ম, সেই নিয়মেই বামপাদচর্ম্ম। অনুক্রমেই বস্তি-উদর-হৃদয়-গ্রীবার চর্ম্ম সমূহ ও ব্যবস্থাপন কর্ত্তব্য; অথ গ্রীবার চর্ম্মানন্তর নীচের হনুচর্ম্ম ব্যবস্থাপন করিয়া অধরোষ্ঠ পর্য্যবসান প্রাপ্ত করাইয়া নিষ্ঠাপন (শেষ) কর্ত্তব্য। এইরূপে স্থূল স্থূল পরিগ্রহণকারীর সূক্ষ্মও প্রাকট হইয়া থাকে; দিশাতঃ দুই দিশাতেই জাত। অবকাশতঃ সকল শরীর পর্য্যবনদ্ধিত (বদ্ধ) করিয়া স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ নীচে প্রতিষ্ঠিত তল ও উপরি আকাশদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

মাংস—নয় শত মাংসপেশী। তৎসমস্তই বর্ণতঃ রক্ত কিংশুক পুষ্প সদৃশ। সংস্থানতঃ জঙ্ঘাপিণ্ডের মাংস তালপর্ণ পুট-ভক্ত সংস্থান। উরুমাংস নিসদপুত্র (শিলার পুতুল; শীলের নোড়া) সংস্থান, আনিসদমাংস (নিতম্ব মাংস) উধ্মান (উনন) কোটী (অগ্র) সংস্থান। পৃষ্ঠমাংস তালগুড়পটল সংস্থান, পার্শ্বকাদ্বয়-মাংস কোষ্ঠলিকার কুক্ষিতে পাতলা মৃত্তিকালেপ সংস্থান, স্তনমাংস অবক্ষিপ্ত মৃত্তিকাপিণ্ড সংস্থান, বাহুদ্বয়মাংস দ্বিগুণ করিয়া স্থাপিত নিচর্ম্ম মহামূষিক সংস্থান। এইরূপে স্থূল স্থূল পরিগ্রহণকারীর সূক্ষ্মও প্রাকট হইয়া থাকে। দিশাতঃ দুই দিশাতে জাত। অবকাশতঃ তিন শত বিশ অস্থি অনুলেপন করিয়া স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ নীচে অস্থিসংঘাতে প্রতিষ্ঠিত তল দ্বারা, উপরে ত্বকের দ্বারা, তির্য্যক অন্যান্য দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

স্নায়ু—নয়শত স্নায়ু, বর্ণতঃ সকল স্নায়ুই শ্বেত। সংস্থানতঃ নানাসংস্থান

বিশিষ্ট। ইহাদের পাঁচটী বড় স্নায়ু গ্রীবার উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর বিনদ্ধ (বদ্ধ) করিয়া পূর্ব্বপার্শ্বে অবতীর্ণ, পাঁচটী পশ্চিম পার্শ্বে, পাঁচটী দক্ষিণ পার্শ্বে, পঞ্চ বামপার্শ্বে অবতীর্ণ। দক্ষিণ হস্ত বাঁধিয়া হস্তের পূর্ব্ব পার্শ্বে পঞ্চ, পশ্চিম পার্শ্বে পঞ্চ, সেইরূপ বামহস্ত বাঁধিয়া ও (পাঁচ পাঁচটী)। দক্ষিণ পাদ বাঁধিয়া পাদের পূর্ব্বপার্শ্বে পঞ্চ, পশ্চিম পার্শ্বে পঞ্চ, তথা বামপাদ বাঁধিয়াও পাঁচ পাঁচটী। মোট ষষ্ঠি (৬০) মহা স্নায়ু কায় বন্ধন করিয়া অবতীর্ণ। তাহাদিগকে কণ্ডরা বলিয়াও বলে। তাহারা সকলেই কন্দলমুকুল সংস্থান, অন্যে কিন্তু সেই সেই প্রদেশ অধ্যবস্তারণ করিয়া (বেষ্টন করিয়া) স্থিত। তাহা হইতে সূক্ষ্মতরগুলি সূত্ররজ্জুকসংস্থান, তাহা হইতে সূক্ষ্মতর অপরগুলি পূঁতিলতা সংস্থান, তাহা হইতে সূক্ষ্মতর অন্যগুলি মহাবীণা তন্ত্রী সংস্থান, অপরগুলি স্থূলসূত্রসংস্থান। হস্ত-পাদপৃষ্ঠের স্নায়ু সমূহ সকুনের পাদসংস্থান। শীর্ষের স্নায়ু সমূহ দারকগণের (ছেলেগণের) শীর্ষজালক সংস্থান, পৃষ্ঠের স্নায়ু আতপে প্রসারিত আর্দ্রজাল-সংস্থান। অবশেষ সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গানুগত স্নায়ু সমূহ শরীরে প্রতিমুক্ত জালকঞ্চুক-সংস্থান। দিশাতঃ দুই দিশায় জাত। অবকাশতঃ সকল শরীরে অস্থি সমূহ বান্ধিয়া স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ নীচে তিন শত অস্থির উপরে প্রতিষ্ঠিত তল, উপরের মাংস চর্ম্মে লাগিয়া স্থিত প্রদেশসমূহ এবং তির্য্যক অন্যান্য দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা তাহাদের সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগপরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

অস্থি—দ্বাত্রিংশ দন্তাস্থি বাদ অবশেষ, চতুষষ্ঠি পাদাস্থি, চতুষষ্ঠি মাংসনিশ্রিত মৃদু অস্থি, দুই পাণীর অস্থি; এক এক পাদে দুই দুই গুল্‌ফাস্থি, দুই জঙ্ঘাস্থি, এক কনুইর অস্থি, এক উরুস্থি, দুই কটির অস্থি, অষ্টাদশ পৃষ্ঠকণ্টক অস্থি, চতুর্বিংশতি পার্শুকা অস্থি, (পাঁশ্বাস্থি), চতুর্দ্দশ উরাস্থি, একহৃদয়াস্থি, দুই অক্ষকাস্থি, দুই কুট্টাস্থি (মাড়ীর অস্থি), দুই বাহুর অস্থি, দুই দুই অগ্র বাহুর অস্থি (হাতের আগার), সপ্ত গ্রীবাস্থি, দুই হনুকাস্থি, এক নাসিকাস্থি, দুই অক্ষি-অস্থি, দুই কর্ণাস্থি, এক ললাট অস্থি, এক মূর্দ্ধাস্থি, নব শীর্ষকপালাস্থি, মোট তিনশত অস্থি। সেই সকল বর্ণতঃ শ্বেত, সংস্থানতঃ নানা সংস্থানবিশিষ্ট। তত্র অগ্রপদাঙ্গুলি-অস্থি কতক বীজ (মাজু ফল) সংস্থান। তদনন্তর মধ্যপর্ব্বাস্থি পনসঅস্থি সংস্থান, মূল পর্ব্বাস্থি প্রণব-সংস্থান। পায়ের পৃষ্ঠের অস্থি কোট্টিত-কন্দল-কন্দর-রাশি সংস্থান।

পাণীর অস্থি এক আঁটি বিশিষ্ট তালফল বীজ সংস্থান, গুল্‌ফাস্থি বদ্ধ ক্রীড়া

গোলক সংস্থান, গুল্‌ফাস্থিতে জঙ্‌ঘাস্থি সমূহের প্রতিষ্ঠিত স্থান অপনীত-ত্বক সিন্দিকলীর সংস্থান, ক্ষুদ্র জঙ্‌ঘাস্থি ধনুকদণ্ড সংস্থান, বৃহৎ ম্লান সর্প পৃষ্ঠ সংস্থান, কনুইর অস্থি একদিকে পরিক্ষীণ ফেণক সংস্থান, তত্র জঙ্‌ঘাস্থির প্রতিষ্ঠিত স্থান অতি তীক্ষ্ণাগ্র গোশৃঙ্গ...উরুর অস্থি অপরিষ্কৃত ভাবে চাঁছা বাসী পরশুর দণ্ড...তাহার কটি অস্থিতে প্রতিষ্ঠিত স্থান ক্রীড়াগোলক...কটি অস্থির তাহার সহিত প্রতিষ্ঠিত স্থান অগ্রচ্ছিন্ন মহাপুন্নাগ ফল...কটি অস্থি দুইটা একাবদ্ধ হইলে কুম্ভকার-উনুন...,প্রত্যেকে পৃথক ভাবে কর্ম্মকার কুটযোত্রক... কোটিতে স্থিত আনিসদাস্থি (নিতম্ব অস্থি) অধঃমুখ করিয়া গৃহীত সর্পফনা... সপ্ত স্থানে ছিদ্রাবছিদ্রক। পৃষ্ঠকণ্টকাস্থি অভ্যন্তর হইতে উপরে উপরে স্থাপিত শীর্ষ পট্টবেষ্টনক...বাহিরে বর্ত্তনাবলী...তাহাদের মধ্যে মধ্যে করাতের দণ্ড সদৃশ দুই তিনটা কণ্টক আছে। চতুর্বিংশতি পার্শুকাস্থির মধ্যে যে সকল অপরিপূর্ণ সে সকল অপরিপূর্ণ অসি সংস্থান, আর যে সকল পরিপূর্ণ যে সকল পরিপূর্ণ অসি সংস্থান। সকল পার্শুকা একত্রে শ্বেত কুক্কুটের প্রসারিত পক্ষ সংস্থান। চতুর্দ্দশ উরাস্থি জীর্ণ সন্দমানিকপঞ্জর সংস্থান, হৃদয়াস্থি দর্বীফনা..। অক্ষকাস্থি ক্ষুদ্রক লৌহবাসীর দণ্ড...কোষ্ঠাস্থি একদিকে পরিক্ষীণ সিংহল-কোদাল ... বাহু অস্থি আদর্শদণ্ড...., অগ্রবাহু...যমক তালকন্দ..., মণিবন্ধ...একদিকে লেপ দিয়া স্থাপিত শীর্ষকপট্টবেষ্টন......, হাতের পিঠের...ছেঁচা কন্দল-কণ্ডুর-রাশি..., হস্ত অঙ্গুলী সমূহের মুল পর্ব্বাস্থি প্রণব..., মধ্য পর্ব্ব...অপরিপূর্ণ পনস-আঁটি..., অগ্রপর্ব্বাস্থি...কতক বীজ (মাজুফল)..., সপ্ত গ্রীবাস্থি দণ্ড দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রতিপাটি স্থাপিত বংশকলীর (বংশাঙ্কুর) বল্কল..., অধঃ হনুঅস্থি কামার-গণের অয়কুটযোত্রক..., উপরের হনুঅস্থি...অবলেখনশস্ত্র..., অক্ষিকূপ নাসা-কূপ ..অপনীতমিঞ্জতরুণ তালাস্থি..., ললাট...অধো মুখে স্থাপিত-শঙ্খফলক-কপাল ..., কর্ণচূলিকা...নাপিত-ক্ষুর-কোষ..., ললাট ও কর্ণচূলিকা সমূহের উপরে পট্ট বন্ধনাবকাশে অস্থি সংকুচিত ঘৃতপূর্ণ পটল খণ্ড..., মূর্দ্ধা...মুখচ্ছিন্ন বঙ্কনারিকেল ..., শীর্ষাস্থি সিলাই করিয়া স্থাপিত জর্জ্জর অলাবু কটাহ..., দিশাতঃ দুই দিশাতে জাত। অবকাশতঃ সকল শরীরে অবিশেষে স্থিত। শীর্ষাস্থি সকল গ্রীবাস্থি সমূহে স্থিত ইহাই বিশেষ।

গ্রীবাস্থি পৃষ্ঠকণ্টকাস্থিতে, পৃষ্ঠকণ্টকাস্থি কটি-অস্থিতে, কটি-অস্থি

উরাস্থিতে, উরাস্থি জানুর অস্থিতে, জানুর অস্থি জঙ্ঘাস্থিতে; জঙ্ঘাস্থি গুল্‌ফাস্থিতে, গুল্‌ফাস্থি পাদপৃষ্ঠাস্থিতে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদতঃ ভিতরে অস্থিমজ্জা দ্বারা, উপরে মাংসদ্বারা, অগ্রে ও মূলে অন্যান্য পরিচ্ছিন্ন। ইহা তাহাদের সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

অস্থিমজ্জা—সেই সেই অস্থি সমূহের অভ্যন্তরগত মজ্জা, তাহা বর্ণতঃ শ্বেত, সংস্থানতঃ বড় বড় অস্থিসমূহের অভ্যন্তরগত মজ্জা বেণুনালিতে প্রক্ষিপ্ত-স্বেদিত-মহাবেত্রাগ্র সংস্থান। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র সমূহের অভ্যন্তরগত মজ্জা বেণুযষ্টিপর্ব্ব সমূহে প্রক্ষিপ্ত স্বেদিত-ক্ষুদ্র বেত্রাগ্র সংস্থান। দিশাতঃ দুই দিশাতে জাত। অবকাশতঃ অস্থি সমূহের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদতঃ অস্থি সমূহের অভ্যন্তরতল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

বৃক্ক—এক বন্ধনে দুই মাংসপিণ্ড। তাহা মন্দরক্ত (অল্প লাল) পালিভদ্রকাস্থি বর্ণ, সংস্থানতঃ ছেলেগণের যমক ক্রীড়া গোলক সংস্থান বা একবৃন্ত প্রতিবদ্ধ অম্বফলদ্বয় সংস্থান। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ গলবাটক হইতে নিষ্ক্রান্ত এক মূল অবলম্বন করিয়া অল্প গিয়া দুই ভাগে ভিন্ন স্থূল স্নায়ু দ্বারা বিনিবদ্ধ হইয়া হৃদয়মাংস পরিক্ষিপ্ত করিয়া স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ বৃক্ক বৃক্কভাগদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

হৃদয়—হৃদয়-মাংস, তাহা বর্ণতঃ রক্তপদ্মপত্র পৃষ্ঠবর্ণ, সংস্থানতঃ বাহির পত্র সমূহ অপনয়ন করিয়া অধোমুখে স্থাপিত পদ্মমুকুল সংস্থান। বাহিরের দিকে মৃষ্ট (পালিশ করা), ভিতরে কোসাতকী ফলের অভ্যন্তর সদৃশ। প্রজ্ঞাবানদের (হৃদয়) অল্প বিকশিত, মন্দপ্রাজ্ঞগণের মুকুলিতই। ইহার মধ্যে পুন্নাগ অাঁটির প্রতিষ্ঠান মাত্র আবাটক (গর্ত্ত) আছে। তাহাতে অর্দ্ধপসত (অর্দ্ধাঞ্জলি) মাত্র লোহিত (সংস্থিত হয়) থাকে; যাহাকে (যে লোহিতকে) আশ্রয় করিয়া মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতু বর্ত্তমান থাকে। তাহা (উক্ত লোহিত, রক্ত) রাগচরিতের লাল, দ্বেষচরিতের কাল, মোহচরিতের মাংস ধোয়া উদক সদৃশ, বিতর্ক চরিতের কুলত্থযূস বর্ণ, শ্রদ্ধাচরিতের কর্ণিকার পুষ্পবর্ণ, প্রজ্ঞাচরিত্রের অচ্ছ বিপ্রসন্ন অনাবিল, পণ্ডর (সাদা), পরিশুদ্ধ নিধৌতজাতি মণির ন্যায় জ্যোতিঃময় দেখায়। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ

শরীরাভ্যন্তরে দুই স্তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদতঃ হৃদয় ভাগ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

যকৃৎ—যমক মাংস পটল; তাহা বর্ণতঃ রক্ত, পণ্ডুক ধাতুক, নাতি রক্ত কুমুদের পত্রের পৃষ্ঠবর্ণ। সংস্থানতঃ মূলে এক, অগ্রে যমক কোবিলার পত্র সংস্থান। তাহাও দন্ধগণের (বোকাগণের) এক মহন্তই (বৃহৎ) হইয়া থাকে. প্রজ্ঞাবানের ২।৩টা ছোট ছোট। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ দুই স্তনের অভ্যন্তরে দক্ষিণ পার্শ্ব নিশ্রয় করিয়া স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ যকৃৎ যকৃৎভাগ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

ক্লোম—প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন ভেদে দুই বিধ পর্য্যবনহন (পর্য্যববন্ধ) মাংস। দুই প্রকারই বর্ণতঃ শ্বেত দুকুলপিলোতিক (সাদা নেকড়া) বর্ণ। সংস্থানতঃ নিজের অবকাশ সংস্থান। দিশাতঃ প্রতিচ্ছন্ন ক্লোম উপরি দিশায়, অপরটা দুই দিশাতেই জাত। অবকাশতঃ প্রতিচ্ছন্ন ক্লোম হৃদয় ও বৃক্ক প্রতিচ্ছাদন করিয়া, অপ্রতিচ্ছন্ন ক্লোম সকল শরীরে চর্ম্মের নীচে মাংস পর্য্যববন্ধন করিয়া স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ নীচে মাংস, উপরে চর্ম্ম, তির্য্যক ক্লোমভাগ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

প্লীহা—উদর-জিহ্বা-মাংস। তাহা বর্ণতঃ নীল নির্গুণ্ডিপুষ্পবর্ণ। সংস্থানতঃ সপ্তাঙ্গুল প্রমাণ অবন্ধন কাল-বৎস-জিহ্বা সংস্থান। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ হৃদয়ের বামপার্শ্বে উদর পটলের মস্তক পার্শ্বে নিশ্রয় করিয়া স্থিত। প্রহরণ দ্বারা প্রহার করিলে তাহা যদি বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয় তবে প্রাণিগণের জীবনক্ষয় হইয়া থাকে। পরিচ্ছেদতঃ প্লীহাভাবে পরিচ্ছিন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

পুপ্পাশ—ফুসফুস—দ্বাত্রিংশ মাংস খণ্ড প্রভেদ বিশিষ্ট ফুসফুস-মাংস। তাহা বর্ণতঃ রক্ত নাতিপক্ক উদুম্বর-ফলবর্ণ। সংস্থানতঃ বিষমচ্ছিন্ন পুরু পূবখণ্ড সংস্থান। অভ্যন্তরে অসিত পীত (খাদ্যও পাণীয়ের) অভাবে উদ্গত কর্ম্মজ তেজ-উষ্ণতাদ্বারা অভ্যাহত বলিয়া সংখাদিত পলালপিণ্ড সদৃশ নিরস, নিরোজ। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত, অবকাশতঃ শরীরাভ্যন্তরে দুই স্তনের অন্তরে হৃদয় ও যকৃৎকে উপরদিকে ছাইয়া ঝুলিয়া আছে। পরিচ্ছেদতঃ ফুসফুস ভাগের দ্বারা

পরিচ্ছিন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

অন্ত্র—পুরুষের দ্বাত্রিংশ হস্ত, স্ত্রীর অষ্টবিংশতি হস্ত, একবিংশতি স্থানে অবভগ্ন অন্তবর্ত্তী। ইহা বর্ণতঃ শ্বেত, শর্করা-সুধা-বর্ণ। সংস্থানতঃ তৈলদ্রোণীতে কুণ্ডলাকারে স্থাপিত শীর্ষচ্ছিন্ন সর্পসংস্থান। দিশাত দুই দিশাতে জাত। অবকাশতঃ উপরে গলবাটকে, নীচে করীষ-মার্গে বিনিবদ্ধ,গল-বাটক হইতে করীষ-মার্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ অন্তভোগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

অন্ত্রগুণ—অন্ত্রভোগ (আঁতুড়ির পেঁজ-কুণ্ডলী) স্থান সমূহে বন্ধন। তাহা বর্ণতঃ শ্বেত, উদক-শীতলিকমূলক-বর্ণ। সংস্থানতঃ উদক-শীতলিক-মূল সংস্থান। দিশাতঃ দুই দিশায় জাত। অবকাশতঃ কোদাল-পরশু-কর্ম্মাদি সম্পাদন কারীর যন্ত্রাকর্ষণ কালে যন্ত্রসূত্রক সদৃশ যন্ত্রফলক সমূহ অন্ত্রভোগে একত্রে না গলিলে বাঁধিয়া পাদ পুঞ্ছন রজ্জু মণ্ডলকে মধ্যে সিলাই করিয়া স্থিত রজ্জুক সদৃশ একবিংশতি অন্ত্রভোগের মধ্যে স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ অন্ত্রগুণ ভাগ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদে, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

উদর্য্য—উদরে স্থিত, ভুক্ত পীত-খাদিত-আস্বাদিত (দ্রব্য)। তাহা বর্ণতঃ গলাধঃকৃত আহার-বর্ণ। সংস্থানতঃ পরিস্রাবণে শিথিলবদ্ধ তণ্ডুল সংস্থান। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ উদরে স্থিত। উদর উভয় দিকে নিপীড়ন করা আর্দ্র বস্ত্রের মধ্যে সঞ্জাত স্ফোটক সদৃশ, ভিতরে পটল, বাহিরে মৃষ্ট, মধ্যে মাংসকশম্বুপরিবেষ্টন ক্লিষ্ট-পাবারক পুষ্প সদৃশ, কুথিত পনস ত্বকের অভ্যন্তর সদৃশ বলিয়াও উচিত। তত্র তৎকোটক, গণ্ডোৎপাদক,তালহীরক, সূচী-মুখ,পটতন্তুক, সূত্রক,ইত্যাদি দ্বাত্রিংশ প্রকারের কৃমি সমূহ আকুল ব্যাকুল এবং দলে দলে বিচরণ করতঃ বাস করে। পানীয় ও আহার বিদ্যমান না থাকিলে তাহারা উপরদিকে লাফাইয়া বিরব করিতে করিতে হৃদয়মাংস অভিহনন (আঘাত) করে। পানীয় ও ভোজনাদি অধঃ হরণ কালে (গিলিবার সময়ে) ইহারা উর্দ্ধমুখ হইয়া প্রথম অধঃহরণ করা (গিলা) দুই তিন আলোপ (গ্রাস) ত্বরিত বিলুণ্ঠন করে। যাহা সেই সকল কৃমির সূতিকা ঘর (প্রসব স্থান),বাহ্যকুটি (পায়খানা), গ্লানশালা (রোগীশালা) ও শশ্মান। যথায় যেমন চণ্ডাল-গ্রামদ্বারে ময়লা নিক্ষেপ

স্থান নিদাঘ সময়ে স্থূলস্পর্শিত দেব (প্রবল মেঘ) বর্ষণ করিলে উদকে প্লবমান হইয়া মূত্র করীষ চর্ম্ম অস্থি স্নায়ুখণ্ড-থুথু সিথনী লোহিত প্রভৃতি নানা (পচা দ্রব্য) জাতি নিপতিত হইয়া কর্দ্দমোদকালোড়িত, দুই তিন দিন অত্যয়ে সঞ্জাত ক্রিমিকুল, সূর্য্য-তাপ-সন্তাপ-বেগ কুথিত উপরে উপরে ফেন বুদ্বুদ মোচন করন্ত, অতিনীলবর্ণ পরম দুর্গন্ধ ঘৃণ্য, সমীপ গমনের বা দর্শনের অনুপযুক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ না না প্রকার পানীয় ভোজনাদি দন্ত মুসলসংচুর্ণিত জিহ্বা-হস্ত পরি বর্ত্তিত, থুথু-লালা-প্রতিবদ্ধ তৎক্ষণাৎই বিগত-বর্ণ-গন্ধ-রসাদি সম্পদ, তন্তুবায়থলি, স্ববান (কুকুর) বমথ (বমন) সদৃশ নিপতিত হইয়া পিত্তশ্লেষ্মা বাত পরিবেষ্টিত হইয়া উদরাগ্নি সন্তাপবেগ কুথিত ক্রিমি-কুলাকুল উপরে উপরে ফেণবুদ্বুদক সমূহ মোচন করন্ত পরম কশম্বু (ময়লা) দুর্গন্ধ ঘৃণ্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা শুনিয়া ও পান ভোজনাদিতে অমনোজ্ঞতা (অনিচ্ছা) সংস্থিত হয় (জন্মে), প্রজ্ঞা-চক্ষুতে অবলোকন করিয়া কি হইবে সেই কথা আর কি বলিব ! যেখানে পতিত হইলে পান ভোজনাদি পঞ্চধা বিবেক পাইয়া (বিভক্ত হইয়া) থাকে—এক ভাগ পানকা (পোকা) খায়, এক ভাগ উদরাগ্নি পোড়ায়, এক ভাগ মূত্র হয়, এক ভাগ করীষ, একভাগ রস ভাব প্রাপ্ত হইয়া শোনিত মাংসাদি উপবর্দ্ধন করে। পরিচ্ছেদতঃ উদর পটল ও উদর্য্যভাগে পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই ।

করীষ—বর্চঃ, তাহা বর্ণতঃ প্রায়ই অধঃকৃত আহার বর্ণসদৃশ হইয়া থাকে। সংস্থানতঃ অবকাশ সংস্থান। দিশাতঃ নীচের দিশায় জাত। অবকাশতঃ পক্কাশয়ে স্থিত। পক্কাশয় নীচে নাভিমূল ও পৃষ্ঠ-কণ্টক-মূলের অন্তরে অন্ত্রাবসানে অষ্টাঙ্গুলি মাত্র উচ্চ বেণুনালি সদৃশ। যেমন উচ্চ ভূমিভাগে পতিত বর্ষোদক গড়াইয়া নীচের ভূমিভাগ পূর্ণকরিয়া থাকে সেইরূপ আমাশয়ে পতিত পানভোজনাদি যাহা কিছু উদরাগ্নি দ্বারা ফেনাইয়া ফেনাইয়া পক্ক হইয়া মিসদায় পৃষ্টের মত মৃদুভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্ত্রবিলের দ্বারা গড়াইয়া ও মর্দ্দিত হইয়া বেণুপর্ব্বে প্রক্ষিপমান পণ্ডুমৃত্তিকার ন্যায় সঞ্চিত হইয়া থাকে। পরিচ্ছেদতঃ —পক্কাশয়-পটল ও করীষভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশসদৃশই ।

মস্তলুঙ্গ—শীর্ষ-কটাহভ্যন্তরস্থিত মজ্জারাশি। তাহা বর্ণতঃ শ্বেত অহিছত্রক-

পিণ্ডবর্ণ, দধিভাব অসম্প্রাপ্ত দুষ্টক্ষীরবর্ণ বলিয়া বলা উচিত। সংস্থানতঃ অবকাশ-সংস্থান। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ শীর্ষকটাহাভ্যন্তরে চারি সীবনীমার্গ আশ্রয় করিয়া সংক্ষেপ করিয়া স্থাপিত চারিপিষ্টক পিণ্ড সদৃশ (পিঠার ডেলা, ময়দার ডেলা) সংক্ষিপ্ত হইয়া (কুড়াইয়া) স্থিত। পরিচ্ছেদতঃ শীর্ষ-কটাহের অভ্যন্তর তল ও মস্তলুঙ্গ ভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ, বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশসদৃশই।

পিত্ত—দুইপিত্ত, বদ্ধপিত্ত ও অবদ্ধপিত্ত। অত্র বদ্ধপিত্ত বর্ণতঃ ঘনমধুক-তৈলবর্ণ, অবদ্ধপিত্ত ম্লান আকুলিপুষ্পবর্ণ। সংস্থানতঃ উভয়ই অবকাশ সংস্থান। দিশাতঃ বদ্ধপিত্ত উপরি দিশায় জাত, অপর দুই দিশায়ই জাত। অবকাশতঃ অবদ্ধপিত্ত কেশ-লোম-দন্ত-নখ সমূহের মাংসবিনির্মুক্ত স্থান সমূহ ও শক্ত শুষ্কচর্ম্ম ব্যতীত উদকে তৈলবিন্দুর মত অবশেষ শরীর ব্যাপিয়া স্থিত। যাহা কুপিত হইলে অক্ষি সমূহ পীতবর্ণ হয়, ভ্রমে (ঘুরে), গাত্রকম্পিত হয়, চুলকায়। বদ্ধপিত্ত হৃদয় ও ফুস্‌ফুসের মধ্যে যকৃৎমাংস নিশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত মহাকোষাতকী কোষক সদৃশ পিত্তকোষে স্থিত। যাহা কুপিত হইলে প্রাণীগণ (মানুষগণ) উন্মত্ত হয়, বিপর্যাস্তচিত্ত (হয়), হ্রীঔত্তাপ্য (লজ্জাশরম) ছাড়িয়া (ত্যাগ করিয়া) অকর্ত্তব্য করে, অভাসিতব্য বলে, অচিন্তিতব্য চিন্তা করে। পরিচ্ছেদতঃ পিত্তভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ ; বি-সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশই।

শ্লেষ্মা—শরীভ্যান্তরে একপাত্রপূর্ণ প্রমাণ শ্লেষ্মা। তাহা বর্ণতঃ শ্বেত নাগ-বলা-পর্ণ-রস-বর্ণ। সংস্থানতঃ অবকাশ সংস্থান। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ উদর পটলে স্থিত, যাহা পান ভোজনাদি অধঃহরণ কালে যেমন উদকে শৈবাল পানা কাষ্ঠ বা কঠল পতিত হইলে ছিঁড়িয়া দ্বিধা হইয়া পুনঃ অধ্যবস্তৃত (একত্রিত) হইয়া থাকে সেইরূপ পানভোজনাদি নিপতিত হইলে ছিঁড়িয়া দ্বিধা হইয়া পুনঃ অধ্যবস্তৃত (একত্রিত) হইয়া থাকে। যাহা মন্দীভূত হইলে উদর পক্কগণ্ড সদৃশ ও পূঁতিকুক্কুটাণ্ড সদৃশ পরম ঘৃণ্য কুণপগন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে উদ্‌গত গন্ধদ্বারা উদ্রেক হইলে মুখ ও দুর্গন্ধ পূঁতি কুণপ সদৃশ হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিও "অপসারিত হও, দুর্গন্ধ প্রবাহিত করিতেছ" এইরূপ বলার উপযুক্ত হয়। যাহা বর্দ্ধিত হইয়া বহুলত্ব (ঘনত্ব) প্রাপ্ত হইলে

বর্চঃ কুটীতে পিধানকফলক সদৃশ উদর পটলের অভ্যন্তরেই কুণপ গন্ধ বন্ধ করিয়া স্থিত হয়। পরিচ্ছেদতঃ শ্লেষ্মা ভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বি-সভাগ— ... ...

পূঁয—পূঁতিলোহিত (পঁচারক্ত) বশে প্রবর্ত্ত পূঁয। তাহা বর্ণতঃ পাণ্ডুপলাশ-বর্ণ। কিন্তু মৃতশরীরে পূঁতিঘনাচামবর্ণ হইয়া থাকে। সংস্থানতঃ অবকাশ সংস্থান। দিশাতঃ দুই দিশায় হইয়া থাকে। অবকাশতঃ পূঁযের নিবদ্ধ (স্থায়ী) অবকাশ নাই, যত্র সঞ্চিত হইয়া থাকে (তাহাই অবকাশ)। যত্র যত্র স্থানু-কণ্টক-প্রহরণাগ্নি-জ্বালাদিদ্বারা অভিহত শরীর প্রদেশে লোহিত সংস্থিত হইয়া (জমা হইয়া) পচে, বা গণ্ডপীড়কাদি উৎপন্ন হয়, তত্র তত্র স্থিত হয়। পরিচ্ছেদতঃ পূঁয ভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বি-সভাগ ... ...

লোহিত—দুই লোহিত। সন্নিচিত লোহিত ও সংসরণ লোহিত। তত্র সন্নি-চিত লোহিত বর্ণতঃ নিপক্ক ঘন লাক্ষারসবর্ণ, সংসরণ লোহিত অচ্ছলাক্ষারসবর্ণ। সংস্থানতঃ উভয়ই অবকাশ-সংস্থান। দিশাতঃ সন্নিচিত লোহিত উপরি দিশায় জাত, অপর দুই দিশাতেই জাত। অবকাশতঃ সংসরণ লোহিত কেশ লোম দন্ত নখ সমূহের মাংস বিনির্মুক্ত স্থান ও শক্ত শুষ্কচর্ম্ম ব্যতীত ধমনীজালানুসারে সর্ব্ব উপাদত্তশরীর (জড়দেহ) স্ফুরণ করিয়া স্থিত। সন্নিচিত লোহিত যকৃত স্থানের অধঃভাগ পূর্ণ করিয়া এক পাত্রপূর্ণ মাত্র হৃদয়-বৃক্ক-ফুস্‌ফুসের উপরে স্তোক স্তোক (অল্প অল্প) পড়িয়া বৃক্ক-হৃদয়-যকৃৎ-ফুস্‌ফুস্ ভিজাইয়া স্থিত। বৃক্ক-হৃদয়াদি তাহাতে না ভিজিলে সত্ত্বগণ পিপাসিত হইয়া থাকে। পরিচ্ছেদতঃ লোহিত ভাগেরদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ। ... ...

স্বেদ—লোমকূপাদি হইতে (প্রঘরণক) নীঃসরণ আপধাতু। তাহা বর্ণতঃ বিপ্রসন্ন তিলতৈলবর্ণ। সংস্থানতঃ অবকাশ-সংস্থান, দিশাতঃ দুই দিশাতে জাত। অবকাশতঃ স্বেদের নিবদ্ধ (নির্দ্দিষ্ট) অবকাশ নাই, যত্র লোহিতের ন্যায় সর্ব্বদা থাকে। কিন্তু যদা অগ্নি-সন্তাপ-সূর্য্যসন্তাপ-ঋতুবিকারাদি দ্বারা শরীর সন্তাপিত হয় তদা উদক হইতে এই মাত্র উত্তোলিত বিষমচ্ছিন্ন ভিসমৃণাল-কুমুদ-নাল-কলাপ সদৃশ সর্ব্বকেশ-লোম-কূপবিবর হইতে প্রঘরণ করে (নিঃসৃত হয়)। তাই তাহার সংস্থান ও সর্ব্ব কেশলোম-কূপ-বিবর সমূহের আকারেই বিদিতব্য। স্বেদ

পরিগ্রাহক যোগী কর্তৃক কেশলোম-কূপ-বিবর পূর্ণ করিয়া স্থিত বশেই স্বেদ মনসি কর্ত্তব্য। পরিচ্ছেদতঃ স্বেদ ভাগে পরিচ্ছিন্ন। ইহা ... ...

মেদ—ক্ষীণ (পাতলা) স্নেহ। তাহা বর্ণতঃ ফালিত হরিদ্রাবর্ণ। সংস্থানতঃ স্থূল শরীরের চর্ম্মমাংসান্তরে স্থাপিত, হরিদ্রাবর্ণ দুকূল পিলোতিক-সংস্থান। কৃশ শরীরের জঙ্ঘামাংস-উরুমাংস-পৃষ্ঠকণ্টক নিশ্রিত পৃষ্ঠমাংস-উদর-বস্তিমাংস এই সকল নিশ্রয় করিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ করিয়া স্থাপিত, হরিদ্রাবর্ণ দুকুল পিলোতিক সংস্থান। দিশাতঃ দুই দিশায় জাত। অবকাশতঃ স্থূলের সকল শরীর স্ফুরণ করিয়া (ব্যাপিয়া), কৃশের জঙ্ঘামাংসাদি নিশ্রয় করিয়া স্থিত। ইহা স্নেহ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও পরম ঘৃণ্য বলিয়া মাথায় দিবার তৈলের জন্য ও নাকে দিবার তৈলের জন্য গ্রহণ করা হয় না। পরিচ্ছেদতঃ অধঃ মাংস দ্বারা, উপরে চর্ম্মের দ্বারা, তির্য্যক মেদভাগ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ... ...

অশ্রু—অক্ষি হইতে প্রঘরণক আপধাতু। তাহা বর্ণতঃ বিপ্রসন্ন তিলতৈল বর্ণ। সংস্থানতঃ অবকাশ সংস্থান। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ অক্ষি কূপক সমূহে স্থিত। ইহা পিত্তকোষে পিত্তের ন্যায়, অক্ষি কূপক সমূহে সদা সন্নিচিত থাকে না। যদা সত্ত্বগণ সৌমনস্য-জাত মহা হাসি হাসে, দৌর্ম্মনস্য জাত রোদন করে, পরিদেবন করে, তথারূপ বা বিষম-আহার আহার করে, যদা তাহাদের অক্ষি সমূহ ধূমরজ-পাংশুকাদি (দ্বারা) অভিহনন করে, তদা এই সকল সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্য বি-সভাগাহার-ঋতু দ্বারা সমুত্থিত হইয়া অক্ষিকূপকে পূর্ণ করিয়া স্থিত হয় বা প্রঘরণ করে। অশ্রুপরিগ্রাহক যোগী কর্তৃক অক্ষিকূপক (কোটর) পূর্ণ করিয়া স্থিত বশেই পরি গ্রহণ কর্ত্তব্য। পরিচ্ছেদতঃ অশ্রুভাগদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ... ...

বসা—বিলীন স্নেহ। তাহা বর্ণতঃ নারিকেল তৈল-বর্ণ। আচামে আসিক্ত তেল-বর্ণ বলিয়াও বলা উচিত। সংস্থানতঃ স্নানকালে প্রসন্ন উদকের উপরে বিসর্জ্জিত পরিভ্রমন্ত স্নেহ বিন্দু-সংস্থান। দিশাতঃ দুই দিশাতেই জাত। অবকাশতঃ বেশীর ভাগ হস্ততল, হস্তপৃষ্ঠ, পাদতল, পাদপৃষ্ঠ, নাসাপুঠ, ললাট এবং অংশকূটে স্থিত। ইহা সদা এই সকল অবকাশে বিলীন হইয়াও থাকে না। যদা অগ্নি-সন্তাপ, সূর্য্য-সন্তাপ, ঋতু-বি-সভাগ, ধাতু-বি-সভাগ দ্বারা সেই সকল প্রদেশ উষ্ণজাত (গরম) হয়, তদা তত্র স্নানকালে প্রসন্ন উদকের উপরে বিসর্জ্জিত স্নেহ-বিন্দু সদৃশ

ইতঃস্তত সঞ্চরণ করে। পরিচ্ছেদতঃ বসা ভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ... ...

খেল—মুখের মধ্যে ফেনমিশ্র আপধাতু। তাহা বর্ণতঃ শ্বেত ফেনবর্ণ। সংস্থানতঃ অবকাশ-সংস্থান, ফেন সংস্থান বলিয়াও বলা উচিত। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত; অবকাশতঃ উভয় কপোল পার্শ্ব হইতে নামিয়া জিহ্বায় স্থিত। ইহা অত্র সদা সন্নিচিত হইয়া থাকে না। যদা সত্ত্বগণ তথারূপ আহার দেখে বা স্মরণ করে,—উষ্ণ-তিক্ত-কটুক-লবণাম্বিলের যাহা কিছু মুখে স্থাপন করে,—যদা বা তাহাদের হৃদয় গ্লান হয় (পীড়া করে), অথবা কিছুতে জুগুপ্সা উৎপন্ন হয়, তদা খেল (থু থু) উৎপন্ন হইয়া উভয় কপোলপার্শ্ব দিয়া নামিয়া জিহ্বায় সংস্থিত হয়। অগ্রজিহ্বায় ইহা তনুক (পাতলা) হয়, মূল জিহ্বায় বহল (ঘন) হয়। নদীপুলিনে খাত কূপসলিল সদৃশ পরিক্ষয় প্রাপ্ত হইলেও মুখে প্রক্ষিপ্ত পৃথুক বা তণ্ডুল বা অন্য কিছু খাদনীয় (তেমিতে) ভিজাইতে সমর্থ হয়। পরিচ্ছেদতঃ খেল ভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা ... ...।

সিংঘানী—মস্তলুঙ্গ হইতে প্রঘরণক (নীঃসরণক) অশুচি। তাহা বর্ণতঃ তরুণ তালাস্থিমজ্জা বর্ণ। সংস্থানতঃ অবকাশ-সংস্থান। দিশাতঃ উপরি দিশায় জাত। অবকাশতঃ নাসাপুটদ্বয় পূর্ণকরিয়া স্থিত। এখানে ইহা সর্ব্বদা সন্নিচিত হইয়া থাকেনা। অথ যথা কোন পুরুষ পদ্মিনী পত্রে দধি বাঁধিয়া নীচে কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ করে, আর ঐ ছিদ্র দ্বারা দধিমণ্ডু (দইয়ের মাথি) গলিয়া বাহিরে পড়ে, সেইরূপ যদা সত্ত্বগণ রোদন করে, বা বি-সভাগাহার ঋতুবশে সঞ্জাতধাতুক্ষোভ হইয়া থাকে, তদা শীর্ষের মধ্য হইতে পূঁতিশ্লেষ্মাভাব আপন্ন মস্তলুঙ্গ (মগজ) গলিয়া তালুমস্তক-বিবরপথে অবতরণ করিয়া নাসাপুটপূর্ণ করতঃ স্থিত হয় বা প্রঘরণ করে। সিংঘানী পরিগ্রাহক যোগী কর্ত্তৃক নাসাপুটপূর্ণ করিয়া স্থিতবশেই পরিগ্রহণ কর্ত্তব্য। পরিচ্ছেদতঃ সিংঘানীভাগদ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

লসিকা—পেশী—শরীর সন্ধি সমূহের অভ্যন্তরে পিচ্ছিল কুণপ। তাহা বর্ণতঃ কর্ণিকার নির্য্যাস বর্ণ। সংস্থানতঃ অবকাশ-সংস্থান, দিশাতঃ দুই দিশায় জাত। অবকাশতঃ অস্থিসন্ধির অভ্যাঞ্জনকৃত্য সাধয়মান অশীতিশত সন্ধির অভ্যন্তরে স্থিত। ইহা যাহার মন্দা (কম) হয়, তাহার উঠিতে বসিতে, অতিক্রম করিতে, প্রতিক্রম করিতে, সমিঞ্জন (সংকোচন) করিতে, প্রসারণ করিতে অস্থি সমূহ কট কট করে, অপ্‌সরাশব্দ (অঙ্গলিপ্রহার শব্দ) করার মত সঞ্চারণ করে, একযোজন দুই

যোজন মাত্র অদ্ধা (রাস্তা) গমন করিলে বায়ুধাতু কুপিত হয় ; গাত্র দুঃখ করে। যাহার বহুল (বেশী) হইয়া থাকে তাহার উত্থান-নিসন্নাদিতে অস্থি সমূহ কটু কটু করে না, দীর্ঘ অদ্ধা (রাস্তা) গমন করিলেও বায়ুধাতু কুপিত হয় না, গাত্র দুঃখ করে না। পরিচ্ছেদতঃ লসিকাভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ... ...

মূত্র—বর্ণতঃ মাষক্ষারোদক বর্ণ। সংস্থানতঃ অধোমুখ স্থাপিত উদককুম্ভ-অভ্যন্তরগত উদক-সংস্থান। দিশাতঃ অধঃ দিশায় জাত, অবকাশতঃ বস্তির অভ্যন্তরে স্থিত। বস্তিপুটকে বস্তি বলে। যত্র চন্দনিকায় প্রক্ষিপ্ত মুখহীন রবণ ঘটে যেমন চন্দনিকারস প্রবেশ করে, অথচ ইহার প্রবেশন মার্গ দেখা যায় না, সেইরূপ শরীর হইতে মূত্র প্রবেশ করে, কিন্তু ইহার প্রবেশন মার্গ দেখা যায় না, নির্গমনমার্গ প্রাকট হয়। তাহাতে মূত্র ভরিলে 'প্রসাব করিব' বলিয়া প্রাণী-গণের আয়ুহন (চেষ্টা) হয়। পরিচ্ছেদতঃ বস্তির অভ্যন্তর ও মূত্রভাগদ্বারা পরিচ্ছিন্ন।... ...

এইরূপে কেশাদি কোট্ঠাস (ভাগে) সকল বর্ণ-সংস্থান-দিশা-অবকাশ-পরিচ্ছেদ বশে ব্যবস্থাপন করিয়া অনুপূর্ব্বতঃ, নাতিশীঘ্রতঃ ইত্যাদি নয়ে বর্ণসংস্থান-গন্ধাশয় অবকাশ বশে পঞ্চধা "প্রতিকূল" মনসি করাতে কেশাদি প্রজ্ঞাপ্তি সমতিক্রমাব-সানে যেমন দ্বাত্রিংশ বর্ণ কুসুমের একসূত্র-গ্রন্থিত মালা অবলোকনকারী চক্ষুষ্মান পুরুষের সকল পুষ্পই অপূর্ব্বাপর (একক্ষণে) প্রাকট হইয়া থাকে সেইরূপ "অত্থি ইমস্মিং কায়ে কেসা" বলিয়া এই কায় অবলোকনকারীর সেই সকল ধর্ম্ম অপূর্ব্বাপরই প্রাকট হইয়া থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে মনসিকার কৌশল্য কথাতে "আদিকর্ম্মিকের 'কেশা' বলিয়া মনসি করাতে মনসিকার গিয়া 'মূত্র' এই পর্য্যবসান কোট্ঠাস (ভাগ) আহত করিয়া স্থিত হয়।" যদি বাহিরে মনসিকার উপসংহরণ করে তবে ইহার এইরূপে সর্ব্বকোট্ঠাস প্রাকটিতভূতে আহিণ্ডন্তা (বিচরণ কারী) মনুষ্য, তির্য্যকাদি সত্ত্বকায় পরিত্যাগ করিয়া কোট্ঠাসরাশি বশেই উপস্থিত হয়। তাহাদেরকর্তৃক অধঃক্রিয়মান পানভোজনাদি কোট্ঠাস রাশিতে প্রক্ষিপমান সদৃশ উপস্থিত হয়। অথ ইহার অনুপূর্ব্ব মুঞ্চনাদি বশে "প্রতিকূলা, প্রতিকূলা" বলিয়া পুনঃ পুনঃ মনসিকরাতে অনুক্রমে অর্পণা উৎপন্ন হয়। তত্র কেশাদির বর্ণসংস্থান-দিশা-অবকাশ-পরিচ্ছেদবশে উপস্থান প্রতিভাগ নিমিত্ত। তাহা আসেবন করাতে, ভাবনা করাতে উক্তনয়ে অশুভকর্ম্মস্থানসমূহে

যেমন প্রথমধ্যান বশেই অর্পণা উৎপন্ন হয়। তাহা যাহার এক কোষ্টাস প্রাকট হয় বা এক কোষ্টাসে অর্পণা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ অন্য ভাগে যোগ করে না, তাহার একাই উৎপন্ন হয়। যাহার অনেক কোষ্টাস প্রাকট হয়, একটিতে ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ অন্যটীতে যোগ করে, তাহার মল্লকথেরের ন্যায় কোষ্টাস গণনায় প্রথম ধ্যান সমূহ নিবর্ত্তন করে।

সেই আয়ুষ্মান দীঘভাণক-অভয়থেরকে হস্তে গ্রহণ করিয়া "আবুসো অভয় প্রথমে এই প্রশ্ন উদ্‌গ্রহণ কর" বলিয়া বলিলেন। মল্লথের দ্বাত্রিংশ কোষ্টাসে দ্বাত্রিংশ প্রথম ধ্যান লাভী, যদি রাত্রিতে এক, দিবায় এক সমাপর্জ্জনকরে তবে অতিরেকার্দ্ধ মাসে পুনঃ সমপার্জ্জন হয়। যদি দিবসে একটী সমাপর্জ্জন করে তবে অতিরেক মাসে পুনঃ সম্পাদিত হয়। এইরূপে প্রথমধ্যান বশে ইদ্ধমান ও এই কর্ম্মস্থান বর্ণসংস্থানাদিতে স্মৃতিবলদ্বারা ইদ্ধ হইলেও কায়গতাস্মৃতি বলিয়া উক্ত হয়।

এই কায়গতাস্মৃতি অনুযুক্ত ভিক্ষু অরতি-রতি-সহ হইয়া থাকে। অরতিরতি তাহাকে সহেনা (বশীভূত বা পরাজিত করে না)। উৎপন্ন অরতি অভিভূত অভিভূত করিয়া বিহার করে, ভয় ভৈরবসহ হয়, তাহাকে ভয় ভৈরব সহে না (বিচলিত) করে না, উৎপন্ন ভয় ভৈরব অভিভূত করিয়া অভিভূত করিয়া বিহার করে। ক্ষম হয় শীতের, উষ্ণের,... ...পে... ... প্রাণহরণ কারীদের অধিবাসক জাতিক (সহনশীল) হইয়া থাকে। কেশাদির বর্ণভেদ নিশ্রয় করিয়া চারি ধ্যানের লাভী হয়, ছয় অভিজ্ঞা প্রতিবিদ্ধ করে (জ্ঞাত হয়)।

> তস্মা হবে অপ্‌পমেত্তো অনুযুঞ্জেথ পণ্ডিতো,
> এবং অনেকানিসংসং ইমং কায়গতা-সতিং।

সেই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া অনেকানিশংসপ্রদ এই কায়গতা স্মৃতি ভাবনা করিবেন।

ইহা কায়গতা স্মৃতির মুখ্য বিস্তার কথা।

৩। আনাপানস্মৃতি।

ইদানীং ভগবান কর্ত্তৃক যে—"অযম্পি খো, ভিক্খবে, আনাপানসতি-সমাধি ভাবিতো বহুলীকতো সন্তো চেব পণীতো চ অসেচনকো চ সুখো চ বিহারো উপ্পন্নুপ্পন্নে চ পাপকে অকুসলে ধম্মে ঠানসো অন্তরধাপেতি বূপসমেতি" এইরূপ প্রশংসা করিয়া "কথং ভাবিতো চ, ভিক্খবে আনাপান-সতি-সমাধি, কথং বহুলীকতো সন্তো চেব পণীতো চ অসেচনকো চ সুখো চ বিহারো উপ্পন্নুপ্পনে চ পাপকে অকুসলে ধম্মে ঠানসো অন্তরধাপেতি বূপসমেতি ?"

ইধ, ভিক্খবে, ভিক্খু অরঞ্ঞগতো বা রুক্খমূল-গতো বা সুঞ্ঞাগারগতো বা নিসীদতি পল্লকং আভুজিত্বা উজুং কায়ং পণিধায় পরিমুখং সতিং উপট্‌ঠপেত্বা। সো সতো বা অস্‌সসতি, সতো বা পস্‌সসতি। দীঘং বা অস্‌সসন্তো দীঘং অস্‌সসামীতি পজানাতি ; দীঘং বা পস্‌সসন্তো......পে...রস্‌সং বা অস্‌সন্তো......পে রস্‌সং বা পস্‌সন্তো, রস্‌সং পস্‌সসামীতি পজানাতি। সব্বকায়পটিসংবেদী অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্খতি, সব্বকায়পটিসংবেদী পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্খতি। পস্‌সম্ভযং কায়সঙ্খারং অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্খতি, পস্‌সম্ভয়ং কায়সঙ্খারং পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্খতি। পীতি-পটিসংবেদী......সুখ-পটিসংবেদী............ চিত্তসঙ্খার-পটিসংবেদী......পস্‌সম্ভযং চিত্তসংখারং......চিত্তপটিসংবেদী...অভিপ্পমোদযং চিত্তং......সমাদহং চিত্তং......বিমোচয়ং চিত্তং......অনিচ্চানুপস্‌সী ...... বিরাগানুপস্‌সী......নিরোধনুপস্‌সী......পটিনিস্‌সগ্গানুপস্‌সী অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্খতি, পতিনিস্‌সগ্গানুপস্‌সী পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্খতীতি" এইরূপ ষোড়শ বস্তুক আনাপানস্মৃতি কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট, তাহার ভাবনা নয় (ক্রম) অনুপ্রাপ্ত। যেহেতু তাহা পালিবর্ণনানুসারেই বক্ষ্যমান সর্ব্বকারপরিপূর্ণ হইয়া থাকে, সেই হেতু ইহাই এখানে পালিবর্ণনা-পূর্ব্বক্রম নির্দ্দেশ।

আদৌ "কথং ভাবিতো চ, ভিক্খবে, আনাপানসতি-সমাধি" অত্র (এই বাক্যে)-কথন্তি' আনাপান-স্মৃতি-সমাধি ভাবনাসমূহের নানা প্রকারে বিস্তারকরণ-কাম্যতা পৃচ্ছা (প্রশ্ন)। "ভাবিতো চ, ভিক্খবে, আনাপানসতি-সমাধি" নানাপ্রকারে

বিস্তার-করণ-কাম্যতায় পৃষ্ট-ধর্ম্ম-নিদর্শন (প্রশ্নধর্ম্ম নিদর্শন)। "কথং বহু-লীকতো……পে……বুপসমেতি" অত্রও এইরূপ নয় (ক্রম)।

তত্র ভাবিতো—উৎপাদিত, বা বর্দ্ধিত।

আনাপানসতি-সমাধি—আনাপান-পরিগ্রাহিকা স্মৃতির সহিত সম্প্রযুক্ত সমাধি, আনাপান-স্মৃতিতে বা সমাধি আনাপান-স্মৃতি-সমাধি।

বহুলীকতো—বহুলীকৃত—পুনঃ পুনঃ কৃত।

সন্তো চেব পণীতো চাতি—শান্তই এবং প্রণীতই। উভয়ত্র এব (ই) শব্দদ্বারা নিয়ম বিদিতব্য। কি উক্ত হইতেছে? এই অশুভকর্ম্মস্থানে যেহেতু কেবল প্রতিবেধ বশে শান্ত এবং প্রণীত; আলম্বন স্থূল বলিয়া প্রতিকূল বলিয়া আলম্বন বশতঃ শান্ত ও নয়, প্রণীত ও নয়। এরূপ কোন কারণে (পর্য্যায়ে) অশান্ত বা অপ্রণীত ও নয়। অথচ আলম্বন শান্ততায়ও শান্ত, উপশান্ত, নির্ব্বৃত; প্রতিবেধ সংখ্যাত অঙ্গশান্ততায় ও। আলম্বন প্রণীততায়ও প্রণীত, অতৃপ্তিকর; অঙ্গপ্রণীততায়ও। সেই হেতু বলা হইয়াছে 'সন্তোচেব পণীতোচাতি' (শান্ত ও প্রণীত)।

'অসেচনকো চ সুখো চ বিহারো' অত্র কিন্তু নাই ইহার সেচনক অসেচনক; অনাসিক্তক, অব্যবকীর্ণ, প্রত্যেক, আবেণিক। অত্র পরিকর্ম্ম বা উপচার বশতঃ শান্ততা নাই। আদি সমন্নাহার হইতে নিজের স্বভাবেই শান্ত এবং প্রণীত এই অর্থ। কেহ কেহ বলেন, অসেচনক অর্থ অনাসিক্তক, ওজবন্ত, স্বভাবেই মধুর। এইরূপে ইহা সেচনক এবং অর্পিতার্পিতক্ষণে কায়িক চৈতসিক সুখ প্রতিলাভের জন্য সংবর্ত্তন করে বলিয়া 'সুখো চ বিহারো' (সুখ বিহার ও) বলিয়া জ্ঞাতব্য।

উপ্পন্নুপ্পন্নে—উৎপন্নোৎপন্নে—অবিক্ষম্ভিতে অবিক্ষম্ভিতে। পাপকে—লামকে।

অকুসলে ধম্মে—অকৌশল্য সম্ভূতে ধর্ম্মসমূহকে।

ঠানসো অন্তরধাপেতি—স্থানতঃ অন্তর্ধান করায়—ক্ষণেই অন্তর্ধান করায়, বিক্ষম্ভণ করায়। বুপসমেতি—উপশমকরে, সুষ্ঠু উপশম করে, বা নির্ব্বেধভাগীয় বলিয়া অনুপূর্ব্বে আর্য্যমার্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমুচ্ছেদ করে, প্রতিপ্রশ্রব্ধন করে বলিয়া উক্ত হয়।

ইহা এখানে সংক্ষেপার্থ—ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকারে, কোন্ আকারে, কোন্ বিধিদ্বারা ভাবিত আনাপান-স্মৃতি সমাধি, কোন্ প্রকারে বহুলীকৃত শান্ত ও… পে…উপশম করায়? ইদানীং তদর্থ বিস্তার করিতে "ইধ ভিক্খবেতি" ইত্যাদি

বলা হইয়াছে। তত্র "ইধ, ভিক্খবে, ভিক্খূতি"—ইহ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু—ভিক্ষুগণ, এই শাসনে ভিক্ষু। অত্র এই (ইধ) ইহ শব্দ সর্ব্বপ্রকার আনাপান-স্মৃতি সমাধি নিবর্ত্তক পুদ্‌গলের সংনিশ্রয়ভূত শাসনপরিদীপন, ও অন্য শাসনের তথাভাব প্রতিষেধন। ইহা উক্ত হইয়াছে 'ইহই (এই শাসনে), হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ······পে ···· অন্য পর-প্রবাদসকল শ্রমণগণশূন্য।' তাই বলা হইয়াছে এই শাসনে ভিক্ষু।

অরঞ্ঞগতো বা · · পে······সুঞ্ঞাগারগতো বা—অরণ্যগত বা শূন্যা-গারগত—ইহা ইহার (যোগীর) আনাপান স্মৃতি-সমাধিভাবনানুরূপ-শয়নাসন-পরিগ্রহণ পরিদীপন। এই ভিক্ষুর দীর্ঘকাল রূপাদি আলম্বন সমূহে অনুবিসৃষ্ট চিত্ত আনাপান স্মৃতি-সমাধি-আলম্বন অভিরোহণ করিতে ইচ্ছা করে না। কূট-গোণ-যুক্ত-রথ সদৃশ উৎপথেই ধাবিত হয়। যেমন গোপ কূটধেনুর ক্ষীর পান করিয়া বর্দ্ধিত কূট বৎসকে দমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধেনু হইতে দূরে নিয়া (অপনয়ন করিয়া) একান্তে মহন্ত (বৃহৎ) স্তম্ভ নিখনন করিয়া (পুঁতিয়া) তাহাতে যোত্র দ্বারা বাঁধে। অথ সেই বৎস এদিক ওদিক বিস্পন্দন করিয়া (লাফাইয়া বা দৌড়িয়া) পলায়ন করিতে অক্ষম হইয়া সেই স্তম্ভের নিকটে বসে বা শুইয়া পড়ে, সেইরূপ দীর্ঘকাল রূপালম্বনাদি রসপান-বর্দ্ধিত দুষ্ট চিত্ত দমনকামী এই ভিক্ষু কর্ত্তৃক রূপাদি আলম্বন হইতে অপনয়ন করিয়া (দূরে গিয়া) অরণ্য বা···পে··· শূন্যাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্র আশ্বাস-প্রশ্বাসস্তম্ভে স্মৃতি যোত্রদ্বারা বন্ধন কর্ত্তব্য। এইরূপে ইহার সে চিত্ত এদিক ওদিক বিস্পন্দন করিয়া পূর্ব্বে আচীর্ণালম্বন অলভমান স্মৃতিযোত্র ছেদন করিয়া পলায়ন করিতে অক্ষম হইয়া উপচার ও অর্পণা বশে সেই আলম্বনের নিকটে বসে বা শুইয়া পড়ে। সেই কারণে প্রাচীনগণ (পোরাণা) বলিয়াছেন—

> যথা থম্ভে নিববন্ধেয্য বচ্ছং দমং নরো ইধ,
> বন্ধেয্যেবং সকং চিত্তং, সতিয়ারম্মণে দল্হং।

ইহ বৎসকে দমনকারী নর যেমন বৎসকে স্তম্ভে নিবন্ধন করে সেইরূপ স্বকীয়চিত্তকে স্মৃতি আলম্বন দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করা-উচিত।

এইরূপে তাহার সে শয়নাসন ভাবনানুরূপ হইয়া থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে—ইহার ইহা আনাপান স্মৃতি সমাধি-ভাবনানুরূপ শয়নাসন পরিগ্রহণপরিদীপন।

অথবা যেহেতু এই কর্ম্মস্থান প্রভেদে পূর্ব্বভূত সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ-প্রত্যেকবুদ্ধ-বুদ্ধশ্রাবক-গণের বিশেষাধিগম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-সুখ বিহারের পদস্থান আনাপানস্মৃতি কর্ম্মস্থান, শব্দ ধ্যানের কণ্টক বলিয়া স্ত্রী, পুরুষ, হস্তী, অশ্বাদির শব্দসমাকুল গ্রামান্ত পরিত্যাগ না করিয়া ভাবনা করা সুকর নহে। অগ্রামক অরণ্যে যোগাবচরের এই কর্ম্মস্থান পরিগ্রহণ করিয়া, আনাপান চতুষ্কধ্যান উৎপাদন করিয়া, তাহাই পাদক করিয়া সংস্কার সমূহ সংমর্ষন (ভাবনা) করিয়া, অগ্রফল অর্হত্ব সম্প্রাপ্ত হওয়া সুকর। তাই ইহার অনুরূপ শয়নাসন দর্শাইতে ভগবান "অরঞ্ঞগতো বা" আদি বলিয়াছেন।

ভগবান বাস্তু-বিদ্যাচার্য্য সদৃশ। সে বাস্তুবিদ্যাচার্য্য নগরভূমি দেখিয়া, সুষ্ঠু উপপরীক্ষা করিয়া, এই খানে নগর প্রস্তুত করুন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকে। স্বস্তিতে (নিরাপদে) নগর নির্ম্মাণ শেষ হইলে রাজকুল হইতে মহাসৎকার লাভ করে। সেইরূপ (ভগবানও) যোগাবচরের অনুরূপ শয়নাসন উপপরীক্ষা করিয়া অত্র কর্ম্মস্থান অনুযোগ কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। তারপর তত্র কর্ম্মস্থান অনুযুক্ত যোগী কর্ত্তৃক অর্হত্ব প্রাপ্তে "সম্যক সম্বুদ্ধ বটে সেই ভগবান" এই মহা সৎকার লাভ করেন।

এই ভিক্ষু দীপি সদৃশ বলিয়া উক্ত হয়। যথা মহাদীপিরাজা অরণ্যে তৃণগহন বা বনগহন বা পর্ব্বতগহন আশ্রয় করিয়া লুকাইয়া থাকিয়া বনমহিষ-গোকর্ণ-শূকরাদি মৃগ সমূহ গ্রহণ করে, সেইরূপ এই ভিক্ষু অরণ্যাদিতে কর্ম্মস্থান অনুযোগ করিতে করিতে যথাক্রমে স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী-অনাগামী-অর্হত্বমার্গ ও আর্য্যফল গ্রহণ করে(বলিয়া) জ্ঞাতব্য। তাই প্রাচীনগণ (পোরাণা) বলিয়াছেন—

যথাপি দীপিকো নাম নিলীয়িত্বা গহ্নতি মিগে
তথেবায়ং বুদ্ধপুত্তো যুত্তযোগো বিপস্সকো,
অরঞ্ঞং পবিসিত্বান গহ্নাতি ফলমুত্তমন্তি।

যথা দীপিক লুকাইয়া মৃগে গ্রহণ করে, সেইরূপ যুক্তযোগ বিদর্শক বুদ্ধপুত্র অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উমত্তফল গ্রহণ করে।

সেই কারণে ইহার পরাক্রম-জবযোগ্য ভূমি আরণ্য শয়নাসন দর্শাইয়া ভগবান "অরঞ্ঞগতো বা" ইত্যাদি বলিয়াছেন। তত্র অরঞ্ঞগতো—অরণ্যগত অর্থ—ইন্দ্র খীল হইতে বাহির হইয়া সমস্তই অরণ্য এবং পঞ্চশতধনু পশ্চিম (পাছে)

আরণ্যিক শয়নাসন। এইরূপ উক্ত লক্ষণ যুক্ত অরণ্য সকলের যে কোন প্রবিবেক-সুখযুক্ত অরণ্যে গিয়া। রুক্খমূলগতো—বৃক্ষসমীপে গত। সুঞ্ঞাগারগতো—শূন্য বিবিক্ত অবকাশে গিয়া। অত্রও অরণ্য এবং বৃক্ষমূল ব্যতীত অবশেষ সপ্তবিধ শয়নাসন-গত (হইলে) শূন্যাগার-গত বলিয়া বলা উচিত।

এইরূপে ইহার ঋতুত্রয়ানুকূল, ধাতুচর্য্যানুকুল ও আনাপান স্মৃতি-ভাবনানুরূপ শয়নাসন উপদেশ করিয়া অলীনানৌদ্ধত্য পক্ষীয় শান্ত ইর্য্যাপথ উপদেশ করিতে 'নিসীদতি' বলিয়াছেন। অথ ইহার নিষদ্যায় (উপবেশনে) দৃঢ়ভাব, আশ্বাস প্রশ্বাসের প্রবর্ত্তনসুখতা ও আলম্বন-পরিগ্রহণোপায়ও দর্শাইতে "পল্লঙ্কং আভুজিত্বা" (পর্য্যঙ্ক আভূজন করিয়া) ইত্যাদি বলিয়াছেন।

তত্র পল্লঙ্কং—(পর্য্যঙ্ক) সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিকে) উরুবদ্ধাসন।

আভুজিত্বা—বান্ধিয়া।

উজুংকায়ং পণিধায়—উপর শরীর (উর্দ্ধাঙ্গ) ঋজু স্থাপন করিয়া? অষ্টাদশ পৃষ্ঠ কণ্টকের কোটীর (অন্তের) সহিত কোটী প্রতি পাদন করিয়া (মেরুদণ্ডের ১৮টা অস্থি একটার উপর একটা স্থাপন করিয়া) এইরূপে নিসীদনকারীর চর্ম্মমাংস-স্নায়ু সমূহ প্রণমন করেনা (নমিত হয় না, বাঁকায় না)। অথ তাহাদের (সে সকল অস্থির) প্রণমন-প্রত্যয়হেতু ক্ষণে ক্ষণে যে বেদনা উৎপন্ন হইতে পারে তাহা উৎপন্ন হয় না। তাহারা (বেদনা সকল) উৎপন্ন হয় না বলিয়া সুচিত্ত একাগ্র হয়, কর্ম্মস্থান পরিপতন করে না, বৃদ্ধি ও স্ফীতি (উন্নতি) উপগমন করে (উপগত হয়, প্রাপ্ত হয়)।

পরিমুখং সতিং উপট্‌ঠপেত্বা—কর্ম্মস্থানাভিমুখে স্মৃতি স্থাপন করিয়া। অথবা পরি পরিগ্রহার্থ, মুখং (মুখ) নিয্যানার্থ, সতি (স্মৃতি) উপস্থানার্থ; সে কারণে উক্ত হয় 'পরিমুখং সতিন্তি' (পরিমুখে স্মৃতি)। এইরূপে প্রতি সম্ভিদায় উক্তনয়েও অত্র অর্থ দ্রষ্টব্য। তত্র এই সংক্ষেপ—পরিগৃহীতনিয্যান-স্মৃতি করিয়া।

সো সতো ব অস্সসতি, সতো পস্সসতীতি—সেই ভিক্ষু এইরূপে নিসীদন করিয়া ও এইরূপ স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া, সেই স্মৃতি পরিত্যাগ না করিয়া, স্মৃতিমান হইয়া আশ্বাস করে, স্মৃতিমান হইয়া প্রশ্বাস করে, স্মৃতির সহিত কারক হয় বলিয়া উক্ত হয়। ইদানীং যেই আকারে স্মৃতির সহিত কারক হয় তাহা দর্শাইতে "দীঘং বা অস্সসন্তোতি" ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

"পটিসম্ভিদায়" ইহা বলা হইয়াছে—সে স্মৃতিমান হইয়া আশ্বাস করে, স্মৃতিমান হইয়া প্রশ্বাস করে। ইহাকেই "বিভঙ্গে" "দ্বাত্রিংশ আকারে স্মৃতিমান হইয়া কারক (কার্য্যকারী) হয়—দীর্ঘ আশ্বাস বশে চিত্তের একাগ্রতা বা অবিক্ষেপ প্রজ্ঞানন হইতে স্মৃতি উপস্থিতা হয়। সেই স্মৃতির দ্বারা, সেই জ্ঞানদ্বারা স্মৃতির সহিত কারক হয়। দীর্ঘ প্রশ্বাস বশে ... ... পে ... ... প্রতি নিসর্গানুদর্শী আশ্বাস বশে ... ... প্রতিনিসর্গানুদর্শী প্রশ্বাস বশে চিত্তের একাগ্রতা বা অবিক্ষেপ প্রজ্ঞানন হইতে স্মৃতি উপস্থিতা হয়, সেই স্মৃতির দ্বারা, সেই জ্ঞানদ্বারা স্মৃতির সহিত কারক হয়।

তত্র "দীঘং বা অস্সসন্তো" (দীর্ঘ আশ্বাস ত্যাগ করিয়া বা) দীর্ঘ আশ্বাস প্রবর্ত্তন করাইয়া বা। আশ্বাস বহির্নিক্রমণ বায়ু, প্রশ্বাস অন্তরে (ভিতরে) প্রবেশন বায়ু বলিয়া বিনয়টঠকথায় উক্ত। সুত্তট্ঠকথা সমূহে উৎপ্রতিপাটী আগত। তত্র সকল গর্ভশয়নকারীদের (গর্ভজাতদের) মাতৃকুক্ষি হইতে নিক্রমণ কালে প্রথম অভ্যন্তর বায়ু বহির্নির্গমন করে, পশ্চাৎ বাহির বায়ু সূক্ষ্ম রজ গ্রহণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তালুতে আঘাত করিয়া নিবিয়া যায়; এইরূপে আশ্বাস প্রশ্বাস বিদিতব্য। তাহাদের যে দীর্ঘহ্রস্বতা তাহা অদ্ধা বশে বিদিতব্য। যথা অবকাশ-অদ্ধা স্ফুরণ করিয়া স্থিত উদক বা বালুকা দীর্ঘ উদক, দীর্ঘ বালুকা, হ্রস্ব উদক, হ্রস্ব বালুকা বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ আশ্বাস প্রশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও হস্তী শরীরে এবং অহি শরীরে তাহাদের আত্মভাব (শরীর) সংখ্যাত দীর্ঘ অদ্ধা শনৈঃ (আস্তে) পূর্ণ করিয়া আস্তে নিক্রান্ত হয়, তাই দীর্ঘ বলিয়া উক্ত হয়। সুনখ-শশাদির আত্মভাব সংখ্যাত হ্রস্ব অদ্ধা শীঘ্র পূর্ণ করিয়া শীঘ্রই নিক্রান্ত হয়। তাই হ্রস্ব বলিয়া উক্ত হয়। মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ হস্তী, অহি আদি সদৃশ কালাদ্ধা বশে আশ্বাস ত্যাগ করে, প্রশ্বাস গ্রহণ করে। কেহ কেহ সুনখ, অশ্বাদির ন্যায় হ্রস্ব। তাই তাহাদের কাল বশে দীর্ঘ অদ্ধায় নিক্রমণকারী ও প্রবেশকারী দীর্ঘ। অল্প অদ্ধায় নিক্রমন্ত ও প্রবেশন্তগণ হ্রস্ব বলিয়া বিদিতব্য।

তত্র এই ভিক্ষু নয় প্রকারে দীর্ঘ আশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ আশ্বাস ত্যাগ করিতেছি, দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া জানে। এইরূপে প্রজ্ঞানন হেতু ইহার এক প্রকারে কায়ানুদর্শনা স্মৃতি-উপস্থান ভাবনা সম্পাদিত হয় বলিয়া বিদিতব্য। যথা "পটিসম্ভিদায়" বলা হইয়াছে "কিরূপে দীর্ঘ আশ্বাস

ত্যাগ করিয়া, দীর্ঘ আশ্বাস ত্যাগ করিতেছি বলিয়া জানে, দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া জানে? দীর্ঘ আশ্বাস দীর্ঘকালে ত্যাগ করে (আশ্বাস করে), দীর্ঘ প্রশ্বাস দীর্ঘ কালে গ্রহণ করে (প্রশ্বাস করে), দীর্ঘ আশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ কালে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে (আশ্বাস করে, প্রশ্বাস করে)। দীর্ঘ আশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ কালে ত্যাগ ও গ্রহণ করায় ছন্দ উৎপন্ন হয়। ছন্দবশে তাহা হইতে সূক্ষ্মতর দীর্ঘ আশ্বাস দীর্ঘ কালে গ্রহণ করে (আশ্বাস করে), ছন্দবশে তাহা হইতে সূক্ষ্মতর দীর্ঘ প্রশ্বাস ... ... পে ... ... দীর্ঘ আশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ কালে আশ্বাস করে ও প্রশ্বাস করে। ছন্দবশে তাহা হইতে সূক্ষ্মতর দীর্ঘ আশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ কালে ত্যাগ ও গ্রহণ করাতে প্রামোদ্য উৎপন্ন হয়। প্রামোদ্য বশে তাহা হইতে সূক্ষ্মতর দীর্ঘ আশ্বাস দীর্ঘ কালে ত্যাগ (আশ্বাস) করে, প্রামোদ্য বশে তাহা হইতে সূক্ষ্মতর দীর্ঘ প্রশ্বাস...পে...দীর্ঘ আশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ কালে ত্যাগ করে ও গ্রহণ করে। প্রামোদ্য বশে তাহা হইতে সূক্ষ্মতর দীর্ঘ আশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘকালে ত্যাগ করাতে ও গ্রহণ করাতে আশ্বাস প্রশ্বাস হইতে চিত্ত দীর্ঘ বিবর্ত্তিত হয়, উপেক্ষা সংস্থিতা হয়। এই নয় প্রকারে দীর্ঘ আশ্বাস প্রশ্বাস কায়, উপস্থান স্মৃতি, অনুদর্শনা জ্ঞান, কায় উপস্থান স্মৃতি নহে, স্মৃতি উপস্থান ও স্মৃতি; সেই স্মৃতি দ্বারা সেই জ্ঞানের দ্বারা সেই কায় অনুদর্শন করে, সেই কারণে বলা হইয়া থাকে কায়ানুদর্শনা-স্মৃতি-উপস্থান-ভাবনা। হ্রস্ব পদে ও এই নয় (নিয়ম)। এই বিশেষ—এই খানে যেমন দীর্ঘ আশ্বাস দীর্ঘ কালে বলিয়া উক্ত, সেইরূপ হ্রস্ব আশ্বাস হ্রস্ব কালে গ্রহণকরে (আশ্বাস করে) বলিয়া আগত। সেই কারণে হ্রস্ব বশে "সেই কারণে বলা হইয়া থাকে কায়ানুদর্শনা স্মৃতি-উপস্থান ভাবনা" পর্য্যন্ত যোজনা কর্ত্তব্য। এইরূপে এই যোগী দীর্ঘ কাল বশে ও হ্রস্ব কাল বশে এই সকল আকার দ্বারা আশ্বাস প্রশ্বাস প্রজ্ঞানন্ত দীঘং বা অস্সসন্তো দীঘং অস্সসামীতি পজানাতি......পে......রস্সং বা পস্সসন্তো রস্সং পস্সসামীতি পজানাতীতি বেদিতব্বো। এইরূপে জানাতে ইহার

দীঘো রস্সো চ অস্সাসো পস্সাসোপি চ তাদিসো,
চত্তারো বণ্ণা বত্তন্তি নাসিকগ্গেব ভিক্খুনোতি।

দীর্ঘ হ্রস্ব আশ্বাস ও তাদৃশ প্রশ্বাস এই চারি বর্ণ নাসিকাগ্রে বর্ত্তমান থাকে। "সব্বকায় পটিসংবেদী অস্সসিস্সামি......পে......পস্সসিস্সামীতি সিক্খতীতি" সর্ব্বকায় প্রতিসংবেদী আশ্বাস করিব......পে......প্রশ্বাস করিব শিক্ষা করে। সকল আশ্বাস কায়ের আদি মধ্য পর্য্যবসান বিদিত করন্ত প্রাকট করন্ত আশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে। সকল প্রশ্বাস কায়ের আদি মধ্য পর্য্যবসান বিদিত করন্ত প্রাকট করন্ত প্রশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে। এইরূপে বিদিত করন্ত প্রাকট করন্ত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চিত্তে আশ্বাসকরে ও প্রশ্বাস করে। তাই আশ্বাস করিব ও প্রশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষাকরে ব'লে উক্ত হয়। এক (কোন) ভিক্ষুর চূর্ণ বিচূর্ণ বিতত আশ্বাসকায়ে বা প্রশ্বাস কায়ে আদি প্রাকট হয়, মধ্যপর্য্যবসান প্রাকট হয় না। সে আদি মাত্র পরিগ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, মধ্যপর্য্যবসানে কষ্ট পায়। একভিক্ষুর মধ্য প্রাকট হয়, আদি পর্য্যবসান হয় না। একের পর্য্যবসান প্রাকট হয়, আদি মধ্য হয় না। সে পর্য্যবসানই পরিগ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, আদি মধ্যে কষ্ট পায়। এক ভিক্ষুর সর্ব্ব প্রাকট হয়, সে সর্ব্ব পরিগ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, কোথাও কষ্ট পায় না। তাদৃশ ভবিতব্য বলিয়া দর্শাইতে বলা হইয়াছে—সব্বকায়পটিসংবেদী অস্সসিস্সামি ......পে......পস্সসিস্সামীতি সিক্খতি। তত্র সিক্খতীতি—এইরূপে ঘর্ষণ করে, ব্যায়াম করে। তথাভুতের যে সংবর তাহাই অত্র অধিশীলশিক্ষা। তথাভূতের যে সমাধি ইহাই অধিচিত্ত শিক্ষা। তথাভুতের যে প্রজ্ঞা ইহা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই তিন শিক্ষা সেই আলম্বনে সেই স্মৃতিদ্বারা, সেই মনসিকারদ্বারা শিক্ষা করে, আসেবন করে, ভাবে, বহুলীকরে এই ইহার অর্থ দ্রষ্টব্য। তত্র যেহেতু (তাহার) পূর্ব্ব প্রকারে আশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ কর্ত্তব্যই, অন্য কিছু কর্ত্তব্য নহে। এই হইতে জ্ঞানোৎপাদাদিতে যোগ করণীয় সেইহেতু তত্র "আশ্বাস গ্রহণ করি বলিয়া জানে, প্রশ্বাস ত্যাগ করি বলিয়া জানে" ইত্যাদি বর্ত্তমান কালবশে পালি বলিয়া এই হইতে কর্ত্তব্য জ্ঞানোৎপাদনাদি আকারের দর্শনার্থ সর্ব্বকায় প্রতিসংবেদী আশ্বাস ত্যাগ করিব ইত্যাদি নয়ে অনাগত বচন বশে পালি আরোপিতা বলিয়া বিদিতব্যা।

"পস্সম্ভয়ং কায়সংখারং অস্সসিস্সামীতি...পে...পস্সসিস্সামীতি সিক্খতীতি"

"কায়সংস্কার প্রশ্রব্ধিত করিয়া আশ্বাস গ্রহণ করিব......পে......প্রশ্বাস ত্যাগ

করিব বলিয়া শিক্ষা করে" ইহার অর্থ স্থূল (অবলারিক) কায়সংস্কার প্রশ্রব্ধিত করিয়া প্রতিপ্রশ্রম্ভন করিয়া নিরোধ করিয়া ব্যুপসম করিয়া আশ্বাস ত্যাগ করিব ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিব ইহা শিক্ষাকরে। তত্র এইরূপে স্থূলত্ব (অবলারিক), সূক্ষ্মতা এবং প্রশ্রব্ধি বিদিতব্য। এই ভিক্ষুর পূর্ব্বে অপরিগৃহীতকালে কায় এবং চিত্ত ব্যথাযুক্ত (সদরদ) ও স্থূল হয়। কায়-চিত্তের স্থূলত্ব অব্যুপশান্ত হইলে আশ্বাস ও প্রশ্বাস স্থূল হয়, বলবত্তর হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়, নাসিকা যথেষ্ট হয় না (নাসিকা শ্বাস প্রশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট হয় না), মুখেরদ্বারা আশ্বাস ও প্রশ্বাস করিয়া থাকে। যদা ইহার কায় ও চিত্ত পরিগৃহীত হয় তখন তাহারা শান্ত ও ব্যুপশান্ত হয়। তাহারা ব্যুপশান্ত হইলে আশ্বাস প্রশ্বাস সূক্ষ্ম হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। আছে কি নাই এইরূপ বিবেচনাকার প্রাপ্ত (আছে কি নাই এইরূপ চিন্তিতব্য) হইয়া থাকে। দৌড়িয়া (ধাবন করিয়া), বা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া বা মহা ভার মাথা হইতে নামাইয়া (অবারোপণ করিয়া) স্থিত পুরুষের আশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্থূল হয়, নাসিকা (শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য করিতে) যথেষ্ট হয় না, মুখদ্বারা আশ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া থাকে। যখন কিন্তু সে সেই পরিশ্রম বিনোদন করিয়া, স্নান করিয়া ও পান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র (শাটক) হৃদয়ে করিয়া শীত ছায়ায় উপবিষ্ট (নিষণ্ণ) হয়, তখন তাহার আশ্বাসপ্রশ্বাস সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, আছে কি নাই এইরূপ বিবেচনা করা প্রয়োজন (হইয়া থাকে)। সেইরূপ এই ভিক্ষুর পূর্ব্বে অপরিগৃহীত কালে কায় ও……পে……বিবেচনাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? তথাই তাহার পূর্ব্বে অপরিগৃহীতকালে স্থূল স্থূল কায়সংস্কার প্রশ্রম্ভন করিতেছি বলিয়া আভোগ সমন্নাহার মনসিকার প্রত্যবেক্ষণ নাই; পরিগৃহীত কালে আছে। তাই ইহার অপরিগৃহীত কাল হইতে পরিগৃহীত কালে কায়সংস্কার সূক্ষ্ম হয়।

তাই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—

> সারদ্ধে কায়ে চিত্তে চ অধিমত্তং পবত্ততি,
> অসারদ্ধম্হি কায়ম্হি সুখুমং সম্পবত্ততি।

পরিগ্রহে (কর্ম্মস্থান গ্রহণ কালে আশ্বাস প্রশ্বাস) স্থূল, প্রথমধ্যান-উপচারে সূক্ষ্ম, তাহাতেও স্থূল প্রথমধ্যানে সূক্ষ্ম, প্রথমধ্যান ও দ্বীতীয়ধ্যানে উপচারে ও

স্থূল, দ্বীতিয়ধ্যানে সূক্ষ্ম, দ্বীতিয়ধ্যানে ও তৃতীয়ধ্যানে উপচারে স্থূল, তৃতীয় ধ্যানে অতি সূক্ষ্ম; তৃতীয়ধ্যানে ও চতুর্থধ্যানে উপচারে স্থূল, চতুর্থ ধ্যানে অতি সূক্ষ্ম, অপ্রবর্ত্তিই প্রাপ্ত হয়। ইহা কিন্তু দীঘভাণক (দীর্ঘভানক) ও সংযুত্ত ভাণক-গণের মত। মজ্‌ঝিমভাণক (মধ্যমভানকগণ) "প্রথমধ্যানে স্থূল, দ্বিতীয়ধ্যানের উপচারে সূক্ষ্ম" ইত্যাদি প্রকারে নীচের নীচের ধ্যান হইতে উপরের উপরের ধ্যান-উপচারেও সূক্ষ্মতর ইচ্ছা করেন। কিন্তু সকলেরই মতে অপরিগৃহীত কালে প্রবর্ত্তিত কায়সংস্কার পরিগৃহীত কালে প্রতিপ্রস্রব্ধিত হয়। পরিগৃহীত কালে প্রবর্ত্তিত কাসংস্কার প্রথমধ্যান উপচারে......পে—চতুর্থ ধ্যান উপচারে প্রবর্ত্তিত কায়সংস্কার চতুর্থ ধ্যানে প্রতিপ্রস্রব্ধিত হয়। ইহা আদৌ সমথ নয় (ক্রম)।

বিদর্শনাতে—অপরিগ্রহে প্রবর্ত্তিত কায়সংস্কার স্থূল, মহাভূত পরিগ্রহে সূক্ষ্ম; তাহাও স্থূল, উপাদারূপ পরিগ্রহে সূক্ষ্ম; তাহাও স্থূল, সকলরূপ পরিগ্রহে সূক্ষ্ম; তাহাও স্থূল, অরূপ পরিগ্রহে সূক্ষ্ম; তাহাও স্থূল, রূপারূপপরিগ্রহে সূক্ষ্ম; তাহাও স্থূল, প্রত্যয় পরিগ্রহে সূক্ষ্ম; তাহাও স্থূল, সপ্রত্যয় নামরূপ দর্শনে সূক্ষ্ম; তাহাও স্থূল, লক্ষণালম্বিক বিদর্শনায় সূক্ষ্ম, তাহাও দুর্ব্বল বিদর্শনায় স্থূল, বলবতী বিদর্শনায় সূক্ষ্ম।

তত্র পূর্ব্বে উক্ত নয়েই পর পর দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বের প্রতিপ্রস্রব্ধি বিদিতব্য। এইরূপে অত্র স্থূল-সূক্ষ্মত্ব ও প্রস্রব্ধি বিদিতব্য।

'পটিসম্ভিদায়' প্রশ্নশোধনের সহিত ইহার এইরূপ অর্থ উক্ত। কিরূপ? পস্‌সম্ভয়ং কায়সঙ্‌খারং অস্‌সসিস্‌সামি... ... পে......পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি। কায়সংস্কার প্রস্রব্ধন করিয়া আশ্বাস ত্যাগ করিব... ...পে. ... ... প্রশ্বাসগ্রহণ করিব বলিয়া শিক্ষা করে। কায়সংস্কার কি? দীর্ঘ আশ্বাসপ্রশ্বাস। এই সকলধর্ম্ম কায়িক, কায়প্রতিবদ্ধ, কায়সংস্কার। সেই সকল কায় সংস্কারকে প্রস্রব্ধন করন্ত, নিরোধকরন্ত, ব্যুপশমকরন্ত শিক্ষা করে। যথারূপে কায়সংস্কারদ্বারা কায়ের আনমনা, বিনমনা, সংনমনা, প্রনমনা, ইঞ্জনা, স্পন্দনা, চলনা, কম্পনা, তথারূপ কায়সংস্কার প্রস্রব্ধন করিতে করিতে আশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে, কায়সংস্কার প্রস্রব্ধন করিতে করিতে প্রশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে। যথারূপ কায়সংস্কার দ্বারা কায়ের আনমনা হয় না,

বিনমনা হয় না, সন্নমনা হয় না, পনমনা হয় না, অনিঞ্জনা, অস্পন্দনা, অচলনা, অকম্পনা তথরূপ শান্ত সূক্ষ্ম কায়সংস্কার প্রস্রম্ভন করিতে করিতে আশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে। এইরূপে কায়সংস্কার প্রস্রম্ভন করিতে করিতে আশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে, কায়সংস্কার প্রস্রম্ভন করিতে করিতে প্রশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে। এইরূপ হইলে বাতোপলব্ধির প্রভাবনা (উৎপাদনা) হয় না, আশ্বাস প্রশ্বাসসমূহের প্রভাবনা (প্রবর্ত্তনও) হয় না, আনাপানস্মৃতির ও প্রভাবনা হয় না, আনাপানস্মৃতি-সমাধির ও প্রভাবনা হয় না, পণ্ডিতগণ ও সে সমাপত্তি সমাপর্জ্জন ও করে না, তাহা হইতে উঠেওনা।

যদি কায়সংস্কার প্রস্রম্ভন করিয়া আশ্বাস করিব…পে…প্রশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে, তাহা হইলে বাতপোলব্ধির প্রভাবনা হইয়া থাকে। আশ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রভাবনা হইয়া থাকে, আনাপানস্মৃতির ও প্রভাবনা হইয়া থাকে, আনাপানস্মৃতি সমাধির ও প্রভাবনা হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ ও সে সে সমাপত্তি সমাপর্জ্জনও করে, তাহা হইতে উঠেও। কিসের ন্যায়? যেমন কংসে আঘাত করিলে প্রথমে বড় শব্দ প্রবর্ত্তন করে, বড় শব্দ সমূহের নিমিত্ত সুগৃহীত, সুমনসিকৃতও সুপ্রধারিত বলিয়া বড় শব্দ নিরুদ্ধ হইলেও পশ্চাৎ সূক্ষ্ম শব্দ সমূহ প্রবর্ত্তিত হয়, সূক্ষ্ম শব্দ সমূহের নিমিত্ত সুগৃহীত, সুমনসিকৃত,সুপ্রধারিত বলিয়া সূক্ষ্ম শব্দসমূহ নিরুদ্ধ হইলেও পশ্চাৎ সূক্ষ্মশব্দ নিমিত্তালম্বনতা বশতঃ ও চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে প্রথম স্থূল আশ্বাস প্রশ্বাস প্রবর্ত্তিত হয়। স্থূল আশ্বাস প্রশ্বাস সমূহের নিমিত্ত সুগৃহীত, সুমনসিকৃতও সুপ্রধারিত বলিয়া স্থূল আশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইলেও পশ্চাৎ সূক্ষ্ম আশ্বাস প্রশ্বাস প্রবর্ত্তিত হয়। সূক্ষ্ম আশ্বাস প্রশ্বাস সমূহের নিমিত্ত সুগৃহীত, সুমনসিকৃত ও সুপ্রধারিত বলিয়া সূক্ষ্ম আশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইলে ও পশ্চাৎ সূক্ষ্ম আশ্বাস প্রশ্বাস নিমিত্তালম্বনতা বশতঃও চিত্ত বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ হইলে বাতোপলব্ধির ও প্রভাবনা হইয়া থাকে, আশ্বাস প্রশ্বাসেরও প্রভাবনা হইয়া থাকে, আনাপান স্মৃতির ও প্রভাবনা হইয়া থাকে। আনাপান স্মৃতি সমাধিরও প্রভাবনা হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণও সেই সমাপত্তি সমাপর্জ্জনও করে, তাহা হইতে উঠে ও। পস্‌সম্ভয়ং কায়সঙ্খারং, এই বাক্যে—আশ্বাস প্রশ্বাস কায়, উপস্থান স্মৃতি, অনুদর্শনা জ্ঞান। কায় উপস্থান স্মৃতি নহে; স্মৃতি উপস্থান ও স্মৃতিও। সেই স্মৃতি দ্বারা সেই কায় অনুদর্শন

করে। তাই কায়ে কায়ানুদর্শন-স্মৃতি উপস্থান ভাবনা বলিয়া উক্ত হয়। ইহাই প্রথমতঃ অত্র কায়ানুদর্শন বশে উক্ত প্রথম চতুষ্কের অনুপূর্ব্ব পদ বর্ণনা।

যেহেতু অত্র এই চতুষ্ক আদিকর্ম্মিকের কর্ম্মস্থান বশে উক্ত, অপর তিন চতুষ্ক অত্র প্রাপ্তধ্যানের বেদনা-চিত্ত-ধর্ম্মানুদর্শনা বশে উক্ত, সেই কারণে এই কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া আনাপান চতুর্থ ধ্যানপদস্থান বিদর্শন দ্বারা প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক আদিকর্ম্মিক কুলপত্র কর্ত্তৃক পূর্ব্বে উক্ত নয়েই শীল পরিশোধনাদি সর্ব্ব কৃত্য করিয়া উক্ত প্রকার আচার্য্যের নিকট পঞ্চ সন্ধিক কর্ম্মস্থান উদ্গৃহীতব্য। তত্র এই পঞ্চ সন্ধি—উদ্গ্রহ (উগ্গহো), পরিপুচ্ছা (পরিপৃচ্ছা=প্রশ্ন), উপস্থান (উপট্ঠানং), অর্পণা (অপ্পনা). লক্ষণ (লক্খণ)। তত্র কর্ম্মস্থানের উদ্গ্রহণ উদ্গ্রহ, পরিপৃচ্ছা—কর্ম্মস্থানের পরিপৃচ্ছা। উপস্থান—কর্ম্মস্থানের উপস্থান, অর্পণা—কর্ম্মস্থানের অর্পণা, লক্ষণ—কর্ম্মস্থানের লক্ষণ। এই লক্ষণ এই কর্ম্মস্থানের, এইরূপে কর্ম্মস্থান-স্বভাব-উপধারণ বলিয়া উক্ত হয়। এইরূপে পঞ্চ সন্ধিক কর্ম্মস্থান উদ্গ্রহণ কারী নিজেও ক্লেশ পায় না, আচার্য্যের ও বিরক্তি উৎপাদন করে না। সেই কারণে অল্প (থোকং=স্তোক) উদ্দেশ করাইয়া (বলাইয়া) বহুকাল সাধ্যায় করিয়া (আবৃত্তি করিয়া) এইরূপ পঞ্চ সন্ধিক কর্ম্মস্থান উদ্গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের সন্তিকে বা অন্যত্র পূর্ব্বে উক্তপ্রকারে শয়নাসনে বাস করন্ত ক্ষুদ্রক প্রতিবন্ধক উপচ্ছিন্ন করিয়া ভক্তকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ভক্ত সম্মদ (ভাতের নেশা) প্রতিবিনোদন করিয়া সুখে বসিবে এবং রত্নত্রয়গুণ অনুস্মরণ করিয়া চিত্ত হর্ষযুক্ত করিয়া আচার্য্য-উদ্গ্রহ হইতে একপদও না ভুলিয়া এই আপানাস্মৃতি-কর্ম্মস্থান মনসি কর্ত্তব্য। তত্র এই মনসিকার বিধি—

"গণনা অনুবন্ধনা ফুসনা ঠপনা সল্লক্খণা
বিবট্টনা পারিসুদ্ধি তেসঞ্চ পতিপস্সনা"তি।

গণনা, অনুবন্ধনা, স্পর্শনা, স্থাপনা, সল্লক্ষণা, বিবর্ত্তনা, পারিশুদ্ধি, ও তাহাদের প্রতিদর্শনা।

তত্র গণনা অর্থ গণনাই, অনুবন্ধনা—অনুগ্রহণা, স্পর্শনা—স্পর্শস্থান, স্থাপনা—অর্পণা, সল্লক্ষণা—বিদর্শনা, বিবর্ত্তনা—মার্গ, পারিশুদ্ধি—ফল, তাহাদের প্রতিদর্শনা—প্রত্যবেক্ষণা।

তত্র এই আদিকর্ম্মিক কুলপুত্র কর্ত্তৃক প্রথম গণনা দ্বারা এই কর্ম্মস্থান মনসি কর্ত্তব্য। গণনা করিতেও পাঁচ বারের কম স্থাপন কর্ত্তব্য নহে। দশের উপর নেওয়া কর্ত্তব্য নহে, মধ্যে খণ্ড দর্শন কর্ত্তব্য নহে। পাঁচের নীচে স্থাপন কারীর সম্বাধ অবকাশে চিত্তোৎপাদ সম্বাধে ব্রজে সন্নিরুদ্ধ গরুর ন্যায় বিস্পন্দন করে। দশের উপর গণনা করিলে গণনানিশ্রিত চিত্তোৎপাদ হইয়া থাকে। মধ্যে খণ্ড দর্শন কারীর আমার কর্ম্মস্থান শিখাপ্রাপ্ত হইয়াছে কিনা ভাবিয়া চিত্ত বিকম্পিত হয়। সেই কারণে এই দোষ বর্জ্জন (ত্যাগ) করিয়া গণনা কর্ত্তব্য। গণনা করিবার সময়ও প্রথম ধান্যমাপক গণনায় আস্তে আস্তে গণনা কর্ত্তব্য, ধান্য মাপক নালি পূর্ণ করিয়া 'এক' বলিয়া ঢালে (অবকিরণ করে)। পুনঃ পুরাইতে পুরাইতে কোন ময়লা (কচবর) দেখিয়া তাহা ফেলিতে ফেলিতে "এক, এক" বলে। "দুই, দুই" প্রভৃতিতেও এই নিয়ম। সেইরূপে আশ্বাস প্রশ্বাস সমূহের যাহা উপস্থিত হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া "এক, এক" হইতে আরম্ভ করিয়া দশ, দশ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তমান প্রবর্ত্তমান উপলক্ষ করিয়া এইযোগী কর্তৃক গণনা করাতে নিক্ক্রামন্ত ও প্রবেসন্ত আশ্বাস প্রশ্বাস প্রাকট হয়। অনন্তর এই যোগী কর্ত্তৃক ধান্যমাপন গণনায় আস্তে আস্তে গণনা পরিত্যাগ করিয়া গোপাল গণনায় শীঘ্র গণনা কর্ত্তব্য।

সুদক্ষ গোপালক পাথরের টুকুরাদি উৎসঙ্গে গ্রহণ করিয়া রজ্জু ও দণ্ড হাতে প্রাতেই ব্রজে গমন পূর্ব্বক গরুদের পিঠে প্রহার করিয়া পরিঘস্তম্ভ (দ্বারের অর্গল স্তম্ভ) মস্তকে নিষণ্ণ (বসিয়া) দ্বারে আগত গাভীকে এক দুই বলিয়া শর্করা (পাথরের টুকুরা) ক্ষেপণ করিয়া করিয়া গণনা করে। ত্রিযামা রাত্রি সম্বাধ অবকাশে দুঃখ প্রাপ্ত গোগণ নিক্ক্রমণ করিতে করিতে অন্যান্যকে উপনিঘর্ষণ করতঃ পুঞ্জ পুঞ্জ হইয়া বেগে নিক্ক্রান্ত হয়। সে তাড়া তাড়ি তিন চারি পাঁচ ইত্যাদি গণেই। সেইরূপ ইহারও পূর্ব্বনয়ে গণন করাতে আশ্বাস প্রশ্বাস প্রাকট হইয়া শীঘ্র শীঘ্র পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণ করে। তারপর পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণ করিতেছে বলিয়া জানিয়া ভিতর ও বাহির গ্রহণ না করিয়া দ্বারপ্রাপ্ত দ্বারপ্রাপ্তই গ্রহণ পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছ; এক দুই তিন চারি পাঁচ ছ সপ্ত… …পে……অষ্ট নব দশ ইত্যাদি শীঘ্র শীঘ্র গণনা কর্ত্তব্যই। গণনা প্রতিবদ্ধ কর্ম্মস্থানে গণনা বশেই চিত্ত একাগ্র হয়,

অরিত্র উপস্তম্ভন বশে চণ্ডস্রোতে নৌকা স্থাপন সদৃশ। এই রূপে তাহার শীঘ্র শীঘ্র গণনা করাতে নিরন্তর প্রবর্ত্তিত সদৃশ হইয়া উপস্থিত হয়। অথ নিরন্তর প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া জানিয়া ভিতরে ও বাহিরে বায়ু পরিগ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বনয়ে বেগে বেগে গণনা কর্ত্তব্য। ভিতরে প্রবেশন বায়ুর সহিত চিত্ত প্রবেশ করা হইলে অভ্যন্তর বাতাভ্যাহত মেদ পূরিতের ন্যায় হয়। বাহিরে নিষ্ক্রমণ বাতের সহিত চিত্ত নিহরণ করাইলে বাহিরের পৃথু আলম্বনে (নানাবিধালম্বনে) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। পৃষ্ট পৃষ্ট অবকাশে স্মৃতি স্থাপন করিয়া ভাবনাকারীর ভাবনা সম্পাদিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—ভিতরের ও বাহিরের বাত (বায়ু) পরিগ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বনয়েই বেগে বেগে গণনা কর্ত্তব্য। কত দেরী ইহা গণনা কর্ত্তব্য? যাবৎ বিনা গণনায় আশ্বাসপ্রশ্বাসাবলম্বনে স্মৃতি সংস্থিতা হয়। বাহিরের বিসৃষ্ট বিতর্ক বিচ্ছেদ করিয়া আশ্বাস প্রশ্বাস আলম্বনে স্মৃতি সংস্থাপনার্থই গণনা। এইরূপে গণনায় মনসি করিয়া অনুবন্ধনায় মনসি কর্ত্তব্য।

গণনা প্রতিসংহরণ করিয়া (বন্ধ করিয়া) স্মৃতি দ্বারা নিরন্তর আশ্বাস সমুহের অনুগমন অনুবন্ধনা। তাহাও আদি মধ্য পর্য্যবসানানুগমন বশে (কর্ত্তব্য) নহে। বাহিরে নিষ্ক্রমণ বাতের নাভি আদি, হৃদয় মধ্য, নাসিকাগ্র পর্য্যবসান। অভ্যন্তর প্রবেশন বাতের নাসিকার অগ্র আদি, হৃদয় মধ্য, নাভি পর্য্যবসান। ইহার তাহা অনুগমন করাতে বিক্ষেপগত চিত্ত সারব্ধা ও ইঞ্জনার হেতু হইয়া থাকে (সারব্ধ হয় ও কম্পিত হয়)। যথা বলা হইয়াছে—

অধ্যাত্ম আশ্বাসের আদি, মধ্য ও পর্য্যবসান স্মৃতিদ্বারা অনুগমন করাতে বিক্ষেপগত চিত্তের দ্বারা কায় ও চিত্ত সারব্ধ, ইঞ্জিত ও স্পন্দিত হয়।

বহির্দ্ধা-প্রশ্বাসের আদি, মধ্য পর্য্যবসান স্মৃতিদ্বারা অনুগমন করাতে বিক্ষেপগত চিত্তদ্বারা কায় ও চিত্ত সারব্ধ, ইঞ্জিত ও স্পন্দিত হয়।

সেই হেতু অনুবন্ধনা দ্বারা মনসি করিতে আদি, মধ্য ও পর্য্যবসান বশে মনসি করা কর্ত্তব্য নহে। অপিচ স্পর্শনা ও স্থাপনা বশে মনসি কর্ত্তব্য। গণনানুবন্ধনা বশে যেমন স্পর্শনা ও স্থাপনা বশে তেমন পৃথক মনসিকার নাই। স্পৃষ্ট স্পৃষ্ট স্থানেই গণনা করিতে করিতে গণনা ও স্পর্শনা দ্বারা মনসি করে, তত্রৈব গণনা প্রতিসংহরণ করিয়া স্মৃতি দ্বারা তাহাদিগকে অনুবন্ধন করিয়া ও অর্পণা বশে চিত্ত স্থাপন করিয়া অনুবন্ধনা, স্পর্শনা ও স্থাপনা দ্বারা মনসি করে বলিয়া উক্ত হয়।

সেই অর্থ অট্ঠকথাসমূহে উক্ত পঙ্গুল ও দ্বারবান উপমা দ্বারা এবং প্রাতি 'পটিসম্ভিদায়' উক্ত কর্কচ (করাত) উপমা দ্বারা বিদিতব্য। তত্র পঙ্গুল উপমা এই— দোলায় ক্রীড়ন্ত মাতাপুত্রের দোলা ক্ষেপণ করিয়া তত্রৈব দোলা-স্তম্ভ-মূলে নিষণ্ণ ক্রমে আগচ্ছন্ত ও গচ্ছন্ত দোলাফলকের উভয় কোটী ও মধ্য দেখে, কিন্তু দোলার উভয় কোটীও মধ্য দর্শনার্থ ব্যাপৃত হয় না। সেইরূপ ভিক্ষু স্মৃতিবশে উপনিবন্ধন স্তম্ভমূলে থাকিয়া আশ্বাস প্রশ্বাস দোলা ক্ষেপণ করিয়া তত্রৈব নিমিত্তে স্মৃতির দ্বারা নিষণ্ণ ক্রমে আগচ্ছন্ত ও গচ্ছন্ত সমূহের পৃষ্ঠ স্থানে আশ্বাস প্রশ্বাসের আদি, মধ্য ও পর্য্যবসান স্মৃতিদ্বারা অনুগমন করিতে করিতে তত্র চিত্ত স্থাপন করতঃ দেখে, তাহাদের দর্শনার্থ ব্যাপৃত হয় না। ইহা পঙ্গুল (১) উপমা।

ইহা দ্বারবান উপমা—যেমন দুয়ারিক নগরের ভিতরে ও বাহিরের লোকদের "কে তুমি, কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইতেছ, তোমার হাতে কি" মিমাংসা করে না। তাহারা তাহার ভার নহে, দ্বারপ্রাপ্ত দ্বারপ্রাপ্তকেই মিমাংসা করে। সেইরূপ এই ভিক্ষুর ভিতরে প্রবিষ্ট বায়ু ও বাহিরে নিষ্ক্রান্ত বায়ু ভার হয় না, দ্বারপ্রাপ্ত দ্বারপ্রাপ্তই ভার। ইহা দ্বারবান উপমা। কর্কচ-উপমা আদি হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপে বিদিতব্য। ইহা উক্ত হইয়াছে—

> নিমিত্তং অস্সাসপস্সাসা অনারম্মনমেকচিত্তস্স
> অজানতো চ তয়ো ধম্মে ভাবনা নূপলব্ভতি।
> নিমিত্তং অস্সাসপস্সাসা অনারম্মনমেকচিত্তস্স,
> জানতো চ তয়ো ধম্মে ভাবনা উপব্লব্ভতীতি।

কিরূপে এই ধর্ম্মত্রয় এক চিত্তের আলম্বন হয় না, এই ধর্ম্মত্রয় অবিদিত ও হয় না, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না, প্রধান ও প্রজ্ঞাপ্ত হয় (দেখা যায়), প্রয়োগও সাধিত হয়, বিশেষও প্রাপ্ত হয়? যেমন বৃক্ষ সমান ভূমি ভাগে নিক্ষিপ্ত। তাহা (কোন) পুরুষ কর্কচ (করাত) দ্বারা ছেদন করে, বৃক্ষে পৃষ্ট কর্কচদন্ত সমূহের বশে সে পুরুষের স্মৃতি উপস্থিতা হয়। সে আগত বা গত কর্কচদন্ত মনসি করেনা, আগতাগত কর্কচ দন্ত সমূহ (তাহার) অবিদিত ও থাকে না, প্রধানও দৃষ্ট হয়, প্রয়োগ ও সিদ্ধ

(১) পঙ্গুল একজন কুঞ্জের নাম। সে নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে দোলায় চড়াইয়া নিজে দোলাইতেছিল।

হয়, বিশেষ ও প্রাপ্ত হয়। যথা বৃক্ষ সমভূমিতে নিক্ষিপ্ত তথা উপনিবন্ধন-নিমিত্ত। যথা কর্কচ দন্তগুলি তথা আশ্বাস প্রশ্বাস। যথা বৃক্ষে পৃষ্ঠ কর্কচদন্তসমূহ বশে পুরুষের স্মৃতি উপস্থিতা হইয়া থাকে, আগত বা গত কর্কচ দন্ত সমূহ মনসি করে না, আগত বা গত কর্কচ দন্ত গুলি অবিদিত ও হয় না, প্রধান ও দেখা যায়, প্রয়োগ ও সাধিত হয়, বিশেষও প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভিক্ষু নাসিকাগ্রে বা মুখনিমিত্তে স্মৃতি উপস্থাপন করিয়া উপবেশন করে। আগত বা গত আশ্বাস প্রশ্বাস মনসি করে না, অগত বা গত আশ্বাস প্রশ্বাস অবিদিত হয়না, প্রধানও দৃষ্ট হয়, প্রয়োগ ও সিদ্ধ হয়, বিশেষও অধিগত হয়।

এই যে প্রধান বলিয়া বলা হইল, প্রধান কি? আরব্ধ বীর্য্যের কায় ও চিত্ত কর্ম্মনীয় হয়, ইহা প্রধান। প্রয়োগ কি? আরব্ধ বীর্য্যের উপক্লেশ প্রহীন হয়, বিতর্ক সমূহ উপশম প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রয়োগ। বিশেষ কি? আরব্ধ বীর্য্যের সংযোজন সমূহ প্রহীন হয়, অনুশয় সমূহ ব্যন্তি হয়। ইহা বিশেষ। এইরূপে এই তিন ধর্ম্ম একচিত্তের আলম্বন হয় না, এই তিন ধর্ম্ম অবিদিত ও থাকেনা, চিত্তও বিক্ষিপ্ত হয় না, প্রধান ও প্রজ্ঞাপ্ত হয় (দৃষ্ট হয়), প্রয়োগ ও সিদ্ধ হয়, বিশেষ ও অধিগত হয়।

আনাপানসতি যস্‌স পরিপুণ্ণা সুভাবিতা।
অনুপুব্বং পরিচিতা যথা বুদ্ধেন দেসিতা।
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভামুত্তোব চন্দিমাতি।

যে ভাবে বুদ্ধ কর্ত্তৃক দেশিত সে ভাবে যাহার আনাপান স্মৃতি পরিপূর্ণা, সুভাবিতা, অনুপূর্ব্বপরিচিতা সে এই লোক অভ্রমুক্ত চন্দ্রিমার ন্যায় প্রভাসিত করে। ইহা কর্কচ-উপমা।

এইখানে আগতাগত বশে অমনসিকার মাত্রই প্রয়োজন বলিয়া বিদিতব্য। এই কর্ম্মস্থান মনসি করিলে কাহারও অচিরেই নিমিত্ত উৎপন্ন হয়, অবশেষ ধ্যানাঙ্গ প্রতিমণ্ডিতা অর্পণা সংখ্যাতা স্থাপনাও সম্পাদিত হয়। কাহারও কিন্তু গণনা বশেই মনসিকার-কাল হইতেই অনুক্রমে স্থূল আশ্বাস প্রশ্বাস নিরোধবশে (কায় দরথ) কায়িক বেদনা উপশম প্রাপ্ত হইলে কায় ও চিত্ত লঘু হয়, শরীর আকাশে লঙ্ঘনাকার প্রাপ্ত সদৃশ হয়। যথা সারব্ধকায় যোগীর, মঞ্চে বা পীঠে

বসাতে মঞ্চপীঠ অবনমিত হয়, বিকুজন করে, প্রত্যস্তরণ বলি গ্রহণ করে (কুড়াইয়া যায়)। অসারব্ধকায় যোগীর বসাতে মঞ্চপীঠ অবনমিত হয় না, বিকুজনও করে না, প্রত্যস্তরণ (বিছানার চাদর) বলি গ্রহণও করে না, মঞ্চপীঠ তুলার পিচু (১) পূর্ব্ববৎ হয়। কেন? যেহেতু অসারব্ধ কায় লঘু হইয়া থাকে। এইরূপে গণনা বশে মনসিকার কাল হইতে অনুক্রমে স্থূল আশ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ বশে কায় বেদনা ব্যুপশান্ত হইলে কায় ও চিত্ত লঘু হইয়া থাকে। তাহার স্থূল আশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইলে সূক্ষ্ম-আশ্বাস-প্রশ্বাস-নিমিত্তালম্বন চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাও নিরুদ্ধ হইলে অপরাপর তাহা হইতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম-নিমিত্তালম্বন প্রবর্ত্তিত হয়। কিরূপে? যথা (কোন) পুরুষ মহতী লৌহ শলাকাদ্বারা কংস থাল প্রহার করে (আকোটন করে), এক প্রহারেই মহাশব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার স্থূল-শব্দাবলম্বন চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়; স্থূল শব্দ নিরুদ্ধ হইলে পশ্চাৎ সূক্ষ্ম শব্দ-নিমিত্তালম্বন, তাহাও নিরুদ্ধ হইলে অপরাপর তাহা হইতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম শব্দ-নিমিত্তালম্বন (চিত্ত) প্রবর্ত্তিত হয়ই। এইরূপে বিদিতব্য। ইহা উক্ত হইয়াছে —যেমন "কংসথাল আকোটিত হইলে" ইত্যাদি বিস্তার। যেমন অন্য কর্ম্মস্থান সমূহ উপরে উপরে বিভুত হয়, ইহা সেরূপ নয়। ইহা উপরে উপরে ভাবনা করিলে সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। উপস্থানও উপগমন করে না। এইরূপ তাহা উপস্থান না করিলে সে ভিক্ষুর আসন হইতে উঠিয়া চর্ম্মখণ্ড প্রস্ফোটন করিয়া (শব্দ করিয়া) যাওয়া উচিত নহে। কি কর্ত্তব্য? আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া বা আমার কর্ম্মস্থান এখন নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া উঠা উচিত নহে। ইর্য্যাপথ বিকোপন করিয়া যাইতে কর্ম্মস্থান নব নব হইয়া থাকে। তাই যেমন ভাবে বসিয়া আছে সেই ভাবেই দেশ হইতে আহরণ কর্ত্তব্য। তত্র এই আহরণের উপায়ঃ—সেই ভিক্ষুকর্ত্তৃক কর্ম্মস্থানের অনুপস্থান ভাব জানিয়া (ইতি প্রতিসংচিক্ষিতব্য)—এইরূপে চিন্তা করা উচিত—এই আশ্বাস প্রশ্বাস কোথায় আছে? কোথায় নাই? কাহার বা আছে, কাহার বা নাই? ইহারা মাতৃকুক্ষির

(১) তুলার পিচু—ধুনা তুলা, তুলা ধুনিয়া সুতা কাটিবার জন্য প্রস্তুত হইলে "পিচু" নামে অভিহিত হয়। চট্টগ্রামে সুতা ধুনিয়া ছোট মোমের বাতির আকারে ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা 'পাঁইচ' প্রস্তুত করে। 'পাঁইচ' হইতে সুতা বাহির করে। পালি "পিচু" শব্দের সহিত 'পাঁইচ' শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে কি?

ভিতরে নাই, উদকে নিমগ্নদের নাই, তথা অসংজ্ঞী ভূতগণের, মৃতগণের, চতুর্থ ধ্যানসমাপন্ন গণের, রূপারূপভবসমঙ্গীদের ও নিরোধ সমাপন্ন গণের নাই। এইরূপ ইতিপ্রতিসংচিক্ষক যোগী কর্ত্তৃক নিজকে নিজে প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য। "হে পণ্ডিত, তুমি মাতৃকুক্ষিগতও নও, উদকে নিমগ্নও নও, অসংজ্ঞী ভূতও নও, মৃতও নও, চতুর্থধ্যান সমাপন্নও নও, রূপারূপভবসমঙ্গীও নও, নিরোধ সমাপন্ন ও নও, তোমার আশ্বাস প্রশ্বাস আছেই, মন্দ প্রজ্ঞাবশতঃ পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ নও। অথ ইহা কর্ত্তৃক স্বভাবতঃ পৃষ্টস্থান বশে চিত্ত স্থাপন করিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। ইহারা দীর্ঘ নাসিকার নাসাপুট ঘর্ষণ করিয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে, হ্রস্ব নাসিকার উত্তরোষ্ঠ। তাই ইহা কর্ত্তৃক এই স্থান ঘর্ষণ করিতেছে বলিয়া নিমিত্ত স্থাপন কর্ত্তব্য। এই ফল হেতু (অর্থবশ প্রতীত্য) ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত "হে ভিক্ষুগণ, আমি স্মৃতি বিভ্রম, অসম্প্রজ্ঞ ব্যক্তির আনাপান-স্মৃতি ভাবনা বলি না।" যদিও যাহা কিছু কর্ম্মস্থান স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞেরই সম্পাদিত হয়, ইহা ব্যতীত অন্য মনসি করিতে করিতে প্রাকট হয়। এই আনাপান স্মৃতি কর্ম্মস্থান গুরু, গুরুকভাবন (সুদুষ্কর ভাবনা), বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, বুদ্ধপুত্র গণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মনসিকারভূমিভূত, ইহা সামান্য নহে, এবং সামান্য সত্ত্ব-সমাসেবিতও নহে।

যথা যথা মনসি করে তথা তথা শান্ত ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। তাই অত্র বলবতী স্মৃতি ও প্রজ্ঞা ইচ্ছিতব্য।

যথা পট্টবস্ত্রের (পট্টশাটক) তুর্ণকরণ কালে সূচীও সূক্ষ্মা ইচ্ছিতব্যা, সূচী পাশবেধন (সূতা) তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর। এইরূপ পট্টবস্ত্র সদৃশ এই কর্ম্ম-স্থানের ভাবনাকালে সূচী সদৃশ স্মৃতি, সূচী পাশবেধন সদৃশ তৎসম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞাও বলবতী ইচ্ছিতব্যা। সেই সকল স্মৃতিপ্রজ্ঞাদ্বারা সমন্নাগত ভিক্ষু কর্ত্তৃক স্বভাবতঃ পৃষ্টাবকাশ ব্যতীত আশ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যেষণ কর্ত্তব্য নহে। যথা কৃষক কৃষি কর্ষণ করিয়া বলীবর্দ্দগণকে মুক্ত করিয়া গোচরাভিমুখে করিয়া ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করে। অথ তাহার সেই সকল বলীবর্দ্দ বেগে অটবীতে প্রবেশ করে। যে দক্ষ কৃষক সে পুনঃ তাহাদের ধরিয়া যোজনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদের অনুপদ গিয়া অটবীতে বেড়ায় না। অথ সে রশ্মি (রসি) ও পাতোদ গ্রহণ করিয়া সোজা গিয়া তাহাদের জলপানতীর্থে বসে বা শোয়। অথ সে

সকল গরু দিবসভাগে চরিয়া জলপানতীর্থে অবতরণ করিয়া স্নান করিয়া বা পান করিয়া প্রত্যুত্তরণ করিয়া স্থিত দেখিয়া রশ্মি দ্বারা বন্ধন ও পাতোদ দ্বারা বিদ্ধ (প্রহার) করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক যোজনা করিয়া পুনঃ কর্ম্ম করে। সেইরূপ সেই ভিক্ষু কর্ত্তৃক স্বভাবতঃ পৃষ্ট অবকাশ ব্যতীত সেই সকল আশ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যেষণ কর্ত্তব্য নহে। স্মৃতিরশ্মি ও প্রজ্ঞাপাতোদ গ্রহণ করিয়া স্বভাবতঃ পৃষ্ট অবকাশে চিত্ত স্থাপন করিয়া মনসিকার প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। এইরূপে মনসি করাতে নিপানতীর্থে গরুর ন্যায় অচিরেই তাহার তাহারা (আশ্বাসপ্রশ্বাস) উপস্থিত হয়। তারপর স্মৃতিরশ্মি দ্বারা বান্ধিয়া সেইস্থানেই যোজনা করিয়া প্রজ্ঞাপাতোদ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ কর্ম্মস্থান অনুযোগ কর্ত্তব্য। তাহার এইরূপে অনুযোগ করাতে অচিরে নিমিত্ত উপস্থিত হয়। তাহাও সকলের এক সদৃশ হয় না। অপিচ কাহারও সুখ-সংস্পর্শ উৎপাদয়মান তুলাপিচু সদৃশ বা কার্পাসপিচু সদৃশ বা বাতধারা সদৃশ উপস্থিত হয় বলিয়া কেহ বলেন। অট্‌ঠকথাসমূহে এইরূপ বিনিশ্চয়ঃ—ইহা কাহারও তারকারূপ বা মণিগুলিকা বা মুক্তা গুলিকা সদৃশ, কাহারও খরস্পর্শ হইয়া কার্পাস আঁটি বা দারুসার সূচী সদৃশ, কাহারও দীর্ঘপামঙ্গ সূত্র, কুসুমদাম বা ধূমশিখা সদৃশ, কাহারও বিস্তৃত মর্কট সূত্র বা বলাহকপটল বা পদ্মপুষ্প বা রথচক্র বা চন্দ্রমণ্ডল বা সূর্য্য মণ্ডল সদৃশ উপস্থিত হয়। তাহাও যেমন অনেক ভিক্ষু সূত্রান্ত আবৃত্তি করিয়া নিষণ্ণ হইলে, তন্মধ্যে এক ভিক্ষুকর্ত্তৃক তোমাদের কীদৃশ হইয়া এই সূত্র উপস্থিত হইতেছে উক্তে, একজন বলিল আমার মহতী পার্ব্বতীয়া নদী সদৃশ হইয়া উপস্থিত, অপর একজন বলিল আমার এক বনরাজী সদৃশ, অন্য আমার এক শীতলছায়া শাখাসম্পন্ন ফলভারভরিত বৃক্ষ সদৃশ। একই সূত্র তাহাদের সংজ্ঞানানাতায় না না হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেইরূপ একই কর্ম্মস্থান সংজ্ঞানানাতায় না না হইয়া উপস্থিত হয়। ইহা সংজ্ঞাজ, সংজ্ঞানিদান ও সংজ্ঞাপ্রভব। তাই সংজ্ঞানানাতায় নানা হইয়া উপস্থিত হয় বিদিতব্য।

অত্র ও আশ্বাসালম্বন চিত্ত অন্য, অন্য প্রশ্বাসালম্বন চিত্ত, অন্য নিমিত্তালম্বন চিত্ত। যাহার এই তিন ধর্ম্ম নাই তাহার কর্ম্মস্থান অর্পণাও পায় না, উপচারও প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাহার এই তিন ধর্ম্ম আছে তাহারই কর্ম্মস্থান উপচার ও অর্পণা প্রাপ্ত হয়। ইহা উক্ত হইয়াছে।—

নিমিত্তং অন্সাসপস্সাস··· ··· ···

··· ··· ··· ··· ···উপলব্ভতীতি।

এইরূপে নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সে ভিক্ষু কর্তৃক আচার্য্যের নিকট গিয়া আরোচন (জানান, বলা) কর্ত্তব্য। "আমার ভন্তে, এইরূপ উপস্থিত হইতেছে।" আচার্য্য কর্তৃক ইহা নিমিত্ত বা নিমিত্ত নহে বলিয়া বক্তব্য নয়। "এইরূপ হইয়া থাকে আবুসো" বলিয়া 'পুনঃ পুনঃ মনসি কর" বক্তব্য। নিমিত্ত বলিয়া উক্তে অবসান প্রাপ্ত হইতে পারে, নিমিত্ত নহে বলিলে নিরাশ হইয়া উঠিয়া যাইতে পারে। তাই তদুভয় না বলিয়া মনসিকারেই নিয়োগ কর্ত্তব্য। এইরূপ "দীঘভাণকা" বলেন। মজ্ঝিমভাণকা কিন্তু বালন :—"আবুসো, ইহা কর্ম্ম-স্থানের নিমিত্ত হে সৎপুরুষ, পুনঃ পুনঃ মনসি কর" বলিয়া বক্তব্য।

অথ ইহা কর্তৃক নিমিত্তেই চিত্ত স্থাপন কর্ত্তব্য। এইরূপে ইহার এই হইতে স্থাপন বশে ভাবনা হইতেছে।

প্রাচীন (পোরাণ) গণ কর্তৃক ইহা উক্ত :—

নিমিত্তে ঠপয়ং চিত্তং নানাকারং বিভাবয়ং
ধীরো অস্সাস পস্সাসে সকং চিত্তং নিবন্ধতি।

নিমিত্তে চিত্ত স্থাপন ও নানাকার বিভাবন করন্ত ধীর (পণ্ডিত ব্যক্তি) ও আশ্বাস প্রশ্বাসে স্বকীয় চিত্ত নিবন্ধন করিয়া থাকে।

তাহার এইরূপে নিমিত্ত উপস্থান হইতে নিবারণ সমূহ বিক্ষম্ভিত হইয়া থাকে, ক্লেশ সমূহ সন্নিষণ্ণ, স্মৃতি উপস্থিতা, চিত্ত উপচার সমাধি দ্বারা সমাহিত। অথ ইহা কর্তৃক সে নিমিত্ত বর্ণতঃ মনসি কর্ত্তব্য নহে, লক্ষণতঃ প্রত্যবেক্ষিতব্যও নহে। অপিচ ক্ষত্রিয় মহেষীর চক্রবর্ত্তী-গর্ভ, ও কৃষকের শালিগর্ভ রক্ষায় ন্যায় আবাসাদি সপ্ত অস-প্রায় বর্জ্জন করিয়া সেই সপ্ত স-প্রায় সেবন করতঃ ভালরূপে রক্ষা কর্ত্তব্য। তাহা এইরূপে রক্ষা করিয়া পুনঃ পুনঃ মাসিকার বনে বৃদ্ধি বিরূঢ়ি পাওয়াইয়া দশ বিধ অর্পণা কৌশল্য সম্পাদন কর্ত্তব্য, বীর্য্য সমতা যোজন কর্ত্তব্য। তাহার এইরূপে চেষ্টা করিতে করিতে পৃথিবী কৃৎস্নেই উক্তানুক্রমেই সেই নিমিত্তে চতুষ্ক পঞ্চক ধ্যান সমূহ নিবর্ত্তন করে (উৎপন্ন হয়)। এইরূপে চতুষ্ক পঞ্চক ধ্যান নিবর্ত্তিত হইলে অত্র ভিক্ষু সল্লক্ষণা ও বিবর্ত্তনা বশে কর্ম্মস্থান বাড়াইয়া

পারিশুদ্ধি প্রাপ্তিকামী হইয়া সেই ধ্যান পঞ্চপ্রকারে বশাপ্রাপ্ত ও প্রগুণ করিয়া নামরূপ ব্যবস্থাপন করিয়া বিদর্শন প্রস্থাপন করে। কিরূপে? সে সমাপত্তি হইতে উঠিয়া আশ্বাসপ্রশ্বাসের সমুদয় (উৎপত্তি) করজকায় ও চিত্ত দর্শন করে। যথা কামার-গর্গরী ধমমান হইলে ভস্ত্রা ও পুরুষের তজ্জাত ব্যায়াম প্রতীত্য (হেতু) বায়ু সঞ্চরণ করে। সেইরূপ কায় ও চিত্ত প্রতীত্য আশ্বাসপ্রশ্বাস। তার পর আশ্বাসপ্রশ্বাস ও কায়কে রূপ বলিয়া, চিত্ত ও তৎসম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম সমূহকে অরূপ বলিয়া ব্যবস্থাপন করে। ইহা অত্র সংক্ষেপ। বিস্তৃত নামরূপ ব্যবস্থাপন পরে আবির্ভূত হইবে।

এইরূপে নামরূপ ব্যবস্থাপন করিয়া তাহার প্রত্যয় পর্য্যেষণ করে, পর্য্যেষণ করিতে করিতে তাহা দেখিয়া তিন অদ্ধাতে নামরূপ প্রবর্ত্তি আরভ্য (উপলক্ষ্য করিয়া) কঙ্ক্ষা বিতরণ করে। বিতীর্ণকঙ্ক্ষ হইয়া কলাপসংমর্ষণ (চিন্তন) বশে ত্রিলক্ষণ আরোপণ করিয়া উদয়ব্যয়ানুদর্শনার পূর্ব্বভাগ উৎপন্ন হইলে অবভাসাদি দশ বিদর্শন-উপক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া উপক্লেশ বিমুক্ত প্রতিপদাজ্ঞান মার্গ বলিয়া ব্যবস্থাপন করিবে। (তৎপর) উদয় পরিত্যাগ করিয়া, ভঙ্গানুদর্শন প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর ভঙ্গানুদর্শন দ্বারা ভয়তঃ উপস্থিত সর্ব্বসংস্কারে নির্ব্বেদ পাইতে পাইতে, বিরাগ পাইতে পাইতে, বিমুক্ত হইতে হইতে, যথাক্রমে চারি আর্য্যমার্গ পাইয়া অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একুনবিংশতি (ভেদ) প্রকার প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানের পর্য্যন্তপ্রাপ্ত সদেবলোকের অগ্রদাক্ষিণেয্য হইয়া থাকে। এতাবৎ ইহার গণনা আদি করিয়া প্রতিদর্শনপর্য্যবসানা আনাপানস্মৃতি-সমাধি-ভাবনা সমাপ্ত হইতেছে। ইহা সর্ব্বাকারতঃ প্রথম চতুষ্ক বর্ণনা।

অপর তিন চতুষ্কের মধ্যে যেহেতু পৃথক কর্ম্মস্থানভাবনা-নয় (ক্রম) নাই, তাই অনুপদবর্ণনা নয়েই তাহাদের এইরূপ অর্থ বিদিতব্য। পীতিপটিসংবেদীতি—(প্রীতি-প্রতি-সংবেদী)—প্রীতি প্রতিসংবেদিত করন্ত, প্রাকট করন্ত 'অস্সসিস্সামি পস্সসিস্সামীতি সিক্‌খতি— আশ্বাস করিব, প্রশ্বাস করিব বলিয়া শিক্ষা করে। তত্র দুই প্রকারে প্রীতি প্রতিসংবিদিতা হইয়া থাকে, আলম্বনতঃ ও অসম্মোহতঃ। কিরূপে আলম্বনতঃ প্রীতি প্রতিসংবিদিতা হয়? সপ্রীতিক দুই ধ্যান সমাপর্জ্জন করে, তাহার সমাপত্তিক্ষণে ধ্যানপ্রতিলাভ দ্বারা আলম্বনতঃ প্রীতি প্রতিসংবিদিতা হয়, আলম্বনের প্রতিসংবিদিত্ব হেতু। কিরূপে

অসম্মোহতঃ? সপ্রীতিক দুই ধ্যান সমাপর্জ্জন করিয়া উঠিয়া ধ্যান সম্প্রযুক্ত প্রীতি ক্ষয়তঃ ও ব্যয়তঃ সংমর্ষণ করে (ধ্যান করে)। তাহার বিদর্শনক্ষণে লক্ষণ প্রতিবেধ দ্বারা অসম্মোহতঃ প্রীতি প্রতিসংবিদিতা হয়। প্রতিসম্ভিদায় ইহা বলা হইয়াছে—দীর্ঘ আশ্বাস বশে চিত্তের একাগ্রতা ও অবিক্ষেপ প্রজানন হইতে স্মৃতি উপস্থিতা হয়। সেই স্মৃতিদ্বারা, সেই জ্ঞানদ্বারা সে প্রীতি প্রতি-সংবিদিতা হয়। দীর্ঘ প্রশ্বাস বশে—হ্রস্বআশ্বাস বশে—হ্রস্বপ্রশ্বাস বশে—সর্ব্বকায় প্রতিসংবেদী আশ্বাস ও প্রশ্বাস বশে—কায়সংস্কার প্রস্রম্ভন করিতে করিতে আশ্বাস প্রশ্বাস বশে চিত্তের একাগ্রতা ও অবিক্ষেপ প্রজানন হইতে স্মৃতি উপস্থিতা হয়। সেই স্মৃতি দ্বারা, সেই জ্ঞান দ্বারা সে প্রীতি প্রতিসংবিদিতা হয়। আবর্জ্জন হইতে সে প্রীতি প্রতিসংবিদিতা হয়, জ্ঞানীর, দর্শকের, প্রত্যবেক্ষণকারীর, চিত্ত অধিষ্ঠান কারীর, শ্রদ্ধাদ্বারা অধিমুক্তের ও বীর্য্য প্রগ্রহণ কারীর, স্মৃতি উপস্থাপন করাতে, চিত্ত সমাদান করাতে, প্রজ্ঞাদ্বারা প্রজানন করাতে, অভিজ্ঞেয়—পরিজ্ঞেয়—প্রহাতব্য পরিত্যাগ করাতে,—ভাবেতব্য ভাবনা করাতে—স্ব-অক্ষি কর্ত্তব্য স্ব-অক্ষি করাতে সে প্রীতি প্রতিসংবিদিতা হয়। এইরূপে সে প্রীতি প্রতিসংবিদিতা হয়।

এই নয়ে (প্রকারে) অবশেষ পদ সমূহ অর্থতঃ বিদিতব্য। ইহা অত্র বিশেষ মাত্র:—তিন ধ্যানের বশে সুখপ্রতিসংবিদিতা, চারি ধ্যানের বশে চিত্ত-সংস্কার প্রতিসংবিদিতা বিদিতব্য। চিত্তসংস্কার অর্থ বেদনাদি দুই স্কন্ধ। সুখপ্রতি-সংবেদীপদে অত্র বিদর্শনা ভূমি দর্শনার্থ। সুখ—দুই সুখ, কায়িক ও চৈতসিক সুখ বলিয়া 'পটিসম্ভিদায়' উক্ত।

পস্সম্ভয়ং চিত্তসঙ্খারন্তি—স্থূল স্থূল চিত্তসংস্কার প্রস্রম্ভন করিতে করিতে, নিরোধ করিতে করিতে এই অর্থ। তাহা বিস্তারতঃ কায়সংস্কারে উক্ত নয়েই বিদিতব্য। অপি চ অত্র প্রীতিপদে প্রীতিশীর্ষে বেদনা উক্তা, সুখপদে স্বরূপেই বেদনা, দুই চিত্তসংস্কার পদে সংজ্ঞা ও বেদনা চৈতসিক। এই সকল ধর্ম্ম চিত্ত প্রতিবদ্ধ চিত্তসংস্কার এই বচন হইতে সংজ্ঞাসম্প্রযুক্তা বেদনা। এইরূপে বেদনানুদর্শনা নয়ে এই চতুষ্ক ভাসিত বলিয়া বিদিতব্য।

তৃতীয় চতুষ্কেও চারিধ্যানের বশে চিত্তপ্রতিসংবেদিতা বিদিতব্য।

অভিপ্পমোদয়ং চিত্তন্তি—চিত্ত মোদন করন্ত, প্রমোদিত করন্ত, হাসেন্ত,

প্রহাসেন্ত অশ্বাস করিব, প্রশ্বাস করিব শিক্ষা করে। তত্র দুই প্রকারে অভিপ্রমোদ হয়, সমাধি বশে ও বিদর্শনা বশে। কিরূপে সমাধি বশে? সপ্রীতিক দুই ধ্যান সমাপর্জ্জন করে, সে সমাপত্তিক্ষণে সম্প্রযুক্ত প্রীতির দ্বারা চিত্ত আমোদিত করে, প্রমোদিত করে। কিরূপে বিদর্শনা বশে? সপ্রীতিক দুইধ্যান সমাপর্জ্জন করিয়া উঠিয়া ধ্যানসম্প্রযুক্ত প্রীতি ক্ষয়তঃ ও ব্যয়তঃ সংমর্ষণ করে। এইরূপ বিদর্শন ক্ষণে ধ্যানসম্প্রযুক্ত প্রীতি আলম্বন করিয়া চিত্ত আমোদিত করে, প্রমোদিত করে। এইরূপ প্রতিপন্ন চিত্তকে অভিপ্রমোদিত করিয়া আশ্বাস গ্রহণ করিব ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব ইহাই শিক্ষা করে বলিয়া উক্ত হয়।

সমাদহং চিত্তন্তি—প্রথম ধ্যানাদি বশে আলম্বনে চিত্ত সমান আদহন করিয়া, সমান স্থাপন করিয়া,অথবা সেই সকল ধ্যান সমাপর্জ্জন করিয়া উঠিয়া ধ্যানসম্প্রযুক্ত চিত্ত ক্ষয়তঃ ও ব্যয়তঃ সংমর্ষণ করাতে বিদর্শনাক্ষণে লক্ষণ প্রতিবেধদ্বারা ক্ষণিক চিত্তৈকাগ্রতা উৎপন্ন হয়। এইরূপ উৎপন্না ক্ষণিকচিত্তৈকাগ্রতা বশে আলম্বনে চিত্ত সমান আদহন করিয়া, সমান স্থাপন করিয়া, চিত্ত সমাদহন করিয়া আশ্বাস করিব প্রশ্বাস করিব (ইহা) শিক্ষা করে বলিয়া উক্ত হয়।

বিমোচয়ং চিত্তন্তি—প্রথমধ্যানদ্বারা নিবারণ সমূহ হইতে চিত্ত মোচন করন্ত, বিমোচন করন্ত, দ্বিতীয় দ্বারা বিতর্ক বিচার হইতে, তৃতীয় দ্বারা প্রীতি হইতে, চতুর্থ দ্বারা সুখদুঃখ হইতে চিত্ত মোচনকরন্ত, বিমোচনকরন্ত। সেই সকল ধ্যান সমাপর্জ্জন করিয়া উঠিয়া ধ্যান সম্প্রযুক্ত চিত্ত ক্ষয়তঃ ও ব্যয়তঃ সংমর্ষণ করে, সে বিদর্শনাক্ষণে অনিত্যানুদর্শনায় নিত্য সংজ্ঞা হইতে চিত্ত মোচন করন্ত, বিমোচন করন্ত, দুঃখানুদর্শনায় সুখ সংজ্ঞা হইতে, অনাত্মানুদর্শনায় আত্মাসংজ্ঞা হইতে, নির্ব্বিদানুদর্শনায় নন্দী হইতে, বিরাগানুদর্শনায় রাগ হইতে, নিরোধানুদর্শনায় সমুদয় হইতে, প্রতিনিসর্গানুদর্শনায় আদান হইতে চিত্ত মোচন করন্ত, বিমোচন করন্ত, আশ্বাস করে ও প্রশ্বাস করে। তাই বলা হইয়াছে চিত্ত বিমোচন করিয়া আশ্বাস করিব প্রশ্বাস করিব (ইহা) শিক্ষা করে। এইরূপে চিত্তানু-দর্শনাবশে এই চতুষ্ক ভাবিত বলিয়া বিদিতব্য।

চতুর্থ চতুষ্কে অনিচ্চানুপস্সীতি—অনিত্যানুদর্শী—অত্র আদৌ অনিত্য বিদি-তব্য, অনিত্যতা বিদিতব্যা, অনিচ্চানুদর্শনা বিদিতব্য, অনিত্যানুদর্শী বিদিতব্য। তত্র অনিচ্চন্তি—অনিত্য—পঞ্চ স্কন্ধ। কি কারণে? উৎপাদ-ব্যয়-অন্যথাত্ব

ভাবহেতু অনিচ্চতা—অনিত্যতা; তাহাদেরই উৎপাদ-ব্যয়-অন্যথাত্ব হইয়া বা নিবর্ত্তিত গণের (উৎপন্ন সমূহের) অভাব, সেই আকারে না থাকিয়া ক্ষণভঙ্গে ভেদ এই অর্থ। অনিচ্চানুদস্সনা--অনিত্যানুদর্শনা--সেই অনিত্যতা বশে রূপাদিকে অনিত্য বলিয়া অনুদর্শনা। অনিচ্চানুপস্সী—অনিত্যানুদর্শী—সেই অনুদর্শনায় সমন্নাগত। সেই হেতু এবম্ভূত আশ্বাস করন্ত ও প্রশ্বাস করন্ত ইহ অনিত্যানুদর্শী আশ্বাস করিব প্রশ্বাস করিব (ইহা) শিক্ষা করে বিদিতব্য। বিরাগানুদর্শী—অত্র দুই বিরাগ ক্ষয়বিরাগ ও অত্যন্ত বিরাগ। ক্ষয় বিরাগ—সংস্কার সমূহের ক্ষণভঙ্গ। অত্যন্ত বিরাগ—নির্ব্বাণ। বিরাগানুপস্সনা—বিরাগানুদর্শনা—তদুভয় দর্শন বশে প্রবর্ত্তিতা বিদর্শনা এবং মার্গ। সেই দুইবিধ অনুদর্শনায় সমন্নাগত হইয়া আশ্বাস করন্ত ও প্রশ্বাস করন্ত বিরাগানুদর্শী আশ্বাস করিব প্রশ্বাস করিব (ইহা) শিক্ষাকরে বিদিতব্য। নিরোধানুপস্সী—নিরোধানুদর্শী পদেও এই নয় (ক্রম)। পটিস্সগ্গানুপস্সী—প্রতিনিসর্গানুদর্শী—অত্রও দুই প্রতিনিসর্গ। পরিত্যাগ-প্রতিনিসর্গ ও প্রস্কন্দন-প্রতিনিসর্গ। প্রতিনিসর্গই অনুদর্শনা প্রতিনিসর্গানুদর্শনা। বিদর্শন মার্গের এই অধিবচন (নাম)।

বিদর্শনা তদঙ্গবশে স্কন্ধাভিসংস্কার (সার্দ্ধি) সহ ক্লেশ সমূহকে পরিত্যাগ করে। সংস্কৃত দোষ দর্শন দ্বারা ও তদ্বীপরিত নির্ব্বাণে তৎনিম্নতায় প্রস্কন্দন করে বলিয়া পরিত্যাগ প্রতিনিসর্গ ও প্রস্কন্দন প্রতিনিসর্গ নামে উক্ত। মার্গ সমুচ্ছেদ বশে স্কন্ধাভিসংস্কার সহ ক্লেশ সমূহ পরিত্যাগ করে। আবলম্বন কারণ দ্বারা নির্ব্বাণে প্রস্কন্দন করে বলিয়া পরিত্যাগ প্রতিনিসর্গ ও প্রস্কন্দন প্রতিনিসর্গ নামে উক্ত। উভয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান সমূহের অনু অনু দর্শন হেতু অনুদর্শনা বলিয়া উক্ত হয়। সেই দুই বিধ প্রতিনুসর্গানুদর্শনায় সমন্নাগত হইয়া আশ্বাস করন্ত প্রশ্বাস করন্ত প্রতিনিসর্গানুদর্শী আশ্বাস করিব প্রশ্বাস করিব (ইহা) শিক্ষাকরে বলিয়া বিদিতব্য।

এই চতুর্থ চতুষ্ক শুদ্ধবিদর্শনাবশে উক্ত। পূর্ব্ব তিন চতুষ্ক শমথবিদর্শনাবশে, এইরূপে চারি চতুষ্কের বশে ষোড়শ বস্তুক আনাপান স্মৃতির ভাবনা বিদিতব্য।

এইরূপ ষোড়শবস্তু বশে এই আনাপানস্মৃতি মহাফলা ও মহানিশংসা। তত্র ইহার "এই আনাপানাস্মৃতি সমাধি, হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত বহুলীকৃত শান্ত ও প্রণীত" আদি বচন হইতে শান্তভাবাদি বশে ও মহানিশংসতা বিদিতব্য।

বিতর্কোপচ্ছেদ সমর্থতায়ও। এই শান্তপ্রণীত অসেচনক-সুখবিহার হেতু সমাধির অন্তরায়কর বিতর্ক বশে ইতস্ততঃ চিত্তের বিধাবন বিচ্ছিন্দিত করিয়া আনাপানাবলম্বনাভিমুখে চিত্ত করে (চিত্তকে চালিত করে)। তাই উক্ত হইয়াছে—আনাপানস্মৃতি ভাবনা কর্ত্তব্য বিতর্ক উপচ্ছেদার্থে। বিদ্যাবিমুক্তি পরিপূর্ণের মূলভাবেও ইহার মহানিশংসতা বিদিতব্য। ভগবান কর্ত্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে—আনাপানস্মৃতি, হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত বহুলীকৃত চারি স্মৃতি উপস্থান পরিপূর্ণ করে। চারি স্মৃতি-উপস্থান ভাবিত বহুলীকৃত সপ্তবোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ করে। অপিচ (চরিমকা) পরবর্ত্তী আশ্বাস প্রশ্বাস সমূহের বিদিত ভাব-করণ হেতুও ইহার মহানিশংসতা বিদিতব্য। ভগবান্ কর্ত্তৃক ইহা উক্ত—হে রাহুল, এইরূপে ভাবিতা, এইরূপে বহুলীকৃতা আনাপান স্মৃতি দ্বারা যে সকল পরবর্ত্তী আশ্বাস প্রশ্বাস সেই সকল বিদিতই নিরুদ্ধ হয়, অবিদিত নহে। তত্র নিরোধবশে তিন চরিমকা (পরবর্ত্তী)—ভবচরিমকা, ধ্যানচরিমকা, চ্যুতি চরিমকা। ভবসমূহের মধ্যে কামভবে আশ্বাস প্রশ্বাস প্রবর্ত্তন করে, রূপারূপভবে প্রবর্ত্তন করে না। তাই তাহারা ভবচরিমকা। ধ্যানসমূহের পূর্ব্ব ধ্যানত্রয়ে প্রবর্ত্তন করে। চতুর্থে প্রবর্ত্তন করে না। সেই কারণে তাহারা ধ্যানচরিমকা। যাহারা চ্যুতিচিত্তের পূর্ব্বতঃ ষোড়শম চিত্তের সহিত উৎপন্ন হইয়া চ্যুতি চিত্তের সহিত নিরুদ্ধ হয় তাহারা চ্যুতিচরিমকা, এই সকল এইখানে চরিমকা বলিয়া অভিপ্রেত।

ইহারা নাকি এই কর্ম্মস্থান অনুযুক্ত ভিক্ষুর আনাপানালম্বন সুষ্ঠু (ভালরূপে) পরিগৃহীত বলিয়া চ্যুতিচিত্তের পূর্ব্বে ষোড়শম চিত্তের উৎপাদক্ষণে উৎপাদ আবর্জ্জন করাতে তাহাদের উৎপাদও প্রাকট হয়। স্থিতি আবর্জ্জন করাতে স্থিতিও তাহাদের প্রাকট হয়। ভঙ্গ আবর্জ্জন করাতে ভঙ্গও তাহাদের প্রাকট হয়।

ইহা ছাড়া অন্য কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্তে ভিক্ষুর আয়ু অন্তর-পরিচ্ছিন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ষোড়শ বস্তুক আনাপানস্মৃতি ভাবনা করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুর আয়ু অন্তরপরিচ্ছিন্নই হয়। সে ইদানীং আমার আয়ু সংস্কার সমূহ এত পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তন করিবে, ইহার পর নহে জানিয়া নিজের ধর্ম্মতায়ই শরীর প্রতিজাগন-নিবাসন--পরিধানাদি সর্ব্বকৃত্য

করিয়া অক্ষি সকল নীমিলিত করে,—কোটপর্ব্বতবিহারবাসী তিস্‌সথেরো (তিষ্যস্থবির) সদৃশ। মহাকরঞ্জিয় বিহারবাসী মহাতিস্‌স স্থবির, দেবপুত্তরট্‌ঠে, (দেবপুত্রদেশে) পিণ্ডপাতিকথের ও চিত্তলপর্ব্বতবিহারবাসী দুই ভ্রাতৃ স্থবিরের ন্যায়।

তত্র ইহা একবস্তু পরিদীপন—দুই ভ্রাতৃ স্থবিরদের নাকি একজন পূর্ণিমোপসথ দিবসে 'পাতিমোক্‌খ' অবসারণ করিয়া (আবৃত্তি করিয়া) ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত নিজের বাসস্থানে গিয়া চংক্রমণে স্থিত চন্দ্রালোক অবলোকন করিয়া নিজের আয়ু সংস্কার উপধারণ (চিন্তা) করিয়া ভিক্ষুসংঘকে বলিলেনঃ—তোমরা কিরূপে পরিনির্ব্বায়ন্ত ভিক্ষু দৃষ্টপূর্ব্ব? তত্র কেহ বলিল—আমরা আসনে বসিয়া পরিনির্ব্বায়ন্ত দৃষ্টপূর্ব্ব। কেহ বলিল আমরা আকাশে পর্য্যঙ্ক বাঁধিয়া নিষণ্ণ। স্থবির বলিলেন—আমি এখন তোমাদিগকে চংক্রমন্তই পরিনির্ব্বায়মান দর্শাইব।—তৎপরে চংক্রমে রেখা করিয়া বলিলেন—'আমি, হে ভিক্ষুগণ, এই হইতে চংক্রমণ কোটির পরকোটী গিয়া নিবর্ত্তমান এই রেখা প্রাপ্ত হইয়া পরিনির্ব্বাণ পাইব' বলিয়া চংক্রমণে আরোহণ পূর্ব্বক পরভাগে গিয়া নিবর্ত্তমান এক পাদদ্বারা রেখা অতিক্রম ক্ষণেই পরিনির্ব্বাণ পাইলেন।

তস্মা হবে অপ্পমত্তো অনুযুঞ্জেথ পণ্ডিতো,
এবং অনেকানিসংসং আনাপানসতিং সদাতি।

সেই হেতু হে পণ্ডিত, অপ্রমত্ত হইয়া অনেকানিশংস আনাপানস্মৃতি সদা অনুযোগ কর (ভাবনা কর)।

ইহা আনাপানস্মৃতির বিস্তার কথা।

৪। উপশমানুস্মৃতি।

আনাপানস্মৃতির অনন্তর উদ্দিষ্ট উপশমানুস্মৃতি ভাবনাকামী যোগাবচর কর্ত্তৃক রহগত (গুপ্তস্থানে গিয়া) প্রতিসল্লীন হইয়া "হে ভিক্ষুগণ, যত সংস্কৃত ধর্ম্ম বা অসংস্কৃত ধর্ম্ম আছে বিরাগ সেই সকল ধর্ম্মের অগ্র বলিয়া আখ্যাত হয়, কারণ ইহা মদনির্ম্মদন, পিপাসা-বিনয়, আলয়-সমুৎঘাত, বর্ত্ত-উপচ্ছেদক,

তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্ব্বাণ।" এইরূপে সর্ব্বদুঃখোপশম সংখ্যাত নির্ব্বাণের গুণ অনুস্মরণ কর্ত্তব্য।

তত্র যাবতা—যত্রকা। ধম্মা—ধর্ম্মসমূহ—স্বভাব। সংখতা বা অসংখতা—সংস্কৃত বা অসংস্কৃত, সংগমন করিয়া বা সমাগম করিয়া প্রত্যয় সমূহ দ্বারা কৃত বা অকৃত। বিরাগ সেই সকল ধর্ম্মের অগ্র বলিয়া আখ্যাত হয়। বিরাগ সেই সকল সংস্কৃতা-সংস্কৃত ধর্ম্মসমূহের অগ্র আখ্যাত হয়, শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলিয়া উক্ত হয়।

তত্র বিরাগ রাগের অভাবমাত্র নহে। এই যে 'মদনিমদনো ..নিব্বানং' যে অসংস্কৃত ধর্ম্ম মদনির্ম্মদন ইত্যাদি নামসমূহ লাভ করে তাহা বিরাগ বলিয়া প্রত্যেতব্য। যেহেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত মানমদপুরুষমদাদি মদ সমূহ নির্ম্মদ অমদ হয়, বিনাশ হয়, তাই মদনিমদ বলিয়া উক্ত হয়। যে হেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব কাম-পিপাসা বিনয় (হয়), অভ্যস্ত যায়, তাই পিপাসা বিনয় বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু তাহা পাইয়া পঞ্চকামগুণালয়া সমুদ্‌ঘাত প্রাপ্ত হয়, তাই আলয়সমুদ্‌ঘাত বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভৌমিক বর্ত্ত উপচ্ছিন্ন হয়, তাই বর্ত্ত-উপচ্ছেদক বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশঃ তৃষ্ণাক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বিরজ হয়, নিরুদ্ধ হয়, তাই তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ নিরোধ বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু ইহা চারি যোনি, পঞ্চগতি, সপ্তবিজ্ঞান-স্থিতি, নব সত্তাবাসকে অপরাপর ভাবেতে বিনন করে, আবন্ধন করে, সংসিবন করে বলিয়া বান এই ব্যবহার (নাম) লব্ধ তৃষ্ণা হইতে নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বিসংযুক্ত তাই নির্ব্বাণ বলিয়া উক্ত হয়। এই-রূপে এই সকল মদনির্ম্মদনতাদি গুণ-বশে নির্ব্বাণ সংখ্যাত উপশম অনুস্মরণ কর্ত্তব্য। আর যে সকল ভগবান কর্ত্তৃক "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে অসংস্কৃত দেশনা করিব, সত্য, পার, সুদুর্দ্দশ্য, অজর, ধ্রুব, নিষ্প্রপঞ্চ, অমৃত, শিব, ক্ষেম, অদ্ভুত, অনীতিক, অব্যাপত্য, বিশুদ্ধি, দ্বীপ, ত্রাণ, লেণও তোমাদিগকে, হে ভিক্ষুগণ, দেশনা করিব ইত্যাদি সূত্রে সমূহে উপশমগুণ সকল উক্ত, তাহাদের বশে ও (তদনুসারেও) অনুস্মরণ কর্ত্তব্যই।

এইরূপে মদনির্ম্মদনতাদি গুণ বশে উপশম অনুস্মরণ করাতে সেই সময়ে তাহার চিত্ত রাগাভিভূত হয় না, দ্বেষ ....পে.........মোহাভিভূত হয় না। সেই সময়ে তাহার চিত্ত ঋজুগতই হয়। উপশম আরভ্য (লক্ষ্য করিয়া) বুদ্ধানুস্মৃতি আদিতে উক্ত নয়েই বিষ্কম্ভিত-নিবারণ (যোগীর) একক্ষণেই ধ্যানাঙ্গসকল উৎপন্ন

হয়। উপশম গুণ সমূহের গম্ভীরত্ব বশতঃ বা নানাপ্রকার গুণানুস্মরণাধিমুক্ততায় অর্পণা অপ্রাপ্ত হইয়া উপচারপ্রাপ্ত মাত্র ধ্যান হয়। তাই ইহা উপশম গুণা-নুস্মরণ বশে উপশমানুস্মৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। ছয় অনুস্মৃতির ন্যায় ইহাও আর্য্য শ্রাবকেরই সিদ্ধ হয়। এইরূপ হইলে ও (ইহা) উপশমগুরুক পৃথকৃজন কর্ত্তৃক মনসি কর্ত্তব্য। শ্রুত বশে ও উপশমে চিত্ত প্রসন্ন হয়। এই উপশমানুস্মৃতি অনুযুক্ত ভিক্ষু সুখে শয়ন করে, সুখে প্রতিবুদ্ধ হয়, শান্তেন্দ্রিয় হয়, শান্তমানস, হ্রীঔত্তাপ্য সমন্নাগত, প্রাসাদিক, প্রণীতাধিমুক্ত, সব্রহ্মচারীদের (গুরুভাবনীয়) হয় এবং উত্তর (অধিক) অপ্রতিবিদ্ধস্ত (জ্ঞান লাভ না করিয়া) সুগতি পরায়ণ হইয়া থাকে।

তস্মা হবে অপ্পমত্তো ভাবয়েথ বিচক্খণো,

এবং অনেকানিসংসং অরিয়ে উপসমে সতিন্তি।

সেই হেতু বিচক্ষণ অপ্রমত্ত হইয়া এইরূপ অনেকানিসংশ আর্য্য উপশম-স্মৃতি ভাবনা কর।

ইহা উপশমানুস্মৃতির মুখ্য বিস্তার কথা।

নবম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মবিহার নির্দ্দেশ।

অনুস্মৃতি কর্ম্মস্থানানন্তর উদ্দিষ্ট মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা এই চারি ব্রহ্মবিহার মধ্যে প্রথমতঃ মৈত্রী ভাবনা-কামী আদি কর্ম্মিক যোগাবচর কর্তৃক উপচ্ছিন্ন-প্রতিবন্ধক ও গৃহীতকর্ম্মস্থান হইয়া ভক্তকৃত্য করিয়া ভক্তসম্মদ প্রতিবিনোদ পূর্ব্বক বিবিক্ত প্রদেশে সুপ্রজ্ঞাপ্ত আসনে সুখে নিষণ্ন (উপবিষ্ট) আদি হইতে দ্বেষে আদীনব, ক্ষান্তিতে আনিশংস প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য।

কেন? এই ভাবনা দ্বারা দ্বেষ পরিত্যাগ কর্ত্তব্য, ক্ষান্তি অধিগন্তব্য (প্রাপ্তব্য)। আদিনব দর্শন হয় নাই এমন কিছু পরিত্যাগ করিতে সক্ষম নয়, আনিশংস জানা নাই এমন কিছু পাইতে ও (সক্ষম নয়)। তাই দুষ্ট, হে আবুসো, দ্বেষদ্বারা অভিভূত পর্য্যাদত্তচিত্ত প্রাণও হনন করে "ইত্যাদি প্রকারে দ্বেষে আদিনব দ্রষ্টব্য।"

"ক্ষান্তি নামক তিতিক্ষা পরম তপঃ, নির্ব্বাণ পরম" বলিয়া বুদ্ধগণ বলেন। "যে নাকি ক্ষান্তি বলে বলযুক্ত তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি, ক্ষান্তি হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু বিদ্যমান নাই" ইত্যাদি বশে ক্ষান্তিতে আনিসংশ বিদিতব্য। অথ এই রূপে দৃষ্টাদিনব দ্বেষ হইতে চিত্ত বিবেচনার্থ (পৃথক করণার্থ) ও বিদিতানিসংশ ক্ষান্তি সংযোজনার্থ মৈত্রী ভাবনা আরম্ভ কর্ত্তব্য। আরম্ভ কারী কর্তৃকও আদি হইতে পুদ্গল ভেদ জ্ঞাতব্য।—এই সকল পুদ্গলের (লোকের) প্রতি (মৈত্রী) ভাবনা কর্ত্তব্য, এই সকলের প্রতি ভাবনা কর্ত্তব্য নহে। এই মৈত্রী অপ্রিয় পুদ্গল, অতিপ্রিয় সহায়ক, মধ্যস্থ ও বৈরী এই চারিপুরুষের প্রতি প্রথমে (মৈত্রী) ভাবনা কর্ত্তব্য নহে। লিঙ্গ বি-সভাগে (বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি) পৃথক করিয়া (অবধিতঃ) ভাবনা কর্ত্তব্য নহে। কালকৃতে (মৃতের প্রতি) ও ভাবনা কর্ত্তব্য নহে। কি কারণে অপ্রিয়াদির প্রতি প্রথমে ভাবনা কর্ত্তব্য নহে? অপ্রিয়কে প্রিয়স্থানে স্থাপন করিতে গিয়া ক্লেশ পায়। অতিপ্রিয় সহায়ককে মধ্যস্থ স্থানে স্থাপন করিতে গিয়া ক্লেশ পায়। ইহার অল্পমাত্র ও দুঃখ উৎপন্ন হইলে আরোদনাকার

প্রাপ্ত সদৃশ হয়। মধ্যস্থকে গুরুস্থানে ও প্রিয়স্থানে স্থাপন করিতে গিয়া ক্লেশ পায়। বৈরীকে সমনুস্মরণ করিলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সেই কারণে অপ্রিয়াদির প্রতি প্রথমে ভাবনা কর্ত্তব্য নহে। লিঙ্গ বি-সভাগে কিন্তু তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পৃথক ভাবে (ভাগশঃ) ভাবনাকারীর রাগ উৎপন্ন হয়। অন্যতর নাকি আমাত্যপুত্র কুলোপগ (নিত্য ভিক্ষাগ্রহণ কারী) স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভন্তে, কুত্র, মৈত্রী ভাবনা কর্ত্তব্য। স্থবির বলিলেন—প্রিয় পুদ্গলের প্রতি। তাহার নিজের স্ত্রী প্রিয় ছিল, সে তাহার প্রতি মৈত্রী ভাবনা করিতে করিতে সর্ব্বরাত্রি ভিত্তি যুদ্ধ (১) করিয়া ছিল। সেই কারণে লিঙ্গ বিস-ভাগে (অবধিতঃ) পৃথক করিয়া ভাবনা কর্ত্তব্য নহে। কালকৃতের (মৃতের প্রতি) ভাবনা করিলে উপচার বা অর্পণা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অন্যতর দহর (তরুণ) ভিক্ষু আচার্য্যকে অবলম্বন করিয়া মৈত্রী আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার মৈত্রী প্রবর্ত্তিত হইল না। সে মহাস্থবিরের নিকটে গিয়া বলিল—ভন্তে, মৈত্রী ধ্যান সমাপত্তি আমার অভ্যস্ত কিন্তু তাহা সমাপর্জ্জন করিতে সক্ষম নই ইহার কারণ কি? স্থবির বলিলেন—আবুসো নিমিত্ত গবেষণ কর (কি নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া ছিলে চিন্তা করিয়া দেখ)। সে গবেষণা করিয়া আচার্য্যের মৃতভাব জানিয়া অন্যকে অবলম্বন করিয়া মৈত্রী করিতে করিতে সমাপত্তি প্রাপ্ত হইল। তাই কালকৃতে ভাবনা কর্ত্তব্য নহে।

সর্ব্বপ্রথমে "আমি সুখিত হই, নিঃদুঃখ' বা 'অবৈর অব্যাপদ, অনীঘ হই, সুখী নিজকে পরিহরণ করি" এইরূপ পুনঃ পুনঃ নিজের প্রতি ভাবনা কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে যাহা বিভঙ্গে উক্ত হইয়াছে "কিরূপে ভিক্ষু, মৈত্রী-সহগতে চিত্তদ্বারা একাদিশা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে? যেমন—এক পুদ্গলকে প্রিয় মনাপ দেখিয়া মৈত্রী করে, সেইরূপ সর্ব্বসত্ত্বকে মৈত্রীদ্বারা স্ফুরণ করে। আর যে পটিসম্ভিদায় "কোন্ পঞ্চপ্রকার অপৃথক ভাবে (অনবধিতঃ) স্ফুরণা-মৈত্রী চিত্ত-বিমুক্তি ভাবনা কর্ত্তব্য? সর্ব্ব সত্ত্ব অবৈরী হউক, অব্যাপদ, অনীঘ, সুখী

(১) ভিত্তিযুদ্ধ—সে শীল অধিষ্ঠান করিয়া কামড়ার দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া মৈত্রী ভাবনা করিতে করিতে তাহার কাম উৎপন্ন হয়। সে মৈত্রীবশতঃ উৎপন্ন কামে অন্ধ হইয়া স্ত্রীর নিকট যাইতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু দরজা ঠিক করিতে না পারিয়া ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যাইবার জন্য দেওয়ালে আঘাত করিতে করিতে সমস্তরাত্রি কাটাইল।

আত্মকে পরিহরণ করুক। সর্ব্বপ্রাণী ... ...পে... ... সর্ব্বভূত ... ... সর্ব্ব পুদ্‌গল... ... ...সর্ব্ব আত্মভাবপর্য্যাপন্ন (শরীরধারী) ... ... অবৈরী, অব্যাপদ, অনীঘ হউক সুখী আত্মকে পরিহরণ করুক "আদি উক্ত। আর "মেত্তাসুত্তে" "সুখী বা ক্ষেমী হউক, সর্ব্বসত্ব সুখীতাত্ম হউক" আদি উক্ত তাহার বিরোধ হয়। তত্র নিজের প্রতি ভাবনা উক্ত নয় কি? তাহার ও বিরোধ হয় না। কেন? তাহা অর্পণা বশে উক্ত, ইহা সাক্ষীভাব বশে। যদি শতবর্ষ সহস্র বর্ষ "আমি সুখিত হই" ইত্যাদি প্রকারে নিজের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করে, তথাপি ইহার অর্পণা উৎপন্ন হয় না।

"আমি সুখিত হই" বলিয়া ভাবনা করাতে "যেমন আমি সুখকামী, দুঃখ-প্রতিকুল, বাঁচিতে ইচ্ছুক, মরিতে অনিচ্ছুক সেইরূপ অন্য সত্ব গণও" এই ভাবিয়া বক্তা নিজকে সাক্ষী করায় অন্য সত্বগণের প্রতি হিত সুখকামতা উৎপন্ন হয়।

ভগবান কর্ত্তৃক ও

সব্বা দিসা অনুপরিগম্ম চেতসা নেবজ্ঝগা পিয়তরমত্তনা কচি,

এবং পিয়ো পুথু অত্তা পরেসং তস্মা ন হিংসে পরং অথকামোতি।

চিত্তের দ্বারা সর্ব্বদিকে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া নিজ হইতে প্রিয়তর কিছু পাই নাই। এইরূপ অপরের আত্মাও প্রিয়। তাই অর্থকামী পরকে হিংসা করা উচিত নহে।

এই নয় (ক্রম) দর্শিত।

সেই কারণে সাক্ষী ভাবার্থ প্রথমে নিজকে মৈত্রী দ্বারা স্ফুরণ করিয়া তদনন্তর সুখ-প্রবর্ত্তনার্থ যিনি ইহার প্রিয় মনাপ গুরুভাবনীয় আচার্য্য বা আচার্য্য স্থানীয় অথবা উপাধ্যায় বা উপাধ্যায়-স্থানীয় তাঁহার সেইসকল প্রিয় বচনাদি, প্রিয় মনাপত্ব কারণ, শীলশ্রুতাদিও গুরুভাবনীয়ত্বকারণ সমূহও অনুস্মরণ করিয়া "এই পুরুষ সুখী হউক নিদুঃখ" ইত্যাদি ক্রমে মৈত্রী ভাবনা কর্ত্তব্য। এইরূপ পুদ্‌গলে আপনা আপনি অর্পণা সম্পাদিত হয়। তাবত মাত্রে তুষ্টি প্রাপ্ত না হইয়া সীমা সম্ভেদ করিতে ইচ্ছুক এই ভিক্ষু কর্ত্তৃক তদনন্তর অতিপ্রিয় সহায়কে, অতিপ্রিয় সহায়ক হইতে মধ্যস্থে, মধ্যস্থহইতে বৈরী-পুদ্‌গলে মৈত্রী ভাবনা কর্ত্তব্য। ভাবনা করিতে করিতে এক এক কোট্ঠাসে (ভাগে) চিত্তকে মৃদু ও কর্ম্মনীয় করিয়া

তদনন্তরে উপসংহার কর্ত্তব্য। যাঁহার বৈরী পুদ্‌গল নাই, বা মহাপুরুষ জাতিকহেতু অনর্থকারী পরের প্রতি বৈরী সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় না তাঁহা কর্ত্তৃক "মধ্যস্থে আমার মৈত্রীচিত্ত কর্ম্মনীয় জাত, ইদানীং তাহাকে বৈরীতে উপসংহার করিতেছি" বলিয়া ব্যাপার (চেষ্টা) কর্ত্তব্য নহে। যাহার আছে তাহার জন্য বলা হইয়াছে "মধ্যস্থ হইতে বৈরী পুদ্‌গলে মৈত্রী ভাবনা কর্ত্তব্য।" যদি ইহার বৈরীতে চিত্ত উপসংহার করাতে তাহা কর্ত্তৃক কৃতাপরাধানুস্মরণ দ্বারা প্রতিঘ (ক্রোধ) উৎপন্ন হয় তবে ইহা দ্বারা পূর্ব্ব পুদ্‌গলগণের যত্র কুত্রচিৎ পুনঃ পুনঃ মৈত্রী সমাপর্জ্জন করিয়া উঠিয়া পুনঃ পুনঃ সেই পুদ্‌গলকে মৈত্রী করিতে করিতে প্রতিঘ প্রতিবিনোদন কর্ত্তব্য। যদি এইরূপে ব্যায়াম করাতে নির্ব্বাপিত না হয় অথ

ককচুপম-ওবাদ আদীনং অনুস্সরতো
পটিঘস্স পহাণায় ঘটিতব্বং পুনপ্পুনং।

কর্কচ (করাত) উপমা ইত্যাদি অনুসারে প্রতিঘ প্রহাণ জন্য পুনঃ পুনঃ ব্যায়াম কর্ত্তব্য।

তাহাও এই প্রকারে নিজকে অববাদ দিতে দিতে "অরে ক্রোধশীল পুরুষ, ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত হয় নাই কি "হে ভিক্ষুগণ যদি উত্তর দিকে দণ্ডযুক্ত কর্কচ দ্বারা অপহারক চোরগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ কর্ত্তন করে তাহাতেও যে মন প্রদূষিত করে সে আমার শাসনকর (শাসন বা উপদেশ পালক) নহে।

তস্সেব তেন পাপিয়ো যো কুদ্ধং পটিকুজ্ঝতি
কুদ্ধং অপ্পটিকুজ্ঝন্তো সঙ্গামং জেতি দুজ্জয়ং।

যে ক্রুদ্ধের প্রতি প্রতিক্রোধ প্রকাশ করে সে তদ্বারা পাপী হইয়া থাকে। যে ক্রুদ্ধের প্রতি প্রতিক্রোধ প্রকাশ করে না সে দুর্জ্জয় সংগ্রাম জয় করে।

উভিন্নমত্থং চরতি অত্তনো চ পরস্স চ,
পরং সংকুপিতং ঞত্বা যো সতো উপসম্মতীতি।

যে পরকে সংকোপিত দেখিয়া স্মৃতিপূর্ব্বক উপশান্ত হয় সে নিজের এবং পরের উভয়ের মঙ্গল সাধন করে।

হে ভিক্ষুগণ, শত্রুগণ সুখজনক ও শত্রুগণকরণীয় এই সপ্ত ধর্ম্ম ক্রোধনশীল স্ত্রী বা পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন্ সপ্ত? হে ভিক্ষুগণ, ইহ শত্রু শত্রুর

এইরূপ ইচ্ছা করে "অহো যদি এইব্যক্তি দুবর্ণ হইত"। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ, শত্রু শত্রুর বর্ণতায় আনন্দিত হয় না। হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধনশীল, ক্রোধাভিভূত, ক্রোধপরায়ণ পুরুষ পুদ্গল যদিও সুস্নাত সুবিলিপ্ত অবদাতবসন, কর্ত্তিতকেশশ্মশ্রু হইয়া থাকে তথাপি সে ক্রোধাভিভূত হইলে দুর্ব্বর্ণ হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ শত্রুগণসুখজনক ও শত্রুগণকরণীয় এই প্রথম ধর্ম্ম ক্রোধনশীল স্ত্রী বা পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পুনচপর হে ভিক্ষুগণ, শত্রু শত্রুকে এইরূপ ইচ্ছা করে :— অহো এই ব্যক্তি দুঃখে শয়ন করুক,...প্রচুর অর্থবান না হউক...যশবান না হউক.. ধনবান না হউক...মিত্রবান না হউক...কায়ের ভেদের পর মরণের পর সুগতি স্বর্গলোক উৎপন্ন না হউক। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ...শত্রু শত্রুর সুগতি গমনে আনন্দিত হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধনশীল ক্রোধাভিভূত, ক্রোধপরায়ণ পুরুষপুদ্গল কায়ের দ্বারা দুশ্চরিত করে, বাক্যদ্বারা মনদ্বারা দুশ্চরিত করে, সে কায়দ্বারা দুশ্চরিত করিয়া, বাক্যদ্বারা, মনদ্বারা দুশ্চরিত করিয়া কায়ের ভেদ ও মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, ক্রোধাভিভূত। আরও যেমন হে ভিক্ষুগণ মরা পোড়ান কাষ্ঠ যাহা উভয় দিকে প্রদীপ্ত (পোড়া), মধ্যে গুমাখান তাহা গ্রামে কাষ্ঠার্থ সাধন করে না, অরণ্যে ও কাষ্ঠার্থ সাধন করে না, আমি এই পুরুষ পুদ্গলকে তদ্রূপ বলি। ইদানীং সেই তুমি এইরূপে ক্রোধ করিয়া ভগবানের সাশনকর ও হইবে না, প্রতিক্রোধ করিয়া ক্রুদ্ধ পুরুষ হইতেও পাপী হইয়া দুর্জ্জয় সংগ্রাম জয় করিতে পারিবে না, শত্রুরা যে ধর্ম্ম (কর্ম্ম) করিত নিজকে নিজে তাহাই করিবে, মরা জ্বালানের কাষ্ঠ সদৃশ হইবে। তাহার এইরূপে চেষ্টা ও ব্যায়াম করাতে যদি সেই প্রতিঘ উপশম প্রাপ্ত হয় তবে কুশল, যদি উপশম প্রাপ্ত না হয় তবে যে যে ধর্ম্ম সেই পুদ্গলের উপশান্ত ও পরিশুদ্ধ হয়, যাহা অনুস্মরণ করিলে প্রসাদ আনয়ন করে, তাহা তাহা অনুস্মরণ করিয়া আঘাত প্রতিবিনোদন কর্ত্তব্য। কাহারও কায়সমাচার উপশান্ত হয়। ইহার উপশান্তভাবও বহু ব্রত প্রতিব্রত করাতে সর্ব্বজনে বিদিত হয়। বাক্য সমাচার ও মনোসমাচার অব্যুপশান্ত হয় তাহার সে সকল চিন্তা না করিয়া কায় সমাচার ব্যুপশম অনুস্মরণ কর্ত্তব্য। কাহারও বাক্য-সমাচার উপশমপ্রাপ্ত হয়, ইহার উপশান্তভাবও সর্ব্বজনে

বিদিত হয়। সে প্রকৃতিতে প্রতিসন্থার-কুশল (লৌকিকতায় সুদক্ষ) হয়, সখিল (সহনশীল) সুখসম্ভাষণশীল, সম্মোদক, উত্তানমুখ, পূর্ব্বভাষী, মধুরস্বরে ধর্ম্ম অবসারণ (আবৃত্তি) করে, পরিমণ্ডল (পরিপূর্ণ) পদব্যঞ্জনে (অব্যাকুল চিত্ত) ধর্ম্মকথা বলে। কিন্তু ইহার কায়সমাচার ও মনোসমাচার অব্যুপশাপ্ত, তাহার সে সকল চিন্তা না করিয়া বাক্যসমাচার-ব্যুপশমই অনুস্মরণ কর্ত্তব্য। কাহার ও মনোসমাচার উপশান্ত হয়, ইহার উপশান্তভাবও চৈত্যবন্দনাদিতে সর্ব্বজনে প্রাকট হয়। যে অব্যুপশান্তচিত্ত হয় সে চৈত্য, বোধি বা স্থবিরগণকে বন্দমান সৎকৃত্য বন্দনা করে না। ধর্ম্মশ্রবণমণ্ডলে বিক্ষিপ্তচিত্ত বা চঞ্চলভাবে বসে। উপশান্তচিত্ত কিন্তু (অবকল্পনা করিয়া) শ্রদ্ধা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বন্দনা করে, অবহিতশ্রোত্র অর্থিক হইয়া কায়ে বা বাক্যে চিত্তপ্রাসাদ প্রকাশ করতঃ ধর্ম্ম শুনে। এইরূপে কাহারও মনোসমাচার উপশান্ত হয়, কিন্তু কায়বাক্যসমাচার অব্যুপশান্ত তাহার সে সকল চিন্তা না করিয়া মনোসমাচার-ব্যুপশামই অনুস্মরণ কর্ত্তব্য। কাহারও এই তিন ধর্ম্মের একটী ও অব্যুপশান্ত হয় নাই, সেই পুদ্গলে "যদিও এই ব্যক্তি এখন মনুষ্যলোকে বিচরণ করিতেছে, পরে সে কয়দিন বাদ অষ্ট মহানিরয় ও ষোল উৎসদ নিরয় পরিপূরক হইবে" ভাবিয়া তাহার প্রতি কারুণ্য উপস্থাপন কর্ত্তব্য। কারুণ্য প্রতীত্য (হেতুতে) আঘাত উপশান্ত হয়। কাহারও এই তিনটী ধর্ম্ম ব্যুপশান্ত হয়, তাহার যাহা যাহা ইচ্ছা করে তাহা তাহা অনুস্মরণ কর্ত্তব্য। তাদৃশ পুদ্গলে মৈত্রী ভবনা দুষ্কর হয় না।

এই অর্থ পরিষ্কার করণার্থ "আবুসো, এই পঞ্চ আঘাত বিনয়, যত্র ভিক্ষুর উৎপন্ন আঘাত সর্ব্বপ্রকারে প্রতিবিনয় কর্ত্তব্য। পঞ্চকনিপাতে এই 'আঘাত বিনয়সুত্তং' বিস্তার কর্ত্তব্য। যদি ইহার এইরূপে ব্যায়াম করাতেও আঘাত উৎপন্ন হয়ই তবে এইরূপে নিজকে অববাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

অত্তনো বিসয়ে দুক্খং কতংতে যদি বেরিনা,
কিং তস্সা বিসয়ে দুক্খং সচিত্তে কত্তুমিচ্ছসি ?
বহুপকারং হিত্বান ঞাতিবগ্গং রূদম্মুখং
মহানত্থকরং কোধং সপত্তং ন জহাসি কিং.?
যানি রক্খসি সীলানি, তেসং মূলনিকন্তনং

কোধং নামুপলালেসি, কো তয়া সদিসো জলো ?
কতং অনরিয়ং কম্মং পরেন ইতি কুজ্‌ঝসি,
কিন্নু ত্বং তাদিসং যেব সো সয়ং কত্তুমিচ্ছসি ?
দোসেতু কামো যদি তং অমনাপং পরো করি,
দোসুপ্পাদেন তস্‌সেব কিং পূরেসি মনোরথং ?
দুক্‌খং তস্‌স চ নাম ত্বং, কুদ্ধো কাহসি বা নবা,
অত্তানং পনিদানেব কোধদুক্‌খেন বাধসি।
কোধন্ধা অহিতং মগ্‌গং আরূলহা যদি বেরিনো,
কস্মা তুবম্পি কুজ্‌ঝন্তো তেসং যেবানুসিক্‌খসি ?
যং দোসং তব নিস্‌সায় সত্তুনা অপ্পিয়ং কতং
তমেব দোসং ছিন্দস্‌সু, কিমট্‌ঠানে বিহঞ্‌ঞসি ?
খনিকত্তা চ ধম্মানং যেহি খন্ধেহি তে কতং
অমনাপা নিরুদ্ধা তে, কস্‌স দানীধ কুজ্‌ঝসি ?
দুক্‌খং করোতি যো যস্‌স, তং বিনা কস্‌স সো করে,
সয়ম্পি দুক্‌খহেতু ত্বং ইতি কিং তস্‌স কুজ্‌ঝসীতি ?

যদি বৈরী কর্ত্তৃক তোমার শরীরে দুঃখ উৎপাদিত হইয়া থাকে তুমিও কি তাহার শরীরে ও নিজ চিত্তে দুঃখ উৎপাদন করিতে ইচ্ছা কর ?

বহুপকারী রোদনকারী জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিয়া মহান্ অনর্থকর শত্রু ক্রোধ কেন পরিত্যাগ কর না ?

যে সব শীল পালন করিতেছ তাহাদের মূলচ্ছেদনকারী ক্রোধ প্রতিপালন করিতেছ। তোমার ন্যায় মূর্খ কে ?

অপরে অনার্য্য কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া ক্রোধ কর, কিন্তু তুমি স্বয়ং তাদৃশ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর কেন ?

তোমার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া যদি পরে তোমার অনিষ্ট করে তবে ক্রোধ উৎপাদন দ্বারা তুমি তাহারাই মনোরথ পূর্ণ কর কেন ?

ক্রুদ্ধ হইয়া তুমি তাহার দুঃখ উৎপাদন কর বা না কর কিন্তু ক্রোধ-দুঃখের দ্বারা নিজকে ব্যথা দিতেছ।

যদিও বৈরীসমূহ ক্রোধান্ধ হইয়া অহিতমার্গ আরূঢ় হইয়া থাকে, তুমি ক্রোধ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছ কেন?

যেই দ্বেষের বশে শত্রু তোমার অনিষ্ট করিয়াছে, সেই দ্বেষ ছেদন কর। অকারণে কষ্ট পাও কেন?

যে সকল স্কন্ধের দ্বারা তাহারা তোমার অনিষ্ট করিয়াছে সে সকল ধর্ম্মের ক্ষণিকত্ব বশতঃ সে সকল অমনাপ ধর্ম্ম নিরুদ্ধ হইয়াছে। ইদানীং কাহার প্রতি ক্রোধ করিতেছ?

যে যার দুঃখ উৎপাদন করে তাহার নিজের ছাড়া কাহার দুঃখ সে উৎপাদন করিয়া থাকে? তুমি নিজেও দুঃখ হেতু। কেন তুমি তাহার প্রতি ক্রোধ কর?

যদি ইহার এইরূপে আত্মকে অববাদ দিয়াও প্রতিঘ উপশম না হয় তবে ইহা কর্ত্তৃক নিজের ও পরের কর্ম্মস্বকীয়ত্ব প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। তত্র নিজের কর্ম্মস্বকীয়ত্ব জ্ঞান এইরূপে প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। ওহে! তুমি কাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কি করিবে? তোমারই দ্বেষনিদান কর্ম্ম তোমারই অনর্থের হেতু হইবে? কর্ম্মস্বকীয় তুমি, কর্ম্মদায়াদ, কর্ম্মযোনি, কর্ম্মবন্ধু, কর্ম্মপ্রতিশরণ, যে কর্ম্ম করিবে তাহার দায়াদ হইবে। তোমার এই কর্ম্ম সম্যক সম্বোধি, প্রত্যেক বোধি, শ্রাবক ভূমি, ব্রহ্মত্ব, শক্রত্ব, চক্রবর্ত্তী, ও প্রদেশরাজ্যাদি, সম্পত্তি সমূহের অন্যতর সম্পত্তি সাধন করিতে সমর্থ নহে। অথচ শাসন হইতে চ্যুত করিয়া বিঘাসাদিভাব (উপবাস) ও নৈরয়িক দুঃখবিশেষের উৎপাদক (সংবর্ত্তনিক) এই কর্ম্ম তোমার। তুমি ইহা করত উভয় হস্তে বিতচ্চিকা (কুষ্ঠরোগ), অঙ্গার রাশি বা বিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া অপরকে প্রহারকারী পুরুষ সদৃশ নিজকেই প্রথম দাহকর এবং দুর্গন্ধ কর। এইরূপে নিজের কর্ম্মস্বকীয়ত্ব প্রত্যবেক্ষণ করিয়া পরের ও সেইরূপে প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। "সেই ব্যক্তি ও তোমার উপর ক্রোধ করিয়া কি করিবে? ইহা তাহারই অনর্থের কারণ হইবে না কি? এই আয়ুষ্মান কর্ম্মস্বকীয়, কর্ম্মদায়াদ··· ···শে··· ···যে কর্ম্ম করিবে তাহার দায়াদ হইবে। তাহার এই কর্ম্ম সম্যক সম্বোধি, প্রত্যেকবোধি, শ্রাবকভূমি, ব্রহ্মত্ব, শক্রত্ব, চক্রবর্ত্তীরাজ্য ও প্রদেশ রাজ্যাদি সম্পত্তিসকলের অন্ত-

তর সম্পত্তি সাধন করিতে সমর্থ নহে। অথচ শাসন হইতে চ্যুত করিয়া বিঘাসাদি ভাব (অন্নাভাব) ও নৈরয়িক দুঃখবিশেষের উৎপাদক এই কর্ম্ম। সে ইহা করন্ত প্রতিবাতে স্থিত হইয়া পরকে রজঃ দ্বারা অবকীরণকামী (ধুলাচ্ছাদনকামী) পুরুষের ন্যায় নিজকেই অবকীরণ করে। ভগবান কর্ত্তৃক ইহা বলা হইয়াছে।—

"যো অপ্পদুট্‌ঠস্‌স নরস্‌স দুস্‌সতি
সুদ্ধস্‌স পোসস্‌স অনঙ্গণস্‌স
তমেব বালং পচ্চেতি পাপং
সুখুমো রজো পটিবাতং ব খিত্তো"তি।

যে অপ্রদুষ্ট (ক্রোধহীন), শুদ্ধ, অনঙ্গন (নিষ্পাপ), পুরুষকে (নরকে) দূষিত করে (পুরুষের প্রতি ক্রোধ করে), সেই বালকে প্রতিবাতে ক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম রজের ন্যায় পাপ (তাহাকে) আচ্ছাদিত করে।

যদি ইহার কর্ম্মস্বকীয়ত্ব প্রত্যবেক্ষণ করাতে ও উপশম না হয় তবে তাহার শাস্তার পূর্ব্বচর্য্যাগুণ প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। তত্র এই প্রত্যবেক্ষণ ক্রম (নয়)—হে প্রব্রজিত, তোমার শাস্তা সম্বোধির পূর্ব্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় চারি অসংখ্য শত সহস্রকল্প পারমী পূর্ণকরন্ত তত্র তত্র বধক প্রত্যর্থীগণে চিত্ত দূষিত করেন নাই। যেমন—আদৌ 'সীলবজাতকে' নিজের দেবীকে দূষিতকারী পাপ আমাত্য-কর্ত্তৃক আনীত প্রতিরাজাকে তিন যোজন রাজ্য গ্রহণ করন্ত নিষেধনার্থ উত্থিত অমাত্যগণেকে আয়ুধও ছুঁইতে দেন নাই।

পুনঃ অমাত্যসহস্র সহিত গলাপ্রমাণ ভূমি খনন করিয়া নিখন্যমান চিত্ত প্রদোষমাত্রও না করিয়া কুণপ খাদনার্থ আগত শৃগালগণের পাংশুদূরীকরণ নিশ্রয় করিয়া পুরুষকার করতঃ প্রতিলব্ধজীবিত (হইয়া) যক্ষানুভাবে নিজের শ্রীগর্ভে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীশয়নে শায়িত (হইয়া) প্রত্যর্থীকে (শত্রুকে) দেখিয়া কোপ করেন নাই। বরং পরস্পর শপথ করিয়া তাহাকে মিত্রস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন :—

আসিংসেথেব পুরিসো ন নিব্বিন্দেয্য পণ্ডিতো
পস্‌সামি বোহং অত্তানং, যথা ইচ্ছিং তথা অহুতি।

পুরুষের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, (কিছুতেই) পণ্ডিতের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। আমি নিজকে দেখিতেছি যে যথা ইচ্ছা করিয়াছিলাম তথা হইয়াছে।

'খন্তিবাদী জাত'কে দুম্মেধ নামক কাশীরাজ কর্ত্তৃক "শ্রমণ তুমি কি বাদী" জিজ্ঞাসিত হইয়া "আমি ক্ষান্তিবাদী" বলিয়া উক্তে সকণ্টক কশা দ্বারা তাড়িত করিয়া হস্তপাদ ছেদন করিলেও তিনি কোপমাত্রও করেন নাই। মহল্লক (বৃদ্ধ) প্রব্রজ্যোপগত হইয়াও যে এরূপ করে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

চুল ধর্ম্মপাল জাতকে উত্তানশায়ী হইয়াও—

চন্দনসারানুলিত্তা (১) বাহা ছিজ্জন্তি ধম্মপালস্‌স,

দায়াদস্‌স পথব্যা, পানামে, দেব, রুজ্‌ঝন্তীতি ॥

"হে দেব, পৃথিবীর দায়াদ ধর্ম্মপালের চন্দনসারলিপ্ত হস্তপাদাদি ছেদন করা হইতেছে, ইহাতে আমার প্রাণ রুদ্ধ হইতেছে (আমার প্রাণ নির্গত হইতেছে)' এইরূপে মাতা বিলাপ করিতে থাকিলেও, পিতা মহাতাপ রাজা কর্ত্তৃক বংশাঙ্কুর সদৃশ হাত পা চারিটী ছেদিত হইলেও, তখন অসন্তুষ্ট না হইয়া ইহার শিরচ্ছেদন কর বলিয়া আজ্ঞা দিলে, "ওগো ইদানীং ধর্ম্মপালের শিরচ্ছেদের আদেশ দাতা পিতা, শিরচ্ছেদকারী পুরুষ, পরিদেবমানা মাতা ও নিজ এই চারিজনের প্রতি সমচিত্ত হও" এই দৃঢ় সংকল্প করিয়া প্রদুষ্টাকারমাত্রও (ক্রোধমাত্রও) করেন নাই।

ইহাও আশ্চর্য্য নহে যে মনুষ্য হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন। তির্য্যকভূত ও ছদ্দন্ত নামক বারণ হইয়া বিষার্পিত শৈল্যের দ্বারা নাভিতে বিদ্ধ হইয়াও অনর্থকারী লুব্ধকের প্রতি চিত্ত দূষিত করে নাই। যথা বলা হইয়াছে:—

সমপ্‌পিতো পুথুসল্লেন নাগো,

অদুট্‌ঠচিত্তো লুদ্দকং অজ্‌ঝভাসি,

কিমত্থিয়ং, কস্‌স বা, সম্ম! হেতু

মমং বধি? কস্‌স বায়ং পযোগো? তি

নাগ পৃথু (অনেক) শৈল্যদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও অদুষ্ট চিত্তে লুব্ধককে বলিলেন— কি অর্থে, কাহার হেতু, হে সৌম্য, আমাকে বধ করিলে? অথবা ইহা কাহার প্রয়োগ?

(১) পি, টি, এস, বিসুদ্ধিমগগে "চন্দনরসানুলিত্তা" আছে।

এইরূপ বলিয়াও "কাশীরাজমহিষী কর্ত্তৃক তোমার দন্তের জন্য প্রেরিত হইয়াছি ভদন্ত" বলিয়া উক্তে তাহার মনোরথ পূরন্ত নিজের ছয়বর্ণরশ্মি নিঃসরণ-সমুজ্বলিত চারুশোভা বিশিষ্ট দন্ত ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

মহাকপি হইয়া স্বয়ং পর্ব্বত প্রপাত হইতে উদ্ধারিত পুরুষ কর্ত্তৃক

ভক্‌খো অয়ং মনুস্‌সানং যথেবঞ্‌ঞে বনে মিগা।
যন্নুনিমং বধিত্বান ছাতো খাদেয়্য বানরং।
অসিতোব গমিস্‌সামি মংসং আদায় সম্বলং
কান্তারং নিত্থরিস্‌সামি পাথেয়ং মে ভবিস্‌সতীতি।

"যথা বনের অন্য মৃগসকল তথা এই বানরও মনুষ্যগণের ভক্ষ্য। আমি ক্ষুধিত, ইহাকে বধ করিয়া খাইব নাকি? খাইয়া পথের সম্বল মাংস লইয়া যাইব। কান্তার নিস্তরণ করিব, (পার হইব) (তাহাতে) আমার পাথেয়্য হইবে" এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক শীল উৎক্ষিপ্ত করিয়া মস্তক সম্প্রদালিত করিলে অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই পুরুষকে উদিক্ষমান (উল্লোকয়মান)

"মা অয়্যোসি মে, ভদন্তে! ত্বং নামেতাদিসং করি,
ত্বং খোসি নাম দীঘাবু অঞ্‌ঞং বরেতুং অরহসীতি।

"হে ভদন্ত আপনি আমার আর্য্য, আপনি এতাদৃশ করিবেন না। আপনি দীর্ঘায়ু, অন্যকে বরণ করা উচিত" বলিয়া সেই পুরুষের প্রতি চিত্ত দূষিত না করিয়া নিজের দুঃখ চিন্তা না করিয়া সেই পুরুষকে ক্ষেমান্তভূমি সম্প্রাপ্ত করাইলেন।

ভূরিদত্ত নামক নাগরাজা হইয়া উপোসথাঙ্গ সকল অধিষ্ঠান করিয়া বল্মীক-মূর্দ্ধায় শয়মান কল্প উত্থানাগ্নি সদৃশ ঔষধ দ্বারা সকল শরীর সিঞ্চিয়মান, পেড়ায় (চুবড়িতে) প্রক্ষিপ্ত করিয়া সকল জম্বুদ্বীপে ক্রীড়াপিয়মান (নাচান হইলে) ও সেই ব্রাহ্মণের প্রতি মনোপ্রদোষমাত্র (ক্রোধমাত্র) ও করেন নাই।

যথা বলা হইয়াছে—

পেলায় পক্‌খিপন্তে পি মদ্দন্তে পি চ পাণিনা,
আলম্বাণে ন কুপ্‌পামি সীলখণ্ডভয়া মমাতি।

পেড়ায় (চুবড়িতে) প্রক্ষিপ্ত করিলে এবং হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলেও শীল ভঙ্গের ভয়ে আমি আলম্বন ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রোধ করি নাই।

চম্পেয়্য নাগরাজা জন্মে ও অহিতুণ্ডিক কর্ত্তৃক হিংসিত হইয়া মনোপ্রদোষমাত্র ও উৎপাদন করেন নাই। যথা বলা হইয়াছে

তদাপি মং ধম্মচারিং উপবুত্থং উপোসথং
অহিতুণ্ডিকো গহেত্বান রাজদ্বারম্পি কীলতি।

তখন ও উপোসথ উপবসিত (পালনকারী) ধর্ম্মচারী আমাকে অহিতুণ্ডিক গ্রহণ করিয়া রাজদ্বারেও ক্রীড়া করিত।

যংসো বণ্ণং চিন্তয়তি নীলং পীতঞ্চ লোহিতং,
তস্স চিত্তানুবত্তন্তো হোমি চিন্তিত-সন্নিভো।

সে নীল, পীত, বা লোহিত যে বর্ণ চিন্তা করে তাহার চিত্তানুবর্ত্তন্ত চিন্তিত সন্নিভ হইয়াছি (তাহার চিত্তানুসারে যে বর্ণ ইচ্ছা করিয়াছে সে বর্ণ ধারণ করিয়াছি)।

থলং করেয্যং উদকং, উদকম্পি থলং করে,
যদিহং তস্স কুপ্পেয্যং খনেন ছারিকং করে।

যদি আমি তাহার প্রতি কোপ করিতাম উদককে স্থল করিতাম, স্থলকে উদক করিতাম এবং ক্ষণেই তাহাকে ছারিক (ভস্ম) করিতাম।

যদি চিত্তবসী হেস্সং, পরিহায়িস্সামি সীলতো,
সীলেন পরিহীনস্স উত্তমত্থো ন সিজ্ঝতীতি ॥

যদি চিত্তবশী হইব তবে শীল হইতে পরিহীন হইব, শীলপরিহীন ব্যক্তির উত্তমার্থ সিদ্ধ হয় না।

শঙ্খপাল নাগরাজা হইয়াও তীক্ষ্ণ শক্তি দ্বারা অষ্ট স্থানে অববিদ্ধ করিয়া, প্রহারমুখে সকণ্টক লতা সকল প্রবেশ করাইয়া, নাকে দৃঢ় রজ্জু প্রক্ষিপ্ত করিয়া ১৬ জন ভোজপুত্র কর্ত্তৃক দণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক কাঁধে লইয়া বহন ও ধরণীতলে ঘর্ষণ করাতে মহা দুঃখ প্রত্যনুভব করন্ত ক্রোধ পূর্ব্বক অবলোকিত মাত্রই সকল ভোজপুত্রকে ভস্ম করিতে সমর্থ হইয়াও চক্ষু উন্মীলন করিয়া প্রদুষ্টাকার (ক্রোধ) মাত্রও করে নাই। যথা বলা হইয়াছে—

চাতুদ্দসিং পঞ্চদসিং, অলার! উপোসথং নিচ্চং উপবসামি,
অথাগমুং সোলস ভোজপুত্তা রজ্জুং গহেত্বান দল্হঞ্চ পাসং।

হে আলার, চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশীতে নিত্য উপোসথ পালন করিতাম, অথ ষোলজন ভোজ-পুত্র রজ্জু ও দৃঢ় পাশ লইয়া আসিল।

ভেত্বান নাসং অতিকড্‌ঢ রজ্জুং নয়িংসু মং সম্পরিগয্‌হ লুদ্দা,
এতাদিসং দুক্‌খমহং তিতিক্‌খং উপোসথং অপ্‌পটিকোপয়ন্তোতি।

নাসা ভেদ করিয়া, রজ্জু প্রবেশ করাইয়া, লুব্ধকগণ আমাকে সম্পরিগ্রহণ করিয়া (আকর্ষণ পূর্ব্বক) নিয়াছিল। আমি উপোসথ ভঙ্গ না করিয়া এতাদৃশ দুঃখ ও তিতিক্ষা (সহ্য) করিয়াছিলাম।

কেবল এই সকল নহে, মাতুপোসক জাতকাদিতে ও অনেক আশ্চর্য্য (কর্ম্ম) করিয়াছেন। ইদানীং সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত সদেব লোকে কাহারও সহিত অসমান ক্ষান্তি গুণশালী সেই ভগবান শাস্তাকে প্রত্যাখ্যান (অপদেশ) করিয়া প্রতিঘচিত্ত উৎপাদন করা তোমার অতীব অযুক্ত, অপ্রতিরূপ।

যদি এইরূপে শাস্তার পূর্ব্বচরিত গুণ প্রত্যবেক্ষণ করাতেও দীর্ঘকাল (রাত্রি) ক্লেশ সমূহের দাসত্ব (দাসব্য) উপগত ইহার প্রতিঘ উপশম প্রাপ্ত না হয়, তবে ইহা কর্ত্তৃক অনমতাগ্রীয় (১) সকল প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। তত্র উক্ত—"হে ভিক্ষুগণ, সেই সত্ত্ব সুলভ নহে যে পূর্ব্বে মাতা হয় নাই, যে পিতা হয় নাই, যে ভ্রাতা হয় নাই, যে ভগিনী হয় নাই, যে পুত্র হয় নাই, যে পূর্ব্বে দুহিতা হয় নাই।" তাই সেই পুদ্‌গলে এইরূপ চিত্ত উৎপাদন কর্ত্তব্য :—এই ব্যক্তি নাকি অতীতে আমার মাতা হইয়া দশমাসে কুক্ষিতে পরিহরণ করিয়া মূত্র-করীষ-লালা-সিঘনী ইত্যাদি, হরি চন্দনের ন্যায় ঘৃণা না করিয়া, অপনীত করতঃ বক্ষের উপর নাচাইয়া, কোলে লইয়া (পরিহরমানা) পোষণ করিয়াছিল। পিতা হইয়া অজপথ-শঙ্কু পথাদি (২) গিয়া বাণিজ্য করিয়া আমার জন্য জীবিতও

(১) হে ভিক্ষুগণ, এই সংসার অনমতাগ্র "ইত্যাদি সূত্রপদ সমূহ অনমতাগ্রশব্দ, অথবা তদর্থ ইহাদের এই অর্থে অনসমতাগ্রীয়।

(২) অজগণ কর্ত্তৃক গমনমার্গ অজপথ, শঙ্কু লাগাইয়া তাহা অবলম্বন করিয়া গমনমার্গ শঙ্কুপথ। অঙ্কুশ আকারে কৃত দীর্ঘ দণ্ড শঙ্কু। আদি শব্দ দ্বারা প্রপাত মার্গ, দুর্গম মার্গ ইত্যাদি গৃহীত হইয়াছে।

পরিত্যাগ করিয়া, উভয় দিকে ব্যারূঢ় (আরম্ভ) সংগ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক, নৌকায় মহা সমুদ্র প্রস্কন্দন করিয়া (গমন করিয়া), অন্য প্রকার দুষ্কর সমূহও করিয়া পুত্রকে পোষণ করিব মনে করিয়া সেই সেই উপায়দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া আমাকে পোষণ করিয়াছে। ভ্রাতা ভগ্নী পুত্র ও দুহিতা হইয়াও এই এই উপকার কবিয়াছে। তত্র আমার মন প্রদূষিত করা প্রতিরূপ (উচিত) নহে।

যদি এইরূপেও চিত্ত নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম না হয়, তবে ইহা কর্তৃক মৈত্রীর আনিসংশ প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। হে প্রব্রজিত, ভগবান কর্তৃক উক্ত হয় নাই কি ?—হে ভিক্ষুগণ, মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি আসেবিত ভাবিত বহুলীকৃত যানীকৃত বস্তুকৃত অনুষ্ঠিত পরিচিত সুসমারব্ধ হইলে একাদশ আনিসংশ প্রত্যাকাঙ্ক্ষ্য (ইচ্ছিতব্য) অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক দশ (আনিসংশ) কি কি ? সুখে ঘুমায়, সুখে প্রতিবুদ্ধ হয়, পাপক স্বপ্ন দেখে না, মনুষ্যদের প্রিয় হয়, অমনুষ্যগণের প্রিয় হয়, দেবতারা রক্ষা করেন, ইহাকে (১) অগ্নি বা বিষ বা শস্ত্র কাবু করে না, শীঘ্র চিত্ত সমাধিস্থ হয়, মুখবর্ণ প্রসন্ন হয়, অসংমূঢ় কাল করে, উত্তর (আধিক্য) অপ্রতিবিদ্ধন্ত (জ্ঞাত না হইয়া) ব্রহ্মলোক-উপগ হইয়া থাকে। যদি তুমি এই চিত্ত নির্ব্বাপিত না কর তবে এই সকল আনিসংশ হইতে পরিবাহির (বঞ্চিত) হইবে।

এইরূপেও নির্ব্বাপিত করিতে অসমর্থ হইলে ধাতু বিনিভোগ কর্ত্তব্য :— কিরূপে ? "হে প্রব্রজিত, তুমি ইহার প্রতি ক্রোধকরন্ত কাহার প্রতি ক্রোধ করিতেছ ? কেশসমূহের প্রতি ক্রোধ করিতেছ কি ? অথবা লোমসমূহের প্রতি, নখগুলির প্রতি, ... মূত্রের প্রতি ক্রোধ করিতেছ ? অথবা কেশাদি পৃথিবী ধাতুর প্রতি ক্রোধ করিতেছ, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতুর প্রতি ক্রোধ করিতেছ ? আর বা যেই পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশায়তন, অষ্টাদশ ধাতু লইয়া যে আয়ুষ্মান অমুক নামক বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের রূপস্কন্ধের প্রতি ক্রোধ কর, অথবা বেদনাস্কন্ধ...সংজ্ঞা...সংস্কার...বিজ্ঞানস্কন্ধের প্রতি ক্রোধ কর ? কিম্বা চক্ষ্বায়তনের প্রতি ক্রোধ কর কিম্বা রূপায়তনের প্রতি ক্রোধ কর......পে...মনায়তনের প্রতি

(১) সদ্দনীতি ব্যাকরণে "নাস্স কায়ে অগ্গি বা বিসং বা সত্থং বা কমতি" পাঠ আছে। ইহার অর্থ (মৈত্রী ভাবনাকারীর) কায়ে অগ্নি বা বিষ বা শস্ত্র গমন করে না (প্রবেশ করে না)।

ক্রোধ কর, কি ধর্ম্মায়তনের প্রতি ক্রোধ কর, কি চক্ষুধাতুকে ক্রোধ কর, কি রূপধাতুকে ক্রোধ কর, কি চক্ষুবিজ্ঞানধাতুর প্রতি... কি মনোধাতুর প্রতি, কি ধর্ম্মধাতুর প্রতি, কি মনোবিজ্ঞানধাতুর প্রতি (ক্রোধ কর)? এইরূপে ধাতু বিনির্ভোগেই করাতে শৃঙ্গাগ্রে সর্ষপ সদৃশ, আকাশে চিত্রকর্ম্মসদৃশ ক্রোধের প্রতিষ্ঠার স্থান।

ধাতু বিনির্ভোগ করিতে অসমর্থ হইলে দানসংবিভাগ কর্ত্তব্য। নিজের সন্তক পরকে দাতব্য, পরের সন্তক নিজে গ্রহণ কর্ত্তব্য। যদি পর ভিন্নাজীব হয় এবং তাহার পরিষ্কার অপরিভোগ্যই হয় তবে নিজের সন্তকই দাতব্য। তাহার এইরূপ করাতে সেই পুদ্গলের প্রতি একান্তই আঘাত (ক্রোধ) ব্যুপশম হয়। অপরেরও অতীত জাতি হইতে অনুবন্ধ ক্রোধও তৎক্ষণাৎ ব্যুপশম হয়। চিত্রল পর্ব্বতবিহারে তিনবার উত্থাপিত-শয়নাসন (যিনি তিনবার শয়নাসন উঠাইয়াছিলেন) পিণ্ডপাতিক স্থবির কর্তৃক "ভন্তে এই অষ্টকহাপণ (কার্ষাপণ) অর্ঘনক পাত্র আমার মাতা উপাসিকা কর্তৃক দত্ত, ধার্ম্মিকলাভ, মহা উপাসিকার পুণ্যলাভ করান" বলিয়া দত্ত লব্ধ-পাত্র মহা স্থবির সদৃশ এই দান এইরূপ মহানুভাব সম্পন্ন। ইহাই উক্ত :—

অদন্ত দমনং দানং, দানং সব্বত্থ সাধকং।
দানেন পিয়বাচায়, উন্নমন্তি নমন্তি চাতি।

দান অদন্ত দমনক, দান সর্ব্বার্থ সাধক। দান ও প্রিয়বাক্যাদ্বারা দায়ক উন্নত হয়, প্রতিগ্রাহক নত হয়।

এইরূপে বৈরীপুদ্গলের প্রতি ব্যুপশান্তপ্রতিঘ (যোগীর) প্রিয়াতিপ্রিয় সহায়ক মধ্যস্থের প্রতি যেমন, তেমন তাহার প্রতি (বৈরীপুদ্গলের প্রতি) মৈত্রীবশে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

অথ পুনঃ পুনঃ মৈত্রীভাবনাকারীর নিজ, প্রিয়পুদ্গল, মধ্যস্থ ও বৈরীপুদ্গল এই চারিজনের প্রতি সমানচিত্ততা সম্পাদন করন্ত সীমাসম্ভেদ কর্ত্তব্য। ইহা তাহার লক্ষণ :—যদি প্রিয়, মধ্যস্থ ও বৈরীর সহিত আত্মচতুর্থ এই পুদ্গলকে এক প্রদেশে নিষণ্ণ দেখিয়া চোরেরা আসিয়া বলে "ভন্তে, আমাদের এক ভিক্ষু দেন", কি কারণে উক্তে "ইহাকে মারিয়া পতিত-লোহিত গ্রহণ করিয়া

বলিকরণার্থ” বলিয়া বলে, আরও যদি সে ভিক্ষু “অমুক বা অমুককে গ্রহণ করুক” বলিয়া চিন্তা করে তবে সীমাসম্ভেদ অকৃত হয়। যদিও আমাকে গ্রহণ করুক, এই তিন জনকে (গ্রহণ) না (করুক) বলিয়া চিন্তা করে তথাপি সীমাসম্ভেদ অকৃতই হয়। কি কারণে? যাহার যাহার গ্রহণ চিন্তা করে তাহার তাহার অহিতৈষী হইয়া থাকে। যদা চারিজনের মধ্যে একজনকেও চোরদের দাতব্য দেখে না (মনে করে না), নিজের প্রতি ও সেই তিন জনের প্রতি চিত্ত সমানই প্রবর্ত্তিত হয়, তবে সীমাসম্ভেদকৃত হয়। তাই প্রাচীনগণ (পোরাণা) বলিয়াছেন :—

অত্তনি হিতমজ্‌ঝত্তে অহিতে চ চতুব্বিধে
যদা পস্‌সতি নানত্তং হিতচিত্তোব পাণীনং,
ন নিকামলাভী মেত্তায় কুসলীতি পবুচ্চতি,
যদা চতস্‌সো সীময়ো সম্ভিন্না হোন্তি ভিক্‌খুনো।
সমং ফরতি মেত্তায়, সব্বং লোকং সদেবকং,
মহাবিসেসো পুরিমেন যস্‌স সীমা ন ঞায়তীতি॥

প্রাণীদের হিতকামী হইয়াও নিজ, প্রিয় (হিত), মধ্যস্থ, শত্রু (অহিত) এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিতে যদা নানাত্ব (প্রভেদ) দেখে তবে মৈত্রীর নিকামলাভী (বিনা আয়াসলাভী) হয়না ও ইহাতে অকুশলী বলিয়া কথিত হয়। যদা ভিক্ষুর চারিটী সীমা সংভিন্ন হয় তখন সদেবক সর্ব্বলোক সমান ভাবে মৈত্রীদ্বারা স্ফুরিত করে। পূর্ব্বের সহিত ইহার মহা বিশেষ এই যে ইহার সীমা জানা যায় না।

এইরূপে সীমা সম্ভিন্ন সমকালেই এই ভিক্ষু কর্ত্তৃক নিমিত্ত ও উপাচার লব্ধ হয়। সীমাসম্ভেদকৃতে সেই নিমিত্তই আসেবন্ত ভাবেন্ত বহুলীকরন্ত অল্পকৃচ্ছে (কষ্টে)ই পৃথিবী কৃৎস্নে উক্ত নয়েই অর্পণা প্রাপ্ত হয়। এতাবৎ এই ভিক্ষু কর্ত্তৃক পঞ্চাঙ্গ সমন্নাগত ত্রিবিধ কল্যাণ দশ লক্ষণসম্পন্ন মৈত্রীসহগত প্রথম-ধ্যান অধিগত হয়। তাহা অধিগত হইলে সেই নিমিত্তই আসেবন্ত ভাবেন্ত বহুলীকরন্ত অনুপূর্ব্বে চতুষ্কনয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় ধ্যান, পঞ্চক নয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হয়। সে প্রথম ধ্যানাদির অন্যতরবশে মৈত্রীসহগত চিত্তদ্বারা একদিশা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে, তথা দ্বিতীয়, তথা তৃতীয়, তথা চতুর্থ

(দিশা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে)। এইরূপে উর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক সর্ব্বধি সর্ব্বত্রতা সর্ব্ববন্ত লোক বিপুল মহদ্গত অপ্রমাণ অবৈর অব্যাপদ মৈত্রী সহগত চিত্তদ্বারা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে। প্রথম ধ্যানাদিবশে অর্পণাপ্রাপ্ত চিত্তেরই এই বিকরণা সম্পাদিত হয়:

অত্রও মেত্তাসহগতেনাতি—মৈত্রদ্বারা সমন্নাগত (চিত্ত) দ্বারা, চেতসা—চিত্ত দ্বারা।

একং দিসন্তি—(এক এক দিক) এক এক দিকে প্রথম পরিগৃহীত সত্ত্ব গ্রহণ করিয়া একদিশায় পর্য্যাপন্ন সত্ত্ব স্ফুরণ বশে উক্ত।

ফরিত্বাতি—(স্ফুরণ করিয়া) স্পর্শ করিয়া, আলম্বন করিয়া।

বিহরতীতি—ব্রাহ্মবিহারাধিষ্ঠিত ঈর্য্যাপথ বিহার প্রবর্ত্তন করে।

তথা দুতিয়ন্তি—যথা পূর্ব্বাদি দিশাসমূহের যাহা কিছু এক দিশা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে, তথৈব তদনন্তর দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ এই অর্থ।

ইতি উদ্ধন্তি—এই নয়ে উপর দিক বলিয়া উক্ত।

অধো তিরিয়ন্তি—অধঃ তির্য্যক—অধঃ দিশা ও তির্য্যক দিশা। অত্র অধঃ—নীচ, তির্গ্যক—অনুদিশা (উত্তর পূর্ব্বাদি দিক)। এইরূপে সর্ব্বদিশায় অশ্বমণ্ডলে অশ্ব সদৃশ মৈত্রী সহাগত চিত্ত সরায়ও প্রতি সরায় (সঞ্চালন করায়)।

এই পর্য্যন্ত এক এক দিশা পরিগ্রহণ করিয়া অবধিতঃ মৈত্রীস্ফুরণ দর্শিত।

সব্বধি (সর্ব্বধি) ইত্যাদি অনবধিতঃ দর্শনার্থ উক্ত।

তত্র সব্বধি (সর্ব্বধি)—সর্ব্বত্র।

সব্বত্তাতাযাতি—হীন মধ্যম উৎকৃষ্ট মিত্র সপত্ন-মধ্যস্থাদি প্রভেদে সর্ব্ব আত্মতায়। এই (ব্যক্তি) পরসত্ত্ব বলিয়া বিভাগ না করিয়া আত্ম সমতায় বলিয়া উক্ত। অথবা সর্ব্বাত্মতায় অর্থ সর্ব্ব চিত্তভাগদ্বারা। ঈষৎও বাহিরে অবিক্ষিপ্তমান বলিয়া উক্ত হয়।

সব্বাবন্তন্তি = সর্ব্বসত্ত্ববন্ত, সর্ব্বসত্ত্বযুক্ত এই অর্থ।

লোকন্তি = সত্ত্বলোক।

বিপুলেনাতি = এইরূপে আদিপর্য্যায় দর্শনতঃ পুনঃ অত্র "মেত্তাসহাগতেন" মৈত্রী সহাগত দ্বারা উক্ত। যেহেতু বা অত্র অবধিতঃ স্ফুরণে যেমন তেমন পুনঃ তথা শব্দ বা ইতি শব্দ উক্ত নহে। তাই পুনঃ "মৈত্রী সহাগত চিত্ত দ্বারা" উক্ত।

অথবা নিগমন বশে ইহা উক্ত। বিপুলেনাতি=(বিপুল দ্বারা) অত্রও স্ফুরণ বশে বিপুলতা দ্রষ্টব্যা।

ভূমি বশে (পণ) ইহা মহদ্‌গত।

প্রগুণ বশে ও অপ্রমাণ সত্ত্বালম্বন বশে অপ্রমাণ।

ব্যাপাদ প্রত্যর্থিক প্রহাণ দ্বারা অবৈর।

দৌর্ম্মনস্য প্রহাণ দ্বারা 'অব্যাপজ্জং=অব্যাপগু' নির্দুঃখ বলিয়া উক্ত হয়, ইহা মৈত্রী সহাগত চিত্ত দ্বারা ইত্যাদি নয়ে উক্ত বিকরণার (বিকুব্বনার) অর্থ। যথা এই অর্পণাচিত্তেরই বিকরণা সম্পাদিত হয় তথা যে পটিসম্ভিদায় "পঞ্চ আকারে অনবধিতঃ স্ফুরণা মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি, সপ্ত আকারে অবধিতঃ স্ফুরণা মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি, দশ আকারে দিশাস্ফুরণা মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি" উক্ত তাহাও অর্পণা প্রাপ্ত চিত্তেরই সম্পাদিত হয় বলিয়া জ্ঞাতব্য।

তত্র ও "সর্ব্ব সত্ত্ব অবৈর পব্যাপদ অনীঘ সুখী আত্মাকে পরিহরণ করুক; সর্ব্ব প্রাণী, সর্ব্ব ভূত, সর্ব্বপুদ্‌গল, সর্ব্ব আত্মভাবপর্য্যাপন্ন অবৈর···পে···পরিহরণ করুক" এই পঞ্চ আকারে অনবধিতঃ স্ফুরণা মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি বিদিতব্যা।

"সর্ব্ব স্ত্রী অবৈর······পে······আত্মাকে পরিহরণ করুক; সর্ব্ব পুরুষ, সর্ব্ব আর্য্য, সর্ব্ব অনার্য্য, সর্ব্বদেব, সর্ব্ব মনুষ্য, সর্ব্ব বিনিপাতিক অবৈর .....পে... .. পরিহরণ করুক" এই সপ্ত আকারে অনবধিতঃ স্ফুরণা মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি বিদিতব্যা।

পূর্ব্ব দিকের সর্ব্ব সত্ত্ব অবৈর······পে······আত্মাকে পরিহরণ করুক। পশ্চিম দিশার সর্ব্ব, উত্তর দিশার সর্ব্ব, দক্ষিণ দিকের সর্ব্ব, পূর্ব্ব অনুদিশার সর্ব্ব, পশ্চিম অনুদিশার সর্ব্ব, উত্তর অনুদিশার সর্ব্ব, দক্ষিণ অনুদিশার সর্ব্ব, নীচের দিকের সর্ব্ব, উপর দিকের সর্ব্ব সত্ত্ব অবৈর...পে...পরিহরণ করুক। পূর্ব্ব দিশার সর্ব্বপ্রাণী, ভূত, পুদ্‌গল, আত্মভাবপর্য্যাপন্ন অবৈর......পে .....পরিহরণ করুক। পূর্ব্ব দিশার সর্ব্ব স্ত্রী, সর্ব্ব পুরুষ, আর্য্য, অনার্য্য, দেব, মনুষ্য, বিনিপাতিক, অবৈর..... পে......পরিহরণ করুক। পশ্চিমা দিশার, উত্তরা, দক্ষিণা, পূর্ব্ব অনুদিশার, পশ্চিমা, উত্তরা, দক্ষিণা অনুদিশার, নীচের দিশার, উপরের দিশার সর্ব্ব স্ত্রী ·····পে······বিনিপাতিক অবৈর, অব্যাপদ, অনীঘ, সুখী আত্মাকে পরিহরণ করুক" এই দশ আকারে দিশাস্ফরণা মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি বিদিতব্যা।

তত্র সব্বেতি = সর্ব্ব, ইহা অনবশেষ পর্য্যাদান।

সত্তাতি = সত্ত্বগণ, রূপাদি স্কন্ধ সমূহে ছন্দরাগ দ্বারা সক্ত বিসক্ত বলিয়া সত্ত্ব (গণ)। ভগবান কর্ত্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে :—হে রাধ, রূপে যে ছন্দ, যে রাগ, যে নন্দি, যে তৃষ্ণা, তত্র "সত্ত" (সক্ত), তত্র "বিসত্ত" (বিসক্ত) বলিয়া উক্ত হয়; বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কার সমূহে, বিজ্ঞানে যে ছন্দ, যে রাগ, যে নন্দি, যে তৃষ্ণা, তত্র 'সত্ত' (সক্ত), তত্র "বিসত্ত" (বিসক্ত) তাই 'সত্ত' (সত্ত্ব) বলিয়া উক্ত হয়। রূঢ় শব্দ দ্বারা বীতরাগ সমূহেও এই ব্যবহারই বর্ত্তিত হয় (হইয়া থাকে)। বিলীবময় (বাঁশের বেত দ্বারা নির্ম্মিত) বীজনী বিশেষের 'তালবন্ট' ব্যবহার (নাম) সদৃশ। অক্ষরচিন্তকগণ, কিন্তু, অর্থ বিচার না করিয়া ইহা নামমাত্র বলিয়া ইচ্ছা করেন। যাঁহারা অর্থ বিচার করেন তাঁহারা 'সত্ত' যোগে সত্ত্ব (অর্থ) ইচ্ছা করেনা।

প্রাণনতা দ্বারা প্রাণ, আশ্বাসপ্রশ্বাসায়ত্ব বৃত্তিতা দ্বারা এই অর্থ।

ভূত বলিয়া ভূত (গণ), সম্ভূত বলিয়া, অভিনিবর্ত্ত বলিয়া এই অর্থ।

পুং অর্থ নিরয়, তাহাতে 'গলন্তি' (গলে) বলিয়া পুগ্‌গলা (পুদ্‌গলগণ); গমন করে এই অর্থ। (পুং অর্থাৎ নিরয়ে গলন্তি অর্থাৎ গমন করে বলিয়া পুদ্‌গল)।

আত্মভাব অর্থ শরীর বা স্কন্ধ পঞ্চক, তাহা গ্রহণ করিয়া, প্রজ্ঞাপ্তিমাত্রসম্ভব বলিয়া। সেই আত্মভাবে পর্য্যাপন্ন বলিয়া আত্মভাবপর্য্যাপন্ন।

পর্য্যাপন্ন অর্থ পরিচ্ছিন্ন, অন্তর্গত। যথা 'সত্ত্ব' বচন, সেইরূপ রূঢ়িবশে আরোপণ করিয়া এই সকল সর্ব্বসত্ত্ববিবচন বিদিতব্য। ইচ্ছা হইলে অন্য "সর্ব্ব জন্তু, সর্ব্ব জীব," ইত্যাদি সর্ব্বসত্ত্ব বিবচন সমূহ আছে। প্রাকট বশে এই পঞ্চ গ্রহণ করিয়া "পঞ্চ আকারে অনবধিতঃ স্ফুরণা মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি" উক্ত।

কিন্তু যাহারা "সত্তা, পাণা" আদির কেবল বচন মাত্রেতেই নহে, অর্থেতে ও নানাত্বই ইচ্ছা করে তাহাদের অনবধিতঃ স্ফুরণা বিরোধ হয়। তাই সেইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া পাঁচ আকারের অন্যতর বশে অনবধিতঃ মৈত্রী স্ফুরণ কর্ত্তব্য। অত্রও সর্ব্বসত্ত্ব অবৈর হউক এই একা অর্পণা; অব্যাপদ হউক এই একা অর্পণা; অব্যাপদ অর্থ ব্যাপাদরহিত। অনীঘ হউক এই একা অর্পণা; অনীঘ অর্থ নিদুঃখ। সুখী হইয়া আত্মকে পরিহরণ করুক, এই একা অর্পণা। তাই এই

সকল পদে যাহা যাহা প্রাকট হয় তাহার তাহার বশে মৈত্রী স্ফুরণ কর্ত্তব্য। এই পঞ্চ আকার সমূহে চারি অর্পণার বশে অনবধিতঃ স্ফুরণে বিংশতি অর্পণা হইয়া থাকে। অবধিতঃ স্ফুরণে সপ্ত আকারের চারি আকার বশে অষ্টবিংশতি।

অত্রও স্ত্রীগণ ও পুরুষগণ লিঙ্গ বশে উক্ত।

আর্য্য অনার্য্য—আর্য্য পৃথগ্‌জন বশে।

দেবগণ, মনুষ্যগণ ও বিনিপাতিকগণ উৎপত্তিবশে।

দিশা স্ফুরণে কিন্তু পূর্ব্ব দিশার সর্ব্ব সত্ব ইত্যাদি নয়ে (প্রকারে) এক এক দিশায় বিশ বিশ করিয়া দুই শত। পূর্ব্ব দিশার সর্ব্ব স্ত্রী ইত্যাদি নয়ে এক এক দিশায় অষ্টবিংশতি অষ্টবিংশতি করিয়া দুই শত অশীতি। মোট চারি শত অশীতি অর্পণা। অতএব পটিসম্ভিদায় উক্ত মোট ৫২৮ অর্পণা।

এইরূপে এই সকল অর্পণার যেটা সেটার বশে মৈত্রী-চিত্তবিমুক্তি ভাবনা করিয়া এই যোগাবচর সুখে ঘুমায় ইত্যাদি নয়ে উক্ত একাদশ আনিসংশ প্রতি লাভ করে।

(১) তত্র সুখে শয়ন করে অর্থ—যথা অপর লোকেরা সম্পরিবর্ত্তমান (গড়াইয়া গড়াইয়া), দন্ত কিরমির করিতে করিতে দুঃখে শয়ন করে (মৈত্রী ভাবনাকারী) সেইরূপ না শুইয়া সুখে শোয়। নিদ্রা অবক্রান্ত হইয়াও সমাপত্তি -সমাপন্ন সদৃশ হইয়া থাকে।

(২) সুখে প্রতিবুদ্ধ হয়—যথা অন্যেরা দুঃখ করিতে করিতে, বিজৃম্ভণ করিতে করিতে, গড়াইয়া গড়াইয়া দুঃখে প্রতিবুদ্ধ হয়, সেইরূপ অপ্রতিবুদ্ধ হইয়া বিকাশমান পদ্মের মত সুখে নির্ব্বিকারে প্রতিবুদ্ধ (জাগরিত) হয়।

(৩) পাপক স্বপ্ন দেখে না—স্বপ্ন দেখিলেও ভদ্রক স্বপ্নই দেখে, চৈত্য বন্দনা করন্ত, পূজা করন্ত, ধর্ম্ম শুনন্ত সদৃশ হয়। যথা অন্যে আত্মকে চোর সম্পরিবারিত, সর্প কর্ত্তৃক উপক্রুত ও প্রপাতে পতন্তের ন্যায় দেখে, (মৈত্রী বিহারী) সেরূপ পাপক স্বপ্ন দেখে না।

(৪) মনুষ্যগণের প্রিয় হইয়া থাকে—উরে আমুক্ত (গলায় পরা) মুক্তা-হার সদৃশ ও শিরে অলঙ্কার মালা সদৃশ মনুষ্যগণের প্রিয় মনাপ হয়।

(৫) অমনুষ্যগণের প্রিয় হয়—যথা মনুষ্যগণের তথা অমনুষ্যগণেরও প্রিয় হয়, বিশাখ স্থবিরের ন্যায়। তিনি নাকি পাটলীপুত্রে কুটুম্বিক ছিলেন। তিনি তত্রৈব

বাসকালীন শুনিলেন তাম্রপর্ণী দ্বীপ নাকি চৈত্যমালালঙ্কৃতাবকাশ (স্থান) সদৃশ প্রদ্যোত, অত্র ইচ্ছিত স্থানেই নিষীদন করিতে (বসিতে) বা নিপজ্জন (শয়ন) করিতে সক্ষম, ঋতু স-প্রায়, শয়নাসন স-প্রায়, পুদ্গল স-প্রায়, ধর্ম্ম শ্রবণ স-প্রায় সর্ব্ব অত্র সুলভ। সে নিজের ভোগস্কন্ধ পুত্রদারাকে নির্য্যাদিত (অর্পণ) করিয়া বস্ত্রান্তে বদ্ধ এক কার্ষাপণ লইয়া নিষ্ক্রমণ করিয়া সমুদ্রতীরে নৌকা উদ্দীক্ষমান (নৌকার অপেক্ষা) করিতে করিতে একমাস বাস করিলেন। সে ব্যবহার-কুশলতায় (বাণিজ্যে দক্ষতা বশতঃ) এই স্থানে ভাণ্ড কিনিয়া অমুক স্থানে বিক্রয়করন্ত ধার্ম্মিক বাণিজ্য দ্বারা সেই মাসের মধ্যেই সহস্র উপার্জ্জন করিলেন এবং অনুপূর্ব্বে মহাবিহারে আসিয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিলেন। প্রব্রাজনার্থ সীমায় নীত (হইলে) তিনি সেই সহস্রস্থবিক (হাজার টাকার থলে) অববর্ত্তিকান্তরে ভূমিতে পাত করিলেন (ফেলিলেন)। ইহা কি? বলিয়া উক্তে "কহাপণ (কার্ষাপন) সহস্র ভন্তে" বলিয়া "উপাসক! প্রব্রজিত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিচার করিতে (কার্ষাপণ ব্যবহার করিতে) সক্ষম হইবে না (পারিবে না), এখনই তাহা বিচার কর" (ব্যবস্থা কর) উক্তে "বিসাখের প্রব্রজ্যাস্থানে আগত (ব্যক্তিরা) রিক্তহস্তে গমন না করুক" ভাবিয়া মুক্ত করিয়া (খুলিয়া) সীমামালকে বিপ্রকীর্ণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক উপসম্পন্ন (হইলেন)। তিনি পঞ্চবার্ষিক হইয়া দুই মাতৃকা প্রগুণ (অভ্যাস) করিয়া প্রবারণা করিয়া নিজের স-প্রায় কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক এক এক বিহারে চারি মাস করিয়া সম-প্রবর্ত্তবাস (সমান ভাবে কর্ত্তব্য করিয়া, সকল প্রাণীর প্রতি সমচিত্ত হইয়া) বসমান (বি) চরণ করিলেন। এইরূপে চরমান—

বনন্তরে ঠিতো থেরো বিসাখো গজ্জমানকো,
অত্তনো গুণং এসন্তো ইমং অত্থং অভাসথ।
যাবতা উপসম্পন্নো, যাবতা ইধ আগতো,
এত্থন্তরে খলিতং নত্থি, অহো লাভাতে মারিসাতি।

সে চিত্রল পর্ব্বত বিহারে যাইতে যাইতে দ্বিধা পথে (দুই পথের সন্ধি) প্রাপ্ত হইয়া এই কি মার্গ অথবা এইটী? চিন্তা করিতে করিতে স্থিত হইলেন। অথ পর্ব্বতে অধিবাসী দেবতা হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে "এইটী মার্গ" বলিয়া

দেখাইলেন। তিনি চিত্রল পর্ব্বত বিহারে গিয়া তত্র চারিমাস বাস করিয়া প্রত্যূষে গমন করিব চিন্তা করিয়া শুইলেন। চক্রম শীর্ষে মনিল বৃক্ষে অধিবাসী দেবতা সোপান ফলকে বসিয়া প্ররোদন করিল। স্থবির বলিলেন কে সে? ভন্তে, আমি মণিলিয়া। কেন রোদন কর? আপনার গমনহেতু (প্রতীত্য)। আমি এখানে বাস করিলে তোমাদের কি গুণ (উপকার)? ভন্তে, আপনি এইখানে বাস করিলে অমনুষ্যগণ অন্যান্য (পরস্পর) মৈত্রী প্রতিলাভ করে। ইদানীং আপনি গেলে তাহারা কলহ করিবে, (দুষ্টালাপ কথন করিবে) দুর্ব্বাক্য বলিবে। স্থবির—'যদি আমি এইখানে বাস করিলে তোমাদের সুখ (ফাসু) বিহার হয় (তবে) সুন্দর (ভাল)' বলিয়া অন্য চারি মাস তত্রেব বাস করিয়া পুনঃ তথৈব গমন-চিত্ত উৎপাদন করিলেন। দেবতাও পুনঃ তথৈব রোদন করিল। এই উপায়ে স্থবির তত্রেব বাস করিয়া তত্রেব পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। এই-রূপে মৈত্রী বিহারী ভিক্ষু অমনুষ্যগণের প্রিয় হয়।

(৬) দেবতা রক্ষা করে—মাতাপিতা যেমন পুত্রকে (রক্ষা করে) তেমন দেবতা রক্ষা করে।

(৭) ইহার (কায়ে) অগ্নি, বিষ, বা শাস্ত্র ক্রমণ করেনা—মৈত্রী বিহারীর কায়ে উত্তরা উপাসিকার (কায়ে) অগ্নির ন্যায়, সংযুক্ত ভাণক চুল সীব স্থবিরের (কায়ে) বিষ, অথবা সংকিচ্চ শ্রামণেরের (কায়ে) শস্ত্রের ন্যায় (অগ্নি, বিষ বা শস্ত্র) ক্রমণ করে না, প্রবেশ করে না। ইহার কায় বিকোপন করে না উক্ত হয়। ধেনুবস্তুও অত্র কহিয়া থাকে। এক ধেনু বৎসকে ক্ষীরধারা মুঞ্চমানা দাঁড়াইয়াছিল। এক লুব্ধক তাহাকে বিদ্ধ করিব চিন্তা করিয়া হস্তের দ্বারা সম্পরিবর্ত্তন করিয়া দীর্ঘদণ্ড শক্তি মোচন করিল (নিক্ষেপ করিল)। তাহা তাহার শরীর আহত করিয়া তালপর্ণের ন্যায় প্রবর্ত্তমানা গতা। উপচার বলে নহে, অর্পণা বলে নহে, কেবল বৎসকের প্রতি বলবৎপ্রিয় চিত্ততায় (এইরূপ হইয়াছিল)। এইরূপ মহানুভাবা মৈত্রী (মহানুভাব সম্পন্না মৈত্রী)।

(৮) তুবট চিত্ত সমাধিস্থ হয়—মৈত্রী বিহারীর চিত্ত ক্ষীপ্র সমাধিস্থ হয়। তাহার দন্ধ ভাব (বিলম্ব) নাই।

(৯) মুখবর্ণ বিপ্রসন্ন হয়—বন্ধন হইতে প্রমুক্ত ও পক্কতাল সদৃশ ইহার মুখ বিপ্রসন্নবর্ণ হয়।

(১০) অসংমূঢ় কাল করে—মৈত্রী বিহারীর সংমোহ-মরণ নাই। অসংমূঢ়ই নিদ্রাবক্রান্তের ন্যায় কাল করে।

(১১) উত্তরি অপ্রতিবিদ্ধন্ত— মৈত্রী সমাপত্তি হইতে উত্তরি (উপরে) অধিগমন করিতে অসমর্থ হইয়া এই লোক হইতে চ্যুত হইয়া সুপ্ত প্রবুদ্ধের ন্যায় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

ইহা মৈত্রী ভাবনার বিস্তার কথা।

২। করুণা ভাবনা।

করুণা ভাবনাকামীর নিষ্করুণতায় আদীনব, এবং করুণায় আনিসংশ প্রত্যবেক্ষণ করিয়া করুণা ভাবনা আরম্ভ কর্ত্তব্য। তাহাও আরম্ভ করিতে প্রথমে প্রিয় পুদ্‌গলাদির প্রতি আরম্ভ কর্ত্তব্য নহে। প্রিয় প্রিয় স্থানেই থাকে। অতি প্রিয় সহায়ক অতিপ্রিয় সহায়ক স্থানেই, মধ্যস্থ মধ্যস্থ স্থানেই, অপ্রিয় অপ্রিয় স্থানেই, বৈরী বৈরী স্থানেই থাকে। লিঙ্গ বি-সভাগ ও কালকৃত (মৃত) অক্ষেত্রই।

হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে করুণা সহাগত চিত্তে এক দিশা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে? যেমন একপুদ্‌গলকে দুর্গত দুরাগত দেখিয়া করুণা করে, সেইরূপ সর্ব্বসত্ত্বে করুণা দ্বারা স্ফুরণ করে। বিভঙ্গে উক্ত বলিয়া সর্ব্বপ্রথম কোনও করুণার উপযুক্ত পরমকৃচ্ছ্র প্রাপ্ত দুর্গত দুরূপেত কৃপণ ছিন্নহস্তপাদকপাল পুরুষ পূর্ব্বভাগে স্থাপন করিয়া, অনাথশালায় নিপন্ন, হস্তপাদ হইতে কৃমিগণ নির্গত, আর্ত্তস্বর করন্ত, দেখিয়া এই সত্ত্ব কৃচ্ছ্র (কষ্ট) আপন্ন। আহা! যদি এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইত তবে ভাল হইত। এইরূপে করুণা প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। তাহা অলভন্ত (নাপাইলে) সুখিত হইলেও পাপকারী পুদ্‌গলকে বধ্যের সহিত উপমা করিয়া করুণা কর্ত্তব্য।

কি প্রকারে? যেমন—ভাণ্ড সহিত গৃহীত চোরকে 'তাহাকে বধকর' বলিয়া রাজাকর্ত্তৃক আদিষ্ট রাজপুরুষগণ বন্ধন করিয়া চতুষ্কে চতুষ্কে শত প্রহার দিতে দিতে আঘাতনে (বধ্য ভূমিতে) নিয়া যায়। তাহাকে মানুষেরা খাদনীয়ও ভোজনীয়, মালাগন্ধ বিলেপন ও তম্বুলাদি দিয়া থাকে। সে তাহা খাইয়া ও পরিভোগ করিয়া সুখিত ভোগসমর্পিত সদৃশ গমন করিলেও তথাপি কেহ

তাহাকে এই ব্যক্তি "সুখী ও মহাভোগসম্পন্ন" মনে করে না—অপরন্তু এই বরাক (হতভাগ্য) ইদানীং মরিবে, যে যে পদ বিক্ষেপ করিবে তাহাদ্বারা সে মরণের নিকটই হইয়া থাকে বলিয়া তাহাকে লোকে করুণা করে। সেইরূপ করুণা কর্ম্মস্থানিক ভিক্ষু কর্ত্তৃক সুখিত পুদ্‌গলেও করুণা করা উচিত। এই দুর্ভাগা যদিও ইদানীং সুখিত ও সুসজ্জিত হইয়া ভোগ পরিভোগ করিতেছে তথাপি তিন দ্বারের এক দ্বার দ্বারাও কৃত কল্যাণ কর্ম্মের অভাব বশতঃ এখন অপায় সমূহে অনল্পক দুঃখ দৌর্ম্মনস্য প্রতিসংবেদন করিবে (অনুভব)। এইরূপে সেই পুদ্‌গলকে করুণা করিয়া, তাহার পর এই উপায়ে প্রিয় পুদ্‌গলে, তারপর মধ্যস্থ পুদ্‌গলে, তারপর বৈরী পুদ্‌গলে অনুক্রমে করুণা প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য।

যদি ইহার পূর্ব্বে উক্ত নয়ে বৈরীর প্রতি প্রতিঘ উৎপন্ন হয়, তবে তাহা মৈত্রীতে উক্তনয়েই ব্যুপশমন কর্ত্তব্য। যে অত্র কৃতকুশল হয়, তাহাকেও জ্ঞাতি-রোগ-ভোগ-ব্যসনাদির অন্যতর ব্যসনদ্বারা সমন্নাগত দেখিয়া বা শুনিয়া, তাহাদেরও অভাবে বর্ত্ত-দুঃখ অনতীত বলিয়া এই ব্যক্তি দুঃখিত, এইরূপে করুণা করিয়া উক্তনয়েই নিজের, প্রিয় পুদ্‌গলের, মধ্যস্থের ও বৈরীর এই চারি জনেতে সীমাসম্ভেদ করিয়া সেই নিমিত্ত আসেবন করন্ত ভাবেন্ত বহুলী করন্ত মৈত্রীতে উক্তনয়েই ত্রিক চতুষ্ক ধ্যান বশে অর্পণা বর্দ্ধন কর্ত্তব্য।

অঙ্গুত্তরট্‌ঠকথায় কিন্তু প্রথমে বৈরী পুদ্‌গলে করুণা কর্ত্তব্য, তাহার প্রতি চিত্ত মৃদু করিয়া দুর্গত, তারপর প্রিয় পুদ্‌গল, তারপর নিজের প্রতি এই ক্রম উক্ত। সে 'দুর্গত দুরূপেত' বলিয়া পালির সহিত মিলে না। তাই উক্তনয়েই অত্র ভাবনা আরম্ভ করিয়া সীমাসম্ভেদ করিয়া অর্পণা বর্দ্ধন কর্ত্তব্য। তারপর পঞ্চ আকারে অনবধিতঃ স্ফুরণা, সপ্ত আকারে অবধিতঃ স্ফুরণা, দশ আকারে দিশা স্ফুরণা এই সকল বিকরণা, সুখে শয়ন করে ইত্যাদি আনিশংসও মৈত্রীতে উক্ত নয়েই বিদিতব্য।

ইহা করুণা ভাবনার বিস্তার কথা।

৩। মুদিতা ভাবনা।

মুদিতা ভাবনা আরম্ভকারীর ও প্রথমে প্রিয় পুদ্‌গলাদির প্রতি আরম্ভ কর্ত্তব্য-নহে। প্রিয় ভাবমাত্রেই মুদিতার পদস্থান হয় না। কোথায় মধ্যস্থ ও বৈরী? লিঙ্গ

বিস-ভাগ, কালকৃত অক্ষেত্রই। অতি প্রিয় সহায়ক পদস্থান হইতে পারে। অট্ঠকথায় যে 'সোণ্ডসহায়' বলিয়া উক্ত সে মুদিত মুদিতই হইয়া থাকে। প্রথম হাসিয়া পশ্চাৎ কথা কয়। তাই তাহাকেই প্রথমে মুদিতায় স্ফুরণ কর্ত্তব্য। প্রিয়-পুদ্গলকে সুখিত সজ্জিত ও মোদমান দেখিয়া বা শুনিয়া"এই সত্ত্ব মোদন করিতেছে বটে, আহা সাধু, আহা সুষ্ঠু" ভাবিয়া মুদিতা উৎপাদন কর্ত্তব্য। এই উপকার (অর্থবশ) হেতু 'বিভঙ্গে' উক্ত কিরূপে ভিক্ষু মুদিতা সহাগতচিত্ত দ্বারা এক দিশা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে? যথা এক পুদ্গলকে প্রিয় মনাপ দেখিয়া মুদিত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব সত্ত্বকে মুদিতায় স্ফুরণ করে। যদিও ইহার সেই সোণ্ডসহায় বা প্রিয় পুদ্গল অতীতে সুখিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি দুর্গত দুরুপেত। তাহার অতীত সুখিতভাব অনুস্মরণ করিয়া, "এই (ব্যক্তি) অতীতে এইরূপ মহাভোগ মহাপরিবার, নিত্য প্রমুদিত ছিল" ভাবিয়া তাহার সেই মুদিতাকার গ্রহণ করিয়া মুদিতা উৎপাদন কর্ত্তব্য।

অথবা অনাগতে সেই সম্পত্তি লাভ করিয়া হস্তীস্কন্ধ-অশ্বপৃষ্ঠ-সুবর্ণ সিবিকাদ্বারা বিচরণ করিবে (ভাবিয়া) ইহার অনাগত মুদিতাকার গ্রহণ করিয়া মুদিতা উৎপাদন কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রিয়পুদ্গলে মুদিতা উৎপাদন করিয়া পরে মধ্যস্থে, তারপর বৈরীর প্রতি ক্রমে মুদিতা প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য।

যদি ইহার পূর্ব্বে উক্তনয়ে বৈরীর প্রতি প্রতিঘ উৎপন্ন হয়, তাহা মৈত্রীতে উক্ত নয়েই উপশম করাইয়া এই তিন জনের এবং নীজের এই চারিজনের প্রতি সমচিত্ততাদ্বারা সীমা সম্ভেদ করিয়া, সেই নিমিত্ত আসেবন্ত ভাবন্ত বহুলীকরন্ত মৈত্রীতে উক্ত নয়েই ত্রিক চতুষ্ক ধ্যানবশেই অর্পণা বর্দ্ধন কর্ত্তব্য। তারপর পঞ্চ আকারে অনবধিতঃ স্ফুরণা, সপ্ত আকারে অবধিতঃ স্ফুরণা, দশ আকারে দিশা স্ফুরণা এই সকল বিকরণা ও সুখে শয়ন ইত্যাদি আনিসংশ, মৈত্রীতে উক্ত নয়েই বিদিতব্য।

ইহা মুদিতা ভাবনার বিস্তার কথা।

৪। উপেক্ষা ভাবনা।

উপেক্ষা ভাবনা ভাবনাকামী মৈত্রী আদিতে প্রতিলব্ধ-মিত্র চতুষ্ক-ধ্যান দ্বারা প্রগুণ তৃতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া 'সুখিত হউক' ইত্যাদি বশে সত্ত্বের ক্লেশ

মনসিকার যুক্ত হেতু, প্রতিঘানুশয়সমীপচারিতা বশতঃ ও সৌমনস্য যোগে স্থূলহেতু পূর্ব্ব গুলিতে আদীনব, এবং শান্তভাব হেতু উপেক্ষায় আনিসংশও দেখিয়া যে স্বভাবতঃ মধ্যস্থ পুদ্গল তাহাকে অধ্যুপেক্ষা করিয়া উপেক্ষা উৎপাদন কর্ত্তব্য। তার পর প্রিয় পুদ্গলাদির প্রতি। ইহা উক্ত হইয়াছে "কিরূপে ভিক্ষু উপেক্ষাসহগত চিত্তদ্বারা এক দিশা স্ফুরণ করিয়া বিহার করে? যেমন এক পুদ্গলকে মনাপও নহে, অমনাপও নহে দেখিয়া উপেক্ষক হয়, সেইরূপ সর্ব্ব সত্ত্বকে উপেক্ষাদ্বারা স্ফুরণ করে। তাই উক্ত নয়ে মধ্যস্থ পুদ্গলের প্রতি উপেক্ষা উৎপাদন করিয়া, পরে প্রিয় পুদ্গলে, তারপর শোণ্ড সহায়কে, তার পর বৈরীর প্রতি, এইরূপে তিন জনের প্রতি এবং নিজের প্রতি সর্ব্বত্র মধ্যস্থ বশে সীমা সম্ভেদ করিয়া সেই নিমিত্ত আসেবন কর্ত্তব্য, ভাবনা কর্ত্তব্য, বহুলী কর্ত্তব্য।

এইরূপ করাতে তাহার পৃথিবীকৃৎস্নে উক্ত নয়েই চতুর্থ-ধ্যান উৎপন্ন হয়। ইহা পৃথিবীকৃৎস্নাদিতে উৎপন্ন-তৃতীয় ধ্যানলাভীর ও উৎপন্ন হয়, না উৎপন্ন হয় না? উৎপন্ন হয় না। কেন? আলম্বন বিস-ভাগতায় দরুণ। মৈত্রী আদিতে উৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান লাভীরই উৎপন্ন হয়, আলম্বন সভাগতার দরুণ।

তার পর বিকুব্বনা (বিকরণা) ও আনিসংশ প্রতিলাভ মৈত্রীতে উক্ত নয়েই বিদিতব্য।

ইহা উপেক্ষা ভাবনার বিস্তার কথা।

৫। প্রকীর্ণক কথা।

ব্রহ্মুত্তমেন কথিতে ব্রহ্মবিহারে ইমে ইতি বিদিত্বা,
ভীয়্যো এতেসু অয়ং পকিণ্ণকথাপি বিঞ্ঞেয়্যা।

ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক কথিত ব্রহ্মবিহার এই সকল বলিয়া জানিয়া ইহাদের আরও প্রকীর্ণকা কথাও বিজ্ঞেয়। এই সকল মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার মধ্যে অর্থতঃ "মেজ্জতীতি মেত্তা" (মিদ ধাতুর অর্থ স্নেহকরা) 'মেজ্জতি' অর্থ স্নেহ করে। অথবা মিত্রে ভবা, মিত্রের ইহা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া মৈত্রী।

পরদুঃখ থাকিলে সাধুদিগের হৃদয় কম্পন করে বলিয়া করুণা। অথবা পরদুঃখ কিণে, হিংসা করে, বিনাশ করে বলিয়া করুণা। স্ফুরণ বশে দুঃখিত-গণকে 'কিরিয়তি' (ক্রিয়া করে) প্রসার করে বলিয়া করুণা। তৎসমঙ্গী তাহাদ্বারা মোদনকরে, স্বয়ং বা মোদন করে, মোদনমাত্রই বা তাহা মুদিতা। অবৈরী হউক ইত্যাদি ব্যাপার প্রহাণদ্বারাও মধ্যস্থভাব উপগমনদ্বারা উপেক্ষা করে বলিয়া উপেক্ষা।

লক্ষণাদিতঃ—অত্র হিতকার প্রবর্ত্তি-লক্ষণা মৈত্রী, হিতউপসংহার ইহার রস, আঘাত বিনয় প্রত্যুপস্থান, সত্ত্বগণের মনাপভাবদর্শন পদস্থান। ব্যাপাদ উপশম ইহার সম্পত্তি, স্নেহ সম্ভব ইহার বিপত্তি।

দুঃখাপনয়নাকার প্রবর্ত্তিত-লক্ষণা করুণা, পরদুঃখাসহন ইহার রস, অবিহিংসা, প্রত্যুপস্থান, দুঃখাভিভূতগণের অনাথভাবদর্শন পদস্থান। বিহিংসা উপশম ইহার সম্পত্তি, স্নেহসম্ভব বিপত্তি।

প্রমোদনলক্ষণা মুদিতা, ঈর্ষা না করা রস, অরতি বিঘাত প্রত্যুপস্থান, সত্ত্বগণের সম্পত্তিদর্শন পদস্থান। অরতি উপশম তাহার সম্পত্তি, প্রহাসসম্ভব বিপত্তি।

সত্ত্বগণের প্রতি মধ্যস্থাকার প্রবর্ত্তি-লক্ষণা উপেক্ষা, সত্ত্বগণের প্রতি সমভাব দর্শন রস, প্রতিঘানুনয়-ব্যুপশম প্রত্যুপস্থান, সত্ত্বগণ কর্ম্মস্বক, তাহারা কাহার রুচিতে সুখিত হইবে না, দুঃখ হইতেও মুক্ত হইবে না বা প্রাপ্তসম্পত্তি হইতে পরিহীন হইবে না, এইরূপ প্রবর্ত্তিত কর্ম্মস্বকত্ব দর্শন ইহার পদস্থান। প্রতিঘানুনয় ব্যুপশম তাহার সম্পত্তি, গৃহসিক (সাংসারিক) অজ্ঞান উপেক্ষার সম্ভব বিপত্তি।

এই চারি ব্রহ্মবিহারের বিদর্শনাসুখ ও ভব সম্পত্তি সাধারণ প্রয়োজন, ব্যাপাদ প্রতিঘাত আবেণিক (বিশেষ)। অত্র মৈত্রীর প্রয়োজন ব্যাপাদ প্রতিঘাত। বিহিংসা-অরতি-রাগ প্রতিঘাত প্রয়োজন অপর গুলির। ইহা উক্ত হইয়াছে :—আবুসো, এই যে মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি ইহা ব্যাপাদের নিঃসরণ।···এই যে করুণা চিত্ত বিমুক্তি ইহা বিহিংসার নিঃসরণ।······এই যে মুদিতা চিত্ত বিত্তবিমুক্তি ইহ অরতির নিঃসরণ।······এই যে উপেক্ষা চিত্তবিমুক্তি ইহা রাগের নিঃসরণ।

অত্র এক একের আসন্ন ও দূর বশে দুই দুই প্রত্যর্থী (শত্রু)। মৈত্রী ব্রহ্ম বিহারের কোন পুরুষের সমীপচারী সপত্ন (শত্রু) সদৃশ গুণ দর্শন সভাগতায় রাগ

আসন্ন প্রত্যর্থী। তাহা সহজেই অবকাশ পায়। তাই তাহা হইতে ভাগরূপে মৈত্রী রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পুরুষের পর্ব্বত গহনাশ্রিত সপত্ন (শত্রু) সদৃশ সভাগবিসভাগতায় ব্যাপাদ দূরপ্রত্যর্থী। তাই তাহা হইতে নির্ভয়ে মৈত্রী কর্ত্তব্য। মৈত্রী করিবে ও কোপ (ক্রোধ) করিবে ইহা অস্থান (অসম্ভব)।

করুণা ব্রহ্ম বিহারের- চক্ষুবিজ্ঞেয় ইষ্ট কান্ত প্রিয় মনাপ মনোরম লোকামীষপ্রতি সংযুক্ত রূপ সমূহের অপ্রতিলাভ অপ্রতিলাভতঃ সমনুদর্শন করাতে, অথবা পূর্ব্বে প্রতিলব্ধপূর্ব্ব অতীত নিরুদ্ধ বিপরিণতঃ সমনুস্মরণ করাতে দৌর্ম্মনস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে যে দৌর্ম্মনস্য, ইহাকে বলে গৃহসিত (গৃহাশ্রিত) দৌর্ম্মনস্য ইত্যাদি নয়ে আগত গৃহসিত দৌর্ম্মনস্য বিপত্তিদর্শন সভাগতায় আসন্ন প্রত্যর্থী। সভাগবিসভাগতায় বিহিংসা দূর প্রত্যর্থী। তাই তাহাহইতে নির্ভয়ে করুণা কর্ত্তব্য। করুণা ও করিবে, পাণী ইত্যাদি দ্বারা হিংসা ও করিবে ইহা অস্থান (অসম্ভব)।

মুদিতা ব্রহ্ম বিহারের—চক্ষুবিজ্ঞেয় ইষ্ট···পে···লোকামিষ প্রতিসংযুক্ত রূপ সমূহের প্রতিলাভ প্রতিলাভতঃ সমনুদর্শন করাতে, বা পূর্ব্বে অতীত নিরুদ্ধ বিপরিণত সমনুস্মরণ করাতে সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এইরূপ যে সৌমনস্য ইহাকে বলে গৃহাশ্রিত সৌমনস্য ইত্যাদি নয়ে আগত গৃহসিত সৌমনস্য সম্পত্তিদর্শন সভাগতায় আসন্ন প্রত্যর্থীক। সভাগবিসভাগতায় অরতি দূর প্রত্যর্থীক। তাই তাহা হইতে নির্ভয়ে মুদিতা ভাবেতব্য। প্রমুদিত ও হইবে, প্রান্তশয়নাসন ও অধিকুশল ধর্ম্মে উৎকণ্ঠিত হইবে ইহা অস্থান (অসম্ভব)।

উপেক্ষা ব্রহ্ম বিহারের—চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিয়া বাল মূঢ় পৃথক্‌জন অনবধিজিন-অবিপাকজিন (১), অনাদীনবদর্শী অশ্রুতবান পৃথকজনের উপেক্ষা উৎপন্ন হয়। এইরূপ যে উপেক্ষা তাহা রূপ অতিবর্ত্তন করে না। তাই সে উপেক্ষা গৃহাশ্রিত বলিয়া কথিত ইত্যাদি প্রকারে আগতা গৃহাশ্রিতা অজ্ঞানোপেক্ষা দোষ গুণ বিচারণ বশে সভাগহেতু আসন্ন প্রত্যর্থীক। সভাগ বিসভাগতায় রাগ-প্রতিঘ দূর প্রত্যর্থী। তাই তাহা হইতে নির্ভয়ে উপেক্ষা কর্ত্তব্য। উপেক্ষা ও করিবে, রজঃ যুক্ত হইবে ও প্রতি হনন করিবে ইহা অস্থান (অসম্ভব)।

এই সকলের করণকামাতা ছন্দ আদি, নীবরণাদি বিক্ষম্ভন মধ্য, অর্পণা পর্য্যবসান। প্রজ্ঞাপ্তিধর্ম্ম বশে এক সত্ব বা অনেক সত্ব আলম্বন। উপচার বা অর্পণা প্রাপ্ত হইলে আলম্বন বর্দ্ধন।

অত্র এই বর্দ্ধন ক্রম—যথা কুশল কর্ষক কর্ষিতব্য স্থান পরিচ্ছিন্ন করিয়া কর্ষণ করে, সেইরূপ প্রথমে এক আবাস পরিছিন্ন করিয়া তত্র সত্ত্ব সমূহে এই আবাসে সত্ত্বগণ অবৈরী হউক আদি নয়ে মৈত্রী ভাবনা কর্ত্তব্য। তত্র চিত্ত মৃদু ও কর্ম্মনীয় করিয়া দুই আবাস পরিছিন্ন কর্ত্তব্য। তার পর অনুক্রমে তিন চারি পঞ্চ ছয় সাত আট নয় দশ, এক রাস্তা উপার্দ্ধ গ্রাম, জনপদ, রাজ্য, একা দিশা এইরূপে এক চক্রকাল পর্য্যন্ত তাহা হইতেও বা অধিক তত্র তত্র সত্ত্ব গণের প্রতি মৈত্রী ভাবনা কর্ত্তব্য। তথা করুণাদি। ইহা অত্র আলম্বনবর্দ্ধন ক্রম।

যথা কৃৎস্ন সমূহের নিস্যন্দ আরূপ্য, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনের নিস্যন্দ (ফল) সমাধি, ফলসমাপত্তির নিস্যন্দ (ফল) বিদর্শনা, নিরোধ সমাপত্তির শমথ বিদর্শনা নিস্যন্দ, সেইরূপ পূর্ব্ব ব্রহ্মবিহার ত্রয়ের নিস্যন্দ উপেক্ষা ব্রহ্মবিহার। যথা স্তম্ভ না উঠাইয়া তাল সংঘাটক আরোপণ করিয়া আকাশে কুটগোপানসী স্থাপন করিতে অসমর্থ সেইরূপ পূর্ব্ব তৃতীয়াধ্যান বিনা চতুর্থ ভাবনা করিতে সক্ষম নহে।

অত্র যদি কাহারও সন্দেহ থাকে—কেন এই সকল মৈত্রী, করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা ব্রহ্ম বিহার বলিয়া উক্ত হয়? কেবল চারিটী বা কেন? ইহাদের ক্রম কি? অভিধর্ম্মে ও অপ্রমাণ্য বলিয়া কেন উক্ত?

উত্তরে বলা হয়—আদৌ শ্রেষ্ঠ অর্থে ও নির্দ্দোষভাবে অত্র ব্রহ্মবিহারতা বিদিতব্যা। সত্ত্বগণে সম্যক প্রতিপত্তি ভাবে ইহারা শ্রেষ্ঠ বিহার। যেমন ব্রহ্মাগণ নির্দ্দোষ চিত্তে বিহার করেন সেইরূপ এই সকল দ্বারা সম্প্রযুক্ত যোগী ব্রহ্মসম হইয়া বিহার করে বলিয়া শ্রেষ্ঠার্থে এবং নির্দ্দোষভাবে ব্রহ্ম বিহার বলিয়া উক্ত হয়।

কেন কেবল চাবিটী এই প্রশ্নের এই বিসর্জ্জন (উত্তর)।

বিসুদ্ধি মগ্গাদিবসা চতস্সো
হিতাদি আকারবসা পনাযং,
কামো পবত্তন্তি চ অপ্পমাণে
তা গোচরে যেন তদপ্পমঞ্ঞা।

বিশুদ্ধিমার্গাদি বশে ও হিতাদি আকার বশে এই চারিটী ক্রম অপ্রমাণ্য গোচরে প্রবর্ত্তন করে বলিয়া অপ্রমাণ্য বলিয়া কথিত।

ইহাদের মধ্যে মৈত্রী যেহেতু ব্যাপাদ বহুলের, করুণা বিহিংসা

বহুলের, মুদিতা অরতি বহুলের, উপেক্ষা গারব বহুলের বিশুদ্ধিমার্গ, যেহেতু হিতোপসংহার ও অহিতাপনয়ন-সম্পত্তি-মোদন-অনাভোগ বশে সত্ত্বগণের প্রতি মনসিকার চতুর্ব্বিধ এবং যেহেতু মা'। তরুণ-গ্লান যৌবনপ্রাপ্ত-স্বকৃত্যপ্রসূত চারিজন পুত্রের মধ্যে তরুণের অভিবৃদ্ধি কামা হইয়া থাকে, গ্লানের (পীড়িতের) রোগাপনয়ন কামা, যৌবন প্রাপ্তের যৌবন সম্পত্তির চিরস্থিতি কামা, সকৃত্যপ্রসূতের জন্য কোন পর্য্যায়ে (প্রকারে) ব্যাপৃতা হইয়া থাকে (ব্যস্তা হয়) না, অপ্রমাণ্য বিহারিকেরও সর্ব্বসত্ত্বে মৈত্রী আদি বশে (তথা) সেইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য। সেইহেতু এই বিশুদ্ধমার্গাদি বশে চারিটী অপ্রমাণ্য। যেহেতু এই চারিটী ভাবনা করিতে ইচ্ছুক যোগীর প্রথমে হিতাকার প্রবর্ত্তি বশে, সত্ত্বগণের প্রতি আচরণ করিতে হয় (প্রতিপাদন করিতে হয়), তাই হিতাকার প্রবর্ত্তিলক্ষণা মৈত্রী।

তারপর প্রার্থিতহিত প্রাণীদের দুঃখাভিভবন দেখিয়া শুনিয়া বা সম্ভাব না জানিয়া দুঃখাপনয়নাকার প্রবর্ত্তি বশে (আচরণ করিতে হয়), তাই দুঃখাপনয়নাকার প্রবর্ত্তি লক্ষণা করুণা।

অথ এইরূপে প্রার্থিতহিত প্রার্থিত দুঃখাপগম সত্ত্বগণের (তাহাদের) সম্পর্ত্তি দেখিয়া সম্পর্ত্তি প্রমোদন বশে আচরণ করিতে হয়। তাই প্রমোদন লক্ষণা মুদিতা।

তারপর কর্ত্তব্যাভাব বশতঃ অধ্যোপেক্ষকাখ্য সংখ্যাত মধ্যস্থাকার বশে আচরণ করিতে হয়, তাই মধ্যস্থাকার প্রবর্ত্তি লক্ষণা উপেক্ষা। সেইকারণে হিতাদি আকার বশে এই মৈত্রী প্রথমে বলা হইয়াছে। তারপর করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এইক্রম বিদিতব্য।

যেহেতু ইহারা সকলে অপ্রমাণ গোচরে প্রবর্ত্তিত হয়, অপ্রমাণ সত্ত্বগণ ইহাদের গোচরীভূত, এক সত্ত্বের প্রতি বা এতদূর প্রদেশে মৈত্রী আদি ভাবনা কর্ত্তব্য এইরূপ প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া সমস্ত স্ফুরণ বশেই ইহারা প্রবর্ত্তিত হয়। তাই উক্ত

(১) অনবধিজিন—অনোধিজিন—অবধিতঃ ক্লেশসমূহ জয় করিয়াছেন বলিয়া শৈক্ষ্য (সকৃথা) গণ অনবধিজিন। সুতরাং পৃথকজনই অনবধিজিন।

অবিপাকজিন—সপ্তম ভবাদি হইতে ঊর্দ্ধে প্রবর্ত্তমান বিপাক জয় করিয়াছেন বলিয়া বিপাকজিন অর্হৎ। সুতরাং অবিপাক জিন অর্হৎ নহে।

বিসুদ্ধি মগ্‌গাদিবসা চতস্‌সো,

তা গোচরে যেন তদগ্‌গমঞ্ঞান্তি।

এইরূপে অপ্রমাণ গোচরতায় দরুণ লক্ষণ এক হইলেও ইহাদের পূর্ব্ব তিনটী ত্রিক চতুষ্কধ্যানিকই হইয়া থাকে। কি কারণে? সৌমনস্যাবিপ্রয়োগ হেতু কেন ইহা সৌমনস্য হইতে অবিপ্রয়োগ? দৌর্ম্মনস্য সমুত্থিত ব্যাপাদাদির নিঃসরণহেতু। শেষটী (উপেক্ষা) অবশেষ এক (পঞ্চম) ধ্যানিকই। কেন? উপেক্ষাবেদনা সম্প্রযোগ বশতঃ। সত্ত্বগণের প্রতি মধ্যস্থাকার প্রবর্ত্তনকারিণী ব্রহ্মবিহার-উপেক্ষা-উপেক্ষা বেদনা বিনা থাকে না।

যে কিন্তু এইরূপ বলেঃ—যেহেতু ভগবান কর্ত্তৃক অট্ঠক (অষ্টক) নিপাতে চারি অপ্রমাণ্য অবিশেষে উক্ত—"তারপর" তুমি ভিক্ষু এই সবিতর্ক সবিচার সমাধি ভাবনা করিও, অবিতর্ক বিচার মাত্র ভাবনা করিও, অবিতর্ক অবিচার ভাবনা করিও, সপ্রীতিক ভাবনা করিও, নিষ্প্রীতিক ভাবনা করিও, সুখসহাগত ভাবনা করিও, উপেক্ষাসহাগত ভাবনা করিও।" তাই চারি অপ্রমাণ্যও চতুষ্ক পঞ্চকধ্যানিক। তাহাকে বলা উচিত যে এইরূপ নহে। এরূপ হইলে কায়ানুদর্শনাদি ও চতুষ্ক পঞ্চকধ্যানিকই হইত। বেদনাদিতে প্রথম ধ্যান ও নাই, কোথায় দ্বিতীয়াদি? তাই ব্যঞ্জন ছায়া মাত্র গ্রহণ করিয়া ভগবানকে নিন্দা (অভ্যাচিক্ষণ) করিও না। বুদ্ধ বচন গম্ভীর। আচার্য্যকে পর্য্যুপাসনা করিয়া তাহার অর্থ গ্রহণ কর্ত্তব্য। তত্র এই অভিপ্রায় (অর্থ)।—"সাধু ভন্তে ভগবান, আমাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধর্ম্ম দেশনা করুন। আমি ভগবানের ধর্ম্ম শুনিয়া একাকী ব্যুপকৃষ্ট অপ্রমত্ত আতাপী প্রেষিতাত্ম বিহার করিব" এইরূপ প্রার্থিতধর্ম্মদেশন সেই ভিক্ষুকে যেহেতু সে যথা পূর্ব্বে তথা ধর্ম্ম শুনিয়া তত্রৈব বাস করে, শ্রমণ-ধর্ম্ম করিতে যায় না, সেই হেতু তাহাকে ভগবানঃ—"সেইরূপ ইহ কোন কোন মোঘপুরুষ আমাকেও অধ্যেষণ করে, ধর্ম্ম ভাষণ করিলেও (বলিলেও) আমাকেই অনুবন্ধন (অনুসরণ) কর্ত্তব্য মনে করে" এইরূপে অপসাদন করিয়া পুনঃ যেহেতু সে অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন (লক্ষণ যুক্ত), সেহেতু তাহাকে অববাদ (উপদেশ) প্রদান করিয়া "তাই ভিক্ষুগণ, ইহ এইরূপ শিক্ষিতব্যঃ— আমার চিত্ত অধ্যাত্মে স্থিত হইবে, সুস্থিত, উৎপন্ন পাপক অকুশল ধর্ম্ম চিত্ত

পর্য্যাদান করিয়া থাকিবেনা"। হে ভিক্ষু তোমার এইরূপ শিক্ষাকরা উচিত। এই অববাদ দ্বারা নিয়ক অধ্যাত্ম বশে চিত্তৈকাগ্রতামাত্র মূল সমাধি উক্ত।

তারপর ইহাতেও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত না হইয়া এইরূপে সে সমাধি বর্দ্ধন কর্ত্তব্য বলিয়া দর্শাইতে—"যেহেতু হে ভিক্ষু তোমার অধ্যাত্ম চিত্ত স্থিত সুসংস্থিত হইয়া থাকে, উৎপন্ন পাপক অকুশল ধর্ম্ম চিত্ত পর্য্যাদায় করিয়া থাকে না, সেহেতু হে ভিক্ষু, তোমার এইরূপ শিক্ষা কর্ত্তব্য—আমার মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি ভাবিতা হইবে, বহুলীকৃতা যানীকৃতা বস্তুকৃতা অনুষ্ঠিতা পরিচিতা সুসমারব্ধা। হে ভিক্ষু, তোমার এইরূপ শিক্ষা কর্ত্তব্য।" এইরূপে ইহাকে মৈত্রী বশে ভাবনা বলিয়া পুনঃ"যেহেতু হে ভিক্ষু,তোমার এই সমাধি এইরূপে ভাবিত হয় বহুলীকৃত, তারপর তুমি হে ভিক্ষু, এই সমাধি সবিতর্ক সবিচার ভাবনা করিবে, উপেক্ষা সহাগতও ভাবনা করিবে" উক্ত। তাহার অর্থ—যদা, হে ভিক্ষু, তোমার এই মূল সমাধি এইরূপ মৈত্রীবশে ভাবিত হয়, তদা তুমি তাহাতেই তুষ্টি প্রাপ্ত না হইয়া, এই মূল সমাধি অন্য আলম্বন সমূহেও চতুষ্ক পঞ্চক ধ্যান সমূহ প্রাপয়মান সবিতর্ক ও সবিচার ইত্যাদি নয়ে ভাবনা করিও। এইরূপ বলিয়া পুনঃ করুণাদি অবশেষ ব্রহ্মবিহার পূর্ব্বগামিনী ভাবনা অন্য আলম্বন সমূহেও চতুষ্ক পঞ্চক ধ্যান বশে (ভাবনা) করিও বলিয়া দর্শাইতে "যেহেতু হে ভিক্ষু, তোমার এই সমাধি এইরূপ ভাবিত হয়, বহুলীকৃত, সেহেতু হে ভিক্ষু, তোমার এইরূপ শিক্ষা কর্ত্তব্য,—আমার করুণা-চিত্ত বিমুক্তি" ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এইরূপে মৈত্রী. পূর্ব্বগামিনী ভাবনা চতুষ্ক পঞ্চক ধ্যান বশে দর্শাইয়া পুনঃ কায়ানুদর্শানাদি পূর্ব্বগামিনী দর্শাইতে—যেহেতু হে ভিক্ষু, তোমার এই সমাধি এইরূপে ভাবিত হয়, বহুলীকৃত, তার পর তোমার, হে ভিক্ষু, এইরূপ শিক্ষা কর্ত্তব্য।—"কায়ে কায়ানুদর্শী বিহার করিব" ইত্যাদি বলিয়া "যেহেতু তোমার, হে ভিক্ষু, এই সমাধি এইরূপ ভাবিত হইবে সুভাবিত, তারপর তুমি, ভিক্ষু, যেখানে যেখানে যাইবে সুখেই যাইবে, যেখানে যেখানে স্থিত হইবে সুখেই থাকিবে, যত্র যত্র বসিবে সুখেই (ফাসু) বসিবে, যেখানে যেখানে শয়ন করিবে সুখেই শয়ন করিবে" এই বলিয়া অর্হত্ব কুটে (অর্হত্বে তুলিয়া) দেশনা সমাপন করিলেন। তাই মৈত্রী আদি ত্রিক চতুষ্ক ধ্যানিক, কিন্তু উপেক্ষা অবশেষ এক ধ্যানিকা বিদিতব্যা। তথাই অভিধর্ম্মেও বিভক্ত।

এইরূপ ত্রিক চতুষ্ক ধ্যানবশে ও অবশেষ একধ্যানবশে দুইভাগে স্থিত ইহাদের শুভপরমাদি বশে পরস্পরের অসদৃশ আনুভাব বিশেষ বিদিতব্য। 'হলিদ্দ-বসন-সুত্তে' শুভপরমাদি ভাবে বিশেষ করিয়া ইহারা কথিত (উক্ত)। যথা বলা হইয়াছে "হে ভিক্ষুগণ, আমি মৈত্রী চিত্তবিমুক্তিকে শুভপরমা বলিতেছি··· করুণাচিত্তবিমুক্তিকে আমি আকাশানন্ত্যায়তনপরমা বলিতেছি······মুদিত চিত্তবিমুক্তিকে, হে ভিক্ষুগণ, আমি বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনপরমা বলিতেছি। উপেক্ষা চিত্তবিমুক্তিকে আমি অকিঞ্চন্যায়তনপরমা বলিতেছি।"

কেন ইহারা এইরূপ উক্ত? সেই সেইটীর উপনিশ্রয় বলিয়া। মৈত্রী বিহারীর সত্ত্বগণ অপ্রতিকুল হয়। অথ ইহার অপ্রতিকুল পরিচয় হেতু অপ্রতিকুল নীলাদি পরিশুদ্ধ বর্ণে সমূহে চিত্ত উপসংহরণ করাতে অল্পকষ্টে তাহাতে চিত্ত প্রস্কন্দন করে। অতএব মৈত্রী শুভ বিমোক্ষের উপনিশ্রয় হইয়া থাকে। তাহারা পর নহে। তাই শুভপরমা বলিয়া উক্ত।

করুণাবিহারীর রূপনিমিত্ত দণ্ডাভিঘাতাদি দুঃখ প্রাপ্ত সত্ত্ব সমনুদর্শকের করুণার প্রবর্ত্তি সম্ভব বলিয়া রূপে আদীনব সুপরিবিদিত হয়। অথ ইহার সুপরিবিদিত রূপাদীনবহেতু পৃথিবী কৃৎস্নাদির অন্যতর উদ্‌ঘাটন করিয়া রূপনিঃসরণ জন্য আকাশে চিত্ত উপসংহরণ করাতে অল্প কষ্টেই তত্র চিত্ত প্রস্কন্দিত হয়। অতএব করুণা আকাশনন্ত্যায়তনের উপনিশ্রয় হয়। তাহার পর নহে। তাই আকাশানন্ত্যায়তনপরমা বলিয়া উক্ত।

কিন্তু মুদিতা-বিহারীর সেই সেই প্রামোদ্য কারণে উৎপন্ন প্রামোদ্যযুক্ত-সত্ত্বগণের বিজ্ঞান সমনুদর্শনের মুদিতার প্রবর্ত্তি সম্ভব বলিয়া চিত্ত বিজ্ঞান গ্রহণে পরিচিত হইয়া থাকে। অথ অনুক্রমাধিগত আকাশানন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া আকাশ-নিমিত্ত-গোচর বিজ্ঞানে চিত্ত উপসংহরণ করাতে অল্প কষ্টেই তত্র চিত্ত প্রস্কন্দিত হয়" বলিয়া মুদিতা বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনের উপনিশ্রয় হইয়া থাকে, তাহার পর নহে। তাই বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনপরমা বলিয়া উক্ত।

উপেক্ষা বিহারীর—"সত্ত্ব সুখিত বা হউক, দুঃখ হইতে বা মুক্ত হউক, সম্প্রাপ্ত সুখ হইতে বা বিমুক্ত হউক তজ্জন্য আভোগের অভাব বশতঃ, সুখদুঃখাদি পরমার্থগ্রাহ-বিমুখভাব বশতঃ চিত্ত অবিদ্যমান গ্রহণ-দুঃখযুক্ত হইয়া থাকে। অথ ইহার পরমার্থগ্রাহ হইতে বিমুখভাবের সহিত পরিচিত চিত্তের পরমার্থতঃ

অবিদ্যমানগ্রহণ-দুঃখযুক্ত চিত্তের ও অনুক্রমাধিগত বিজ্ঞানস্থায়তন সমতিক্রম করিয়া স্বভাবতঃ অবিদ্যমান পরমার্থভূত বিজ্ঞানের অভাবে চিত্ত উপসংহরণ করাতে অল্পকষ্টেই তত্র চিত্ত প্রস্কন্দন করে। অতএব উপেক্ষা আকিঞ্চন্যায়তনের উপনিশ্রয় হয়, তারপর নহে। তাই আকিঞ্চন্যায়তনপরমা বলিয়া উক্ত।

এইরূপে শুভপরমাদি বশে ইহাদের আনুভাব বিদিত হইয়া পুনঃ এই সকল দানাদি সর্ব্বকল্যাণ ধর্ম্ম সমূহের পরিপূরক বলিয়া জ্ঞাতব্য। সত্ত্বগণের প্রতি হিতাধ্যাশয়তায়, সত্ত্বগণের দুঃখাসহনতায়, সত্ত্বসম্পত্তি বিশেষের চিরস্থিতিকামতায় ও সর্ব্বসত্ত্বে পক্ষপাতাভাবে সমপ্রবর্ত্তিতচিত্ত মহাসত্ত্বগণ:—"ইহাকে দাতব্য, ইহাকে দাতব্য নহে," এইরূপ বিভাগ না করিয়া সর্ব্বসত্ত্বের সুখনিদান দান দিয়া থাকেন, তাহাদের উপঘাত পরিবর্জ্জয়ন্ত শীল সমাদান করেন, শীল পরিপূরণার্থ নৈষ্ক্রম্য ভজনা করেন, সত্ত্বগণের হিতাহিতে অসম্মোহার্থ প্রজ্ঞা পরিশুদ্ধ (পর্য্যাবদাত) করেন, সত্ত্বগণের হিত সুখার্থীয় নিত্য বীর্য্য আরম্ভ করেন, উত্তম বীর্য্যবশে বীরভাব প্রাপ্ত হইয়াও সত্ত্বগণের নানাপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন:— "ইহা তোমাদের দিব, (তোমাদের জন্য) করিব" বলিয়া "কৃত প্রতিজ্ঞা বিসংবাদ করেন না (ভঙ্গ করে না), তাহাদের হিতসুখার্থ অবিচলাধিষ্ঠান হন, তাহাদের প্রতি অবিচলা মৈত্রীদ্বারা পূর্ব্বকারী হন, উপেক্ষা বশতঃ প্রত্যুপকার আশা করেন না। এইরূপে পারমী সকল পূর্ণ করিয়া দশ-বল, চারি বৈশারদ্য, ছয় অসাধারণ জ্ঞান, অষ্টাদশ বুদ্ধধর্ম্ম প্রভেদ কল্যাণ ধর্ম্ম সকল পরিপূর্ণ করেন। এইরূপে ইহারাই দানাদি সর্ব্বকল্যাণ ধর্ম্ম পরিপূরক হইয়া থাকে।

সাধুজন প্রামোদ্যার্থে কৃত বিশুদ্ধিমার্গে সমাধি ভাবনাধিকারে
ব্রহ্মবিহার-নির্দ্দেশ নামক নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

আরূপ্য নির্দ্দেশ।

১। আকাশানন্ত্যায়তন-কর্ম্মস্থান।

ব্রহ্মবিহারানন্তর উদ্দিষ্ট চারি আরূপ্যের মধ্যে প্রথম আকাশানন্ত্যায়তন ভাবনাকামী—রূপের নিমিত্ত দণ্ডাদান, শস্ত্রাদান, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদ সমূহ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আরূপ্যে ইহা একেবারেই নাই" এইরূপে রূপের আদীনব জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া রূপ সমূহেরই নির্ব্বিদার জন্য , বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়। এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে এই সকল দণ্ডদানাদির ও চক্ষু-কর্ণের রোগাদি আবাধ সহস্রের বশে করজরূপে আদীনব দেখিয়া তাহার সমতিক্রমের জন্য, পরিচ্ছিন্ন আকাশ কৃৎস্ন ব্যতীত, নব পৃথিবী কৃৎস্নাদির অন্যতরে চতুর্থ ধ্যান উৎপাদন করে।

তাহার যদিও রূপবচর চতুর্থ ধ্যানবশে করজরূপ অতিক্রান্ত হয়, তথাপি কৃৎস্নরূপও যেহেতু তৎপ্রতিভাগই (তাহার মতই) সেহেতু তাহাও সমতিক্রমণ কামী হয়। কিরূপে ? যথা অহিভীরুক পুরুষ অরণ্যে সর্পকর্ত্তৃক অনুবন্ধ হইয়া বেগে পলায়ন করিয়া পলায়ন স্থানে লেখাচিত্র তালপর্ণ বা বল্লী বা রজ্জু বা ফাটা পৃথিবীতে ফাটা ফাঁক দেখিয়া ভয় করে, ও উত্রস্ত হয়, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে না; যথা অনর্থকারী বৈরী পুরুষ সহিত একগ্রামে বসমান পুরুষ তাহা দ্বারা বধ, বন্ধন, গৃহ জ্বালানাদি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া অন্য গ্রামে বাস করিবার জন্য গিয়া, তথায় ও বৈরীর সহিত সমান-রূপ-শব্দ-সমুদাচার (বৈরীর ন্যায় রূপ-শব্দ প্রবর্ত্তি-সম্পন্ন) পুরুষকে দেখিয়া ভয়করে, উত্রস্ত হয়, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হয় না। তত্র ইহা উপমা সংসন্দন (উপমা মিলান)—সেই সকল পুরুষের অহি· অথবা বৈরী কর্ত্তৃক উপদ্রব কাল সদৃশ ভিক্ষুর আলম্বন বশে করজরূপসমঙ্গী কাল, তাহাদের বেগেতে পলায়ন করিয়া অন্যগ্রাম-গমন সদৃশ ভিক্ষুর রূপাবচর চতুর্থ ধ্যান বশে করজ-রূপ-সমতিক্রমণ কাল; তাহাদের

পলায়ন স্থান অন্যগ্রামে লেখাচিত্র তালপর্ণাদি এবং বৈরী সদৃশ পুরুষ দেখিয়া ভয়-সন্ত্রাস-অদর্শন কামতা সদৃশ ভিক্ষুর কৃৎস্নরূপ, তৎপ্রতিভাগকে ও ইহা বলিয়া ধারণা করিয়া তাহাও সমতিক্রমকরণ কামতা। শুকরাভিহত-সুনখ-পিশাচ-ভীরুকাদিও অত্র উপমা বিদিতব্য।

এইরূপে সে চতুর্থ ধ্যানের আলম্বন ভূত সেই কৃৎস্নরূপ হইতে নির্ব্বিন্ন ও ও ক্রমণকামী হইয়া পঞ্চ আকারে চিন্নবশী হইয়া প্রগুণ-রূপাবচর-চতুর্থধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া—ইহা আমাকর্ত্তৃক নির্ব্বিন্ন রূপকে আলম্বন করে, আসন্ন-সৌমনস্য-প্রত্যর্থী ও শান্ত বিমোক্ষ হইতে অবলারিক (স্থূল) এইরূপে সেই ধ্যানে আদীনব দেখে।

অঙ্গাবলারিকতা কিন্তু অত্র নাই। যথা এই রূপ দুই অঙ্গিক, তথা আরূপ্য সমূহও। সে তত্র এই রূপে আদীনব দেখিয়া নিকন্তি (অপেক্ষা) পরিগ্রহণ করিয়া আকাশানন্ত্যায়তন শান্ততঃ ও অনন্ততঃ মনসি করিয়া চক্রবাল পর্য্যন্ত বা যতদূর ইচ্ছা করে ততদূর কৃৎস্ন বিস্তার করিয়া তদ্বারা স্পৃষ্টাবকাশ "আকাশ, অবকাশ" বা "অনন্ত আকাশ" বলিয়া মনসি করন্ত কৃৎস্ন উদ্‌ঘাটন (অপসারণ) করে। উদ্‌ঘাটন করিতেও চাটাই বা মাদুরের মত (প্রতি সংহরণ করেনা) বেলে না, কড়া বা তাওয়া হইতে পিঠারমত উদ্ধার করে না (তোলে না)। কেবল তাহা আবর্জ্জন করে না, মনসি করে না, প্রত্যবেক্ষণও করে না। অনাবর্জ্জনন্ত অমনসিকরন্ত অপ্রত্যবেক্ষন্ত একাংশেই (সম্পূর্ণরূপে) তাহাদ্বারা পৃষ্টাবকাশ 'আকাশ, আকাশ' মনসি করন্ত কৃৎস্ন উদ্‌ঘাটন (অপনয়ন) করে।

কৃৎস্ন উদ্‌ঘটিয়মান উদ্‌বর্ত্তনও করে না, বিবর্ত্তন ও করে না। কেবল ইহার অমনসিকার ও "আকাশ, আকাশ" বলিয়া মনসিকার প্রতীত্য (বশতঃ) উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। কৃৎস্ন-উদ্‌ঘাটিত-আকাশ মাত্র প্রজ্ঞাপ্ত (দেখা যায়) হয়। কৃৎস্ন-উদ্‌ঘাটি আকাশ, বা কৃৎস্ন-স্পৃষ্ট অবকাশ বা কৃৎস্ন বলিয়া বিবিক্তাকাশ এই সকল একই। সে সেই কৃৎস্ন-উদ্‌ঘাটিত নিমিত্ত "আকাশে, আকাশ" পুনঃ পুনঃ—আবর্জ্জন করে, তর্কাহত বিতর্কাহত করে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ আবর্জ্জন করাতে, তর্কাহত বিতর্কাহত করাতে তাহার নিবারণ সমূহ বিক্ষম্ভন করে, স্মৃতি সংস্থিতা হয়, উপচার দ্বারা চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সে সেই নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আসেবন করে, ভাবে, বহুলী-করে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ আবর্জ্জন করন্ত, মনসি

করস্থ পৃথিবীকৃৎস্নাদি সমূহে রূপাবচর চিত্ত সদৃশ আকাশে আকাশানন্ত্যায়তন চিত্ত প্রাপ্ত হয়। এইখানেও পূর্ব্বভাগে তিন বা চারি জবন উপেক্ষা-বেদনা সম্প্রযুক্ত কামাবচরই হয়, চতুর্থ বা পঞ্চম রূপাবচর।

শেষ পৃথিবীকৃৎস্নে উক্ত প্রকার। এই বিশেষ—যেমন নীলপিলোতিকা বা পীতলোহিতাদির অন্যতর পিলোতিকা দ্বারা যানমুখ, ক্ষুদ্রদ্বারমুখ বা কুম্ভীমুখ বাঁধিয়া প্রেক্ষমান পুরুষ বায়ুবেগে বা অন্য কাহাদ্বারা পিলোতিকা(নেকড়া) অপনীত হইলে শুধু আকাশ মাত্র প্রেক্ষমান (দেখিয়া) স্থিত হয়, সেইরূপ উক্তরূপে উৎপন্ন অরূপারচর চিত্তে সে ভিক্ষু পূর্ব্বে কৃৎস্ন মণ্ডল ধ্যান-চক্ষুদ্বারা প্রেক্ষমান বিহার করিয়া 'আকাশ, আকাশ' এই পরিকর্ম্ম মনসিকার দ্বারা সহসা সেই নিমিত্ত অপনীত হইলে আকাশই প্রেক্ষমান বিহার করে।

এতাবৎ (এই পর্য্যন্ত)-এই যোগী "সব্বসো রূপসঞ্ঞানং সমতিক্কমা, পটিঘ সঞ্ঞানং অথঙ্গমা, নানত্ত সঞ্ঞানং অমনসিকারা অনন্ত আকাসোতি আকাসানঞ্চায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতীতি" বুচ্চতি।

তত্র সব্বাসোতি—সর্ব্বাকার দ্বারা (সর্ব্ব প্রকারে), সকলের বা অনবশেষ-গুলির এই অর্থ।

রূপসঞ্ঞানন্তি—সংজ্ঞাশীর্ষদ্বারা উক্ত অরূপাবচর ধ্যান সমূহের ও তদালম্বন সমূহের। রূপাবচরধ্যান রূপ বলিয়া উক্ত হয়। রূপী রূপানি পস্সতি (রূপী রূপ সমূহ দেখে) ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সমূহে তাহার আলম্বনও "বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি সুবন্ন-দুব্বণ্ণানি" (বাহিরের সুবর্ণ দুর্ব্বর্ণ রূপ সমূহ দেখে) ইত্যাদি দৃষ্টান্তে রূপ বলিয়া উক্ত। তাই এইখানে রূপে সংজ্ঞা রূপসংজ্ঞা, এইরূপে সংজ্ঞাশীর্ষে উক্ত অরূপাবচর ধ্যানের এই অধিবচন। রূপ সংজ্ঞা ইহার রূপসংজ্ঞা, রূপ ইহার নাম বলিয়া উক্ত হয়। পৃথিবী কৃৎস্নাদি ভেদে তদালম্বনের ও এই অধিবচন (নাম) বলিয়া জ্ঞাতব্য।

সমতিক্কমাতি—বিরাগ হেতু ও নিরোধহেতু। কি উক্ত হয়? ইহাদের কুশল-বিপাক-ক্রিয়া বশে পঞ্চদশ ধ্যান সংখ্যাত রূপ-সংজ্ঞার, পৃথিবী কৃৎস্নাদি বশে ইহাদের আলম্বন সংখ্যাত নয় রূপ-সংজ্ঞার সর্ব্বাকারে অনবশেষ রূপসংজ্ঞা সমূহের বিরাগ ও নিরোধ বশতঃ এবং বিরাগহেতু ও নিরোধ হেতু আকাশানন্ত্যায়তন উপসম্পাদন করিয়া বিহার করে। সর্ব্বপ্রকারে অনতিক্রান্তরূপ-সংজ্ঞ ব্যক্তি

ইহা উপসম্পাদন করিতে সক্ষম নহে (রূপ সংজ্ঞা সর্ব্বপ্রকারে অতিক্রম করে নাই এমন ব্যক্তি এই আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান প্রাপ্ত হইতে পারে না)।

তত্র যেহেতু আলম্বনে অবিরক্তের সংজ্ঞা সমতিক্রম হয় না, সংজ্ঞাসমূহ সমতিক্রান্ত হইলে আবলম্বন সমতিক্রান্তই হইয়া থাকে, সেই হেতু আলম্বন সমতিক্রম না বলিয়া "তত্র কতমা রূপসংজ্ঞা ? রূপাবচর সমাপত্তি সমাপন্নের বা উপপন্নের বা দৃষ্ট-ধর্ম্ম-সুখ-বিহারীর যে সংজ্ঞা সঞ্জাননা সঞ্জানিতত্ব ইহারা সংজ্ঞা বলিয়া উক্ত। এই সকল রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রান্ত হয়, বিতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, তাই উক্ত হয় রূপ সংজ্ঞার সর্ব্বপ্রকারে সমতিক্রম বশতঃ। এইরূপে 'বিভঙ্গে' সংজ্ঞা সমূহেরই সমতিক্রম উক্ত। যেহেতু এই সকল সমাপত্তি আলম্বন সমতিক্রম দ্বারা প্রাপ্তব্য, প্রথম ধ্যানাদির ন্যায় এক আলম্বনেই নহে—সেই হেতু আলম্বন সমতিক্রম বশে এই অর্থ বর্ণনা কৃতা বলিয়া বিদিতব্যা। পটিঘসঞ্‌ঞানং অথঙ্গমাতি—চক্ষু আদি বস্তু সমূহের ও রূপাদি আলম্বন সমূহের প্রতিঘাতদ্বারা সমুৎপন্না সংজ্ঞা প্রতিঘসংজ্ঞা। রূপ-সংজ্ঞাদির ইহা অধিবচন। যথা বলা হইয়াছে—তত্র প্রতিঘসংজ্ঞা কি ? রূপসংজ্ঞা, গন্ধসংজ্ঞা ও স্পর্শসংজ্ঞা ইহারা প্রতিঘ-সংজ্ঞা (নামে) উক্ত হয়। "কুশল বিপাক পাঁচ ও অকুশল বিপাক পাঁচ, সর্ব্ব মোট সেই দশ প্রতিঘ-সংজ্ঞার অস্তগমন, প্রহাণ, অসমুৎপাদ, অপ্রবর্ত্তি করিয়া" (ইহা) উক্ত হয়। ইহারা স্বভাবতঃ প্রথম ধ্যান সমাপন্নেরও নাই। সেই সময়ে পঞ্চদ্বার বশে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয় না। এরূপ হইলেও অন্যত্র প্রহীন সুখ দুঃখ সমূহের চতুর্থধ্যানে যেমন, সৎকায় দৃষ্টি আদির তৃতীয় মার্গে যেমন, এই ধ্যানে উৎসাহ জননার্থ এই ধ্যানের প্রশংসা বশে এখানে এই সকল বলা হইয়াছে বলিয়া বিদিতব্য। অথবা যদিও রূপাবচর সমাপন্নের ও নাই, অপ্রহীন বলিয়াই নাই। ইহাদের প্রবর্ত্তি রূপায়ত্ব বলিয়া রূপবিরাগজন্য রূপাবচর ভাবনা সংবর্দ্ধন করে না। কিন্তু এই ভাবনা রূপ বিরাগের জন্য সংবর্দ্ধন করে। তাই তাহারা অত্র প্রহীন বলিয়া বলা উচিত। কেবল বলা নহে, একান্তই (নিশ্চিতই) এইরূপ ধারণা করাও উচিত। তাহাদের ইহার পূর্ব্বে অপ্রহানতা বশতঃই প্রথম ধ্যান সম্পন্নের শব্দ কণ্টক বলিয়া ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত। এই থানে প্রহীনতা বশতঃই অরূপ সমাপত্তি সমূহের আনেঞ্জতা ও শান্ত বিমোক্ষতা উক্ত। আলার কালাম অরূপ

সমাপন্ন অবস্থায় পাঁচশত শকট অতি নিকট দিয়া গেলেও দেখেন নাই, শব্দও শুনেন নাই।

নানত্ত সঞ্ঞানং অমনসিকারা—নানাত্বে বা গোচরে প্রবর্ত্ত সংজ্ঞাসমূহের বা নানাত্ব সংজ্ঞা সমূহের। যেহেতু ইহারা "অত্র নানত্ব সংজ্ঞা কি? অসমাপন্নের মনোধাতুসমঙ্গীর বা মনোবিজ্ঞানধাতুসমঙ্গীর যে সংজ্ঞা সঞ্জাননা সঞ্জানিতত্ব ইহারা নানাত্ব সংজ্ঞা বলিয়া উক্ত হয়" এইরূপে 'বিভঙ্গে' বিভাগ করিয়া উক্তা এইখানে অভিপ্রেতা। অসমাপন্নের মনোধাতু-মনোবিজ্ঞানধাতু-সংগৃহীতা সংজ্ঞা রূপ শব্দাদি ভেদে নানাত্বে নানাস্বভাব বিশিষ্ঠ গোচরে প্রবর্ত্তন করে। যেহেতু ইহারা অষ্ট কামাবচর কুশলসংজ্ঞা, দ্বাদশ অকুশলসংজ্ঞা, একাদশ কামাবচর-কুশল বিপাক-সংজ্ঞা, দুই অকুশল বিপাকসংজ্ঞা, একাদশ কামাবচর ক্রিয়াসংজ্ঞা, মোট চতু-চত্বারিংশ সংজ্ঞা নানাত্ব, নানা স্বভাব, পরস্পর অসদৃশ। তাই নানাত্ব সংজ্ঞা বলিয়া উক্ত। সেই নানাত্ব সংজ্ঞা সমূহের সর্ব্বপ্রকারে অমনসিকার হেতু, অনাবর্জ্জন হেতু, অসমন্নাহার হেতু, অপ্রত্যবেক্ষণ হেতু। যেহেতু সেই সকল আবর্জ্জন করে না, মনসি করে না, প্রত্যবেক্ষণ করে না, সেই হেতু বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু অত্র পূর্ব্ব রূপসংজ্ঞা ও প্রতিঘসংজ্ঞা এই ধ্যান দ্বারা উৎপন্ন (নির্ব্বত্ত) ভবে (লব্ধ ভবে) ও বিদ্যমান নাই, সেই ভবে এই ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহরণ কালে কি বর্ত্তমান থাকিবে? সেই হেতু তাহাদের সমতিক্রম ও অস্তগমন এই দুই বিধ অভাবই উক্ত। নানাত্ব সংজ্ঞা সমূহের মধ্যে যেহেতু অষ্ট কামাবচর কুশল সংজ্ঞা, নব ক্রিয়া-সংজ্ঞা, দশঅকুশল-সংজ্ঞা মোট এই-সপ্তবিংশতি সংজ্ঞা এই ধ্যান দ্বারা উৎপন্ন (নিবর্ত্ত) ভবে বিদ্যমান আছে। তাই তাহাদের "অমনসিকার হেতু" বলিয়া বিদিতব্য। অত্রও এই ধ্যান উপসম্পাদন করিয়া বিহারকারী তাহাদের অমনসিকারই উপসম্পাদন করিয়া বিহার করে। সেই সকল মনসি করিলে অসমাপন্নই হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ অত্র রূপ-সংজ্ঞা সমূহের সমতিক্রম হেতু এই বাক্যদ্বারা সর্ব্বরূপাবচবর ধর্ম্ম সমূহের প্রহাণ উক্ত।

"প্রতিঘ সংজ্ঞা সমূহের অস্তগমন ও নানাত্ব সংজ্ঞা সমূহের অমনসিকার হেতু" এই বাক্য দ্বারা সর্ব্ব কামাবচরে চিত্তচৈতসিক সমূহের প্রহাণ ও অমনসিকার উক্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

অনন্ত আকাশ—অত্র ইহার উৎপাদান্ত বা ব্যয়ান্ত প্রজ্ঞাত হয় না (জানা যায়)

বলিয়া অনন্ত। আকাশ—কৃৎস্ন-উৎঘাটিত আকাশ বলিয়া উক্ত হয়। মনসিকার বশেও অত্র অনন্ত বিদিতব্য। সেই কারণে 'বিভঙ্গে' উক্ত হইয়াছে—সেই আকাশে চিত্ত স্থাপন করে, সংস্থাপন করে, অনন্ত স্ফুরণ করে, তাই অনন্ত আকাশ বলিয়া উক্ত হয়।

আকানঞ্চায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতীতি—অত্র নাই ইহার অন্ত অনন্ত। আকাশ অনন্ত আকাশানন্ত। আকাশানন্তই আকাশানন্ত্য। সেই আকাশানন্ত্য দেবগণের দেবায়তন সদৃশ, অধিষ্ঠানার্থে সম্প্রযুক্ত ধর্ম্মসহ এই ধ্যানের আয়তন, তাই আকাশানন্ত্যায়তন। উপসম্পজ্জ বিহরতি—সেই আকাশনন্ত্যায়তন প্রাপ্ত হইয়া, নিষ্পাদন করিয়া, তদনুরূপ ইর্য্যাপথ বিহার দ্বারা বিহার করে।

ইহাই আকাশানন্ত্যায়তন কর্ম্ম স্থানের বিস্তার কথা।

২। বিজ্ঞানন্ত্যায়তন কর্ম্মস্থান।

বিজ্ঞানন্ত্যায়তন ভাবনাকামী পঞ্চ প্রকারে আকাশানন্ত্যায়তন সমাপত্তিতে চিরবশী হইয়া "এই সমাপত্তি আসন্নরূপাবচরধ্যান প্রত্যর্থীকা, বিজ্ঞানন্ত্যায়তনের ন্যায় শান্ত নহে" এইরূপে আকাশানন্ত্যায়তনে আদীনব দেখিয়া, তত্র নিকন্তি পরিগ্রহণ করতঃ বিজ্ঞানন্ত্যায়তন শান্তভাবে মনসি করিয়া সেই আকাশ স্ফুরণ করিয়া প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান "বিজ্ঞান, বিজ্ঞান" বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবর্জ্জন কর্ত্তব্য, মনসি কর্ত্তব্য, প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য, তর্কাহত, বিতর্কাহত কর্ত্তব্য।

কিন্তু "অনন্ত, অনন্ত" বলিয়া মনসি কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে সেই নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ চিত্ত চারণ করাতে তাহার নিবারণ সমূহ বিক্ষম্ভিত হয়, স্মৃতি সংস্থিতা হয়, উপচার দ্বারা চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সে সেই নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সেবন করে, ভাবনা করে, বহুলী করে। এইরূপ করাতে তাহার আকাশে আকাশনন্ত্যায়তনের ন্যায় আকাশপৃষ্ট বিজ্ঞানে বিজ্ঞানন্ত্যায়তন প্রাপ্ত হয়। অত্র অর্পণাক্রম উক্ত নয়েই বিদিতব্য।

এই পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি "সব্বসো আকাশানঞ্চায়তনং সমতিক্কম্ম অনন্তং বিঞ্ঞাণন্তি বিঞ্ঞাণঞ্চায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতীতি" বলিয়া উক্ত হয়।

তত্র সব্বসোতি—ইহা উক্ত প্রকারই।

আকাসানঞ্চায়তনং সমতিক্কম্মাতি—অত্রও পূর্ব্বে উক্ত নয়ে ধ্যানও

আকাসানঞ্চায়তনং (আকাশানন্ত্যায়াতন) এবং আলম্বনও (আকাশানন্ত্যায়তন)। পূর্ব্ব নয়ে আলম্বনই আকাশানন্ত্য (পুনঃ তাহা) প্রথম আরূপ্য ধ্যানের আলম্বন বলিয়া দেবগণের দেবায়তন সদৃশ অধিষ্ঠানার্থে আয়তন, আকাশানন্ত্যায়তন। "তথা আকাশানন্ত্য এবং তাহা সেই ধ্যানের সঞ্জাতি হেতু বলিয়া, কাম্বোজা অশ্ব সমূহের আয়তন ইত্যাদির ন্যায় সঞ্জাতি দেশার্থে আয়তনও আকাশানন্ত্যায়তন; এইরূপে এই ধ্যান ও আলম্বন উভয় অপ্রবর্ত্তিত করণ দ্বারা বা অমনসিকরণ দ্বারা সমতিক্রম করিয়া। যেহেতু এই বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন উপসম্পাদন করিয়া বিহার কর্ত্তব্য, তাই এই উভয়ই একত্র করিয়া আকাশানন্ত্যায়তন সমতিক্রম করিয়া" (ইহা) উক্ত বলিয়া বিদিতব্য।

অনন্তং বিঞ্ঞাণন্তি—অনন্ত বিজ্ঞান—তাহাই। 'অনন্ত আকাশ' বলিয়া স্ফুরণ করিয়া প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান 'অনন্ত বিজ্ঞান, অনন্ত বিজ্ঞান' এই বলিয়া মনসি করন্ত (উক্ত হয়)। অথবা মনসিকার বশে অনন্ত, সে সেই আকাশালম্বন বিজ্ঞান অনবশেষভাবে মনসি করিতে গিয়া 'অনন্ত' বলিয়া মনসি করে।

যাহা কিন্তু 'বিভঙ্গে' উক্ত—অনন্ত বিজ্ঞান অর্থ বিজ্ঞান দ্বারা স্ফুরিত সেই আকাশ মনসি করে, অনন্ত স্ফুরণ করে, তাই উক্ত হয় অনন্ত বিজ্ঞান। তত্র "বিঞ্ঞাণেন" (বিজ্ঞান দ্বারা) উপযোগার্থে করণ বচন বলিয়া বিদিতব্য। অট্‌ঠকথাচরিয়া (অর্থকথাচার্য্যগণ) এইরূপে তাহার অর্থ বর্ণন করেন:—অনন্ত স্ফুরণ করে, সেই আকাশ স্ফুরিত বিজ্ঞান মনসি করে বলিয়া উক্ত হয়।

বিঞ্ঞানঞ্চায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতীতি—অত্র নাই ইহার অন্ত অনন্ত। অনন্তই আনন্ত্য। বিজ্ঞান + আনন্ত্য = বিজ্ঞানানন্ত্য না বলিয়া বিজ্ঞানন্ত্য বলিয়া উক্ত। এইটী এখানে রূঢ়ী শব্দ।

সেই বিজ্ঞান দেবায়তন সদৃশ অধিষ্ঠানার্থে এই ধ্যানের ও তৎসম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম সমূহের আয়তন সদৃশ বলিয়া বিজ্ঞানন্ত্যায়তন। শেষ পূর্ব্ব সদৃশই।

ইহা বিজ্ঞানন্ত্যায়তন-কর্ম্মস্থানের বিস্তার কথা।

৩। আকিঞ্চন্যায়তন-কর্ম্মস্থান।

আকিঞ্চন্যায়তন ভাবনাকামী যোগীর পঞ্চ আকারে বিজ্ঞানন্ত্যায়তন-সমাপত্তিতে চিরবশীভাবে "এই সমাপত্তি আকাশানন্ত্যায়তনের আসন্ন প্রত্যর্থীক, আকিঞ্চায়-

তনের ন্যায় শান্ত নহে" এই বিজ্ঞানস্ত্যায়তনে আদীনব দেখিয়া, তাহাতে নিকন্তি পরিগ্রহণ করিয়া আকিঞ্চন্যায়তন শান্তভাবে মনসি করিয়া সেই বিজ্ঞানস্ত্যায়তনা· লম্বনভূত আকাশানন্ত্যায়তন-বিজ্ঞানের "অভাব, শূন্যতা, বিবিক্তাকার" মনসি কর্ত্তব্য।

কিরূপে? সেই বিজ্ঞান মনসি না করিয়া "নাস্তি, নাস্তি, শূন্য, শূন্য বা বিবিক্ত, বিবিক্ত" বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবর্জ্জন কর্ত্তব্য (মনে মনে আবৃত্তি কর্ত্তব্য), মনসি কর্ত্তব্য, প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য, তর্কাহত বিতর্কাহত কর্ত্তব্য। এইরূপে সেই নিমিত্তে চিত্ত চালনা করাতে সেই সময় তাহার নিবারণ সমূহ বিক্ষম্ভিত হয়, স্মৃতি সংস্থিতা হয়, উপচার দ্বারা চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সে সেই নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আসেবন করে, ভাবনা করে, বহুল করে। তাহার এরূপ করাতে আকাশে মহদ্গতবিজ্ঞানে বিজ্ঞানস্ত্যায়তন সদৃশ সেই আকাশই স্ফুরণ করিয়া প্রবর্ত্তিত আকিঞ্চন্যায়তন চিত্ত প্রাপ্ত হয়।

এইখানেও অর্পণা নয় উক্ত নয়েই বিদিতব্য। কিন্তু ইহাই বিশেষ:—সেই অর্পণাচিত্ত উৎপন্ন হইলে, সে ভিক্ষু, যেমন কোন ব্যক্তি মণ্ডলমালাদিতে (মণ্ডপাদিতে) কোন কার্য্যবশতঃ সন্নিপতিত ভিক্ষু সংঘ দেখিয়া, কোথাও গিয়া, সন্নিপাত-কৃত্যাবসানে ভিক্ষুগণ প্রক্রান্ত হইলে ফিরিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া পুনঃ সেই স্থান অবলোকন্ত শূন্যমাত্রই দেখে, বিবিক্তই দেখে। তাহার মনে হয় না যে এত জন মরিয়াছেন (কাল করিয়াছেন), বা অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছেন। অথচ ইহা শূন্য, বিবিক্ত, নাস্তিভাবই দেখে। সেইরূপ পূর্ব্বেই আকাশে প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান বিজ্ঞানস্ত্যায়তনধ্যান-চক্ষুদ্বারা দেখিয়া বিহার করিয়া "নাস্তি, নাস্তি" ইত্যাদি পরিকর্ম্ম মনসিকার অন্তর্হিত হইলে, সেই বিজ্ঞানে সেই অপগম-সংখ্যাত অভাবই দেখিয়া বিহার করে।

এই পর্য্যন্ত ভাবনা করিয়া এই যোগী "সব্বসো বিঞ্ঞাণঞ্চায়তনং সমতিক্কম্ম নত্থি কিঞ্চীতি আকিঞ্চায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতীতি" উক্ত হয়।

এইখানেও "সব্বসোতি"—ইহা উক্ত নয়ই।

বিঞ্ঞাণঞ্চায়তনন্তি—এখানে ও পূর্ব্বে উক্ত নয়েই বিজ্ঞানস্ত্যায়তন ধ্যান এবং আলম্বনও। পূর্ব্ব নয়েই আলম্বনই বিজ্ঞান এবং তাহা, দেবগণের দেবায়তনের ন্যায় দ্বিতীয় আরূপ্য ধ্যানের আলম্বন বলিয়া অধিষ্ঠানার্থে আয়তনও; তাই

বিজ্ঞানন্ত্যায়তন (বিঞ্ঞানঞ্চায়তন)। তথা সে বিজ্ঞান ও সেই ধ্যানের সঞ্জাতি হেতু বলিয়া, কম্বোজা অশ্ব সমূহের আয়তন ইত্যাদির ন্যায় সঞ্জাতি দেশার্থে আয়তনও বলিয়া বিজ্ঞানন্ত্যায়তন। এইরূপ উভয় ধ্যান ও আলম্বন অপ্রবর্ত্তিকরণ ও অমনসিকরণ দ্বারা সমতিক্রম করিয়া। যেহেতু এই আকিঞ্চন্যায়তন উপসম্পাদন করিয়া বিহার কর্ত্তব্য তাই উভয়ই একত্র করিয়া বিজ্ঞানন্ত্যায়তন সমতিক্রম করিয়া" ইহা উক্ত বলিয়া বিদিতব্য। নথি কিঞ্চি—"নাস্তি, নাস্তি, শূন্য, শূন্য, বিবিক্ত, বিবিক্ত" এইরূপে মনসি করন্ত বলিয়া উক্ত হয়। "বিভঙ্গে" যে উক্ত হইয়াছে—"কিছুই নাই" অর্থ সেই বিজ্ঞান অভাবনা করে, বিভাবনা করে, অন্তর্ধান করায়, কিছুই নাই বলিয়া দেখে, তাই বলা হইয়াছে কিছুই নাই। যদিও তাহা ক্ষয়তঃ সংমর্ষণ সদৃশ উক্ত অথচ ইহার এইরূপে অর্থ দ্রষ্টব্য:—সেই বিজ্ঞান অনাবর্জ্জন করন্ত, অমনসি, করন্ত, অপ্রত্যক্ষবেক্ষণ করন্ত, কেবল ইহার নাস্তিভাব, শূন্যভাব, বিবিক্তভাব মাত্র মনসিকরন্ত অভাবনা করে, বিভাবনা করে, অন্তর্ধান করায় বলিয়া উক্ত হয়, অন্যথা নহে।

আকিঞ্চঞ্ঞাতনং উপসম্পজ্জ বিহরতীতি—অত্র নাই কিঞ্চন ইহার অকিঞ্চন, এমন কি ভঙ্গমাত্রও ইহার অবশিষ্ট নাই বলিয়া উক্ত হয়। অকিঞ্চনের ভাব আকিঞ্চন্য। আকাশানন্ত্যায়তন-বিজ্ঞানাপগমের এই অধিবচন। সে আকিঞ্চন্য দেবগণের দেবায়তন সদৃশ অধিষ্ঠানার্থে এই ধ্যানের আয়তন বলিয়া আকিঞ্চন্যায়তন। শেষ পূর্ব্ব সদৃশই।

ইতি আকিঞ্চন্যায়তন-কর্ম্মস্থানের বিস্তার কথা।

৪। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন কর্ম্মস্থান।

নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ভাবনাকামী (যোগী) কর্ত্তৃক পঞ্চ আকারে আকিঞ্চন্যায়তন সমাপত্তিতে চিন্নবশী হইয়া এই সমাপত্তি বিজ্ঞানন্ত্যায়নের আসন্ন প্রত্যর্থিনী; নৈবসংজ্ঞা-নাসজ্ঞায়তনের ন্যায় শান্তও নহে; সংজ্ঞা রোগ, সংজ্ঞা গণ্ড, সংজ্ঞা শল্য ;এই যে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা এইটা শান্ত, এইটা প্রণীত। এইরূপে আকিঞ্চন্যায়তনে আদীনবও উপরে আনিশংস দেখিয়া, আকিঞ্চন্যায়তনে নিকন্তি পরিগ্রহণ করিয়া, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন শান্তভাবে মনসি করতঃ সেই অভাব

আলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিতা আকিঞ্চন্যায়তন সমাপত্তি "শান্তা শান্তা" বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবর্জ্জন কর্ত্তব্য, মনসি কর্ত্তব্য, প্রত্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য, তর্কাহত, বিতর্কাহত কর্ত্তব্য। তাহার এইরূপে সে নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ মানস চালনা করাতে নিবারণ সমূহ বিক্ষম্ভিত হয়, স্মৃতি সংস্থিতা হয়, উপচার দ্বারা চিত্ত সমাধিস্থ হয়। তাহার এরূপ করাতে বিজ্ঞানাপগমে আকিঞ্চন্যায়তনের ন্যায় আকিঞ্চন্যায়তন-সমাপত্তি সংখ্যাত চারিস্কন্ধে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চিত্ত উৎপন্ন হয়।

এই পর্য্যন্ত এই যোগীঃ—সব্বসো আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং সমতিক্কম্ম নেবসঞ্ঞা নাসঞ্ঞায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতীতি" উক্ত হয়।

এইখানেও সব্বসোতি—সর্ব্বশঃ—ইহা উক্ত নয়েই।

আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং সমতিক্কম্মাতি—অত্রও পূর্ব্বে উক্ত নয়েই ধ্যান এবং আকিঞ্চন্যায়তন আলম্বন। আলম্বনও পূর্ব্বনয়েই আকিঞ্চন্য এবং তাহা তৃতীয় আরূপ্য-ধ্যানের আলম্বন বলিয়া দেবগণের দেবায়তন সদৃশ অধিষ্ঠানার্থে আয়তন ও আকিঞ্চন্যায়তন। তথা আকিঞ্চন্যও তাহা সেই ধ্যানের সঞ্জাতি হেতু বলিয়া কাম্বোজা অশ্বগণের আয়তন ইত্যাদির ন্যায় সঞ্জাতি দেশার্থে আয়তনও। এইরূপে ধ্যানও আলম্বন উভয় অপ্রবর্ত্তিকরণ ও অমনসিকরণ দ্বারা সমতিক্রম করিয়া, "যেহেতু এই নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন উপসম্পাদন করিয়া বিহার কর্ত্তব্য, সেই হেতু এই উভয় একত্র করিয়া আকিঞ্চন্যায়তন সমতিক্রম করিয়া" (ইহা) উক্ত বলিয়া বেদিতব্য।

নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞায়তনন্তি—অত্র যে সংজ্ঞা ভাবনা করাতে তাহা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা বলিয়া উক্ত হয়, যেরূপ প্রতিপন্নের সে সংজ্ঞা হইয়া থাকে, প্রথমতঃ তাহা দেখাইতে 'বিভঙ্গে' "নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞা" উদ্ধার (উদ্ধৃত) করিয়া সেই আকিঞ্চন্যায়তন শান্তভাবে মনসি করিয়া সংস্কারবশেষ সমাপত্তি ভাবনা করে তাই উক্ত হয় নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী" বলিয়া উক্ত।

তত্র সন্ততো মনসি করোতীতি—শান্তা নিশ্চয়ই এই সমাপত্তি। কেন না নাস্তিভাবও আলম্বন করিয়া থাকে। এইরূপ শান্তালম্বন হেতু শান্ত বলিয়া মনসি করে। যদি শান্তভাবে মনসি করে তবে কিরূপে সমতিক্রম হইয়া থাকে? সমাপর্জ্জন করিতে অনিচ্ছা বশতঃ। যদিও সে তাহা শান্তভাবে মনসি করে, তথাপি তাহার মনে হয় না কি আমি ইহা আপর্জ্জন করিব, সমাপর্জ্জন করিব, অধিষ্ঠান করিব, উত্থান করিব, প্রত্যবেক্ষণ করিব? এই আভোগ, সমন্নাহার,

মনসিকার হয় না। কি কারণে? আকিঞ্চন্যায়তন হইতে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-য়তনের শান্ততরতাও প্রণীততরতা হেতুতে। যথা রাজা মহৎ রাজানুভাবে হস্তীস্কন্ধ-বরগত নগর বীথিতে বিচরণ করিতে করিতে দন্তকারাদি শিল্পীদিগকে এক বস্ত্র দৃঢ়রূপে পরিধান করিয়া, অন্য বস্ত্রদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া দন্তচূর্ণাদি দ্বারা সমাবকীর্ণ-গাত্র অনেক প্রকার দন্তবিকৃতি ইত্যাদি শিল্প সকল করিতে দেখিয়া "অহো কি দক্ষ আচার্য্যগণ' ঈদৃশ শিল্পও করিতেছে!" ভাবিয়া তাহাদের দক্ষতায় তুষ্ট হন। কিন্তু তাহার এইরূপ মনে হয় না যে "আমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া শিল্পী হইব।" তাহার কারণ কি? রাজ্যশ্রীর মহানিসংশতা হেতু। তিনি শিল্পীদের সমতিক্রম করিয়া চলিয়া যান। সেইরূপ যদিও সে যোগী সে সমাপত্তি শান্তভাবে মনসি করে তথাপি তাহার 'আমি এই সমাপত্তি আপর্জ্জন করিব, সমাপর্জ্জন করিব, অধিষ্ঠান করিব, উঠিব, প্রত্যবেক্ষণ করিব' এইরূপ আভোগ, সমন্নাহার, মনসিকার হয় না। তাহা শান্তভাবে মনসি করাতে পূর্ব্ব উক্তনয়ে সে পরম সূক্ষ্ম অর্পণা প্রাপ্ত সংজ্ঞা পাইয়া থাকে, যাহা দ্বারা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হইয়া থাকে, সংস্কারাবশেষ সমাপত্তি ভাবনা করে বলিয়া উক্ত হয়।

সংস্কারাবশেষ সমাপত্তি অর্থ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত সংস্কারযুক্ত চতুর্থ আরূপ্য সমাপত্তি।

ইদানীং এইরূপে যে সংজ্ঞার অধিগমবশে "নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞায়তনন্তি' নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন বলিয়া উক্ত হয় তাহা অর্থতঃ দর্শাইতেঃ নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা সমাপন্নের বা উপপন্নের বা দৃষ্টধর্ম্ম সুখবিহারীর চিত্ত চৈতসিক ধর্ম্ম সকল বলিয়া উক্ত। তাহাদের মধ্যে এইখানে সমাপন্নের চিত্তচৈতসিক ধর্ম্ম সকল অভি-প্রেত। অত্র বচনার্থ স্থূল সংজ্ঞার অভাব হেতু, সূক্ষ্ম সংজ্ঞার ভাবহেতু এই সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম সহ ধ্যানের নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞ = নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা। নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা ও মনায়তন-ধর্ম্মায়তন-পর্য্যাপন্ন বলিয়া তাহা আয়তনও। তাই নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন।

অথবা অত্র যে সংজ্ঞা তাহা পটুসংজ্ঞাকৃত্য করিতে অসমর্থ বলিয়া নৈবসংজ্ঞা সংস্কারাবশেষ সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান বলিয়া নাসংজ্ঞা। অতএব নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা। তাহা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা এবং অধিষ্ঠানার্থে শেষধর্ম্ম সমূহের আয়তনও, সুতরাং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন। অত্র কেবল সংজ্ঞা তাদৃশ নহে, বেদনাও নৈববেদনা

নাবেদনা; চিত্ত ও নৈবচিত্ত নাচিত্ত; স্পর্শও নৈব স্পর্শ নাস্পর্শ। অবশিষ্ট সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম সমূহেও এই নিয়ম। সংজ্ঞা শীর্ষে এই দেশনা করা হইয়াছে বলিয়া বিদিতব্য।

পাত্রম্রক্ষনতৈল প্রভৃতি উপমাদ্বারা এই অর্থ প্রকাশিতব্য। শ্রামণের তৈল-দ্বারা পাত্র মাখিয়া স্থাপন করিয়াছিল। যাউ পানকালে স্থবির বলিলেন 'পাত্র আহরণ কর (আন)'। সে (শ্রামণের) বলিল "ভন্তে, পাত্রে তেল আছে'। তারপর স্থবির 'হে শ্রামণের, আহরণ কর, তৈল নালিতে ভরিব' বলিলে 'ভন্তে তৈল নাই' বলিয়া উত্তর দিল।

তত্র যথা ভিতরে মাখান বলিয়া যাউর সহিত অকল্পীয় হেতু তৈল আছে বলা যায়, নালি পূর্ণাদি বশে নাই হইয়া থাকে। এইরূপ সেই সংজ্ঞা পটুসংজ্ঞাকৃত্য করিতে অসমর্থ বলিয়া নৈবসংজ্ঞা, সংস্কারাশেষ-সূক্ষ্মভাবে বিগুমান হেতু নাসংজ্ঞা হইয়া থাকে।

অত্র সংজ্ঞাকৃত্য কি? আলম্বন সঞ্জানন ও বিদর্শনার বিষয়ভাব উপগমন করিয়া নির্ব্বিদাজনন। সুখোদকে তেজধাতুর পোড়ান কার্য্যের গ্যায় এই সংজ্ঞা সঞ্জানন কৃত্য পটু করিতে সক্ষম নয়, অপর সমাপত্তি সমূহে সংজ্ঞার গ্যায় বিদর্শ-নার বিষয়ভাব উপগমন করিয়া নির্ব্বিদাজনন করিতে ও সক্ষম নহে। অন্য স্কন্ধ সমূহে অকৃতাভিনিবেশ ভিক্ষু নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন স্কন্ধে সংমর্ষণ করিয়া নির্ব্বিদা পাইতে সমর্থ নহে। কিন্তু আয়ুষ্মান সারীপুত্র সদৃশ মহাপ্রাজ্ঞ স্বাভাবিক বিদর্শকই সক্ষম হন। তিনিও এইরূপে আমার ধর্ম্ম সকল না হইয়া সম্ভূত হয়, হইয়া প্রতিবিনীত হয়, এইভাবে কলাপ সংমর্ষণ বশেই সক্ষম, অনুপদধর্ম্মবিদর্শনা বশে নহে। এই সমাপত্তি এইরূপ সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

যেমন পাত্র ম্রক্ষণ তৈলোপমায় তেমন মার্গোদকোপমায়ও এই অর্থ প্রকা-শিতব্য। মার্গপ্রতিপন্ন স্থবিরের অগ্রে গমনকারী শ্রামণের অল্প উদক দেখিয়া বলিল "ভন্তে, উদক, উপাহন খুলুন"। তারপর স্থবির 'যদি জল থাকে, স্নানের কাপড় বাহির কর, স্নান করিব" বলিলে "জল নাই ভন্তে" বলিয়া শ্রামণের জবাব দিল। তত্র যথা উপাহন মাত্র ভিজাইবার জন্য জল আছে বলা যায়, (কিন্তু) স্নানের জন্য নাস্তি হয়। সেইরূপ পটু সংজ্ঞাকৃত্য করিতে অসমর্থতায় নৈবসংজ্ঞা, সংস্কারাবশেষ সূক্ষ্মভাবে বিদ্যামানহেতু নাসংজ্ঞা হইয়া থাকে। কেবল

এই সকল উপমাদ্বারা নহে, অপর অনুরূপ উপমাদ্বারা ও অর্থ বিভাবেতব্য। উপসম্পজ্জ বিহরতি—ইহা উক্ত নয়েই।

ইহা নৈবসংজ্ঞ-নাসংজ্ঞা কর্ম্মস্থানের বিস্তার কথা।

৫। প্রকীর্ণক কথা।

অসদিসরূপো নাথো আরূপ্পং যং চতুব্বিধং আহ,
তং ইতি ঞত্বা তস্মিং পকিণ্ণক-কথাপি বিঞ্ঞেয়্যা।

অসদৃশরূপ নাথ যে চতুর্ব্বিধ আরূপ্য বলিয়াছেন তাহা জানিয়া সেই আরূপ্যের প্রকীর্ণক (বিবিধ) কথাও জানা উচিত।

আরূপ্য সমাপত্তি সকল

আরম্মনাতিক্কমতো চতস্সোপি ভবন্তিমা,
অঙ্গাতিক্কমমেতাসং ন ইচ্ছন্তি বিভাবিনো।

আলম্বনাতিক্রমতঃ চারি প্রকার হইয়া থাকে। বিভাবীরা ইহাদের অঙ্গাতিক্রম ইচ্ছা করেন না।

ইহাদের রূপনিমিত্তাতিক্রমতঃ প্রথমা। আকাশাতিক্রমতঃ দ্বিতীয়া, আকাশে প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানাতিক্রমতঃ তৃতীয়া, আকাশে প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানের অপগমাতিক্রমতঃ চতুর্থী। সর্ব্বথা আলম্বনাতিক্রমতঃ এই সকল আরূপ্য সমাপত্তি চারি প্রকার হইয়া থাকে বলিয়া বিদিতব্য।

ইহাদের অঙ্গাতিক্রম পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন না। যেমন রূপাবচর সমাপত্তিতে তেমন এই সকলেতে ও অঙ্গাতিক্রম নাই। ইহাদের সকল গুলিতেই উপেক্ষা ও চিত্তৈকাগ্রতা এই দুই ধ্যানাঙ্গ হয়। এইরূপ হইলেও—

সুপ্পণীততরা হোন্তি পচ্ছিমা পচ্ছিমা ইধ,
উপমা তত্থ বিঞ্ঞেয়্যা পাসাদতল-সাটিকা।

যথা চারিভূমক (চারতলা) প্রাসাদের নীচের তলে দিব্য-নৃত্য-গীত-সুরভি গন্ধ-মালা-ভোজন-শয়নাচ্ছাদনাদি বশে প্রণীতা পঞ্চ কামগুণ প্রত্যুপস্থিত হইয়াছে দ্বিতীয়তলে তাহা হইতে প্রণীততর, তৃতীয়তলে তাহা হইতে প্রণীততর, চতুর্থতলে সর্ব্বপ্রণীততর (প্রণীতম)। তত্র যদিও চারিটাই প্রসাদতল, প্রাসাদতল হিসাবে তাহাদের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু পঞ্চকামগুণ সমৃদ্ধি বিশেষ দ্বারা নীচ তল হইতে উপর উপর তল প্রণীততর।

যথা এক স্ত্রী কর্ত্তৃক কর্ত্তিত স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সুক্ষ্মতম সূত্রের চারিপরতা, তিনপরতা, দুইপরতা, একপরতা সাটিকা দৈর্ঘ্য বিস্তারে সমপ্রমাণ বিশিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে। তত্র যদিও সে চারি সাটিকা দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সমপ্রমাণ, প্রমাণেতে তাহাদের প্রভেদ নাই, সুখ সংস্পর্শ, সূক্ষ্মভাব ও মহার্ঘভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পর প্রণীততর। সেইরূপ যদি এই চারি সমাপত্তিতে উপেক্ষা ও চিত্তৈকাগ্রতা এই দুই অঙ্গই হইতে থাকে, অথচ ভাবনা বিশেষ দ্বারা তাহাদের অঙ্গ সমূহের প্রণীত, প্রণীততর ভাবে পর পরটা সুপ্রণীততর হইয়া থাকে (ইহা বিদিতব্য)।

এইরূপ অনুপূর্ব্বে প্রণীত ও প্রণীততম এই সকল

অসুচিম্হি মণ্ডপে লগ্‌গো একো, তং নিস্‌সিতো পরো,
অঞ্‌ঞো বহি অনিস্‌সায়, তং তং নিস্‌সায় চাপরো।
ঠিতো চতুহি এতেহি পুরিসেহি যথাক্কমং,
সমানতায় ঞাতব্বা চতস্‌সো পি বিভাবিনো।

তত্র এই অর্থ যোজনা—অশুচি দেশে নাকি এক মণ্ডপ। অথ একব্যক্তি আসিয়া সে অশুচিকে ঘৃণা করিয়া সেই মণ্ডপ হাতে ধরিয়া তাহাতে লাগিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর একজন আসিয়া সে মণ্ডপে লাগিয়া স্থিত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া স্থিত হইল। তারপর অন্য আসিয়া চিন্তা করিল, যে মণ্ডপে লগ্ন, আর যে তাহাকে আশ্রয় করিয়া স্থিত তাহারা উভয়ে দুঃস্থিত, তাহাদের মণ্ডপে পতন ধ্রুব। ভাল, আমি বাহিরেই থাকিব। সে ঐ নিশ্রিতকে আশ্রয় না করিয়া বাহিরেই দাঁড়াইল। অথ আর একজন আসিয়া মণ্ডপে লগ্ন ও তৎ-নিশ্রিত ব্যক্তির অক্ষেমভাব চিন্তা করিয়া বাহিরে স্থিতের সুস্থিতিভাব মনে করিয়া তাহাকে আশ্রয় করতঃ দাঁড়াইল।

তত্র অশুচি প্রদেশে মণ্ডপের ন্যায় কৃৎস্নোদ্ঘাটিত আকাশ দ্রষ্টব্য। অশুচিকে ঘৃণা করিয়া মণ্ডপে লগ্ন পুরুষ সদৃশ রূপনিমিত্তকে ঘৃণা করিয়া আকাশালম্বন আকাশানন্ত্যায়তন। মণ্ডপলগ্ন পুরুষকে আশ্রয় করিয়া স্থিত ব্যক্তির ন্যায় আকাশানন্ত্যায়তন অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন। তাহারা দুই জনেরও অক্ষেম ভাবে (অনিরাপদতা) চিন্তা করিয়া সেই মণ্ডপ-লগ্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় না করিয়া বাহিরে স্থিত ব্যক্তির ন্যায় আকাশন্ত্যায়তন আলম্বন না করিয়া তদভাবালম্বন আকিঞ্চন্যায়তন।

মণ্ডপলগ্ন ও ঐদাশ্রিত ব্যক্তির অক্ষেমভাব চিন্তা করিয়া বাহিরে স্থিত ব্যক্তিকে সুস্থিত মনে করিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়া স্থিত সদৃশ বিজ্ঞানাভাব সংখ্যাত বাহির প্রদেশে স্থিত আকিঞ্চন্যায়তন অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন দ্রষ্টব্য।

এইরূপ প্রবর্ত্তমান

আরম্মণং করোত্তেব, অঞ্ঞাভাবেন তং ইদং,
দিট্ঠদোসম্পি রাজানং বুত্তিহেতু জনো যথা।

এই নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন "বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনের আসন্ন প্রত্যর্থিনী এই সমাপত্তি" বলিয়া আকিঞ্চন্যায়তনে দোষ দেখিলেও অন্য আলম্বনের অভাবে তাহাকেই আলম্বন করে। যথা কিরূপ? দৃষ্টদোষ রাজাকে লোক যথা বৃত্তিহেতু আশ্রয় করে। লোক বৃত্তিহেতু (জীবিকারজন্য) যেমন অসংযত কর্কশ কায়-বাক্য মন-সমাচার সর্ব্বাদশম্পাতি কোন রাজাকে, কর্কশ সমাচার এই ব্যক্তি, এইরূপ দোষ দেখিয়াও অন্যত্র বৃত্তি না পাইয়া আশ্রয় করিয়া থাকে সেইরূপে সেই আকিঞ্চন্যায়তনে দোষ দেখিলেও অন্য আলম্বন অলাভহেতু এই নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন আলম্বন করিয়া থাকে।

এইরূপ করিতে করিতে—

আরূল্হো দীঘনিস্সেণিং যথা নিস্সেণি-বাহুকং
পব্বতগ্গঞ্চ আরূল্হো যথা পব্বতমত্থকং,
যথা গিরিং আরূল্হো অত্তনো যেব জণ্ণুকং
ওলুব্ভতি, তথেবেতং ঝানং ওলুব্ভ বত্ততীতি।

দীর্ঘ নিশ্রেণী আরূঢ় ব্যক্তি যেমন নিশ্রেণী-বাহু, পর্ব্বতাগ্র আরূঢ় ব্যক্তি যেমন পর্ব্বত-মস্তক, গিরি আরূঢ় ব্যক্তি যেমন নিজের কনুইতে ভরদিয়া থাকে সেইরূপ এই ধ্যান অবলম্বন করিয়া যোগীরা বর্ত্তমান থাকেন।

সাধুজন প্রমোদার্থে কৃত বিশুদ্ধিমার্গে
সমাধি ভাবনাধিকারে আরূপ্য নির্দ্দেশ
নামক
দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২০	বাস	বাসী
৮	১১	প্রহান	প্রহাণ (এইরূপ সর্বত্র)
	১২	স্রোতপন্নাদি	স্রোতাপন্নাদি (এইরূপ সর্বত্র)
	১৩	হইতেছে	হইতেছে,
১২	৩	(ঘ)	(গ)
	২৩		লাইনের প্রথমে (ঘ) হইবে
১৩,১৫,১৭, ১৯,২১,২৩	হেডিং (শিরোনাম)	নিদান কথা	শীল নির্দেশ
১৩	৬		প্রত্যুপস্থান-পদস্থান
৪	১৬	পুনচ	পুন চ
১৬	২২	কায়	কাল
১৭	২১	আজীবষ্টমক	আজীবাষ্টমক
১৯	১৪	পর্য্যেষনা	পর্য্যেষণা
১	২৩	প্রবত্তিত	প্রবর্ত্তিত
২০	২০	সঙ্কল্পবহুলো	সঙ্কপ্পবহুলো
৩১	১৮	এষনা	এষণা
৪৮	২২	সজ্ঞার	সংজ্ঞার
৫০	২৪	কুলপুত্তো	কুলপুত্ত
		মানী	দানি (সিংহলী বহিতে)
৫৩	৬	একারন্ত	একান্ত
	৭	(ভূমিতে পড়া মাত্রই)	(ভূমিতে পড়া) মাত্রই
৫৪	৬	পমিভোগ	পরিভোগ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭	৫	পরিপুন্নসঙ্কপ্পো	পরিপুন্নসঙ্কপ্ পো
৬৩	১৭	খণ্ডাদিভাব	খণ্ডাদিভাব
৬৬	৫	আদিনব	আদীনব (এইরূপ সর্ব্বত্র)
৯৩	১	শ্মশানিকের	শ্মাশানিকের
১০৫	১৭	করিয়া	করিয়া
১০৯	২৪	নববকর্ম্ম	নবকর্ম্ম
১১৯	১৫	বিদ্যালম্বণ	বিদ্যালম্বন
১২০	১৩	রত্তস্স	রত্তস্স

দ্বিতীয় খণ্ড।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	পার্শ্বনাম	অসুখ জনক	অসুখ জনক
১০	২০	সন্নিসিন্ন	সন্নিষণ্ণ (এইরূপ সর্ব্বত্র)
১১	৯	বাড়াইরা	বাড়াইয়া
	১৮	ইরিয়া পথো	ইরিয়া-পথো
	২৩	অসপ্রায়	অস-প্রায় (এইরূপ সর্ব্বত্র)
	২৫	সপ্রায়	স-প্রায় (এইরূপ সর্ব্বত্র
১৬	১৯	প্রবর্ত্ত	প্রবর্ত্তিত (এইরূপ সর্ব্বত্র)
১৭	৫	পিণ্ডপচায়না	পিণ্ডাপচায়নতা
১৮	৪	প্রশ্রব্ধি	প্রশ্রব্ধি (এইরূপ সর্ব্বত্র)
	১৭	মনসি কারবহুলী	মনসিকার বহুলীকার
১০	২৪	ভাহেবি	ভাবেহি
২১	৫	পুস্পরাশি	পুপ্পরাশি
২২	৩	প্রবীর্য্যতায়	বীর্য্যতায়
	৭	নিমিত্তাভিমৃখে	নিমিত্তাভিমুখে
	১২	নিমিত্তামুখং	নিমিত্তাভিমুখং
	২৩	গ্রামাদীয়	গ্রামাদির

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	৪	দন্দ্বাভিজ্ঞা	দদ্ধাভিজ্ঞা
	১৮	অদ্ধান	অদ্ধা
২৪	৪*	‘কার’ (কারক) সেই	এবকার তাহা
	১৯	অত্রৈবকার	এব-কার
	২৬	বিবেক ও বিক্ষম্ভন বিবেক	চিত্ত বিবেক ও বিক্ষম্ভন বিবেক
২৫	১	যে ছন্দ কাম	যে ‘ছন্দ কাম
	৩	ক্লেশকাম	ক্লেশ-কাম
২৬	১৭	প্রহনাঙ্গ	প্রহাণাঙ্গ
২৮	১৬	বদ্ধালম্বন জাত	বুদ্ধালম্বন-জাতা
২৯	৬	বুদ্ধালম্বন জাতা	বুদ্ধালম্বন-জাতা
২৯	১০	বস্তীর	বস্তির
	১৪	করে।	করে,—
	২৩	প্রতিলাভ তুষ্টি	প্রতিলাভ-তুষ্টি
৩০	১১	সাক্ষাৎ ক্রিয়া	সাক্ষাৎ-ক্রিয়া
	১৩	ধ্যান সমঙ্গা	ধ্যান-সমঙ্গী
	২৫	ব্যাপার	ব্যাপাদ
৩২	১১	করে।	করে,
	১২	করে।	করে,
	২৭	এইথানে	এইখানে
৩৬	২৫	পরিপন্থীকধর্ম্ম	পরিপন্থিকধর্ম্ম
৩৭	৩	মিমিত্ত	নিমিত্ত
	৪	(কাপরবর্দ্ধন)	(কাপড়বর্দ্ধন)
	২০	প্রাপ্ত প্রথমধ্যান	প্রাপ্ত-প্রথমধ্যান
	২৫	অগ্রগুণ	অগ্রগুণ

*মূল পুস্তকে ভুল থাকায় অনুবাদও ভুল হইয়াছে। পরে ভুল নজরে পড়ায় সংশোধিত করা গেল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮	১	অগত পূৰ্ব্ব	অগতপূর্ব্ব
		অখাদিতপূর্ব্ব	অখাদিতপূর্ব্ব
	১৭	বিবিক্তি	বিবিক্ত
৩৯	৩	প্রকাশ না	প্রকাশনা
	১৩	ক্ষণং	ক্ষণ
৪০	৫	পৃথিবী	পৃথিবী"
৪১	৬	সম্প্রযু প্র	সম্প্রযুক্ত
	৮	চলিয়া	বলিয়া
৪২	৫	হে'তু	হেতু'
৪৩	২১	যেই	সেই
৪৪	৭	করনার্থ	করণার্থ
৪৮	১৩	গুণে	গুণসমূহ
৫৭	৩	কেসর	কেশর
	১১	হেমন	যেমন তেমন
৬১	১২	আর্য্যামার্গ	আর্য্য-মার্গ
৬৩	১২	পর্য্যাবসন	পর্য্যবসন
৬৩	১৫	পর্ব্বতপাদে	পর্ব্বতপাদে,
৬৪	৫	মানুষের	মানুষেরা
	১৪	প্রত্যবেক্ষণ	প্রত্যবেক্ষণ
৬৮	১৬	পুন	পুনঃ
৭১	২	হইয়াছ	হইয়াছে
	৩	নিমিত্ত গ্রাহ	নিমিত্ত-গ্রাহ
	২০	দুলভ	দুর্লভ
	২৪	বম্মীক	বল্মীক
৭৫	১	নবব্রণমুখ হইতে	নব ব্রণমুখ দ্বারা
	৩	অজগবাদির	অজগরাদির
৭৮	২৫	রঞ্জিতব্যাক যুক্ত	রঞ্জিতব্যকযুক্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭১	১৪	মাস	মাংস
৮১	১	অশুভাস্তর	অশুভানন্তর
৮৫	৩	এাপাসিনা	এাণাসিনা
৮৬	৩	রাহো	রহো
	১০	বলিয়া)	বলিয়া),
	১৯	(উপযুক্ত),	(উপযুক্ত) ও
		করেন না	করেন না ;
	১৬	তাবনা	ভাবনা
	২০	প্রহীন	প্রহীন ;
	২৮	সজ্ঞা	সংজ্ঞা
৮৭	৪	তাবনাদি	ভাবনাদি
	২৬	মহাকারুনিকতা	মহাকারুণিকতা
৮৮	১৭	ভাষন	ভাষণ
৮৮	২০	তথাগত	তথাগত
৮৯	২৫	বেদিতব্য	বিদিতব্য
৯২	৭	গরুড়গণেয়	গরুড়গণের
৯২	১২	ভরাতি	ভবতি
৯৪	৭০	করে	করেন
৯৫	১৯	গারবযুক্তো	গাবরযুক্তো
৯৬	৭	ভগ্নস্তি	ভগ্‌গন্তি
৯৯	১৬	পর্য্যাপ্তি	পর্য্যাপ্তি
১০০	২৮	চলিয়া	বলিয়া
১০১	২৮	মমাটীকা	মহাটীকা
১০২	২৩	এস দেখ-বিধির	এস-দেখ-বিধির
১০৮	২৮	পুংক্তি	পংক্তি
১০৯	শিরোনাম	ধর্ম্মানুস্মৃতি	ত্যাগানুস্মৃতি
১১৬	২৬	কুরে	করে,

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৪	১৭	নরণালম্বনা	মরণালম্বনা
১৪৮	১৩	(ভাগে)	(ভাগ)
১৫২	১৯	ঔদিক	ঐদিক
১৫৮	২৪	প্রাচীম গণ	প্রাচীনগণ
১৬০	১৩	যেমম	যেমন
১৬৪	২২	প্রাপ্ত হয়	প্রাপ্ত হয়।
১৭৭	শিরোনাম	উপশদান স্মৃতি	উপশমানুস্মৃতি
১৭৮	১	কর্ম্মস্থানন্তর	কর্ম্মস্থানানন্তর
	৬	প্রতির্বিনোদ পূর্ব্বক	প্রতিবিনোদন পূর্ব্বক
১৮৭	শিরোনাম	ব্রাহ্মবিহার	ব্রহ্মবিহার
১৮৯	,,	,,	,,
১৯২	১৮	প্রিয়বাক্যাদ্বারা	প্রিয়বাক্যদ্বারা
	২১	সহায়ক মধ্যস্থের	সহায়ক ও মধ্যস্থের
২০৫	১২	মুদ্রিতা	মুদিতা
	১৯	বিথরের	বিহারের
			২০০ পৃষ্ঠার পাদটীকা এই পৃষ্ঠার পাদটীকা হইবে
২০৭	১৫	সম্পত্তি	সম্পত্তি,
	১৬	,,	,,
			এই পৃষ্ঠার পাদটীকা ২০৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা হইবে।
২২৯	শিরোনাম	থিশুদ্ধি-মার্গ	বিশুদ্ধি-মার্গ

বিশুদ্ধি-মার্গ।

গাথা সমুহের বর্ণানুক্রমিক স্থচী।

দাঁড়ি চিহ্নের বাম দিকস্থ সংখ্যা ১=১ম খণ্ড, ২=২য় খণ্ড। ইহার দক্ষিণ দিকস্থ সংখ্যা পৃষ্ঠার অঙ্ক।

অ

ঈ

উ

এ

ক

জ

ত

প

ফ

ভ

ম

য

ল

ব

স

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৪	নিবেবধভাগীয়	নির্ব্বেদভাগীয়
৩	২৩	ঋণ-পরিভোগ	স্বামী-পরিভোগ
৪	৩	সংঘরহিত	সংঘরক্ষিত
	৭	লাভযশদির	লাভযশাদির
৬	৮	-দ্বেষ-মোহ......	রাগ-দ্বেষ-মোহ......
৮	১১	প্রীতি	প্রীতি ”
১০	২৩	তর্থ	অর্থ
১১	১৭	অপরগোযানে	অপরগোযান
১১	২১	“অনুত্তর শব্দের ব্যাখ্যা” লোকবিদূ ও পুরুষদম্য সারথী শব্দের সহিত এক সরলরেখা ক্রমে হইবে।	
১৪	১০	সম্যক সমুদ্ধতঃ	সম্যক সম্বুদ্ধতঃ
১৫	১৫	সংলক্ষনা	সংলক্ষণা
	১৭	আনিসশ	আনিসংশ
১৬	৫	থম্ভি	থম্ভি
	৬	তুন্দস্ত	ছন্দস্ত
	২৫	প্রকীর্ণ কথা	প্রকীর্ণক কথা